গৌড়ে ব্রাহ্মণ

অর্থাৎ

ব্রাহ্মণাদি বর্ণ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি, ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানের আগমন, আদিশূরের রাজ্যকাল ও ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়, আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন, বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ ও কৌলীন্য মর্য্যাদাবধারণ, বারেন্দ্র বিবরণ, রাঢ়ীয় বিবরণ, বৈদিক বিবরণ, কায়স্থ বিবরণ, এবং পরিশিষ্টে আদিশূরের ও বল্লালসেনের জাতিবিষয়ক আলোচনা।

শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত।
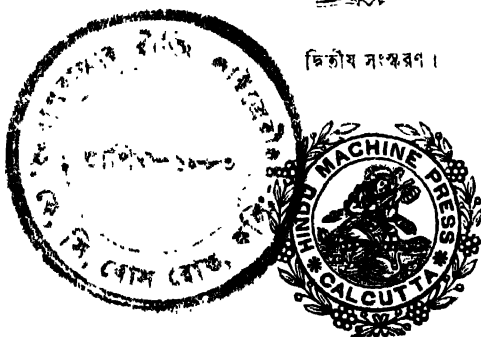
দ্বিতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,
৬৪ নং অখিল মিস্ত্রীর লেন, হিন্দুমেশিন্ যন্ত্রে
শ্রীহরিদাস ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৯০০

বিজ্ঞাপন।

বিগত দ্বাদশ বৎসরের পরিশ্রমে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। ইহা দুই বৎসর কাল মুদ্রণযন্ত্রে ছিল। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ লিখিতে ১২ বৎসর কাল অতিবাহিত হইল, শুনিতে যেন কেমন বুঝায়। ঐতিহাসিক বিবরণ, অধিকাংশই ঘটকের পুস্তক হইতে সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। ঘটকদিগের গ্রন্থ পাইতে যে বিলম্ব হইয়াছে, তাহাই বিলম্বের মুখ্য কারণ, এবং ওকালতিকার্য্যে লিপ্ত থাকায় আমার অবকাশবিরহও বিলম্বের অন্যতর কারণ। ক্রমে বিলম্ব হওয়াতে প্রাচীনতত্ত্ব অপেক্ষাকৃত অধিকপরিমাণে সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তকে বারেন্দ্রশ্রেণীর কোন কোন বংশের বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, এবং ১২২ পৃষ্ঠাতে ভরদ্বাজগোত্রে ভাদড়ের বংশবর্ণনাতে আমার নিজের বংশাবলী বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থখানির মুদ্রাঙ্কণকালে সামান্য সামান্য অনেকগুলি ভুল হইয়াছে। আমি রঙ্গপুরে বসিয়া প্রুফ দেখিয়াছি এবং প্রিণ্টারও প্রুফ দেখিয়াছেন। তথাপি ব্যক্তির, স্থানের, গাঞির নামের স্থলে বিশেষতঃ সংস্কৃতভাগে অনেক ভুল রহিয়া গিয়াছে। গ্রন্থের প্রথমেই তাহার একটী শুদ্ধিপত্র দেওয়া হইল।

জেলা রঙ্গপুর,
১৮৮৫ খৃষ্টাব্দ,
১৮০৭ শকাব্দ।

শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" অনেকে পাঠ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করাতে উহা দ্বিতীয়বার মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। গ্রন্থকারের দেহাত্যয় হইয়াছে। গ্রন্থের পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন সম্বন্ধে তিনি কিছুই করিয়া যান নাই। এজন্য এবার উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হইল না। কেবল মুদ্রণঘটিত অশুদ্ধগুলি সংশোধিত হইল। অগ্রজের কীর্ত্তিচিহ্নরক্ষার জন্য আমি এখন এই গ্রন্থ সুধীসমাজে প্রকাশ করিলাম।

বারদিয়া,
মানিকগঞ্জ।
১লা মাঘ, ১৩০৬

শ্রীকৈলাশচন্দ্র মজুমদার।

গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী।

ঢাকা জিল্লার মাণিকগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত বারদিয়া গ্রামে ১২৪০ সালের ২৫শে আষাঢ় মহিমচন্দ্র মজুমদারের জন্ম হয়। তিনি স্বকৃত গ্রন্থে আপনার স্থূল পরিচয় দিয়াছেন। এখন যেমন পল্লীতে পল্লীতে ইংরেজী বাঙ্গালা বিদ্যালয় আছে, পূর্ব্বে তেমন ছিল না। মহিমচন্দ্র বাল্যকালে আবাস-পল্লীতে থাকিয়া তৎকালোপযোগী বাঙ্গালা লেখাপড়া শিক্ষা করেন। সে সময়ে এখনকার মত ইংরেজীশিক্ষার সুবিধা ছিল না। তখন অনেক প্রধান নগরে ইংরেজী স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং বাল্যকালে মহিমচন্দ্রের ইংরেজীশিক্ষার সুবিধা ঘটে নাই। মহিমচন্দ্রকে যৌবনের প্রারম্ভ পর্য্যন্ত আবাস-পল্লীতেই থাকিতে হয়।

মহিমচন্দ্রের পিতা বগুড়াতে মোক্তারি করিতেন। মহিমচন্দ্র পিতার সঙ্গে বগুড়ায় গমন করেন। তখন বগুড়ায় ইংরেজী স্কুল ছিল না; কেবল একটি বাঙ্গালা স্কুল ছিল। মহিমচন্দ্র এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া, বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। বাঙ্গালার সঙ্গে সংস্কৃত ব্যাকরণ মুগ্ধবোধের অধ্যাপনা হইত। মহিমচন্দ্র এই ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। তৎকালে পারস্যভাষা শিক্ষা করা অনেকে আবশ্যক মনে করিতেন। মহিমচন্দ্র উক্ত ভাষার শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া, ক্রমে উহাতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন।

ইংরেজী ১৮৫৩ সালে বগুড়া প্রভৃতি জেলায় ইংরেজী স্কুল স্থাপিত হয়। মহিমচন্দ্র বগুড়া এবং দিনাজপুর জেলা স্কুলে প্রবিষ্ট হইবার চেষ্টা করেন। বয়স বেশী হওয়াতে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। কিন্তু ইহাতে তিনি নিরস্ত হয়েন নাই। তিনি অধ্যবসায়সহকারে ইংরেজী শিক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েন। ক্রমে এই ভাষায় তাঁহার অধিকার জন্মে। কোন ইংরেজী স্কুলে প্রবিষ্ট না হইয়াও, তিনি একটি বিদেশী ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর তিনি যখন ওকালতিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন আইন নজীর প্রভৃতি ইংরেজী গ্রন্থ হইতেই পড়িতেন, এবং মোকদ্দমায় সওয়াল জবাব, ইংরেজীতে করা আবশ্যক

হইলে, ঐ ভাবাতেই করিতেন। ইহা তাঁহার প্রগাঢ় অধ্যবসায় ও স্বাবলম্বনের পরিচায়ক।

মহিমচন্দ্র কিছুকাল দারোগাগিরি করেন। পুলিশের কর্ম্ম করা তাঁহার পিতার অভিপ্রেত ছিল না। ঐ কর্ম্মেও তিনি এক্‌টিং ছিলেন। একটিনির সময় অতীত হইলে পুলিশের সহিত তাঁহার সংস্রব রহিত হয়। মহিমচন্দ্র অতঃপর জরীপের বিভাগে কিছু দিন কর্ম্ম করেন। এই কার্য্যে ভূমি জরীপ সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা জন্মে। ওকালতির সময়ে এইরূপ অভিজ্ঞতায় তাঁহার সবিশেষ সুবিধা ঘটিয়াছিল।

বর্ষাকালে এই কার্য্যালয় বহরমপুরে ছিল। এই স্থানে মহিমচন্দ্রের সংস্কৃত-শিক্ষার সুযোগ ঘটে। মহিমচন্দ্র বহরমপুরে থাকিয়া, ভট্টিকাব্য, শিশুপালবধ, মেঘদূত প্রভৃতি সংস্কৃত সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। তিনি ইংরেজীশিক্ষায় যেরূপ উদ্যমের পরিচয় দিয়াছিলেন, সংস্কৃত শিক্ষাতেও তাঁহার সেইরূপ উদ্যম পরিস্ফুট হয়।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে, মহিমচন্দ্রের পিতা বগুড়ায় মোক্তারি করিতেন। মহিমচন্দ্র, পিতার অনুপস্থিতিতে তদীয় মোক্তারি কর্ম্ম চালাইতেন। পিতৃবিয়োগের পর তিনি কিছুকাল মোক্তারি করেন। কিন্তু মোক্তারিতে তাঁহার সন্তোষ জন্মে নাই। তিনি ওকালতির জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। ১৮৬৪ সনের জুলাই মাসে বহরমপুরে কমিটীর পরীক্ষা দিয়া, প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েন। মহিমচন্দ্র প্রথমে দিনাজপুরে ওকালতি আরম্ভ করেন, শেষে রঙ্গপুরে গিয়া, ঐ ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হয়েন। অন্তিম সময় পর্য্যন্ত তিনি এইখানে এই কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

রঙ্গপুরে ওকালতির সময়ে মহিমচন্দ্র অনেক বিষয়ে নিজের উন্নতি সাধন করেন। স্বাবলম্বন তাঁহার একটি প্রধান গুণ ছিল। এই গুণে তদীয় কোন উদ্যম নিষ্ফল হইত না। তাঁহার এরূপ স্মৃতিশক্তি ছিল যে, দুই বারের বেশী কোন বিষয় পড়িতে হইত না। নজীর প্রভৃতি তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। এজন্য রঙ্গপুরের অনেকে তাঁহাকে Moving Index বলিতেন। ওকালতি ব্যবসায়ে তাঁহার প্রচুর অর্থাগম হয়, কিন্তু তিনি কেবল অর্থলাভেই পরিতৃপ্ত হয়েন নাই। অর্থোপার্জ্জনের সহিত নানা শাস্ত্র পাঠে ও নানা বিষয় সংগ্রহে তাঁহার বলবতী

প্রবৃত্তি জন্মে। বহু বৎসর নানা গ্রন্থ পাঠের পর তৎকর্ত্তৃক "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" লিখিত হয়। এই গ্রন্থ সুধীসমাজে যথোচিত আদর লাভ করিয়াছে। সুপণ্ডিত পুরাতত্ত্বজ্ঞগণ ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

মহিমচন্দ্র আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রেরও আলোচনা করিয়াছিলেন। যখন তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, তখন তিনি স্বয়ং আয়ুর্ব্বেদবিহিত ঔষধ ও তৈল প্রস্তুত করিয়া উহার ব্যবহার করিতেন। নানা স্থান পর্য্যটনে ও নানা তীর্থ পরিদর্শনে তাঁহার বলবতী স্পৃহা ছিল। তিনি বৈদ্যনাথ, গয়া, কাশী, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী, জয়পুর, হরিদ্বার, কনখল, বোম্বাই, পুণা প্রভৃতি স্থানে গমন করেন। তৎকর্ত্তৃক এই সকল স্থানের পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় সংগৃহীত হইয়াছিল। অধ্যয়নে তাঁহার এরূপ অনুরাগ ছিল যে, তিনি কলি-কাতার মেট্‌কাফ্ হল এবং এসিয়াটিক্ সোসাইটির পুস্তকালয় হইতে অনেক গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতেন। এডুকেশন গেজেট প্রভৃতি সাময়িক পত্রে তৎকর্ত্তৃক অনেক প্রবন্ধ লিখিত হইত। তিনি বহু গবেষণা করিয়া আর্য্যজাতির প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু উহার সমাপ্তি হইতে না হইতেই দুরন্ত কাল তাঁহাকে জগতের এই পবিত্র কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অপসারিত করিয়াছে।

১৩০৩ সালের ৭ই ফাল্গুন ৬৩ বৎসর বয়সে মহিমচন্দ্র দেহ ত্যাগ করেন।

অধ্যায়...ম নির্ঘণ্ট।

উপক্রমণিকা।

সপ্তম অধ্যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়।

পরিশিষ্ট।

উপক্রমণিকা।

বংশাবলী তথা বংশাবলী-ঘটিত ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিয়া রক্ষা করার প্রথা সভ্যসমাজ মাত্রেই দৃষ্ট হয়। আর্য্যসন্তানগণ অতি প্রাচীন কালে সভ্যতা-সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়াই ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণগণের এবং ক্ষত্রিয়নৃপতিদিগের বংশাবলী এখনও প্রাপ্ত হওয়া যায়। ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন, এজন্য তাঁহাদিগকে অস্ত্র-বিদ্যা শিক্ষা করিতে হইত, লিখনপঠনের সহিত তাঁহাদের বড় সম্বন্ধ ছিল না। ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের পুরোহিত ও মন্ত্রী ছিলেন; ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের বংশাবলীরক্ষণের ভার ব্রাহ্মণগণের উপরেই ছিল। এইরূপ সংগৃহীত বংশাবলী লইয়াই পুরাণে ক্ষত্রিয়রাজগণের বংশাবলী এবং তদানুষঙ্গিক ঐতিহাসিক বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণের বংশাবলীও অপ্রাপ্য নহে, কিন্তু নানা পুরাণে তথা মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থে বিকীর্ণভাবে ঋষি-বংশের বর্ণনা দেখা যায়। মুনিগণ এমন বিচক্ষণতার সহিত ব্রাহ্মণদিগের গোত্র এবং প্রবর কল্পনা করিয়াছেন যে, গোত্র এবং প্রবর শ্রুতমাত্রই ব্রাহ্মণগণের বংশ-পরিচয় হইয়া থাকে।

বিবাহ-সম্বন্ধ ঘটাইতে বংশ-পরিচয়ের বিশেষ প্রয়োজন হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে ব্রাহ্মণেরা বংশাবলী রক্ষা করিতেন, এই জন্য প্রায় তাঁহারাই নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটাইতেন এবং বংশাবলী কীর্ত্তন করিতেন। দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের বিবাহে বিশ্বামিত্র মুনি সম্বন্ধ ঘটাইয়া দেন এবং সূর্য্যবংশের কুলপুরোহিত বশিষ্ঠ ইক্ষ্বাকু-বংশ কীর্ত্তন করেন। বিবাহকালে বংশ-কীর্ত্তনের প্রথা প্রাচীন সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছে (১)। কালক্রমে সমাজের অবস্থানুসারে ঘটকের কর্ম্মে অনৃতব্যবহারের প্রয়োজন হওয়াতে ব্রাহ্মণেরা ঘটকের কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেন। অতঃপর ভাটদের উপরে ঘটকের কর্ত্তব্য কর্ম্মের ভার ন্যস্ত হইল। এই সময় হইতে ক্ষত্রিয়নৃপতিগণের বিবাহ-সম্বন্ধ-সঙ্ঘটন এবং তাঁহাদের বংশাবলী রক্ষা ভাটগণই করিতেন। ক্রমে ঘটকের কার্য্য এত নিন্দার কারণ হইয়াছিল যে, ব্রাহ্মণেরা ঘটকের কর্ম্ম করিলে তাঁহাদের সংসর্গ, যত্নপূর্ব্বক ত্যাগের বিধি হইবার আবশ্যক হইয়াছিল (২)।

আদিশূর নৃপতি শকাব্দ সহস্র শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনেন। কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানেরা বারেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে বসতি করিয়া বংশবিস্তার করেন। আদিশূরের ৭।৮ পুরুষ পর যখন বল্লাল সেন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানগণকে অসদাচারপরায়ণ এবং বেদজ্ঞান-বিমূঢ় দেখিয়া তাঁহাদের উন্নতির মানসে তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয়

১। প্রদানে হি মুনিশ্রেষ্ঠ কুলং নিরবশেষতঃ।
বক্তব্যং কুলজাতেন॥ — বালকাণ্ড ৭১ অধ্যায়।

২। ধাবকো ভাবকশ্চৈব যোজকাশ্চাংশকস্তথা।
দূষকস্তাবকশ্চৈব ষড়েতে ঘটকাঃ স্মৃতাঃ॥
ঘটকং ব্রাহ্মণং দেবি সংস্পর্শে যত্নতোত্যজেৎ। — শাক্তানন্দতরঙ্গিণী।

এবং বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, রাঢ়দেশবাসী রাঢ়ীয়-গণের মধ্যে আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর কর্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ বিধান তথা বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লাল সেন ঐরূপ কৌলীন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ বিধান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, যাহাতে কুলীনগণ সদাচার-পরায়ণ থাকেন, তদর্থে ঘটক নিয়োগ করিয়াছিলেন (১)। শুদ্ধাচার-পরায়ণ কুলীনগণই ঘটক হইয়াছিলেন। যদিও সম্প্রতি রাঢ়ীয়কুলে অধিকাংশ বংশজ ঘটক এবং বারেন্দ্রকুলে কাপ ঘটক দেখিতে পাওয়া যায়, তথাপি বল্লাল সেনের মর্য্যাদা-বিধানের পরে বংশজ এবং কাপের সৃষ্টি হওয়াতে কুলীনগণই যে, প্রথমে ঘটক নিয়োজিত হন, তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। বারেন্দ্রকুলের অধিকাংশ ঘটক যোনালিয়া পটীর কুলীন। কুলীন ঘটকেরাই কুলীনের করণাদি কর্ম্ম করিয়া থাকেন, কাপ ঘটকেরা কুলীনের করণাদি কর্ম্ম করিতে সক্ষম নহেন। রাঢ়ীয় কুলেও পারিহাল মেলের কুলীন ঘটক বিদ্যমান আছেন, কাচাদিয়া গ্রাম-বাসী ঘটকেরা পারিহাল মেলের কুলীন।

বল্লাল সেন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের জন্য ব্রাহ্মণ ঘটক নিয়োগ করাতে পুনরায় ঘটকের কর্ম্ম ব্রাহ্মণের হস্তে আইসে। সেই সময় হইতে অদ্যাপি বারেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের ব্রাহ্মণ ঘটক বিদ্যমান আছেন।

এই ঘটকেরা ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী লিখিয়া রাখেন, সম্বন্ধ যোজনা করিয়া বিবাহ ঘটান, এজন্য বংশ-বিশেষের দোষগুণ বর্ণনা করেন এবং প্রয়োজনবশতঃ সম্বন্ধ ঘটাইবার নিমিত্ত গমনাগমন

১। বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্ত্তা, ন্যূনাতিরিক্তপরিণামযথার্থবক্তা।
পর্য্যাংবিপর্য্যগণনঞ্চ করোতি যশ্চ, শবরূপেণ গদিতো ঘটকঃ স এব ॥

করিয়া থাকেন। ইঁহারা বিবাহসভাতে বর কন্যা এবং সম্ভবপর অন্যান্য কুলের বর্ণনও করেন। শাস্ত্রতঃ ঘটকের কর্ম্ম দোষাবহ জ্ঞানে বারেন্দ্র শ্রেণীর ঘটকেরা আপনাদিগকে কুলজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দেন, ঘটক বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। রাঢ়ীয় ঘটকেরা আপনাদিগকে ঘটক বলিয়াই পরিচয় দেন, কিন্তু কহেন, বংশের অংশ অর্থাৎ বংশভাগ এবং বংশ, তথা কুলগত দোষ-বেত্তারাই ঘটক শব্দে অভিহিত, তাঁহারা নাম মাত্র ঘটক নহেন (১), তাঁহারা আরও কহেন কুলের অতি সূক্ষ্ম তারতম্য ঘটকেরাই জানেন, যোজক প্রভৃতি তাহা জ্ঞাত নহে (২)।

বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণীবিভাগ এবং ঘটক-নিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ়দেশগামী শ্রীহর্ষ-তনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে, একখানি গ্রন্থ লিখেন। পরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুল বর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। বল্লাল সেন অথবা লক্ষ্মণ সেনের সময়েও অবশ্য কুলগ্রন্থ লিখিত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহাও পাওয়া যায় না। ঘটকেরা ধনবান্ ব্যক্তি নহেন, তৃণ-নির্ম্মিত গৃহবাস নিবন্ধন অগ্ন্যুৎপাত, ঝটিকা, তথা মোসলমানগণের দৌরাত্ম্য, বর্গীর লুঠ ইত্যাদি কারণে হস্ত-লিখিত প্রাচীন কুলগ্রন্থের অসদ্ভাব ঘটা অসম্ভব নহে। গোপাল শর্ম্মা যখন ধ্রুবানন্দমত ব্যাখ্যা নামে কুলগ্রন্থ লিখেন, তখনও

১। অংশং বংশং তথা দোষং যে জাঁনন্তি মহাজনাঃ।
তএব ঘটকা জ্ঞেয়াঃ ন নামগ্রহণাৎ পরম্॥

২। কে নো বিদন্তি পুরুষাঃ পুরুষানুপূর্ব্বীমুর্ব্বীতলে কুলভৃতাম্পরিবর্ত্তনং বা।
অত্যন্তসূক্ষ্মমপি যে কুলতারতম্যং জানন্তি তে হি ঘটকা ন তু যোজকাদ্যাঃ॥

তিনি প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হন নাই (১)। সুতরাং কুলঘটিত প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ের লোকের যেরূপ পুস্তকগত বিদ্যা, প্রাচীনকালে তদ্রূপ রীতি ছিল না, শিক্ষার্থী ছাত্রেরা পাঠ অভ্যাস করিতেন। প্রাচীন পুস্তক সকল ক্রমে নষ্ট ও অপহৃত হইলেও ঘটকেরা স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নূতন গ্রন্থ রচনা করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়, তাহার কোনখানিই শকাব্দা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।

রাঢ়ীয় ঘটকদিগের নিকট নিম্নলিখিত কুলগ্রন্থ সকল সচরাচর দৃষ্ট হয় ঃ—

১। ধ্রুবানন্দ মিশ্র-কৃত মহাবংশাবলী। এই গ্রন্থ খানি সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত, শ্লোক-সংখ্যা ১,৩৪০। ধ্রুবানন্দ মিশ্র বন্দ্যকুল-সম্ভূত। ঘটকদের উক্তি এই যে, দেবীবর ঘটক বিশারদ মেল বন্ধন করেন, দেবীবরের উপদেশমত ধ্রুবানন্দ মিশ্র গ্রন্থ লিখেন। দেবীবরও বন্দ্যবংশীয় (২)।

২। মিশ্রাচার্য্য কৃত মিশ্র গ্রন্থ। সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত, শ্লোক-সংখ্যা ২,১২০। ইহাকেই মিশ্র গ্রন্থ কহে। ইহা হইতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নাম মিশ্র গ্রন্থ হইয়াছে।

১। নত্বা রামপদদ্বন্দ্বং গুরুঞ্চ কুলদেবতাম্।
ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা কৃতা গোপালশর্ম্মণা॥
বর্গিকেণ হৃতং সর্ব্বং পুস্তকং বিমলং মহৎ।
ততোঽপি বহুকালেন কৃতা বিপ্রপ্রসাদতঃ॥
গ্রামে হরিনদীরম্যে গঙ্গায়াঃ পূর্ব্বতঃ শুভে।
শাকে নন্দচতুর্ভূপে শুভারম্ভঃ কৃতো মুদা॥

২। ভট্টনারায়ণের অধঃস্থ ১২ পুরুষে দুর্ব্বলীর জন্ম হয়। দুর্ব্বলীর পাঁচ পুত্র, অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ, সঙ্কেত। দেবীবর সঙ্কেতের বৃদ্ধপ্রপৌত্র, ধ্রুবানন্দ হরির প্রপৌত্র।

৩। ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা। শান্তিপুরের সন্নিকটবর্ত্তী হরিনদী গ্রাম-নিবাসী গোপাল শর্ম্ম-কৃত। শ্লোক-সংখ্যা ৬,০০০।

৪। ফুলিয়া কুল বর্ণন। শ্লোক-সংখ্যা ৫২০।

৫। বাচস্পতি মিশ্র ঘটক-কৃত কুলরাম। এই গ্রন্থ খানির অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষায়, শেষ ভাগের অল্পাংশ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত।

৬। আঞ্চাডাঙ্গা গ্রাম-নিবাসী রামহরি তর্কালঙ্কার-কৃত মেলমালা। বাঙ্গালা পদ্যে লিখিত। মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে।

এতদ্ব্যতীত কুলার্ণব সাগর-প্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থ আছে।

বারেন্দ্র ঘটকদিগের ব্যবহারে, এবং তাহাদের নিকট অনুসন্ধান করিলে নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল দৃষ্ট হয় ঃ—

১। আদিশূর কর্ত্তৃক গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন, বল্লাল সেন কর্ত্তৃক শ্রেণীভাগ ও কৌলীন্য মর্য্যাদাস্থাপন এবং তদানুষঙ্গিক সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। গ্রন্থ-কর্ত্তার নাম নাই, গ্রন্থেরও কোন নাম নাই। এই গ্রন্থ সাধারণতঃ কুলপঞ্জিকা নামে খ্যাত এবং সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। গ্রন্থের লেখা ও ভাষা দৃষ্টে বোধ হয়, প্রথমে যখন গ্রন্থ আরম্ভ হয়, তখন যে পর্য্যন্ত ঘটনা হইয়াছিল, সেই পর্য্যন্ত লিপিবদ্ধ হইয়াছিল, পরে পরবর্ত্তী ঘটনা সকল পরপর লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের আরম্ভ-বাক্য আছে (১)। সমাপ্তি-বাক্য নাই।

২। গাঞিমালা, সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত, গ্রন্থকারের নাম নাই।

৩। ভাদুড়ি-কুল-ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা নিকৃষ্ট গদ্যে লিখিত, গ্রন্থ-

১। প্রণম্য ভূদেবপদারবিন্দং ভক্ত্যানতপ্রার্থিতকামপূরম্।
চনাত্তীর্থফলং ন দূরং প্রবক্ষ্যতে সৎকুলপঞ্জিকেয়ম্॥ আরম্ভ-বাক্য।

কর্ত্তার নাম নাই, কুলতত্ত্ব এবং পঠীবন্ধ ইত্যাদির বিবরণ ইহাতে প্রসঙ্গতঃ উল্লিখিত হইয়াছে।

৪। কুলীনগণের অর্থাৎ মৈত্র প্রভৃতি বংশাবলী, বাঙ্গালা গদ্যে লিখিত, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত কবিতা আছে।

৫। শ্রোত্রিয়গণের বংশাবলী।

৬। ঢাকুর অর্থাৎ করণাদির গ্রন্থ।

৭। নিগূঢ় কল্প অর্থাৎ আঘাত অবসাদ প্রভৃতি দোষের গ্রন্থ। এই সকল গ্রন্থ ব্যতীত কতকগুলি পাতড়া আছে।

রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত, বিদ্বান্ ও অধ্যাপক ঘটক থাকাতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত হইয়াছে। ঘটকের কার্য্য দোষাবহ বিবেচনায় বারেন্দ্র অধ্যাপকগণ ঘটকের কর্ম্মে না যাওয়াতেই বারেন্দ্রকুলের কুলগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষাতে লিখিত হইয়াছে, এখনও রাঢ়ীয় ঘটকদের মধ্যে বিদ্বান্ সংস্কৃতজ্ঞ লোক পাওয়া যায়। বারেন্দ্র ঘটকদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ ইহা মনে করা দুরাশা মাত্র, অনেকে বাঙ্গালা ভাষাই ভালরূপ জানেন না (১)।

প্রাচীন গ্রন্থ নষ্ট অথবা অপ্রাপ্তির পর ঘটকেরা স্মরণ-শক্তির উপর নির্ভর করিয়া এবং শুনিয়া যদি গ্রন্থ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই লিখিত গ্রন্থ ভ্রম-প্রমাদ-শূন্য হইবার সম্ভাবনা অতি কম। বোধ হয় এই নিমিত্তই রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থের লেখার সকল স্থলে ঐক্য হয় না, এবং নাম-ঘটিত অনৈক্য বহু-

১। বারেন্দ্র ঘটকদের বিদ্যাবত্তার বিষয় স্মরণ করিতে হইলে অত্যন্ত দুঃখ উপস্থিত হয়। ইঁহারা কোনরূপ লেখাপড়া শিক্ষা করেন না, কেবল কুলশাস্ত্র পাঠ ও চতুরতা শিক্ষা করিয়া থাকেন। বর্ণজ্ঞান না থাকাপ্রযুক্ত ইঁহারা "৺পীতাম্বরস্য ত্রিভিঃ পুত্রাঃ সাধুরুদ্রলোকনাথ," এইরূপ সংস্কৃত বাক্য আবৃত্তি করেন। ইঁহাদের দোষে সংস্কৃত বচন সকল এরূপ বিকৃতভাবে লিখিত হইয়াছে যে, তাহা সংশোধন করা কঠিন ব্যাপার।

সাংশে দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের যে খানিতে যে ঐতিহাসিক বিবরণ পাওয়া যায়, অন্য গ্রন্থে তাহার বিপরীত বিবরণ দেখা যায়। উদাহরণ স্থলে বাচস্পতি মিশ্র কৃত গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। দেবীবর ঘটক প্রভৃতির মতে, আদিশূর কান্যকুব্জেশ্বর হইতে যাচ্ঞা করিয়া ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, সাধারণে ইহাই অবগত আছে। কিন্তু বাচস্পতি মিশ্র কহেন, আদিশূর কাশীর রাজাকে যুদ্ধে জয় করিয়া কর স্বরূপ ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন। অন্যান্য বহু বিষয়ে এইরূপ অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়।

কুলগ্রন্থের অবস্থা ত এই, ঘটকদিগের অবস্থা আরও শোচনীয়, অধিকাংশ ঘটকেরাই সংস্কৃতানভিজ্ঞ, ইঁহারা রীতিমত কুলগ্রন্থ অধ্যয়ন করেন না। অতি অল্পসংখ্যক প্রাচীন বিদ্বান্ ঘটক যাঁহারা আছেন তাঁহারাও অর্থলাভের, অথবা সম্মানের হানি বিবেচনা অথবা অন্যবিধ কারণে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় তত্ত্ব প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক নহেন। এ পর্য্যন্ত কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় কোন গ্রন্থ মুদ্রিত হয় নাই, প্রাচীন ঘটকদের ক্রমেই অভাব হইতেছে। ঘটকদের আয়ের অল্পতা নিবন্ধন, ঘটক-সন্তানেরা অনেকেই অন্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইতেছেন। এইরূপে কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃত তত্ত্ব লোপ এবং পরস্পর বিরোধী মতের সমন্বয় হইবার পথ রহিত হইতেছে।

কুলশাস্ত্র সম্বন্ধীয় প্রকৃত ইতিহাস সাধারণের জ্ঞাত না থাকাতে নানা অযথা তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া এবং শুনিয়া অনেকেই ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা একবংশসম্ভূত হইলেও প্রকৃত ইতিহাস না জানাতে ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর বিষম ঈর্ষা বিদ্যমান রহিয়াছে। বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ হইতে আপনাদের শ্রেষ্ঠতা দেখাইবার নিমিত্ত রাঢ়ীয়গণকে সপ্তশতি ব্রাহ্মণগণের দৌহিত্র-বংশজাত কহেন এবং তদর্থে বারেন্দ্র কুলগ্রন্থোক্ত প্রমাণ দর্শান। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরাও বারেন্দ্রদিগকে এদেশীয় আদিম

ব্রাহ্মণের কন্যার গর্ভে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের ঔরসজাত বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহাতেই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর বিবাহ ও ভোজ্যান্নতা পর্য্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছে। প্রাচীন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা রাঢ়ী ব্রাহ্মণের হস্তান্ন, ও প্রাচীন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের হস্তান্ন ভ্রমবশতঃ গ্রহণ করিলেও আপনাদিগকে পতিত বলিয়া জ্ঞান করিতেন। এবং এখনও অনেকে তদ্রূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

একদেশে বাস সহানুভূতির একটী প্রধান কারণ হইলেও বাঙ্গালা দেশ সহানুভূতি গুণে নিতান্ত হীন বটে। রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের কথা দূরে থাকুক, রাজধানীর, ও তাহার নিকটবর্ত্তী প্রদেশবাসী লোকেরা, পূর্ব্ব বাঙ্গালা এবং পদ্মার উত্তর পারের লোকদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া বিজাতীয় ঘৃণা করেন। এদিকে তাঁহারা যাহাদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করেন তাহারাও আবার রাজধানীর নিকটবাসিগণকে স্বার্থপর প্রভৃতি কতকগুলি দোষের নিমিত্ত ঘৃণা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি গণ্য মান্য রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা রাজধানীর নিকটে বাস করেন। সুতরাং পদ্মা নদীর উত্তর পারস্থ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের সহিত তাহাদের সহানুভূতি হইবার সম্ভাবনা অতি অল্প। এই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও উপরি উক্ত বিদ্বেষ ভাবের তিরোভাব হইতেছে না। ডাক্তার হণ্টর সাহেব “আনাল্‌স আব্‌ রুরাল বেঙ্গল” নামক পুস্তকের ১ম খণ্ডে রাঢ়ী বারেন্দ্র প্রস্তাবে লিখিয়াছেন “বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণের উপপত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের বৈধ পত্নীর গর্ভজাত সন্তানের বংশ। ডাক্তার হণ্টর বিদেশীয় লোক, রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের কুলসম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না। ঈর্ষাপরায়ণ অথবা অনভিজ্ঞ রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের নিকট শুনিয়াই বিশেষ অনুসন্ধান এবং বিবেচনা ব্যতিরেকে অপ্রকৃত তত্ত্ব আপন গ্রন্থে লিখিয়া-

ছেন। (১) এই সময়ে কোন কোন রাঢ়ীয় মহোদয় হণ্টরের লিখাকে উপলক্ষ করিয়া বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে উপহাস করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। কিন্তু গ্রন্থকর্ত্তা ডাক্তর হণ্টর পরে আপনার ভ্রম জানিতে পারিয়া ষ্টাটিষ্টিকাল একাউণ্ট নামক পুস্তকের ৫ম খণ্ডে ঢাকা জেলার বিবরণে ৫৩/৫৪ পৃষ্ঠাতে রাঢ়ীয় বারেন্দ্রগণকে সম ব্রাহ্মণ বলিয়াই বর্ণন করিয়াছেন।

বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষিত যুবকেরা ভিন্ন দেশীয় ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখেন, ইউরোপের প্রধান প্রধান বংশের বংশাবলী অনর্গল বলিতে পারেন, কিন্তু নিজ বংশাবলী অথবা দেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তির বংশাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। গ্রন্থের অভাবই তাহাদের অনভিজ্ঞতার কারণ বটে। কথঞ্চিৎ সেই অভাব মোচন এবং রাঢ়ীয় বারেন্দ্র তথা বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে পরস্পর যে ঈর্ষা ভাব আছে তাহা দূর করিবার মানসেই আমি বক্ষ্যমাণ প্রস্তাব লিখিতে আরম্ভ করি। ইহাদ্বারা সম্যক্রূপে অভীষ্ট সাধন না হইলেও রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং বৈদিকগণের এদেশে আগমন ও তৎসম্বন্ধীয় ঐতিহাসিক বিবরণ ও কুল-বিবরণ কথঞ্চিৎ জানা যাইতে পারিবে।

ঘটকদিগের নিকট হইতে গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ও ঘটকদিগের উপদেশ লইয়া কুলবিবরণ সংগ্রহ করা হইয়াছে। জেলা যশোহরের অন্তঃপাতী ব্রাহ্মণডাঙ্গা গ্রামনিবাসী ঘটকশ্রেষ্ঠ বংশীবদন বিদ্যারত্ন রাঢ়ীয় কুল-বিবরণ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং তাহার প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল প্রমাণ কোন্ গ্রন্থের

১। ডাক্তার হণ্টর নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহার পণ্ডিতের নিকট শুনিয়া রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বিষয় লিখিলেন। Annals of Rural Bengal vol. I Page 107 Note

লিখিত তাহা লিখেন নাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যারত্ন ঘটকের মৃত্যু সম্বাদ শুনা গিয়াছে, সুতরাং তৎপ্রেরিত ঐতিহাসিক বিবরণ কোন্ গ্রন্থসম্মত এবং তাঁহার প্রেরিত বচন সকল, কোন্ গ্রন্থের তাহা জানিবার আর উপায় নাই। পাশ্চাত্য বৈদিককুলসম্ভূত যশোধর বংশীয় সমাজদার উপাধিধারী শ্রীযুক্ত বাবু কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ পাশ্চাত্য বৈদিকবিবরণ এবং শ্যামলবর্ম্ম নৃপতিদত্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি দিয়া বৈদিকবিববণ লিখিতে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। জেলা দিনাজপুরের অন্তঃপাতী আই-হাইগ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় উত্তর বারেন্দ্র বিবরণ সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। নলডাঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু নীলকমল লাহেড়ী এবং ভারেঙ্গা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু উমেশনারায়ণ চৌধুবী ইঁহাবা উভয়ে বারেন্দ্র বিবরণ লিখিতে বহুলাংশে সহায়তা করিয়াছেন। জেলা দিনাজপুবের জজ কোর্টের উকীল সংস্কৃত ভাষাজ্ঞ শ্রীযুক্ত বাবু হরচন্দ্র চক্রবর্ত্তী B. A. B. L. পরিশ্রম স্বীকার করিয়া সমগ্র প্রস্তাব পাঠ কবিয়া যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

গৌড়াগত ব্রাহ্মণগণেব কুলবিবরণ লিখিতে হইলে, ব্রাহ্মণের উৎপত্তি এবং তাহাদেব গোত্র ও প্রবর নির্ণয় আবশ্যক। ভারতবর্ষে বিশেষতঃ গৌড়ে তাহাদের আগমনবিষয়ে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখা প্রয়োজনবোধে ১ম অধ্যায়ে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি এবং গোত্র ও প্রবর বিবরণ লিখিয়া ২য় অধ্যায়ে আর্য্যসন্তানের ভারতবর্ষে আগমন এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণেব বসতিবিবরণ লিখিয়া তৃতীয় অধ্যায় হইতে মূল প্রস্তাব আরম্ভ করা গিয়াছে। কান্যকুব্জ হইতে আগত ব্রাহ্মণগণের সহিত যে সকল ভৃত্য আসিয়াছিল তাহারাই বাঙ্গালাদেে অবস্থিত, দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ, বারেন্দ্র এবং উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণের বহুগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ, অতএব উপরিউক্ত চারি শ্রেণীর কায়স্থদিগের কুলবিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল।

আদিশূর গৌড়ে যে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন, তাঁহার সন্তানগণকে বল্লাল সেন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। এই দুই নরপতি বাঙ্গালা দেশের ভদ্র সমাজের স্মরণীয়। সম্প্রতি ইঁহাদের জাতিসম্বন্ধে মহান্ আন্দোলন হইতেছে, অতএব আদিশূর এবং বল্লাল সেন কোন্ বংশসম্ভূত এবং কোন্ জাতি তদ্বিষয়ে স্বতন্ত্র একটী প্রস্তাব প্রমাণাদিসহ পরিশিষ্টে প্রকাশ করা গেল।

গৌড় ব্রাহ্মণ।

প্রথম অধ্যায়।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের উৎপত্তি এবং গোত্র প্রবর কল্পনা।

কিপ্রকারে সৃষ্টি হয়, তাহার মীমাংসা করা অতীব কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ প্রথমে কিপ্রকারে প্রাণীমাত্রের এবং মনুষ্যের উৎপত্তি হইল এখনও সুন্দররূপে তাহা স্থির হয় নাই। আর্য্যগণের বহুযত্ন ও পরিশ্রমের ফল দর্শন শাস্ত্রও এই তত্ত্বের মীমাংসা করিতে ঈশ্বরের শক্তির উপর নির্ভর করিয়াছেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মীমাংসাও প্রশ্নশূন্য নহে, এবং তাঁহাদের মীমাংসার পরও নানাবিধ আপত্তি দর্শান যাইতে পারে। অতএব এবিষয়ে অধিক আন্দোলন না করিয়া স্মৃতি এবং পুরাণে যেরূপ সৃষ্টিপ্রকরণ লিখিত হইয়াছে তাহাই অবিকল অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল। (১) মনূক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের সহিত বাইবলোক্ত সৃষ্টিপ্রকরণের বহুলাংশে ঐক্যভাব লক্ষিত হয়। ফলতঃ আস্তিকেরা সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে ব্যক্তিবিশেষের জন্মকীর্ত্তন করিয়া তাহা হইতে মানববংশের উৎপত্তি কহিয়াছেন। স্মৃতিপ্রধান মনুতে লিখিত আছে, "যিনি সকল লোক, বেদ, পুরাণ,

১। ব্রাহ্মণাদির উৎপত্তি ও গোত্র প্রবর নির্ণয় নিমিত্ত প্রসঙ্গক্রমে সৃষ্টির কথা উল্লেখ হইল। সুতরাং সংহিতা এবং পুরাণোক্ত বিবরণই লিখিত হইল।

ইতিহাসাদি শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ, যিনি মনোমাত্র গ্রাহ্য অবয়ববিহীন নিত্য এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা হয়েন তিনি স্বয়ংই প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি প্রকৃতিরূপে পরিণত আপন শরীর হইতে নানাপ্রকার প্রজা সৃষ্টি করিবার অভিলাষে কিরূপে সৃষ্টি সম্পাদন হইবে এই সঙ্কল্প করিয়া প্রথমতঃ জল হউক, বলিয়া আকাশাদি ক্রমে জলের সৃষ্টি করিলেন ও তাহাতে আপন শক্তিরূপ বীজ অর্পণ করিলেন; অর্পিত বীজ সুবর্ণনির্ম্মিতের ন্যায় ও সূর্য্যসন্নিভ প্রভাযুক্ত একটা অণ্ড হইল, ঐ অণ্ডে সকল লোকের জনক স্বয়ং ব্রহ্মাই শরীর পরিগ্রহ করিলেন। ভগবান্ ব্রহ্মা সেই অণ্ডে ব্রাহ্ম-পরিমিত এক বৎসরকাল বাস করিয়া অণ্ড দ্বিধা হউক মনে করিবামাত্র সেই অণ্ডকে দুই খণ্ড করিলেন। তিনি সেই দুই খণ্ডের ঊর্দ্ধখণ্ডে স্বর্গ অপর খণ্ডে পৃথিবী করিলেন এবং মধ্যভাগে আকাশ, অস্টদিক ও চিরস্থায়ী সমুদ্র নামক জলাধার প্রস্তুত করিলেন। তিনি ভূলোকাদি প্রজাবৃদ্ধি করিবার মানসে আপন মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি বর্ণের সৃষ্টি করিলেন। তিনি আপন শরীরকে দুই খণ্ড করিয়া অর্দ্ধাংশে পুরুষ এবং অর্দ্ধাংশে নারী হইলেন; ঐ উভয়ের পরস্পর সংযোগে বিরাট নামক পুরুষ সৃজন করিলেন। সেই বিরাট পুরুষ হইতে স্বায়ম্ভুব মনু এবং স্বায়ম্ভুব মনু হইতে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু প্রচেতা বশিষ্ঠ ভৃগু এবং নারদের জন্ম হয়। (১)

বিষ্ণুপুরাণীয় সৃষ্টিপ্রকরণেও অণ্ড বিবরণ এবং তন্মধ্যে ব্রহ্মার উৎপত্তির কথা দেখা যায়। তাহাতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বক্ষঃস্থল হইতে ক্ষত্রিয়, ঊরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তি হওয়া এবং সেই সকল প্রজাদ্বারা প্রজা সংখ্যা বৃদ্ধি না হওয়াতে

১। [illegible]সহিংতা ১ অধ্যায় সৃষ্টিপ্রকরণ।

ভৃগু পুলস্ত্য পুলহ ক্রতু অঙ্গিরা মরীচি দক্ষ অত্রি বশিষ্ঠ এই নয় জন মানসপুত্রকে ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন লিখিত আছে। (১)

শ্রীমদ্ভাগবতীয় সৃষ্টিপ্রকরণে উল্লেখ আছে যে ঈশ্বরের শক্তি-স্বরূপ মহত্তত্ত্বাদি পরস্পর মিলিত হইয়া ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে ক্রিয়া-শক্তিদ্বারা বিরাট পুরুষের উৎপত্তি হয় এবং অধিপুরুষ বলিয়া বিখ্যাত। সেই হিরণ্ময় পুরুষ সহস্র বৎসর যাবৎ এই ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত জলমধ্যে বাস করিয়াছিলেন। (২) সেই বিরাট পুরুষের মুখ হইতে বেদ এবং ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্র অর্থাৎ পালনরূপা বৃত্তি এবং ঐ বৃত্তির অনুবর্ত্তী ক্ষত্রিয়, উরু হইতে লোক সকলের জীবিকা হেতু কৃষি ব্যবসা এবং বৈশ্যজাতি, পাদ হইতে শূদ্রবৃত্তি শুশ্রূষা এবং শূদ্রজাতি উৎপন্ন হয়। (৩) স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া সনক সনন্দ সনাতন ও সনৎকুমার এই চারি জন মুনিকে সৃজন করেন, তাঁহারা ঊর্দ্ধরেতাপ্রযুক্ত তাঁহাদের দ্বারা প্রজা বৃদ্ধি না হওয়াতে মরীচি অত্রি অঙ্গিরা পুলহ ক্রতু ভৃগু বশিষ্ঠ দক্ষ নারদ এই দশ জন প্রজাপতিকে উৎপন্ন করেন। এবং ব্রহ্মা আপন আত্মাকে বিভাগ করিয়া স্ত্রী এবং পুরুষ হইলেন, তন্মধ্যে যিনি পুরুষ তিনি

১। বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ। ৬ অধ্যায়।

২। শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ ৬ অধ্যায়।

৩। মুখতোঽবর্ত্ততব্রহ্ম পুরুষস্য কুরূদ্বহ।
যস্তূন্মুখত্বাদ্বর্ণানাং মুখোঽভূদ্ব্রাহ্মণোগুরুঃ॥
বাহুভ্যোঽবর্ত্তত ক্ষত্রং ক্ষত্রিয়স্তদনুব্রতঃ।
যোজাতস্ত্রায়তে বর্ণান্ পৌরুষ কণ্টকক্ষতাৎ॥
বিশোবর্ত্তন্ত তস্যোর্ব্বো লোকবৃত্তিকরী বিভোঃ।
বৈশ্যস্তদুদ্ভবো বার্ত্তাং নৃণাং যঃ সমবর্ত্তয়ৎ॥
পদ্ভ্যাং ভগবতো জজ্ঞে শুশ্রূষাধর্ম্মসিদ্ধয়ে।
তস্যাং জাতঃ পুরা শূদ্রঃ যদ্বৃত্ত্যা তুষ্যতে হরিঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ৩য় স্কন্ধ অং ৬

স্বায়ম্ভুব মনু,—যিনি স্ত্রী তিনি শতরূপা নামে খ্যাত হন, তাঁহাদের মিথুনধর্ম্মে প্রজা বৃদ্ধি হয়।

আর্য্যজাতির সর্ব্বতোমান্য শ্রুতিশাস্ত্রেও ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়, উরু হইতে বৈশ্য, পাদ হইতে শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে; এবং আদি শাস্ত্র হইতেই সংহিতা এবং পুরাণাদিতে তদ্রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। সংস্কৃতশাস্ত্রব্যবসায়ী প্রাচীন পণ্ডিতেরা ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদি জন্মে ও শ্রুতি প্রমাণ দর্শাইয়া প্রথমেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের উৎপত্তি হওয়া কহেন; তাহার বিরুদ্ধে কেহ কোন কথা কহিলে তাহাদের উপর খড়্গহস্ত হইয়া উঠেন। পক্ষান্তরে শিক্ষিত নব্যদলস্থ অধিকাংশ ব্যক্তি, ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণাদি জন্মের প্রমাণাত্মক শ্রুতি সংহিতা, পুরাণোক্ত বচনকে বাতুলের উক্তি বলিয়া বিশ্বাস করেন। অথচ শূদ্র ব্রাহ্মণ হইবার এবং ব্রাহ্মণ শূদ্র হইবার প্রমাণ ও দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া নব্যদলস্থ শিক্ষিতেরা শ্রুতি স্মৃতির বর্ণনাকে অযথা বর্ণনা বলিয়া প্রমাণ করিবার চেষ্টা পান। এবং দৃষ্টান্তস্বরূপে বেদে উল্লিখিত কবস ঋষির শূদ্র-কুলে, পুরাণে উল্লিখিত বিশ্বামিত্র মুনির ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করা বলিয়া থাকেন।

যদি অন্য প্রমাণ না থাকিত তাহা হইলেও কেবল শ্রীমদ্ভাগবতীয় তৃতীয়স্কন্ধের লিখা দ্বারাতেই ব্রহ্মা যে সকল মনুষ্যকে সৃষ্টি করেন, তাঁহারাই কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র হইয়াছিলেন ইহা বুঝা যাইতে পারিত। ভাগবতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ ও বেদ, বাহু হইতে ক্ষত্রবৃত্তি এবং ক্ষত্রিয়, উরু হইতে জীবিকা-হেতু কৃষি-ব্যবসা ও বৈশ্য, পাদ হইতে শুশ্রূষা-বৃত্তি এবং শূদ্রোৎপত্তির বিবরণ আছে। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যাঁহারা যেরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিলেন তাঁহারা সেইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। মান্ধাতাকে মহর্ষি নারদ যে উপদেশ দেন,

তাহাতে জানা যায়, পূর্ব্বে সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন কর্ম্মদ্বারা বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাঁহারা কামী, ভোগপ্রিয়, এবং ক্রোধের বশীভূত হইয়া রক্তাঙ্গ অর্থাৎ যুদ্ধ বিগ্রহে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মত্যাগ হেতু ক্ষত্রিয় হইলেন; যাঁহারা গোপালনে নিযুক্ত এবং কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন তাঁহারা স্বধর্ম্মত্যাগ নিবন্ধন বৈশ্য হইলেন; যাঁহারা হিংসা এবং অনৃতপ্রিয় ও শৌচভ্রষ্ট হইয়া সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যাঁহারা জাতকর্ম্মাদিদ্বারা শুচি, বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্‌কর্ম্মে অবস্থিত, শৌচাচারপরায়ণ, যজ্ঞশেষান্নভোক্তা, গুরুপ্রিয়, নিত্যব্রতী, সত্যে রত, দানশীল, অদ্রোহী, কৃপাবান্‌, তপোনিষ্ঠ তাঁহারাই ব্রাহ্মণ (১)। মহা-ভারতের আজগার পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে "সত্যদানং ক্ষমাশীলতা আনৃশংস্য তপস্যা দয়া এই সকল গুণ যাঁহাতে দৃষ্ট হয় তিনিই স্মৃতিতে ব্রাহ্মণ বলিয়া উক্ত হয়েন। লোকে শূদ্র হইলেই শূদ্র হয় না ব্রাহ্মণ

১। ন বিশেষোঽস্তি বর্ণানাং সর্ব্বং ব্রহ্মময়ং জগৎ।
ব্রহ্মণা পূর্ব্বসৃষ্টং হি কর্ম্মণা বর্ণতাং গতং॥
কামভোগপ্রিয়াস্তীক্ষ্ণাঃ ক্রোধনাঃ প্রিয়সাহসাঃ।
ত্যক্তস্বধর্ম্মরক্তাঙ্গাস্তে দ্বিজাঃ ক্ষত্রতাং গতাঃ॥
গোভ্যোবৃত্তিং সমাস্থায় পীতাঃ কৃষ্যুপজীবিনঃ।
স্বধর্ম্মং নানুতিষ্ঠন্তি তে দ্বিজাঃ বৈশ্যতাং গতাঃ॥
হিংসানৃতক্রিয়ালুব্ধাঃ সর্ব্বধর্ম্মোপজীবিনঃ।
কৃষ্ণাঃ শৌচপরিভ্রষ্টাস্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ॥
জাতকর্ম্মাদিভির্যস্তু সংস্কারৈঃ সংস্কৃতঃ শুচিঃ।
বেদাধ্যয়নসম্পন্নঃ ষট্‌সু কর্ম্মস্ববস্থিতঃ॥
শৌচাচারপরোনিত্যং বিঘসাশী গুরুপ্রিয়ঃ।
নিত্যব্রতী সত্যরতঃ স বৈ ব্রাহ্মণ উচ্যতে॥
সত্যং দানমথোঽদ্রোহ আনৃশংস্যং কৃপা ঘৃণা।
তপশ্চ দৃশ্যতে যত্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥

পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড ২৫।২৬।২৭ অধ্যায়।

হইলেও ব্রাহ্মণ হয় না, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ লক্ষিত হয় তিনিই ব্রাহ্মণ বলিয়া স্মৃত হয়েন, যাঁহাতে উক্তরূপ আচরণ বিদ্যমান না থাকে তিনি শূদ্র বলিয়া নির্দ্দেশিতব্য।" (১) এই সকল প্রমাণ বিদ্যমান থাকিলেও অনেকে বলিয়া থাকেন সকল প্রমাণ হইতে বেদের প্রমাণ বলবৎ, যখন শ্রুতিতে ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয় উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া যায় এবং সর্ব্বপ্রধান স্মৃতি মনুতেও বেদানু-যায়ী মুখ হইতে ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে ক্ষত্রিয়াদি জন্মান প্রমাণ রহিয়াছে তখন পৌরাণিক প্রমাণ বলবৎ নহে। কিন্তু মুখজ ব্রাহ্মণের অথবা বাহুজ ক্ষত্রিয়ের বংশ দেখা যায় না বরং বিষ্ণুপুরাণে তথা ভাগবতে লিখিত আছে পূর্ব্ব-সৃষ্ট প্রজা দ্বারা যখন জনসংখ্যা বৃদ্ধি হইল না, তখন ব্রহ্মা মরীচ্যাদি মানস পুত্রগণকে সৃজন করেন। (২) ইহার কিঞ্চিৎ অব্যবহিত পরে গোত্র নির্ণয় প্রস্তাবে জানা যাইবে গোত্র-ভাজী ব্রাহ্মণেরা মরীচ্যাদি ঋষিগণের অন্বয়ে জাত। ক্ষত্রিয়ের সূর্য্য এবং চন্দ্রনামা বংশও মরীচিবংশসমুৎপন্ন। মরীচিতনয় কশ্যপ, তৎ-পুত্র বিবস্বান্, তৎপুত্র মনু, তৎপুত্র ইক্ষ্বাকু। (৩) মনু অপুত্রকাব-

১। সত্যং দানক্ষমাশীলমানৃশংস্যং তপোঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ।
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্যং দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে॥
ন বৈ শূদ্রোভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ।
যত্র তল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥
মহাভারতীয় বনপর্ব্বান্তর্গত আজগার পর্ব্বাধ্যায়।

২। যদাস্যতাঃ প্রজাঃ সর্ব্বা ন ব্যবর্দ্ধন্তধীমতঃ।
অথান্যান্ মানসান্ পুত্রান্ সদৃশানাত্মজেঽসৃজৎ।
বিষ্ণুপুরাণ ১ অংশ। ৭ অধ্যায়। ৪ শ্লোক।

৩। অব্যক্ত প্রভবোব্রহ্মা শাশ্বতো নিত্যমব্যয়ঃ।
তস্মান্মরীচিঃ সংজজ্ঞে মরীচেঃ কশ্যপঃ সুতঃ॥

স্বাতে পুত্র কামনায় যজ্ঞ করেন। তাহাতেই ইলা নাম্নী কন্যার জন্ম হয়। অত্রিনন্দন সোমের ঔরসে বৃহস্পতিপত্নী তারার গর্ভে বুধের জন্ম হয়। সোমাত্মজ বুধের ঔরসে ইলার গর্ভে পুরূরবা জন্মগ্রহণ করেন। (১) ইক্ষ্বাকু হইতে সূর্য্য এবং পুরূরবা হইতে চন্দ্রবংশ গণনা হইয়াছে। (২) কালক্রমে গগনবিহারী সূর্য্য এবং চন্দ্র হইতে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশের উৎপত্তি হওয়া অনেকের সংস্কার হইয়াছে এবং গগনবিহারী রশ্মিদাতা সূর্য্যের নামানুসারে সূর্য্যবংশকে অর্কবংশ ভানুবংশ ইত্যাদি ও সিতরশ্মি সোম অথবা চন্দ্রের নামানুসারে সেই বংশকে চন্দ্রবংশ সোমবংশ ইন্দুবংশও কহিয়া থাকে। কশ্যপাত্মজ বিবস্বান্ হইতে গগনবিহারী বিবস্বান্ এবং অত্রিনন্দন সোম হইতে গগনবিহারী সোম যে পৃথক্ ইহা বলা বাহুল্য।

উপরে যাহা বলা হইল তাহাতে কর্ম্ম দ্বারা ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এইরূপ বর্ণ বিভাগ হওয়া প্রতীতি হইবে। ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞ সুতরাং তাঁহারা ব্রহ্মার মুখজাত, ক্ষত্রিয়েরা বাহুবলে শান্তি রক্ষা করেন বলিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার বাহুজাত ইত্যাদি রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সেই প্রাচীনকালে এইরূপে কর্ম্ম দ্বারা বর্ণ-বিভাগ হইলেও

বিবস্বান্ কশ্যপাজ্জজ্ঞে মনুর্বৈবস্বতঃ স্মৃতঃ।
মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ॥ বালকাণ্ড ৬৯ সর্গ।

১। ততঃ সম্বৎসরস্যান্তে দ্বাদশাদিত্যসন্নিভঃ।
দিব্যপীতাম্বরধরো দিব্যালঙ্কারভূষিতঃ॥
তারোদরাদ্বিনিষ্ক্রান্তঃ কুমার ইন্দ্রসন্নিভঃ।
রাজ্ঞঃ সোমস্য পুত্রত্বাদ্রাজপুত্রো বুধঃ স্মৃতঃ।
ইলোদরে চ ধর্ম্মিষ্ঠং বুধঃ পুত্রমজীজনৎ।
পুরূরবা ইতি খ্যাতঃ সর্ব্বলোকনমস্কৃতঃ॥ মৎস্যপুরাণ ২৪ অধ্যায়।

২। এবং পুরূরবা ইন্দোরভবদ্বংশবর্দ্ধনঃ।
ইক্ষ্বাকুরর্কবংশস্য॥

মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়।

শুভাশুভ কর্ম্ম দ্বারা শূদ্র ব্রাহ্মণত্ব এবং ব্রাহ্মণ শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হইতেন। (১) সমাজ বন্ধনের প্রথমে সর্ব্বদাই গুণের পুরস্কার হইয়া থাকে। কবস ঋষি এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব লাভের কথা পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। পশ্চাৎ গোত্র বিবরণে দৃষ্ট হইবে শৌনক রথীতর অগ্নিবেশ্য এবং কাত্যায়ন গোত্র ক্ষত্রিয় হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে অথচ বিশ্বামিত্র রথীতর অগ্নিবেশ্য শৌনক কাত্যায়ন গোত্রীয় ব্রাহ্মণ অদ্যাপি বিদ্যমান আছেন। কিন্তু প্রকৃষ্টরূপে বর্ণবিভাগ ও সমাজবন্ধন হইলে পর অধমবর্ণেরা শুভাচরণ দ্বারা মাননীয় হইতে পারিতেন, কিন্তু শূদ্রকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন নাই। তখন ব্রাহ্মণের কুলেজাত এবং স্বাধ্যায়াদি গুণসম্পন্ন ব্যক্তিই ব্রাহ্মণ বলিয়া মান্য হইয়াছেন। (২) উপরে যেরূপ প্রদর্শিত হইল তাহাতে মরীচ্যাদি ঋষির সন্তানগণই ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র এই চারিভাগে বিভক্ত হইয়াছেন এবং মরীচিসন্তান কশ্যপাত্মজ কাশ্যপ প্রভৃতি ব্রহ্মার মানসপুত্রগণের সন্তানেরাই গোত্রকারী ঋষি। গোত্র শব্দে পূর্ব্বপুরুষ বুঝায়। (৩) কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ব্রাহ্মণের মধ্যেই গোত্র ব্যবহার হয়। (৪) ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্রের এবং অন্যান্য সঙ্কর জাতির গোত্র তাহাদের

১। এভিস্তু কর্ম্মভির্দ্দেবি শুভৈরাচরিতৈস্তথা।
শূদ্রো ব্রাহ্মণতাং যাতি বৈশ্যঃ ক্ষত্রিয়তাং ব্রজেৎ॥
এতৈঃ কর্ম্মফলৈর্দ্দেবি ন্যূনজাতিকুলোদ্ভবঃ।
শূদ্রোঽপ্যাগমসম্পন্নো দ্বিজোভবতি সংস্কৃতঃ॥
ব্রাহ্মণোঽপ্যসদ্বৃত্তঃ সর্ব্বসঙ্করভোজনঃ।
ব্রাহ্মণ্যং সমনুস্থৎজ্য শূদ্রো ভবতি তাদৃশঃ॥
মহাভারতীয় আনুশাসন পর্ব্বান্তর্গত উমামহেশ্বরসম্বাদ।

২। জাত্যা কুলেন বৃত্তেন স্বাধ্যায়েন শ্রুতেন চ।
এভির্যুক্তোহি যস্তিষ্ঠেন্নিত্যং স দ্বিজ উচ্যতে॥ বহ্নিপুরাণ।

৩। গবতে শব্দয়তি পূর্ব্বপুরুষান্ যৎ। ইতি ভরতঃ।

৪। পরম্পরা প্রসিদ্ধং আদিপুরুষং ব্রাহ্মণরূপং। ইতি স্মৃতিঃ।

পুরোহিতের গোত্র লইয়া কল্পনা করা হইয়াছে। (১) ইহাতেই ক্ষত্রিয়ের উপদিষ্ট বৈশ্যের অতিদিষ্ট শূদ্রের অতিদিষ্টাতিদিষ্ট গোত্র বলা যায়। (২) কোন্ গোত্র এই প্রশ্নে ব্রাহ্মণেরা যখন উত্তর করেন বাৎস্য গোত্র অথবা ভরদ্বাজ গোত্র, তখন ইহাই অবগতি হয় যে বাৎস্য অথবা ভরদ্বাজ ঋষির অন্ববায়ে সেই ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছে। কিন্তু ক্ষত্রিয়াদির সম্বন্ধে তদ্রূপ বোধ না হইয়া তাহারা কোন্ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের যজমানি, ক্ষত্রিয়াদির গোত্র দ্বারা তাহাই বোধ হয়। মৎস্য-পুরাণের ১৯৪ হইতে ২০২ অধ্যায় দ্রষ্টব্য। তাহাতে বহুসংখ্যক গোত্রকারীঋষির নাম লিখিত আছে। কিন্তু সম্প্রতি মৎস্য-পুরাণোক্ত তৎসমুদয় গোত্রসম্ভূত ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন কি না তাহার নিশ্চয় নাই। যাহা হউক ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপীয় গোত্রসংখ্যা এই অধ্যায়ের শেষে লিখা গেল; তদ্দৃষ্টে গোত্র এবং প্রবর সংখ্যা জ্ঞাত হইবার সুবিধা হইবে।

প্রবর কাহাকে বলে সম্প্রতি তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে। স্মৃতিসংগ্রহকর্ত্তা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কহেন যাঁহারা গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনি তাঁহাদের ব্যাবর্ত্তক মুনিগণই প্রবরসংজ্ঞিত মুনি। (৩) এই লক্ষণ অতি অস্পষ্ট; উপদেশ ভিন্ন ইহার প্রকৃত অর্থ বোধ হওয়া কঠিন। সামান্যতঃ ইহাই বলা যাইতে পারে যে, গোত্রপ্রবর্ত্তক মুনিগণের পরিচয় দিবার জন্য সেই সেই বংশের কতকগুলি মুনিকে তত্তৎগোত্রের

১। ক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাণাং গোত্রঞ্চ প্রবরাদিকং।
তথান্যবর্ণসঙ্করাণাং যেষাং বিপ্রাশ্চ যাজকাঃ॥
শব্দকল্পদ্রুমধৃত অগ্নিপুরাণ।

২। ক্ষত্রিয়বৈশ্যয়োরুপদিষ্টাদিষ্টগোত্রং।
শূদ্রস্যাতিদিষ্টাতিদিষ্টগোত্রং। ... ... উদ্বাহতত্ত্ব।

৩। প্রবরস্তু গোত্রপ্রবর্ত্তকস্য মুনের্ব্যাবর্ত্তক মুনিগণ ইতি মাধবাচার্য্যঃ।
উদ্বাহতত্ত্ব।

প্রবর সংজ্ঞা দিয়া, প্রবর রূপ বিশেষণ দ্বারা পরস্পরকে একবংশসম্ভূত অথবা পৃথক্‌বংশসম্ভূত, তাহাই বিভিন্নরূপে নির্ণয় করা হইয়াছে। কিন্তু কি উদ্দেশে প্রবর কল্পনা হয় তাহা ঐ লক্ষণ দ্বারা প্রকাশ হয় না। আদিতে নৈকট্য বিবাহ ভিন্ন প্রজা বৃদ্ধির উপায় ছিল না। স্বায়ম্ভুব মনু তাঁহার সহজাত শতরূপাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করিয়া মৈথুন ধর্ম্মে প্রসূতি এবং আকূতি নাম্নী কন্যার জন্ম দেন। দক্ষ প্রসূতিকে এবং রুচি আকূতিকে গ্রহণ করেন। দক্ষের ঔরসে প্রসূতির গর্ভ-জাত কন্যাগণকে ভৃগু প্রভৃতি মুনিগণ গ্রহণ করেন। (১) আকূতির গর্ভে রুচির ঔরসে যজ্ঞ নামা পুত্র এবং দক্ষিণা নাম্নী কন্যা জন্মে। যজ্ঞ আপন সহোদরা দক্ষিণাকে পত্নীত্বে গ্রহণ করেন। (২) অঙ্গিরা মরীচি-তনয়া সুরূপাকে ভার্য্যাত্বে গ্রহণ করেন। (৩) এইরূপ বহুবিধ নৈকট্য বিবাহ ঘটনা হইয়াছিল; কালক্রমে জনসংখ্যার বৃদ্ধি এবং নৈকট্য বিবাহে দোষ লক্ষিত হওয়াতে ঋষিগণ নৈকট্য বিবাহ নিষেধ উদ্দেশে বংশের পরিচয় নিমিত্ত গোত্র কল্পনা করিয়া সগোত্রে বিবাহ নিষেধ করিলেন। (৪) কিন্তু তাহাতেও অভীষ্ট সিদ্ধি হইল না।

১। বিষ্ণুপুরাণ। প্রথম অংশ ৭ অধ্যায়।

২। দদৌ দক্ষায় প্রসূতিং তথাকূতিং রুচেঃ পুরা।
প্রজাপতিঃ স জগ্রাহ তয়োর্যজ্ঞঃ সদক্ষিণঃ॥
পুত্রোজজ্ঞে মহাভাগ দাম্পত্যং মিথুনং ততঃ।
যজ্ঞস্য দক্ষিণায়াস্তু পুত্রা দ্বাদশ জজ্ঞিরে॥

ঐ ১৭।১৮।১৯ শ্লোকাঃ।

৩। মরীচিতনয়া রাজন্ সুরূপা নামবিশ্রুতা।
ভার্য্যা চাঙ্গিরসো দেবাস্তস্যা পুত্রা দশ স্মৃতাঃ।

মৎস্যপুরাণ ১৯৫ অধ্যায়।

৪। অসপিণ্ডা তু যা মাতুরসগোত্রা চ যা পিতুঃ।
সা প্রশস্তা দ্বিজাতীনাং দারকর্ম্মণি মৈথুনে॥

ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা।

কশ্যপ অপ্‌সার নৈধ্রুব ইঁহারা তিন জন কাশ্যপের নিকট সম্বন্ধীয়, অঙ্গিরা বৃহস্পতি এবং ভরদ্বাজ ইঁহারাও নিকট সম্বন্ধীয়, সগোত্রে বিবাহ নিষেধ দ্বারা ইঁহাদের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদানের বাধা হয় না বিবেচনাতে গোত্রকৃৎ মুনি কাশ্যপের সহিত তৎপিতা কশ্যপ এবং নিকট সম্পর্কীয় অপ্‌সার, নৈধ্রুবের, এবং গোত্রকৃৎ ভরদ্বাজের সহিত অঙ্গিরার ও বৃহস্পতির প্রবর কল্পনা হইয়াছে। আবার প্রবরসংজ্ঞিত ঋষিগণের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান নিষেধ হইল। (১) এইরূপ ব্যাখ্যা বিশদ করিবার নিমিত্ত অসগোত্রে অথচ সমান প্রবরে বিবাহ নিষেধ উল্লেখ করা যাইতে পারে। বাৎস্য এবং সাবর্ণ ভিন্ন গোত্র হইলেও তাহাদের উভয় গোত্রে সমান প্রবর থাকাতে বাৎস্য ও সাবর্ণ অতি নিকট সম্পর্কীয়। এই নিমিত্ত বাৎস্য ও সাবর্ণেও বিবাহ হয় না। (২)

১। অপ্সারঃ কশ্যপশ্চৈব নৈধ্রুবশ্চ মহাতপাঃ।
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
মৎস্যপুরাণ ১৯৮ অধ্যায়।

অঙ্গিরাঃ প্রথমস্তেষাং দ্বিতীয়শ্চ বৃহস্পতিঃ।
তৃতীয়শ্চ ভরদ্বাজঃ প্রবরাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥ ঐ।

২। সমানগোত্রপ্রবরাং সমুদ্বাহ্যোপগম্য চ।
তস্যামুৎপাদ্য চাণ্ডালং ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে॥
আচার মাধবীয় মদনপারিজাতয়োঃ আপস্তম্বঃ।
সমানপ্রবরত্বং সংজ্ঞাসংখ্যয়োরন্যূনাতি-
রিক্তেন ভিন্নগোত্রত্বেপি সমানপ্রবরত্বং,
যদ্বা বাৎস্যসাবর্ণিগোত্রয়োঃ ঔর্ব্ব্যচ্যবনভার্গব-
জামদগ্ন্য আপ্নুবৎ প্রবরাঃ। স্মৃতিঃ

শব্দকল্পদ্রুমধৃত ধনঞ্জয়কৃত ধর্ম্মপ্রদীপোক্ত

গোত্র এবং প্রবর সংখ্যা।

গোত্রের নাম।	প্রবরের নাম	গোত্রকার ঋষি এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির পরিচয়।
বশিষ্ঠ	বশিষ্ঠ, অত্রি, সাঙ্কৃতি।	বশিষ্ঠ এবং অত্রি উভয়েই ব্রহ্মার মানসপুত্র। সাঙ্কৃতি অঙ্গিরা বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
অত্রি	অত্রি, আত্রেয়, শাতাতপ।	অত্রি ব্রহ্মার মানসপুত্র। আত্রেয় অত্রির সন্তান। শাতাতপের পরিচয় অজ্ঞাত।
কাশ্যপ	কাশ্যপ, অপ্সার, নৈধ্রুব।	মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ সন্তানেরা কাশ্যপ। অপ্সার নৈধ্রুব ইঁহারা উভয়েই কশ্যপ বংশীয় মন্ত্রকৃৎ ঋষি।
ভরদ্বাজ	ভরদ্বাজ, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য।	অঙ্গিরার পুত্র বৃহস্পতি, তৎপুত্র ভরদ্বাজ। ভরদ্বাজের অপত্য ভারদ্বাজ। বৃহস্পতির অপত্য বার্হস্পত্য, অঙ্গিরার অপত্য আঙ্গিরস।
জমদগ্নি	জমদগ্নি, ঔর্ব্ব্য, বশিষ্ঠ।	ভৃগুপত্নী পুলোমার গর্ব্ভে চ্যবন এবং আপ্নুবানের জন্ম হয়। আপ্নুবানের পুত্র ঔর্ব্ব্য, তদাত্মজ জমদগ্নি। বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র।
বিশ্বামিত্র	বিশ্বামিত্র, মরীচি কৌশিক।	বিশ্বামিত্র চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণ হইয়া গোত্র প্রবর্ত্তনা করেন। মরীচি ব্রহ্মার মানসপুত্র। বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।

গোত্রের নাম।	প্রবরের নাম।	গোত্রকার এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির পরিচয়।
শক্ত্রি ও পরাশর।	বশিষ্ঠ, শক্ত্রি, পরাশর।	মিত্রাবরুণের যজ্ঞে, যজ্ঞকলস হইতে বশিষ্ঠ এবং অগস্ত্যের জন্ম হয়, (এই বশিষ্ঠ ব্রহ্মার মানসপুত্র বশিষ্ঠ নন।) বশিষ্ঠের পুত্র শক্ত্রি, তৎপুত্র পরাশর।
অগস্ত্য	অগস্ত্য, দধীচি, জৈমিনি।	অগস্ত্য কুম্ভজাত। দধীচি ভৃগু বংশীয়। জৈমিনির পরিচয় অজ্ঞাত।
গোতম	গোতম, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য।	গোতম অঙ্গিরার পুত্র, প্রবরের পরিচয় পূর্ব্বে হইয়াছে।
বাৎস্য, সাবর্ণ, মৌদ্গল্য, সৌপায়ন,	ঔর্ব্ব্য, চ্যবন, ভার্গব, জামদগ্ন্য, আপ্নুবৎ।	বাৎস্য সাবর্ণ উভয়েই ভৃগুবংশীয়। মৌদ্গল্য অঙ্গিরা বংশীয়। সৌপায়নের পরিচয় অজ্ঞাত। ভার্গব, শুক্র নামে ও জামদগ্ন্য, পরশুরাম নামে বিখ্যাত। ঔর্ব্ব্য চ্যবন আপ্নুবানের পরিচয় পূর্ব্বে হইয়াছে।
শাণ্ডিল্য	শাণ্ডিল্য, অসিত, দেবল।	শাণ্ডিল্য কশ্যপের পৌত্র, অসিত এবং দেবলও কশ্যপ বংশীয়।
গৌতম	গৌতম, আঙ্গিরস, অপ্সার, বার্হস্পত্য, নৈধ্রুব।	অঙ্গিরা বংশীয় গোতমাপত্য গৌতম।
শুনক	শুনক, শৌনক, গৃৎসমদ	ঔর্ব্বের পুত্র প্রমতি, তৎপুত্র রুরু, তৎপুত্র শুনক, শুনকের পৌত্র শৌনক, গৃৎসমদও ভৃগুবংশীয়।

গোত্র নাম।	প্রবর নাম।	পরিচয়।
কাত্যায়ন	অত্রি, ভৃগু, বশিষ্ঠ।	কণ্বপের বংশে কাত্যায়ন জন্ম গ্রহণ করেন, অত্রি ভৃগু বশিষ্ঠ ইঁহারা ব্রহ্মার মানসপুত্র।
আঙ্গিরস	আঙ্গিরস, বশিষ্ঠ, বার্হস্পত্য	পরিচয় পূর্ব্বেই হইয়াছে।
কৌশিক	কৌশিক, অত্রি, জামদগ্ন্য	বিশ্বামিত্র সন্তানেরা কৌশিক নামে খ্যাত।
বৃহস্পতি	বৃহস্পতি, কপিল, পার্ব্বণ	কপিল পার্ব্বণের পরিচয় অজ্ঞাত, বৃহস্পতির পরিচয় পূর্ব্বেই হইয়াছে।

নিম্নলিখিত গোত্র সকলের গোত্রকার ঋষি এবং প্রবর সংজ্ঞিত ঋষির সম্যক্ পরিচয় না পাওয়াতে কেবল গোত্র এবং প্রবর লিখিত হইল।

গোত্রের নাম।	প্রবরের নাম।
গর্গ	মাণ্ডব্য, কৌস্তভ, গার্গ্য।

পরিশিষ্ট উল্লিখিত লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনে দেখা যায়, গর্গ নামে আর একটী গোত্র আছে, অঙ্গিরা, বৃহস্পতি, শিন, গর্গ এবং ভরদ্বাজ এই পাঁচ প্রবর। মৎস্যপুরাণেও তদ্রূপ লিখিত আছে।

অঙ্গিরাশ্চ মহাতেজা দেবাচার্য্যো বৃহস্পতিঃ।
ভরদ্বাজস্তথা গর্গঃ সিনশ্চ ভগবান্ ঋষিঃ॥
পরস্পরমবৈবাহ্যা ঋষয়ঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ।

১৯৫ অধ্যায়।

গোত্রের নাম।	প্রবর নাম।
অনাবৃকাক্ষ	গার্গ্য, গৌতম, বশিষ্ঠ।
ঘৃতকৌশিক	কুশিক, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক।
বৃদ্ধি	কুরু, বৃদ্ধাঙ্গির, বার্হস্পত্য।
বিষ্ণু	বিষ্ণু, বৃদ্ধি, কৌরব।
কাণ্ব	কাণ্ব, অশ্বত্থ, দেবল।
কাণ্বায়ন *	কাণ্বায়ন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, ভরদ্বাজ, অজমীঢ়।
অব্য	অব্য, বলি, সারস্বত।
কৌণ্ডিল্য	কৌণ্ডিল্য, স্তিমিক, কৌৎস।
জৈমিনি	জৈমিনি, উতথ্য, সাঙ্কৃতি।
আলম্ব্যায়ন	আলম্ব্যায়ন, শালঙ্কায়ন, শাকটায়ন।
বাসুকি	অক্ষোভ্য, অনন্ত, বাসুকি।
কাঞ্চন	অশ্বত্থ, দেবল, দেবরাজ।
সৌকালিন	সৌকালিন, আঙ্গিরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার, নৈধ্রুব।
আত্রেয়	আত্রেয়, শাতাতপ, সাংখ্য।
কৃষ্ণাত্রেয়	কৃষ্ণাত্রেয়, আত্রেয়, আবাস।
সাঙ্কৃতি	অব্যাহ, অরোত্রি, সাঙ্কৃতি।
বৈয়াঘ্যপদ্য	সাঙ্কৃতি।

* কোন গ্রন্থে কান্ন কোন গ্রন্থে কাণ্ব শব্দ আছে তদনুসারে গোত্রের নাম কাণ্ব অথবা কান্ন এবং কাণ্বায়ন অথবা কান্নায়ন লিখিত হইয়াছে।

এই সকল গোত্র ব্যতীত উপমন্যু প্রভৃতি আরও বহুগোত্র আছে। এবং ক্ষত্রিয় হইতেও কয়েকটি গোত্র হইয়াছে। সেই সকল গোত্রকে ক্ষত্রোপেত গোত্র বলা যায়। যে সকল ক্ষত্রিয়েরা কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণ হন তাঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের গোত্র ক্ষত্রোপেত গোত্র। শৌনক কাণ্বায়ন রথীতর অগ্নিবেশ্য এই সকল ক্ষত্রোপেত গোত্র। চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার আয়ুনামা পুত্রের ক্ষত্রবৃদ্ধ নামে সন্তান জন্মে। তৎপুত্র সুনহোত্র তৎপুত্র গৃৎসমদ তৎপুত্র শৌনক। শৌনক গোত্র প্রবর্ত্তয়িতা, (১) শৌনক সুনহোত্র গৃৎসমদ শৌনক গোত্রের প্রবর। চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার অন্বয়ে মেধাতিথির জন্ম হয়। তিনি বিদ্যাবলে ব্রাহ্মণ হন। মেধাতিথির পিতার নাম কাণ্ব, মেধাতিথি হইতে কাণ্বায়ন গোত্র প্রবৃত্ত হয়। (২) মনুপুত্র নাভাগের অন্বয়ে রথীতরের জন্ম হয়, রথীতরের পত্নীতে অঙ্গিরা সন্তান উৎপাদন করেন, তাহাতেই রথীতর গোত্রের গণনা হয়। (৩) মনুপুত্র ন্যরিষ্যন্তের বংশে অগ্নিবেশ্যের জন্ম হয়, তাহা হইতে অগ্নিবেশ্য গোত্র হইয়াছে। (৪)

১। গৃৎসমদস্য শৌনকশ্চাতুর্ব্বর্ণ্যঃ প্রবর্ত্তয়িতা বভূব।

বিষ্ণুপুরাণ ৪অংশ ৮ম অধ্যায়।

২। অপ্রতিরথাৎ কণ্বঃ তস্যাপি মেধাতিথিঃ। যতঃ কাণ্বায়না দ্বিজা বভূবুঃ। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১৯ অধ্যায়। মেধাতিথি ঋগ্বেদ ভাষ্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া কর্ম্মানুসারে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেন। ইঁহার বংশে অনেক উত্তম ব্রাহ্মণের জন্ম হইয়াছিল, মৃত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন কাণ্বায়ন গোত্রীয় ছিলেন।

৩। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৫ অধ্যায়।

৪। শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ২ অধ্যায়। নবদ্বীপ নিবাসী প্রসিদ্ধ ৺রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত অগ্নিবেশ্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষে আর্য্যসন্তানের আগমন এবং
গৌড়ে ব্রাহ্মণের বসতি।

ইউরোপীয় তত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতেরা বহুবিধ যুক্তি দ্বারা স্থির করিয়াছেন ভারতবর্ষবাসী আর্য্যসন্তানেরা ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন, তাঁহারা শীতপ্রধান দেশ হইতে ভারতবর্ষে আসিয়াছেন। বেলিসাহেবের বিবেচনাতে ইজিপ্ট দেশীয়, কালডিয়, চীন দেশীয়, এবং ভারতবর্ষবাসী লোকেরা একবংশসম্ভূত। বেলি সাহেব আরও বিবেচনা করেন ঐ সকল জাতির পূর্ব্বপুরুষেরা তাতার দেশের উত্তরে ৪৯-৫০ অক্ষাংশের সমস্থানে শিবিরনামা দেশে বাস করিতেন (১)। অনেকেই এই মতের পক্ষপাতী নহেন। অধুনা অনেকেই বিবেচনা করেন হিন্দুকোষনামা পর্ব্বতের পশ্চিমোত্তর দেশ হইতে আর্য্যসন্তানেরা ভারতবর্ষে আসিয়াছেন।

বিষ্ণুপুরাণের দ্বিতীয় অংশের দ্বিতীয় অধ্যায়ের লিখনানুসারে, সুমেরু পর্ব্বতে ব্রহ্মার এবং ইন্দ্রাদি লোকপালগণের বসতি ছিল। বর্ত্তমান সময়ের কোন্ পর্ব্বতকে প্রাচীনকালে মেরু পর্ব্বত কহিত, তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে, বিষ্ণুপুরাণানুসারে জম্বুদ্বীপের মধ্যস্থলে মেরুপর্ব্বত। এই মেরুপর্ব্বতই সুমেরুনামে আখ্যাত। বিষ্ণুপুরাণে আরও লিখিত আছে মেরু পর্ব্বতের দক্ষিণে কিম্পুরুষবর্ষ, তাহার দক্ষিণে হরিবর্ষ, তাহার দক্ষিণে ভারতবর্ষ। উত্তরে প্রথমতঃ রম্যকবর্ষ, তাহার উত্তরে হিরণ্ময়বর্ষ, তাহার উত্তরে উত্তরকুরু-

১। টাইটলক সাহেব কৃত ইউনিবরসাল হিষ্টরি ৬ বালাম ২৫ অধ্যায়।

বর্ষ। (১) মেরুপর্ব্বতের উপরিভাগে ব্রহ্মার পুরী এবং ব্রহ্মপুরীর আটদিকে ইন্দ্রাদি লোকপালের পুরী। ব্রহ্মপুরী হইতে গঙ্গা পতিত হইয়া চতুর্দ্ধা বিভক্তা হইয়াছেন। গঙ্গার ঐ ৪ ধারার নাম অলকনন্দা, চক্ষু, ভদ্রা এবং সীতা। অলকনন্দা দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে পতিত ও তথায় সপ্তধারাতে বিভক্ত হইয়া (২) সাগর গমন করেন। সীতা, পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আকাশপথে পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে গমন করিয়া পরে ভদ্রাশ্ব নামক বর্ষ হইয়া পূর্ব্ব সমুদ্রে মিলিতা হন। ভদ্রা উত্তরগিরি ও উত্তরকুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে অস্ত যান। অতএব তিব্বত দেশের উত্তর এবং চীন

১। লাসেন সাহেবের মতে উত্তর কুরুবর্ষ কাসগার সাগরের পূর্ব্বদিকে। বিষ্ণুপুরাণ এবং রামায়ণানুসারে উত্তর কুরুবর্ষ, সুমেরু পর্ব্বতের উত্তরে এবং উত্তর সমুদ্রের দক্ষিণে। সীতার অন্বেষণে উত্তরদিকগামী বানরগণকে সুগ্রীব নিম্নলিখিত মতে উত্তর কুরু দেশের বিবরণ কহিয়াছিলেন।

তন্তু দেশমতিক্রম্য শৈলোদা নাম নিম্নগাঃ।
উভয়োস্তীরয়োস্তস্যাঃ কীচকা নাম বেণবঃ।
তে নয়ন্তি পরং তীরং সিদ্ধান্ প্রত্যানয়ন্তি চ।
উত্তরাঃ কুরবস্তত্র কৃতপুণ্যামতিশ্রয়াঃ॥

* * * * *

নীলোৎপলৈ বনৈশ্চিত্রৈঃ স দেশঃ সর্ব্বতোবৃতঃ।
নিস্তুলাভিশ্চ মুক্তাভি র্মণিভিশ্চ মহাধনৈঃ।

* * * * *

তমতিক্রম্য শৈলেন্দ্রমুত্তরঃ পয়সাং নিধিঃ॥
তত্র সোমগিরির্নাম মধ্যে হেমময়ো মহান্।
স তু দেশো বিসূর্য্যোপি তস্য ভাসা প্রকাশতে।
সূর্য্যলক্ষ্মাভিবিজ্ঞেয় স্তপতেব বিবস্বতা।

কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪৩ সর্গ।

অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সেই প্রাচীনকালে যমুনা নদীর তীরবাসী বাল্মীকি মুনি অরোরা বোরেলিস (Aurora Borealis) অর্থাৎ উদিচীন আলোকের তত্ত্ব অবগত ছিলেন।

২। সপ্তধারার নাম নলিনী প্লাবিনী হ্লাদিনী সীতা চক্ষু সিন্ধু ভাগীরথী। প্রথমোক্ত তিন [illegible] পূর্ব্ব বাহিনী, সীতা চক্ষু সিন্ধু পশ্চিম বাহিনী, ভগিরথী দক্ষিণবাহিনী।

দেশের পশ্চিমস্থ সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর নাম সুমেরু পর্ব্বত। সুমেরু পর্ব্বত দেবতাদিগের বাসভূমি ইহা প্রসিদ্ধ কথা। ইন্দ্রাদি, হস্তপদ-বিশিষ্ট দেবগণ মনুষ্যাতিরিক্ত নহেন। (১) অতএব তিব্বত দেশের উত্তরে চীনদেশের পশ্চিমে আদিতে মনুষ্য বসতি হওয়া বিষ্ণুপুরাণের লিখা দ্বারা অনুভব হয়। স্বায়ম্ভুব মনু, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ব্রহ্মাবর্ত্তদেশে বসতি করিয়া মৈথুনধর্ম্মে প্রজাবৃদ্ধি এবং রাজ্যশাসন করেন। (২) যখন স্বায়ম্ভুব মনু ব্রহ্মাবর্ত্তে (৩) অধিকার করিয়া বসতি

১। বিদ্যাধর, অপ্সর, যক্ষ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, পিশাচ, গুহ্যক, সিদ্ধ ইহারা দেবযোনি বলিয়া খ্যাত। এই সকল জাতি মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত। অর্জ্জুন মানস সরোবরের নিকট গন্ধর্ব্বরক্ষিত দেশ জয় করেন। (মহাভারত সভাপর্ব্ব) বিরাট পুরুষের মস্তক হইতে স্বর্গ, পাদ হইতে পৃথিবী, নাভি হইতে আকাশ উৎপন্ন হয়, দেবতাগণ স্বর্গে অবস্থিত হয়েন, মনুষ্যেরা পৃথিবীতে অবস্থান করিয়াছেন। (শ্রীমদ্ভাগবত তৃতীয় স্কন্ধ ষষ্ঠ অধ্যায় ২৩।২৪ শ্লোকঃ।) সুমেরু পর্ব্বত পৃথিবীতে অবস্থিত, তাহাতে বাসকারী ইন্দ্রাদি মনুষ্য মধ্যে গণনীয় হইতেছেন। বিষ্ণুপুরাণীয় সৃষ্টি প্রকরণে ঊর্দ্ধস্রোত এবং অর্ব্বাকস্রোত নামা দুই প্রকার সৃষ্টির উল্লেখ আছে। যাঁহারা দৃষ্টমাত্র পরিতৃপ্ত এবং প্রকৃত পক্ষে আহার করেন না তাঁহারা ঊর্দ্ধস্রোত অর্থাৎ দেবতা। যাঁহারা গলাধঃকরণ দ্বারা আহার করেন তাঁহারা অর্ব্বাক-স্রোত অর্থাৎ মনুষ্যের শ্রেণীভুক্ত। (বিষ্ণুপুরাণ প্রথম অংশ ৫ম অধ্যায়।) সুমেরু পর্ব্বত-বাসী ইন্দ্রাদি দেবগণ সোমরস পান করার বহু প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। ইন্দ্রের ঔরসজাত পুত্র অর্জ্জুন ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য। সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণ সময়ে সময়ে যুদ্ধে ইন্দ্রের সহায়তা করিয়াছেন। রঘুরাজ কর্ত্তৃক ইন্দ্র পরাস্ত হন। যিনি দেবতা রূপে মান্য ইন্দ্র, তিনি মেরু-পর্ব্বতবাসী ইন্দ্র নহেন।

২। প্রজাপতিপতিঃ সম্রাট্ মনুর্বিখ্যাত মঙ্গলঃ।
ব্রহ্মাবর্ত্তং যোঽধিবসন্ শাস্তি সপ্তার্ণবাং মহীং ॥
ভাগবত ৩ স্কন্ধ ২১ অধ্যায়।

এই স্বায়ম্ভুব মনুবংশে পুরাণে প্রসিদ্ধ প্রিয়ব্রত, উত্তানপাদ, ধ্রুব, বেণ, পৃথু প্রভৃতি নৃপতি-গণের জন্ম হইয়াছিল।

৩। সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী এই দুই নদীর মধ্যস্থ দেশ ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্রের উত্তরে যোগয়া দ্বারে যে প্রাচীন খাদ বিদ্যমান আছে তাহাই দৃষদ্বতীর খাদ হইতে পারে; মহাভারতীয় বন-পর্ব্বান্তর্গত তীর্থযাত্রা পর্ব্বাধ্যায়ে লিখিত আছে। কুরুক্ষেত্রের উত্তরে দৃষদ্বতী এবং দক্ষিণে সরস্বতী। ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশ কুরুক্ষেত্রের সন্নিকটবর্ত্তী ছিল।

করেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরে, ব্রহ্মার অন্যতর মানসপুত্র মরীচির অন্ববায়েজাত বৈবস্বত মনু সরযূনদীতীরে অযোধ্যা নগরী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১) মনুপুত্র ইক্ষ্বাকু অযোধ্যাতে রাজা হইয়াছিলেন। (২) মনুর ইলা নাম্নী কন্যা, যিনি বশিষ্ঠের তপঃপ্রভাবে পুংস্বলাভ করিয়া সুদ্যুম্ননাম প্রাপ্ত হন, তিনি প্রয়াগের নিকট দোয়াবদেশে প্রতিষ্ঠান নগরীতে রাজা হন। (৩) এই হইতে অযোধ্যা, সূর্য্যবংশীয় নৃপতিগণের, এবং প্রতিষ্ঠান, চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী হয়। কালক্রমে সূর্য্য এবং চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষে অধিকার বিস্তার করেন। ব্রাহ্মণেরাও ক্ষত্রিয়দিগের অধিকৃত দেশে গিয়া বসতি করেন।

মনুসংহিতার অনুসারে, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্ব্বত, পশ্চিমে কুরুক্ষেত্র, পূর্ব্বদিকে প্রয়াগ এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন দেশ, মধ্য দেশ শব্দে কথিত। মধ্যদেশের মধ্যস্থ ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশের আচার-

১। কোশলো নাম মুদিতঃ স্ফীতো জনপদো মহান্।
নিবিষ্টঃ সরযূতীরে পশুধান্যধনর্দ্ধিমান্।
অযোধ্যা নাম নগরী তত্রাসীল্লোকবিশ্রুতা।
মনুনা মানবেন্দ্রেণ পুরৈব পরিনির্ম্মিতা॥ বালকাণ্ড ৫ম সর্গ।

২। মনুঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বমিক্ষ্বাকুস্তু মনোঃ সুতঃ।
তমিক্ষ্বাকুমযোধ্যায়াং রাজানং বিদ্ধি পূর্ব্বকং॥ বালকাণ্ড ৭০ সর্গ।

৩। সুদ্যুম্নস্তু স্ত্রীপূর্ব্বকাৎ রাজ্যং ন লেভে তৎ পিত্রা তু
বশিষ্ঠবচনাৎ প্রতিষ্ঠাননাম নগরং সুদ্যুম্নায় দত্তং।
বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ১ অধ্যায়।

সম্প্রতি প্রতিষ্ঠান নামে কোন নগর বর্ত্তমান নাই। যযাতি যখন পুরুকে প্রতিষ্ঠান নগর সহিত আপন রাজত্ব প্রদান করেন তখন কহিয়াছিলেন,—"গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে কৃৎস্নোহয়ং বিষয়স্তব।" মৎস্যপুরাণ ৩৬ অধ্যায়। অতএব দোয়াবাখ্যদেশে প্রতিষ্ঠানপুরী এবং চন্দ্রবংশীয় পুরূরবা প্রভৃতির রাজত্ব ছিল। পুরুবংশীয় দুষ্মন্ত রাজার স্বত্যাতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র হস্তী নামা নরপতি হস্তিনাপুরী নির্ম্মাণ করিয়া, হস্তিনাতে চন্দ্রবংশের রাজধানী লইয়া যান্।

ব্যবহার সদাচার বলিয়া গণ্য। কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেন এই ৪টী দেশ ব্রহ্মর্ষিদেশ, ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ নিকৃষ্ট। মনু আরও কহেন, এই সকল দেশজাত ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ সর্ব্বপ্রকার মনুষ্য-চরিত্র শিক্ষা করিবেন (১)। ইহাদ্বারা স্পষ্টই উপলব্ধি হইতেছে আদিতে ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশ পরম পবিত্র বোধ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মাবর্ত্ত, কুরুক্ষেত্র, মৎস্য, পাঞ্চাল, শূরসেনাদি দেশের ব্রাহ্মণদিগের নিকট পৃথিবীর সকল মনুষ্য স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিবেন, মনুর এই উক্তি অত্যুক্তি বলিয়া সম্প্রতি বোধ হইতে পারে, কিন্তু মনুর সময়ের অবস্থা স্মরণ করিলে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয়। ইন্দ্রিয়সংযমন আস্তিকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে ভারতবর্ষবাসীরা শ্রেষ্ঠ-পদবীতে আরূঢ়। যখন ইজিপ্টদেশের পিরামিড সকল নির্ম্মিত হয়, যখন ইউরোপের প্রাচীন সভ্যদেশ গ্রীসে এবং রোমদেশে বন্য

১। হিমবদ্বিন্ধ্যয়োর্মধ্যং যৎপ্রাগ্বিনশনাদপি।
প্রত্যগেব প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
সরস্বতীদৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরং।
তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষ্যতে॥
তস্মিন্ দেশে য আচারঃ পারম্পর্য্যক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥
কুরুক্ষেত্রঞ্চ মৎস্যাশ্চ পাঞ্চালাঃ শূরসেনকাঃ।
এষ ব্রহ্মর্ষিদেশোবৈ ব্রহ্মাবর্ত্তাদনন্তরঃ॥
এতদ্দেশপ্রসূতস্য সকাশাদগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
মনুসংহিতা ২য় অধ্যায়।

লোকের আবাস ছিল, তাহার পূর্ব্বে ভারতবর্ষ, সম্পত্তি ও সভ্যতা দ্বারা মান্য ছিল (১)।

ব্রহ্মাবর্ত্ত কুরুক্ষেত্র মৎস্য পাঞ্চাল শূরসেন এই পাঁচটি দেশ মনুর মতে পবিত্র এবং সদাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণগণের নিবাসভূমি ও শুদ্ধাচার-পরায়ণ ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত। এই সকল দেশ কোন্ স্থানে ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে, কিন্তু ঐ সকল দেশ যে মধ্যদেশের মধ্য-বর্ত্তী এবং প্রয়াগের পশ্চিমে অবস্থিত, মনুবচন দ্বারা তাহার প্রমাণ হয়। ব্রহ্মাবর্ত্ত এবং কুরুক্ষেত্রের স্থিতিস্থানের সম্বন্ধে ইহার অব্যব-হিত পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মৎস্যদেশ, মথুরার দক্ষিণে এবং জয়-পুরের পূর্ব্বভাগে ছিল (২)। পাঞ্চালদেশ গঙ্গার উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় তীরেই ছিল। বর্ত্তমান সময়ের রোহিলখণ্ড, উত্তর পাঞ্চাল,

১। Ere yet the pyramid's looked down upon the valley of the Nile, when Greece and Italy, those cradles of European civilization, nursed only the tenants of the wilderness, India was the seat of the wealth and grandeur.

History of the British Empire in India.
By E. Thornton Vol I, page 3.

২। পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাসের সময় যখন মৎস্য রাজ্যের রাজধানী বিরাট নগরে গমন করেন তখন যমুনা নদী পার হইয়া দশার্ণ দেশের উত্তর এবং পাঞ্চাল দেশের দক্ষিণ যকৃল্লোম এবং শূরসেন দেশের মধ্য দিয়া মৎস্য রাজ্যে প্রবেশ করেন। বিরাট পর্ব্ব ৫ম অধ্যায়। রাজসূয় যজ্ঞকালে দক্ষিণ দিক্ বিজেতা সহদেব প্রথমে শূরসেনগণকে জয় করিয়া মৎস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। "তথৈব সহদেবোপি ধর্ম্মরাজেন পূজিতঃ। মহত্যা সেনয়া রাজন্ প্রযযৌ দক্ষিণাং দিশং। স শূরসেনান্ কাৎস্নেন পূর্ব্বমেবাজয়ৎ প্রভুঃ। মৎস্যরাজ্যঞ্চ কৌরব্যো বশে চক্রে বলাদ্বলী। সভাপর্ব্ব ৩১ অধ্যায়। শক্তিসঙ্গম তন্ত্রেও ইন্দ্রপ্রস্থের দক্ষিণে বিরাট নগর ইহা লিখিত আছে।

ইটোয়া প্রভৃতি স্থান দক্ষিণ পাঞ্চাল (১), শূরসেন, মথুরা দেশ। (২)

জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং উৎসাহের আতিশয্য হেতু ক্ষত্রিয়েরা মধ্য দেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের প্রতি প্রদেশে অধিকার বিস্তার করিতে লাগিলেন; এবং সিন্ধু নদী পার হইয়া কাবুল, কান্দাহার (৩) এবং পূর্ব্বোত্তর দিকে চীনদেশে অধিকার সংস্থাপন করেন। (৪) মনু কহেন পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রাবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন

১। পাঞ্চালদেশ হস্তিনার পূর্ব্বভাগে এবং অযোধ্যার পশ্চিমে। রাজসূয় যজ্ঞকালে ভীমসেন প্রথমেই পূর্ব্বদিকে পাঞ্চালরাজ্য জয় করেন। সভাপর্ব্ব ২৯ অধ্যায়। দশরথের মৃত্যুর পর ভরতকে আনয়ন জন্য যে দূতগণ কেকয় দেশে গমন করে তাহারা প্রথমে পাঞ্চাল পরে হস্তিনা প্রাপ্ত হয়। অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ সর্গ। অর্জ্জুন যখন দ্রুপদকে জয় করিয়া পাঞ্চাল রাজ্য দ্রোণ এবং দ্রুপদের মধ্যে বিভাগ করেন তখন গঙ্গার উত্তর পারের আহিচ্ছত্রা নগর-বিশিষ্ট ভাগ দ্রোণাচার্য্য, এবং দক্ষিণপারের কাম্পিল্যনগরবিশিষ্ট মাকন্দী আখ্যাত ভাগ দ্রুপদরাজ প্রাপ্ত হন। আদিপর্ব্ব ১৩৮ অধ্যায়। অতএব যাঁহারা পঞ্জাবকে পঞ্চাল কহেন তাঁহারা উপরিউক্ত প্রমাণ দেখিবেন।

২। মথুরার প্রাচীন নাম মধুবন। লবণ রাক্ষসের পিতা মধুনামা রাক্ষস বাস করিত বলিয়া মধু নাম ছিল। রামানুজ শত্রুঘ্ন লবণকে বধ করিয়া মধুবনে মথুরা পুরী নির্ম্মাণ করেন। ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ১১ অধ্যায়। হৈহয়বংশীয় অর্জ্জুনের অন্যতর পুত্র শূরসেন মথুরা অধিকার করাতে শূরসেন নামও হইয়াছিল।

৩। সেতু পুত্র আরট্টাংস্তু গান্ধারস্তস্য চাত্মজঃ।
খ্যায়তে যস্য নাম্নাসৌ গান্ধারো বিষয়ো মহান্॥ মৎস্যপুরাণ ৪৮ অধ্যায়।

বর্ত্তমান সময়ের কান্দাহারের নামই গান্ধার। গান্ধারের পিতা আরট্টের নাম হইতে পঞ্চনদ দেশের নাম আরট্ট হইয়াছিল, উহার বর্ত্তমান নাম পঞ্জাব।

৪। চন্দ্রবংশীয় হৈহয় নৃপতির ভ্রাতার নাম হয়, তাঁহার বংশাবলী পুরাণে নাই, ইহাতেই অনেকে অনুমান করেন হয় চীনদেশে গিয়া বসতি করিয়া থাকিবেন। মনুও চীনদিগকে পতিত ক্ষত্রিয় কহেন। চীনেরা কহে, তাহাদের প্রথম রাজা যু। তাহার মাতা যৎকালে বনভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন ফো (বধু অথবা নক্ষত্র বিশেষ) কর্ত্তৃক গর্ভবতী হন, তাহাতেই যু জন্মগ্রহণ করেন। কর্ণেল টড সাহেবকৃত রাজস্থানের ইতিহাস ৬ অধ্যায়। ইলা-গর্ভে পুরুরবার জন্ম সম্বন্ধীয় পৌরাণিক ইতিহাসের সহিত যুর জন্মসম্বন্ধীয় ইতিহাসের সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। স্যারউইলিয়ম জোন্সও চীনদিগকে হিন্দুবংশ বলিয়া প্রকাশ করেন।

কিরাত দরদ খশ ইহারা পতিত ক্ষত্রিয় (১)। অর্থাৎ ভারতবর্ষীয় ক্ষত্রিয়েরা ঐ ঐ দেশাধিকার করিয়া তত্তৎদেশে বাস করেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল দেশে গমন না করাতে গৃহ্য কর্ম্ম অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারবিহীন হওয়ায় শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু কোন্‌রূপ বিশেষ

১। শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শনেন চ॥
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্রদ্রাবিড়াঃ কাম্বোজা যবনাঃ শকাঃ।
পারদাঃ পাহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাতা দরদাঃ খশাঃ।
মনুসংহিতা ১০ অধ্যায় ৪৩।৪৪ শ্লোক।

পুণ্ড্রদেশ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞকালে পূর্ব্বদিগ্বিজেতা ভীমসেন অঙ্গরাজ কর্ণকে জয় করিয়া তাহার পর পুণ্ড্রাধিপ বাসুদেবকে জয় করেন। স্কন্দ পুরাণীয় পৌণ্ড্র খণ্ডে করতোয়া মাহাত্ম্যে লিখিত আছে করতোয়া নদীর জলে পৌণ্ড্র ক্ষেত্র প্লাবিত হয়। গৌড় দেশের প্রাচীন নাম পুণ্ড্র। খৃষ্টাব্দারম্ভের ৭০০।৮০০ বৎসর পূর্ব্বে ভোজ গৌড় নামা নৃপতি গৌড় নগর স্থাপন করেন।

ওড্র। উৎকলের বা উড়িষ্যার অপর নাম ওড্র।

দ্রাবিড়। স্বনামখ্যাত দাক্ষিণাত্যস্থ দেশ।

কাম্বোজ। গ্রিফিথ সাহেব অনুমান করেন আরোচেচিয়াদিগের (Arochesia) অপর নাম কাম্বোজ। একখানি প্রস্তরফলক যাহা রামসাগর নামক প্রসিদ্ধ সরোবর খননকালে ভূগর্ভে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে এবং যাহা দিনাজপুর রাজবাটীতে আছে তল্লিখিত কবিতা দৃষ্টে জানা যায় "কাম্বোজান্বয়জেন গৌড়পতিনা তেনেন্দুমৌলেরয়ং প্রাসাদো নিরমায়ি" অতএব কাম্বোজবংশীয়গণ গৌড়াধিপ থাকা কালে হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।

যবন। এখন গ্রীকদিগকে যবন বলা হয়। কিন্তু কালিদাস প্রভৃতি কবিগণ পারসীকদিগকেও যবন বলিয়াছেন। "যবনীমুখপদ্মানাং সেহে মধুমদং ন সঃ" ইত্যাদি রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ। সিন্ধুনদের পশ্চিমস্থ ম্লেচ্ছজাতি যবন শব্দে অভিহিত।

পহ্লব। লাসেন সাহেবের মতে পহ্লব এবং হিরাডোটাস কর্ত্তৃক উক্ত পারটুইজ (Partues) একই দেশ। উহা ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশে স্থিত। পহলবি নামা প্রাচীন ভাষা এই জাতির ছিল।

দরদ। গ্রিফিথ সাহেবের মতে বর্ত্তমান দর্দ্দিস্থান।

কিরাত। ত্রিপুরাদেশের প্রাচীন নাম কিরাত এবং হিমালয়ের নিকটে কিরাত নামে স্বতন্ত্র আর একটী দেশ ছিল।

ব্যবস্থা না করিয়া পৌণ্ড্রক ওড্র দ্রাবিড় কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন কিরাত দরদ খশ ইহাদিগের সকলকেই শূদ্রবৎ পতিত ক্ষত্রিয় কহিতেছেন। কালক্রমে কাম্বোজ যবন শক পারদ পাহ্লব চীন কিরাত দরদ খশ ইহারা ম্লেচ্ছ হইয়া গিয়াছে। মনুর মতে আর্য্যাবর্ত্তের বহির্ভূত দেশ সকল ম্লেচ্ছ দেশ বলিয়া গণ্য। (১) অতএব শক যবনাদি পরে ম্লেচ্ছ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়া অসঙ্গত নহে।

পৌণ্ড্র উৎকল দ্রাবিড় এই তিন দেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ অদর্শন নিবন্ধন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত হন। মনু যখন এই কথা কহেন তখন তত্তদ্দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হয় নাই। তাহার পরে স্কন্দপুরাণ রচনার পূর্ব্বে উৎকল এবং দ্রাবিড় দেশে ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল। স্কন্দ পুরাণে ব্রাহ্মণেরা প্রথমতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন (২)। ১ম পঞ্চ গৌড়ীয়, ২য় পঞ্চ দ্রাবিড়ী। সারস্বত(৩) কান্যকুব্জ গৌড়(৪) উৎকল

১। আসমুদ্রাত্তু বৈ পূর্ব্বাদাসমুদ্রাত্তু পশ্চিমাৎ।
তয়োরেবান্তরং গির্য্যোরার্য্যাবর্ত্তং বিদুর্ব্বুধাঃ॥
কৃষ্ণসারস্তু চরতি মৃগো যত্র স্বভাবতঃ।
স জ্ঞেয়ো যজ্ঞিয়োদেশঃ ম্লেচ্ছদেশস্ততঃ পরঃ॥ মনুসংহিতা দ্বিতীয় অধ্যায়।

২। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়া মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চ গৌড়াঃ সমাখ্যাতা বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ। ও
অন্ধ্রাশ্চ দ্রাবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ। শব্দকল্পদ্রুমধৃত স্কন্দপুরাণ।

৩। সারস্বত। হস্তিনাপুরীর পশ্চিমোত্তর দেশবাসী সরস্বতী নদীতীরস্থ ব্রাহ্মণেরা সারস্বত নামে খ্যাত।

৪। গৌড়। এই গৌড়দেশ বাঙ্গালা দেশান্তর্গত গৌড় নহে। পশ্চিমোত্তরদেশবাসী একদল ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ কহেন। মৎস্যপুরাণে দেখা যায় "সূর্য্যবংশীয় শ্রাবস্ত নামা নরপতি গৌড়দেশে শ্রাবস্তী নগর নির্ম্মাণ করেন।" মৎস্যপুরাণ ১২ অধ্যায়। শ্রাবস্তীনগর ফয়জাবাদ অথবা তৎসন্নিকটে ছিল। ১৭৭১ শকাব্দের মাঘমাসীয় ৪৮ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। বাঙ্গালাদেশে গৌড় নগরের স্থাপনা হইলে, পশ্চিমোত্তর দেশস্থ গৌড় দেশের নাম আদি গৌড় হয়।

মৈথিল এই সকল ব্রাহ্মণেরা বিন্ধ্য পর্ব্বতের উত্তর দিকে বসতি করেন, এবং তাঁহাদের পঞ্চ গৌড়ীয় আখ্যা। বিন্ধ্য পর্ব্বতের দক্ষিণস্থ কর্ণাট তৈলঙ্গ গুজরাট অন্ধ্র এবং দ্রাবিড় দেশ নিবাসী ব্রাহ্মণেরা পঞ্চ দ্রাবিড়ী নামে খ্যাত।

বাঙ্গালা দেশান্তর্গত গৌড়দেশে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যবর্ত্তী হইলেও মনুর সময়ে ইহার পৌণ্ড্র নাম এবং অব্রহ্মণ্য দেশ বলিয়া পরিচয় ছিল। মহাভারতের সময়েও অঙ্গ এবং মগধ দেশের ক্ষত্রিয়গণ শূদ্রধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন।(১) অতএব গৌড়দেশে মহাভারতীয় সময়ের পরে সদ্-ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছিল স্বীকার করিতে হইবে। প্রথমে কোন্ সময়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণের বসতি হয় তাহার নিশ্চয় প্রমাণ পাওয়া সুকঠিন। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী পালবংশীয় নৃপগণ যখন গৌড়ে রাজা ছিলেন তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বেদপারগ ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের মন্ত্রী ছিলেন। (২) যখন আদিশূর গৌড়াধিকার করেন তখনও গৌড়দেশে ব্রাহ্মণের নিবাস ছিল। আদিশূর গৌড় জয় করিয়া রাজা হইয়া তদ্দেশে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব নিবন্ধন কান্যকুব্জ দেশ হইতে পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ইহার পর শ্যামলবর্ম্ম নৃপতি আরও কয়েকজন ব্রাহ্মণকে বঙ্গরাজ্যে আনয়ন করেন। এই হইতেই গৌড় এবং বঙ্গে মাননীয় ব্রাহ্মণের বসতি হইয়াছে।

১। মহাভারতীয় কর্ণপর্ব্ব ; শল্যপ্রতি কর্ণবাক্য।

২। এই গ্রন্থের পরিশিষ্টে গরুড়স্তম্ভলিপির প্রতিলিপি এবং অনুবাদ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদিশূরের রাজত্ব কাল এবং গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়নের সময়।

আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সময়ের রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্রশ্রেণী আখ্যাত ব্রাহ্মণগণের পূর্ব্বপুরুষ গৌড়দেশে আসিয়া বসতি করা সকলেই স্বীকার করেন। আদিশূর কোন্ সময়ে গৌড়ে রাজত্ব করেন, এবং কোন্ সময়ে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তৎসম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখক কহেন, "আদিশূর বঙ্গে পরম পণ্ডিত পঞ্চ ব্রাহ্মণ স্থাপন করিয়া বঙ্গে ভাবী উন্নতির বীজ বপনরূপ অচলা কীর্ত্তি রাখিয়া লোকান্তরিত হইলেন। তদীয় পুত্র যামিনী ভানু তৎপুত্র অনিরুদ্ধ ক্রমে প্রতাপরুদ্র ভূদত্ত প্রভৃতি কতিপয় নৃপতি বঙ্গরাজ্য শাসন করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন"(১)। কায়স্থপুরাণপ্রণেতা কহেন, বঙ্গাধিপতি আদিশূর সম্বৎশাকের ২৩৪ বৎসর পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। (২) উক্ত উভয় লিখনদ্বারা জানা যায় আদিশূর বিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বকালে রাজত্ব করিয়াছেন, সুতরাং বিক্রমাদিত্যের রাজত্বের পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। (৩)

১। অম্বষ্ঠনৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ, শ্রীপার্ব্বতীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রণীত। গুপ্তপ্রেসে ১২৮৪ সালে মুদ্রিত। ৬ পৃষ্ঠা।

২। কায়স্থপুরাণ শ্রীশশিভূষণ নন্দী প্রণীত। ভবানীপুর সুবরবন্ প্রেসে মুদ্রিত ১২৮৫। ১৩৫ পৃষ্ঠা।

৩। পরপৃষ্ঠায় উদ্ধৃত রাজবংশ সকলের নামাবলী পর্য্যালোচনা করিলে ঐ বাক্য স্পষ্ট হইবে।

অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণলেখক, যে আদিশূরকে উল্লেখ করিতেছেন তিনি ব্রাহ্মণানয়নকর্ত্তা আদিশূর নহেন, তাঁহার প্রকৃত নাম আদিত্যশূর। সত্যই হউক আর মিথ্যাই হউক, আইন আকবরিতে আদিত্যশূরবংশীয় ১১ জন নৃপতির রাজত্বকাল ৭১৪ বৎসর,(১) ভূপালবংশীয় ১০ জন নৃপতির রাজত্বকাল ৬৯৮ বৎসর, (২) বীরসেনবংশীয় ৭জন নৃপতির রাজত্বকাল ১০৬ বৎসর লিখা আছে।(৩) আদিশূরের বংশাবলী কি তাঁহাদের রাজত্বকাল আইন আকবরিতে নাই।(৪) ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ারখিলিজী কর্ত্তৃক যিনি রাজ্যচ্যুত হন, মোসলমান ইতিহাস লেখকেরা তাঁহার লছমনিয়া নাম দিয়াছেন।

১। আদিত্যশূর	৭৫	২। ভূপাল	৫৫	৩। সুকসেন	৩
যামিনীভানু	৭৩	ধীরপাল	৯৫	বল্লালসেন	৫০
অনিরুদ্ধ	৭৮	দেবপাল	৮৩	লক্ষ্মণসেন	৭
প্রতাপরুদ্র	৬৫	ভূপতিপাল	৭০	মাধবসেন	১০
ভবদত্ত	৬৯	ধনপতি	৪৫	কায়সুসেন	১৫
রেকদত্ত	৬২	ভিকনপাল	৭৫	সদাসেন	১৮
গিরিধর	৮০	জয়পাল	৯৮	নওজে	৩
পৃথ্বীধর	৬৮	রাজপাল	৯৮		——
সৃষ্টিধর	৫৮	ভোগপাল	৫		১০৬
প্রভাকর	৬৩	জয়পাল	৭৪		
জয়ধর	২৩		——		
			৬৯৮		
	৭১৪				

৪। কুলাচার্য্যগ্রন্থে আদিশূরের বংশাবলী পাওয়া যায় কিন্তু ধারাবাহিকরূপে লিখিত নাই। কুলাচার্য্যগ্রন্থ এবং প্রাচীন কুলাচার্য্যগণের কথানুসারে নিম্নলিখিত বংশাবলী জানা যায়। কবিশূর তৎপুত্র মাধবশূর তৎপুত্র আদিশূর তৎপুত্র ভূশূর তৎপুত্র ক্ষিতিশূর তৎপুত্র ধরাশূর, তাহার পরে প্রদ্যুম্নশূর ও বরেন্দ্রশূর, তাহার পর অনুশূর গৌড়ে রাজত্ব করেন। অনুশূরের পরেই বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন রাজা হন।

সম্প্রতি কেহ লছমনিয়াকে বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন, এবং কেহ লছমনিয়াকে বল্লালসেনের প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। এই পুস্তকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র বিভাগ অধ্যায়ে বল্লালসেনের রাজত্বকাল নির্ণয় উপলক্ষে বক্তিয়ারখিলিজী কর্ত্তৃক পরাজিত লছমনিয়াকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। পরাজিত ব্যক্তি লক্ষ্মণসেনই হউন আর লক্ষ্মণসেনের পৌত্র লাক্ষ্মণেয়সেনই হউন, ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যে গৌড় দেশে যবনাধিকার হয় তাহার প্রতি বোধ হয় কাহারই আপত্তি হইবে না।(১) গৌড় দেশ হইতে হিন্দুরাজার রাজ্যচ্যুতিকাল ১২০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে, আইন আকবরি সম্মত সুকসেন, বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকাল ৬০ বৎসর বিয়োগ করিলে ১১৪৩ অঙ্ক লব্ধ হয়; তাহা সুকসেনের রাজত্বারম্ভ, অথবা পালবংশের শেষ নৃপতি জয়পালের রাজত্বনিবৃত্তি-কাল ১১৪৩ খৃষ্টাব্দ। ঐ ১১৪৩ অঙ্ক হইতে পালবংশের রাজত্বকাল ৬৯৮ বৎসর বিয়োগ করিলে ৪৪৫ অঙ্ক লব্ধ হয়, তাহা পালবংশের আদি নৃপতি ভূপালের রাজ্যারম্ভ অথবা আদিত্যশূরবংশীয় শেষ নৃপতি জয়ধরের রাজ্যনিবৃত্তিকাল, ৪৪৫ খৃষ্টাব্দ। আদিত্যশূরবংশীয় ১১ জন নৃপতির ৭১৪ বৎসর রাজ্যকাল হইতে ৪৪৫ খৃষ্টাব্দ বিয়োগ করিলে ২৬৯ অঙ্ক যাহা লব্ধ হয় তাহা খৃষ্টাব্দ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে ২৬৯ বৎসর, এবং সেই সময়ে আদিত্যশূরের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

১। আবুত্তমাব মিনহাজুদ্দিন জেত্তর জানি স্বয়ং বাঙ্গালা দেশে আসিয়া ৬৫৮ হিজরা (১২৬০ খৃঃ অব্দে) তবকাৎ নাসরি নামা গ্রন্থ লিখেন। তাহাতে ৬০২।৩ হিজরাতে (অর্থাৎ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে) বক্তিয়ারখিলিজী কর্ত্তৃক অশীতিবর্ষ বয়স্ক লছমনিয়া রাজা পরাস্ত হওয়া লিখিয়াছেন।

চার্লস ষ্টুয়ার্ট কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস ১৮৪৭ সনের কলিকাতা এডিসন ২৬ হইতে ২৯পৃঃ।

অম্বষ্ঠ নৃপতিগণের ঐতিহাসিক বিবরণ লেখকের এবং কায়স্থ পুরাণপ্রণেতার মতানুসরণ করিয়া কখনই ব্রাহ্মণ আনয়নকর্ত্তা আদিশূরকে বিক্রমাদিত্য হইতে প্রাচীন রাজা, ভট্টনারায়ণকে কালিদাস হইতে প্রাচীন কবি, বেণীসংহার নাটককে শকুন্তলা হইতে প্রাচীন নাটক বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয় না। ব্রাহ্মণ আনয়ন উপলক্ষে কুলাচার্য্যেরা আদিশূরের বর্ণনা করিয়াছেন। সেই বর্ণনাতে জানা যায় আদিশূর, কবিশূরের বংশজাত এবং মাধবসেনের পুত্র; (১) তিনি বিক্রমাদিত্যের বহুকাল পরে গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন। (২) আইন আকবরির লিখিত বংশাবলী দৃষ্টে জানা যায় আদিত্যশূরের অধস্তন ২৩ পুরুষে বল্লালসেন বাঙ্গালাতে রাজা হন। পক্ষান্তরে কুলাচার্য্যগণের লিখনমতে আদিশূর ও বল্লালসেনে ৭।৮পুরুষ ব্যবধান মাত্র। (৩) আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণগণের অধস্তন ৭।৮।৯।১০ পুরুষজাত সন্তানেরা বল্লালসেনের সভাতে, শ্রেণীবিভাগ এবং কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানকালে উপস্থিত ছিলেন। (৪) পরন্তু, “সম্বৎ ১০৭৪ অব্দে কাশীতে বুনার নামে রাজা ছিলেন। ইনি মহম্মদ সাহ দ্বারা পরাজিত

১। শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূরতনয়ো মাধবো মাধবেন।
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতলবিজয়ী * *
(৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট)।

২। শকাদিত্যোঽভবদ্রাজা বিক্রমাদিত্যএবচ।
ততঃ কালেন মহতা রাজাভূচ্চাদিশূরকঃ॥
গৌড়েশ্বরো নরবরো ভবদাদিশূরোনানাবিদেশি নৃপতে মুকুটাঙ্কিতাঙ্ঘ্রিঃ।
জেতা সমুদ্দলিতবৈরীকুলকুলীনঃ কুলাবদাত মাধবশূরসূনুঃ॥
বাচস্পতিমিশ্রকৃত কুলরাম।

৩। এই পুস্তকের পরিশিষ্টে লঘুভারত ধৃত বল্লালসেনের জন্ম সম্বন্ধীয় বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকোক্ত বচন।

৪। বারেন্দ্র এবং রাঢীয় বিবরণ দ্রষ্টব্য। ৫ম অধ্যায়।

হন। উহার দশ বৎসর পরে কাশী, গৌড়াধিপ মহীপাল রাজার অধীনা হয়। তিনি কাশীর রক্ষার্থ স্থিরপাল ও বসন্তপাল নামে দুই ব্যক্তিকে প্রতিনিধি করিয়া কাশীতে পাঠান। তাঁহারা কাশীর নিকটবর্ত্তী শরনাথ নামক বৌদ্ধ মঠের জীর্ণোদ্ধার করেন।” (১) ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে কাশীর নিকটবর্ত্তী শরনাথ নামক স্থানে অক্ষরমালাখোদিত একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, উহা ১০৮৩ সম্বতের ১১ পৌষ দিবসে লিখিত। তাহাতেও মহীপাল গৌড়াধিপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। (২) আদিশূর, পালবংশের শেষ নৃপতিকে পরাস্ত করিয়া গৌড়াধিকার এবং গৌড় হইতে বৌদ্ধদিগকে দূরীভূত করেন। (৩)

১। বিবিধার্থসংগ্রহ ২ পর্ব্ব ৬৯ পৃষ্ঠা।

২। শরনাথে প্রাপ্ত প্রস্তরাঙ্কিতলিপি।

নমোবুদ্ধায়। বারাণসীসরস্যাং গুরোঃ শ্রীধাম রাশি পাদাজং।
আরাধ্য নমিত নৃপতি শিরোরুহৈঃ শৈবালাকীর্ণং। ১
ভূপালচিহ্নে ষষ্ঠাদি কীর্ত্তি রত্নধারা নিচয় গৌড়াধিপ
মহীপালঃ কাশ্যাং শ্রীমানকারয়ৎ। ২
সহজীকৃতপণ্ডিতৈঃ বোদ্ধাবারনিবর্ত্তিনৌ যৌ ধর্ম্মরঞ্জিকান্
সঙ্গান্ ধর্ম্মচক্র পুনর্ভবং। ৩
কৃতবন্তৌ চ নবীন মেষু মহাস্থানে শৈলরাজ কুট্টমং এনাং
শ্রীস্থিরপালো বসন্তপালোমুজসমানৈঃ। ৪
সম্বৎ ১০৮৩ পৌষ দিন ১১

আসিয়াটিক রিসার্চ ৫ বালাম ১৩১ পৃ.।

এই বিজকখানি প্রাচীন পালি অক্ষরে লিখিত। ডনকান সাহেব উহা প্রচলিত দেবনাগর অক্ষরে লিখিয়া আসিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠাইয়া দেন। ননন্দাতে প্রাপ্ত অন্য এক বিজক দৃষ্টে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, শরনাথের বিজকের ১০৮৩ সম্বৎ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। কর্ণেল কনিঙহাম সাহেব কাশীস্থ দেওয়ান জগৎ সিংহের পুষ্করিণীর নিকট অনুসন্ধান করিয়া ঐ বিজক প্রাপ্ত হন এবং তিনিও মূল বিজক দৃষ্টে ১০৮৩ সম্বৎ স্বীকার করিয়াছেন।

৩। শ্রীমদ্রাজাদিশূরোঽভবদবনীপতি ধর্ম্মরাজেব শাস্তা
সশ্লোকঃ সদ্বিচারৈরদিতিসুতপতিঃ স্বর্যথাসীত্তথাসীৎ।

কনিঙহাম সাহেব বিবেচনা করেন খৃস্টাব্দ একাদশ শতাব্দীর পরে, পূর্ব্বপ্রদেশে পালবংশীয়দের রাজত্ব ছিল না, সেনবংশীয়গণ একটী নূতন সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। (১) অধ্যাপক লাসেন সাহেবের বিবেচনাতে পালবংশীয় শেষ নৃপতি ১০৪০ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যজাতীয় নৃপতি কর্ত্তৃক গৌড় হইতে তাড়িত হন। (২) ডাক্তার বকানন কহেন পালবংশের শেষে যিনি রাজা হন তাঁহার নাম আদিশূর। (৩) ইউ-রোপীয় গ্রন্থকর্ত্তারা আদিশূরকে বৈদ্য বলিয়া জানেন এবং তাঁহাকে সেনবংশোৎপন্ন বিবেচনা করেন। লঘুভারতপ্রণেতাও কহেন আদি-শূর মহীপাল বংশ উচ্ছেদ করিয়া গৌড়ে রাজা হন। (৪) তাঁহার মতে কলির ৪১৩০ বৎসর গতে অর্থাৎ ৯৫১ শকাব্দে আদিশূর

প্রতাপাদিত্যতপ্তাখিলতিমিররিপুস্তত্ত্ববেত্তা মহাত্মা
জিত্বা বুদ্ধাংশ্চকার স্বয়মপি নৃপতি গৌড়রাজ্যানিরস্তান্॥

শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দ।

১। কনিঙহাম কৃত আর্চিওলজিকল সরভে ৩ বালাম ১৫৯ পৃ.। কনিঙহাম সাহেব পাল বংশের রাজত্বকাল যে নির্ণয় করিয়াছেন তাহাতে ১০৪০ খৃষ্টাব্দে, মহীপালের পরে নয়পাল রাজত্ব করা জানা যায়। তৎপরে বিগ্রহপাল রাজা হন। কনিঙহাম সাহেব আর একখানি তাম্রশাসনের উল্লেখ করেন; তাহা জেলা দিনাজপুরের আমগাছি পরগণাতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল। কোলব্রুক সাহেব বিবেচনা করেন তাহা বিগ্রহ পালের সময়ের শাসন। অতএব আদিশূর বিগ্রহ পালকে পরাজয় করিয়া গৌড়াধিকার করা সম্ভবপর।

২। কলিকাতা রিবিউ ১৮৭৪ জুলাই মাস ৮৬ পৃ.।

৩। " " " " ৮৩ পৃ.।

৪। আদিশূরস্তদা তস্য সভাসম্মন্ত্রিণাম্বরঃ।
সহায়ঃ শ্বশুরশ্চৈব বীরসিংহং নিরস্তবান্॥
গৌড়ে পাল মহীপাল বংশানুচ্ছিদ্য তৎপরে।
পালবংশাসনে গৌড়ে স্বয়ং স্বাধীনতাং গতঃ॥

লঘুভারত ৩, খণ্ড ১৫৭ পৃ.।

রাজত্ব প্রাপ্ত হন। (১) লাসেন সাহেব ১০৪০ খৃষ্টাব্দ কহেন, তাহাতে ৯৬২ শকাব্দে আদিশূরের রাজ্যারম্ভ শক হইতেছে। ঘটকদিগের গ্রন্থেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে আদিশূর ৯৫৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। (২) অতএব শকাব্দা সহস্র শতাব্দীর মধ্যভাগে আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন ইহা সপ্রমাণ হয়।

শকাব্দা সহস্র শতাব্দীতে ব্রাহ্মণেরা আদিশূর কর্ত্তৃক আহূত হইয়া গৌড়ে আসিয়াছিলেন নানা প্রমাণে ইহা ব্যক্ত হয়। কোন প্রমাণে সহস্র শতাব্দীর প্রথম ভাগে, কোন প্রমাণে মধ্যভাগে, কোন প্রমাণে শেষ ভাগে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আইসেন জানা যায়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে মার্চ্চ দিবসীয় এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে 'গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণের আগমন' নামে একটী প্রস্তাব লিখিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। প্রস্তাবলেখক ৯১৪ শকে ব্রাহ্মণদিগের আগমন কাল বলেন, এবং উহা সপ্রমাণার্থ "বেদচন্দ্রাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" এই বচনার্দ্ধ উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা কোন্ গ্রন্থের লিপি অথবা কোন্ ঘটক হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন প্রস্তাবলেখক তাহার উল্লেখ করেন নাই। ঐ বচনের বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে যদি ৯১৪ অর্থ করা যায় তাহা হইলে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইবার পূর্ব্বে

১। শূন্য বহ্নি বিধুবেদমিতে কল্যব্দকে গতে।
তেজশেখরবংশৈক আদিশূরো নৃপোঽভবৎ॥

লঘুভারত ২ খণ্ড ১১০ পৃ.।

কলির ৪৯৭২ গতাব্দে (১৭৯৩ শকে) লঘুভারতের দ্বিতীয় খণ্ড লিখিত হয়। সেই সময়ে গ্রন্থকর্ত্তা, কলির ৪১৩০ বৎসর গতে আদিশূর রাজ্য করা লিখিতেছেন। কলির গতাব্দ ৪৯৭২ হইতে ৪১৩০ বিয়োগ করিলে ৮৪২ অঙ্ক লব্ধ হয়। শকাব্দ ১৭৯৩ হইতে ৮৪২ অঙ্ক বিয়োগ করিলে ৯৫১ লব্ধাঙ্ক শকাব্দার মানজ্ঞাপক। অথবা কলির ৩১৭৯ বৎসরে শকাব্দারম্ভ হয়— ৪১৩০ হইতে ৩১৭৯ বিয়োগ করিলে ৯৫১, শকাব্দার মানজ্ঞাপক অঙ্ক পাওয়া যায়।

২। বেদবাণাঙ্ক শাকে তু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ।

বিদ্যারত্ন ঘটকদত্ত প্রমাণ।

ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন স্বীকার করিতে হয়। হয় ত বচনার্দ্ধ প্রামাণ্য নহে অথবা বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে ৯৫৪ শক বুঝাইবে ইহা ঐ বচন-রচয়িতার উদ্দেশ্য ছিল। (১)

ঘটকদিগের বাঙ্গালা কারিকা দৃষ্টে ৯৯৪ শকাব্দে ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আইসেন জানা যায়। (২) বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত কারিকার প্রতি তত বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের লিখনে ৯৯৯ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসেন ইহা দৃষ্ট হয়। (৩) ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত প্রাচীন গ্রন্থ নহে, অতএব তাহার লিখার

১। শশী এবং চন্দ্র সম অর্থবাচক শব্দ। জ্যোতিষ মতে চন্দ্র শব্দে ১, শশী শব্দে ৫ বুঝায়, সুতরাং চন্দ্র শব্দে ৫ বুঝাইতে পারে। অতএব বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দে যেমত ৯১৪ বুঝায় সেই মত ৯৫৪ বুঝায়, অতএব ৯৫৪ অর্থ করা যাইতে পারে। আদিশূরের রাজত্বকাল বিবেচনা করিয়া বচনের প্রামাণিকতা রক্ষার নিমিত্ত কষ্টসাধ্য ৯৫৪ শক বুঝাইতে পারে। অথবা হস্তলিখিত পুস্তক হইতে ক্রমে বহু অনুলিপি হইয়া লেখকের ভ্রমবশতঃ বেদবাণাঙ্ক স্থলে বেদচন্দ্রাঙ্ক শব্দ লিখিত হইতে পারে।

২। শকব্যবধান কর অবধান ব্রাহ্মণ প্রস্থান যদা।
অঙ্কে অঙ্ক বামাগত বেদযুক্ত তদা॥
কন্যাগত তুলাঙ্ক অঙ্ক গুরু পূর্ণ দিশা।
সহর প্রহর কনৌজ ত্যজিয়ে গৌড় প্রবেশিলেন এসে॥

৩। ভট্টনারায়ণ দক্ষ শ্রীহর্ষ ছান্দড় বেদগর্ভসংজ্ঞকান্
পত্নীভিঃ সহিতান্ সাগ্নিকান্ যজ্ঞকরণোপসামগ্রী-
সংভৃত্যানানীয় নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে প্রাগুপ-
কল্পিত বাসে নিবেশয়ামাস।

নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে তাঁহার কোন সভাসৎ কর্ত্তৃক ক্ষিতীশবংশাবলী-চরিত লিখিত হয়। স্যার রবার্ট চ্যাম্বর বাঙ্গালা দেশ হইতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিতের হস্ত-লিখিত প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। তাঁহার মৃত্যু অন্তে তাঁহার বিধবা ভগিনী উহা প্রুসিয়ার রাজার নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত মূল সংস্কৃত গ্রন্থ ইংরাজি অনুবাদ এবং টিপ্পনীর সহিত প্রুসিয়ার রাজধানী বর্লিন নগরীতে মুদ্রিত হয়। সম্প্রতি নবদ্বীপের রাজবাটীর দেওয়ান শ্রীকার্ত্তিকেয় রায় কর্ত্তৃক বর্দ্ধিত আকারে বাঙ্গালা ভাষাতে ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত মুদ্রিত হইয়াছে।

প্রতিও তত বিশ্বাস সংস্থাপন করা যাইতে পারে না। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয় সুবিখ্যাত ঘটক বংশীবদন বিদ্যারত্ন কুলপঞ্জিকার যে প্রমাণ দিয়াছেন তাহাতে ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসে প্রমাণ হয়। শকাব্দ ৯৫০ শকের সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজা হন। পশ্চাৎ প্রদর্শিত হইবে যে আদিশূর বাঙ্গালা দেশে সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাব প্রযুক্তই কান্যকুব্জ দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন; অতএব ৯৯৪ কি ৯৯৯ শকাব্দে ব্রাহ্মণ আনা হইলে দীর্ঘকাল যাবৎ নিরগ্নিক বেদজ্ঞানবিমূঢ় ব্রাহ্মণগণের সহবাসজনিত কষ্টভোগ করিয়াছিলেন বলিতে হয়; কিন্তু তিনি স্বাধীন রাজা হইয়া এইরূপ কষ্টভোগ করা সম্ভব নহে। ইহাতে বিদ্যারত্ন ঘটকের প্রমাণানুসারে ৯৫৪ শকে ব্রাহ্মণ আইসে ইহা প্রতিপন্ন হয়, বল্লালসেনের রাজত্বকালের সহিত বিবেচনা করিলেও এই মীমাংসা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

আইন আকবরি গ্রন্থে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ লিখিত আছে। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯৮৮ শকাব্দ। আদিশূর এবং বল্লালসেনে ৮.৯ পুরুষ ব্যবধান। অতএব আদিশূর ৯৯৯ শকে ব্রাহ্মণ আনিলে, বল্লালসেন কি প্রকারে কান্যকুব্জদেশাগত বিপ্রসন্তানগণকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র এই শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন, এই আশঙ্কাতে পতিত হইয়া কালঘটিত দোষ পরিহারের নিমিত্ত সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা, ক্ষিতীশবংশাবলী চরিতের "নবনবত্যধিক নবশতী শকাব্দে" পাঠের স্থলে "নবনবত্যধিক নবশত শতাব্দে" পাঠ কল্পনা করিয়া ক্ষিতীশবশাংবলীচরিতোক্ত ৯৯৯ শকাব্দকে ৯৯৯ সম্বদব্দ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। (১) কিন্তু ক্ষিতীশবংশাবলীচরিত গ্রন্থ বাঙ্গালা দেশে লিখিত এবং

১। সম্বন্ধনির্ণয় শ্রীলালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত।
১৬১ পৃ. এবং ১৬১ পৃষ্ঠার পরের বলিয়া গ্রন্থের প্রথমে যে নোট আছে।

তাহাতে শকাব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ৯৯৯ সম্বতে ৮৬৪ শকাব্দ; তখন গৌড় দেশে পালবংশের রাজত্ব ছিল। (১) অতএব ৯৯৯. সম্বতে কি প্রকারে আদিশূর গৌড়ে রাজা হইবেন এবং ব্রাহ্মণ আনিবেন। বল্লালসেনের রাজ্যকাল নির্ণয়ে প্রতিপন্ন করা যাইবে যে বল্লালসেন ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের বহুপরে রাজত্ব করিয়াছেন। (২) সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা দানসাগর রচনা বিষয়ক "পূর্ণে শশি নবদশমিতে" এই মানবাচক শব্দে ১০৯১ স্থলে ১০১৯ অর্থ করাতেই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। (৩)

১। কর্ণেল কনিঙহাম সাহেবের মতে পালবংশের আদিরাজা গোপাল খৃষ্টাব্দ ৭৬৫ অব্দে গৌড়ে রাজা হন এবং খৃষ্টাব্দ একাদশ শতাব্দীতে বৈদ্যবংশীয় রাজা কর্ত্তৃক গৌড় হইতে পালবংশের কোন এক রাজা তাড়িত হন। ১০৮৩ সম্বতে মহীপাল গৌড়ে রাজত্ব করার স্পষ্ট প্রমাণ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর্চিওলজিকল সর্ভে ৩ খণ্ড।

২। এই পুস্তকের পঞ্চম অধ্যায়ে বল্লালসেনের রাজত্বকাল নির্ণয় হইয়াছে।

৩। "পূর্ণে শশি নবদশমিতে" ইহার প্রকৃত অর্থ ১০৯১। রহস্যসন্দর্ভের প্রস্তাবলেখক আইন আকবরি উক্ত বল্লালসেনের রাজত্বকাল ১০৬৬ খৃষ্টাব্দের সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার নিমিত্ত ১০১৯ শকাব্দ অর্থ করিয়া ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন কর্ত্তৃক দানসাগর রচিত হওয়া কহিয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তাও তাহারই অনুসরণ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়

গৌড়ে ব্রাহ্মণের আগমন।

আদিশূর যখন গৌড়াধিকার করেন, তখন গৌড়দেশে সাগ্নিক এবং বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের অসদ্ভাব ছিল, তাহাতেই আদিশূর কান্য-কুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ আনিয়া গৌড়ে বসতি করান। ব্রাহ্মণ আনয়নের কারণ ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে লিখিত আছে। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা কহেন, আদিশূর, কান্যকুব্জ দেশের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রমুখী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমুখী, চান্দ্রায়ণ ব্রতানুষ্ঠান করেন, দেশীয় ব্রাহ্মণেরা বেদজ্ঞানবিমূঢ়তানিবন্ধন রাজ্ঞীর অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে না পারাতে রাজ্ঞীর অনুরোধক্রমে আদিশূর স্বকীয় শ্বশুরকে পত্র লিখিয়া সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া, রাজ্ঞীর ব্রত সম্পন্ন করেন। (১) রাঢ়ীয় ঘটকদের লিখনানুসারেও আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত, কান্যকুব্জ দেশ হইতে সাগ্নিক এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ

১। নাম্না চন্দ্রমুখী নৃপেন্দ্রতিলক শ্রীচন্দ্রকেতোঃ পুরা
সৎপুণ্যাশ্রয় কান্যকুব্জ বসতেঃ কন্যা চ পুণ্যার্থিনী।
পত্নী গাঢ়তম প্রতাপনিবহখ্যাতাদিশূরস্য চ
ক্ষৌণীন্দ্রস্য বভূব সাপি চতুরা চান্দ্রায়ণাচারিণী॥
তত্রাদাবগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাহূতস্তত্র বিপ্রোরঞ্জতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডীন্ত কৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে পঞ্চ সমায়াতাঃ পঞ্চগোত্রধরামরাঃ॥

চন্দ্রমুখী উবাচ।

গায়ত বেদং পূরয়তেদং মন্ত্রতমগ্নিং জ্বালয়ত।
যজ্ঞাবাহনপূর্ব্বকং কুম্ভাগতং কুরুতাবনী দেবাঃ॥

আনাইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন জানা যায়। (১) কি কারণে, কি প্রকার যজ্ঞ করিবার জন্য, আদিশূর ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন সে বিষয়ে মতভেদ আছে। (২) ব্রাহ্মণেরা পুত্র্র পৌত্র্র স্ত্রী এবং ভৃত্যাদি সহিত আইসাতে বোধ হয় আদিশূর সাগ্নিক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের বসতি করাইবেন উদ্দেশে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা প্রথমবারে কান্যকুব্জ দেশে ফিরিয়া যাওয়াতে প্রথমোদ্যমে আদিশূরের অভীষ্টসিদ্ধ হয় নাই।

বাঁরেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থে ঐক্যমতেই লিখিত আছে আদিশূর ব্রাহ্মণ যাচ্ঞা করিয়া কান্যকুব্জাধিপতিকে পত্র লিখিয়াছিলেন। কান্যকুব্জাধিপতিও তদনুসারে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া দেন। (৩)

বিপ্রা উচুঃ।

বয়ং নৈব জানীমহে বেদবাণীমিদানীং দ্বিজাস্যোস্তবোন শ্রুতোগ্নিঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা নরপতির্যো বা বচনমবোচৎ বহুতর রোষা।
ব্রাহ্মণহীনে দেশে বাসো কিমিহ করিষ্যে পিতুরভিলাষঃ॥ বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

১। আদিশূর মন্ত্রী পুরোহিত প্রভৃতির সহিত সভামণ্ডপে উপবেশন করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

অহং ক্ষেত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাম্ভবযজ্ঞকং।
অগ্নিহোত্রীয় যজ্ঞঞ্চ করিষ্যামি দ্বিজোত্তম॥
কুত্র কুত্র স্থিতা বিপ্রা বেদপারগসাগ্নিকাঃ।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কৃপয়া কথয় প্রভো॥

বিপ্র উবাচ।

কান্যকুব্জস্থিতা বিপ্রাঃ সাগ্নিকা বেদপারগাঃ।
তস্মাৎ পঞ্চ সমানীয় যজ্ঞনিষ্পন্নতাং কুরু॥

বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত প্রমাণ।

২। কেহ কহেন গৌড়দেশে অনাবৃষ্টি হওয়াতে; কেহ কহেন আদিশূর আপন স্ত্রীর ব্রত নির্ব্বাহ জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন। ১৮৫৭। ২০শে মার্চ্চের এডুকেশন গেজেট। বৈদ্য-কুলজি মতে আদিশূর অপুত্রক ছিলেন, এবং পুত্রোৎপাদন নিমিত্ত যজ্ঞ করার জন্য ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন।

৩। রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্র স্বকৃত কুলরাম নামা গ্রন্থে লিখিয়াছেন, আদিশূর কাশীর

কান্যকুব্জ দেশ গৌড় দেশ হইতে বহুদূরে অবস্থিত। (১) বর্ত্তমান সময়ে যদি রেলওয়ে উঠিয়াও যায়, তাহা হইলে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের সুশাসনে এবং পথের সুব্যবস্থা নিবন্ধন কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড় দেশে আইসা যেরূপ সুখসাধ্য, শকাব্দ সহস্র শতাব্দীতে ইহা হইতে সহস্র গুণ কষ্টসাধ্য ছিল। উপযুক্ত পথ এবং শাসনাভাবে পথিমধ্যে দস্যুকর্ত্তৃক অনেকে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেন। ইহাতেই ব্রাহ্মণেরা ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন। (২) ব্রাহ্মণেরা

অধিপতি হইতে বেদপারগ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠান, কাশীর রাজা ব্রাহ্মণ দিতে অস্বীকার করাতে আদিশূর তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। ইহা অন্যান্য গ্রন্থের বিরোধী।

১। কান্যকুব্জ নগরী অতীব প্রাচীনা। চন্দ্রবংশীয় পুরুরবার অন্ববায়ে ১০ম পুরুষে কুশনামা নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন। কুশের পুত্র কুশনাভ মহোদয় নামে নগর বা দেশ স্থাপন করেন। কুশনাভের এক শত কন্যা ছিল, বায়ুকর্ত্তৃক কন্যাগণ কুব্জা হয়। রামায়ণ বালকাণ্ড ৩২ সর্গ। তাহাতেই মহোদয়ের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। "কান্যকুব্জমিতি খ্যাতং ততঃ প্রভৃতি তৎপুরং" কালক্রমে নগরের নাম হইতে দেশের নাম কান্যকুব্জ হইয়াছে। কুল্লুক ভট্ট মনুর টীকাতে কহেন, পাঞ্চাল দেশের নামই কান্যকুব্জ, সম্ভবতঃ দক্ষিণ পাঞ্চাল এবং কান্যকুব্জ এক দেশ হইতেছে। কাণপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অদ্যাপি প্রাচীন কান্যকুব্জের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে।

২। উষ্ণীষকোদণ্ডশিলীমুখাদ্যৈঃ
পাশ্চাত্যবেশৈরভিভূষিতাঙ্গে।
শাখোপশাখাদি সমগ্র বেদাঃ
কণ্ঠেষু তেষাং পরিতঃ স্ফুরন্তি॥
হয়যানং সমারুহ্য চর্ম্মবেষ্টিতপাদকাঃ।
সদারাশ্চ সপুত্রাশ্চ সগুণাশ্চ সমব্রতাঃ॥
অস্ত্রশস্ত্রধনুর্যুক্তা বলিহোমপরায়ণাঃ।
পঞ্চ সূর্য্যোপমাঃ পঞ্চ বিপ্রা গৌড়সমাগতাঃ॥ বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

এবং—

আয়াতাঃ বিপ্রবর্য্যাঃ সুচতুরহৃদয়াঃ পঞ্চকোলাঞ্চ দেশাৎ।
সস্ত্রীকা পুত্রযুক্তাঃ পরিজনসহিতাঃ সাগ্নয়ঃ কান্তিমন্তঃ
সোষ্ণীষাঃ শ্মশ্রুযুক্তা ধনুরপি সশরং পৃষ্ঠদেশে দধানাঃ॥

কান্যকুব্জ দেশ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমতঃ প্রয়াগ তীর্থে উপস্থিত হন। প্রয়াগে তীর্থোচিত কার্য্য সকল সমাধা করিয়া বারাণসীতে আইসেন। তথায় বিশ্বেশ্বরকে দর্শন বন্দন এবং তীর্থোপযুক্ত কার্য্য করেন, তৎপরে ব্রাহ্মণেরা গয়াতীর্থে পিতৃলোকের পিণ্ডদান ও শ্রাদ্ধাদি করিয়া (১) গৌড়দেশে, আদিশূরের সভাতে উপস্থিত হন।

রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলপঞ্জিকাতে লিখিত আছে যে আদিশূর ব্রাহ্মণগণের তাদৃশ পত্তিবেশ দর্শনে বিস্মিত হইয়া বিষাদ প্রাপ্ত হন, এবং ব্রাহ্মণগণকে সমুচিত সমাদর করেন না। ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের ভাব দর্শনে আপনাদিগের ক্ষমতা দেখাইবার নিমিত্ত শুষ্ক কাষ্ঠোপরি আশীর্ব্বাদার্থ নির্ম্মাল্য অথবা অর্ঘ্য নিক্ষেপ করিয়া শুষ্ককাষ্ঠ জীবিত করিয়াছিলেন। (২) বিক্রমপুরের অন্তর্গত রামপালগ্রামে বল্লালসেনের বাটীর দক্ষিণদিকের দীঘির উত্তর তটের পাকা বান্ধাঘাটের উপর যে

এবং—

আরুহ্য শ্রেষ্ঠতুরগানসিবাণতূণ
কোদণ্ড রম্যকবচাদিশরীরবেশাঃ।
কোলাঞ্চতো দ্বিজবরাঃ সমিতাহি গৌড়ং
রাজাদিশূরপুরতো জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ। বাচস্পতি মিশ্র ঘটক কৃত কুলরাম।

১। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ ঘটককারিকা।

২। দৃষ্ট্বা পদাতিকাকারান্ ব্রাহ্মণান্ মল্লবেশিনঃ।
ন তান্ প্রশ্রয়াদগ্রে নাদিদেশ বরাসনং॥
কিন্তু তেজস্বিনো বিপ্রা বুদ্ধা রাজ্ঞো মনোগতং॥
উচিরে দ্বারপালাংস্তে রুষ্টা বিকৃতচেতসঃ।
রাজানমম্বরীকর্ত্তু মাগতা অর্ঘপাণয়ঃ।
অবজ্ঞাতা বয়ং তেন ন স্থাতুমিহ সাম্প্রতং॥
ইত্যুক্ত্বা তে দ্বিজাঃ সর্ব্বে ব্রহ্মধ্যানপরায়ণাঃ।
স্থাপয়ামাসু অর্ঘন্তৎ শুষ্ককাষ্ঠস্য মস্তকে॥
দূর্ব্বাতণ্ডুলপুষ্পাদিনির্ম্মিতং জলসংযুতং।
তদর্ঘং মস্তকে কৃত্বা শুষ্ককাষ্ঠঞ্চ জীবিতং॥ বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।

গজারিবৃক্ষ আছে তাহা উক্ত ব্রাহ্মণগণের দ্বারা জীবিত বৃক্ষ বলিয়া তত্রত্য জনগণের বিশ্বাস এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন উক্ত গজারি বৃক্ষের পূজাও হইয়া থাকে। শুষ্কবৃক্ষ জীবিত সম্বন্ধে যাহার যেমত বিশ্বাস তিনি তদ্রূপ বিশ্বাসই করিবেন। তদ্বিষয়ে আন্দোলন করা নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু আগত ব্রাহ্মণেরা বিক্রমপুরান্তঃপাতি রামপালনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন কিনা তাহার আলোচনা করা বিধেয়।

মৃত মহাত্মা প্রসন্নকুমার ঠাকুরের প্রযত্নে বেণীসংহার নাটক মুদ্রাঙ্কনকালে পণ্ডিত মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশ যে ভূমিকা লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলেন যখন কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা আইসেন তখন আদিশূর রামপালনগরীতে ছিলেন; এবং ব্রাহ্মণেরাও তথায় উপস্থিত হন। (১) বিদ্যাবাগীশ কোন্ প্রমাণের বলে ঐরূপ লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। পক্ষান্তরে বিদ্যাবাগীশের লিপি, কুলগ্রন্থের লিখনের বিপরীত। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে অতি স্পষ্টভাবে লিখিত আছে যে ব্রাহ্মণেরা গৌড়নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। (২)

এবং—

কান্যকুব্জাৎ সমানীতান্ দূতেন বিপ্রপঞ্চকান্।
বেদশাস্ত্রেষ্ববগতান্ সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদান্।
গোযানারোহিতান্ বিপ্রান্ খড়্গাচর্ম্মাদিভির্যুতান্।
পান্থবেশান্ সমালোচ্য বিষাদো জায়তে হৃদি।
অশ্রদ্ধা জায়তে রাজ্ঞঃ ইতি জ্ঞাত্বা দ্বিজোত্তমাঃ।
আশীর্ব্বাদার্থনির্ম্মাল্যং মল্লকাষ্ঠোপরিস্থিতং।
তদা কাষ্ঠং সজীবং স্যাৎ ফলপল্লবসংযুতং॥ শব্দকল্পদ্রুমধৃত দেবীবর।

১। ১৭৮৭ শকাব্দে বাঙ্গাল সুপিরিয়র প্রেসে মুদ্রিত বেণীসংহার নাটক।

২। কোলাঞ্চতো দ্বিজবরা সমিতা হি গৌড়ং।
রাজাদিশূরপুরতঃ জ্বলদগ্নিতুল্যাঃ॥ কুলরাম।

অন্যচ্চ।

কণ্ঠনিষ্ঠ বিষ্ণুচক্র মূর্ত্তয়োঽপি তে দ্বিজাঃ।
সুপ্রশস্ত গৌড়দেশমাশুতোষনাযযুঃ॥ বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকা।

কুলগ্রন্থের লিখা অন্যান্য ঘটনাবলী দৃষ্টে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়। রামপালনগরী বঙ্গদেশান্তর্গত (১) বিক্রমপুরের মধ্যস্থা, গৌড়দেশে আগত বলিলে বিক্রমপুরে যাওয়া বুঝায় না। যদি প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণেরা বিক্রমপুরে যাইতেন তাহা হইলে বারেন্দ্র অথবা রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের আদি নিবাসের চিহ্ন বিক্রমপুরে লক্ষিত হইত। এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের বারেন্দ্র নাম না হইয়া বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ নাম হইত। বিক্রমপুরাঞ্চলে যেসকল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের বসতি দেখা যায়, সেই সকল ব্রাহ্মণ বহুকালপরে বরেন্দ্রদেশ হইতে বিক্রমপুরে গিয়া বসতি করিয়াছেন। বারেন্দ্র-কুলগ্রন্থের লিখন দৃষ্টে আরও উপলব্ধি হয় ব্রাহ্মণেরা প্রথমে গঙ্গাতীরে বসতি করিয়াছিলেন।

আদিশূরের আহ্বানানুসারে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণ গৌড়ে আসিয়াছিলেন। গোত্রসংখ্যা ও গোত্রনামসম্বন্ধে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটকদিগের মধ্যে মতভেদ নাই। সমাগত ব্রাহ্মণদিগের নামসম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয়। রাঢ়ীয় ঘটক বাচস্পতি মিশ্রের মতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ, এবং

১। পশ্চিমে করতোয়া উত্তর এবং পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ দক্ষিণে বাঙ্গালার অখাত এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন পাবনা, বগুড়া, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার প্রায়শঃ ভূমিখণ্ড ও ঢাকা জেলা, বঙ্গদেশ বলিয়া খ্যাত। চন্দ্রবংশীয় বলিরাজার অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ স্বহ্ম পুণ্ড্র এবং ওড্রনামে সন্তান জন্মে, তাঁহারা যে যে দেশ অধিকার করেন, অধিকর্ত্তার নামানুসারে সেই দেশের নাম হয়।

বরেন্দ্রদেশ গৌড়ের একাংশ। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব এবং করতোয়া নদীর পশ্চিমস্থ ভূমিখণ্ড বরেন্দ্র নামে অভিহিত। আদিশূর বংশীয় প্রদ্যুম্ন শূর এবং বরেন্দ্র শূর এক সময়ে রাজা হইয়া গৌড়দেশ দুই ভাগে বিভক্ত করেন। বরেন্দ্র শূরের অধিকৃত খণ্ডের নাম বরেন্দ্র দেশ। অদ্যাপিও ঐ দেশ বরেন্দ্রী শব্দে অভিহিত আছে।

সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ, ইঁহারা আইসেন। (১) দেবীবর ঘটকের মতে, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ক্ষিতীশ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুধানিধি, বাৎস্য গোত্রীয় বীতরাগ, ভরদ্বাজগোত্রীয় তিথিমেধা, সাবর্ণগোত্রীয় সৌভরি, ইঁহারা গৌড়ে আইসেন। (২) বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরাও সমাগত ব্রাহ্মণগণের নাম সম্বন্ধে একমতাবলম্বী নহেন। সাধারণতঃ কুলজ্ঞেরা কহেন, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর; এই পাঁচজন ব্রাহ্মণ গৌড়দেশে আইসেন, এবং আপনাদের উক্তির প্রমাণনিমিত্ত "নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা। বাৎস্যো ধরাধরোজ্ঞেয়ঃ ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ। পরাশরশ্চ সাবর্ণঃ।" এই বচন পাঠ করিয়া থাকেন, কিন্তু কোন্ গ্রন্থের বচন তাহা বলিতে পারেন না। বহু অনুসন্ধানে, প্রাচীন কুলজ্ঞদের গৃহস্থিত কুলপঞ্জীগ্রন্থে যে বচন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে প্রমাণ হয়, শাণ্ডিল্য গোত্রীয় নারায়ণ জম্বুটট্টরগ্রাম হইতে, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর তাড়িতগ্রাম হইতে, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ কোলাঞ্চ হইতে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় গৌতম ওড়ম্বর গ্রাম হইতে,

---

১। শাণ্ডিল্য গোত্রজঃ শ্রেষ্ঠঃ ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপ শ্রেষ্ঠঃ বাৎস্য শ্রেষ্ঠোঽপি ছান্দড়ঃ।
ভারদ্বাজিক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে যথাবেদপ্রসিদ্ধকঃ॥ কুলরাম।

২। শ্রীক্ষিতীশস্তিথিমেধা বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলে॥

সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা শ্রীযুক্ত লালমোহন বিদ্যানিধি এই বচনকে দেবীবরের বচন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন অন্ত গ্রন্থ-গর্ভে দেবীবরের নাম উল্লেখ হইল। সম্বন্ধনির্ণয় ২১২ পৃঃ। বিদ্যারত্ন ঘটকও কহেন যাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞে আইসেন তাঁহাদের নাম ক্ষিতীশ প্রভৃতি। তাঁহার প্রদত্ত প্রমাণ এই।

ক্ষিতীশস্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলং॥

সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর মদ্রগ্রাম হইতে আসিয়াছিলেন। (১) যে কুলজ্ঞের নিকটে এই প্রমাণযুক্ত কুলপঞ্জী গ্রন্থ পাওয়া যায় তিনি কহিয়াছেন উহা তাঁহার পিতামহের হস্তলিখিত পুস্তক এবং ন্যূনকল্পে ৮০ বৎসরের পূর্ব্বে তাঁহার পিতামহ প্রতিলিপি করিয়াছেন। ভারেঙ্গানিবাসী রামচরণ সিদ্ধান্ত ঘটক হইতে যে প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ ডিল্লিচট্টর গ্রাম হইতে, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ ঔড়ম্বর গ্রাম হইতে, কশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ কোলাঞ্চ দেশ হইতে, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড় তাড়িদেশ হইতে, সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভ মদ্রদেশ হইতে আসিয়াছিলেন। (২)

রাঢ়ীয় ঘটকপ্রধান বংশীবদন বিদ্যারত্ন, ক্ষিতীশ তিথিমেধা বীতরাগ সুধানিধি এবং সৌভরি, এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের গৌড়ে আগমন কহিয়া, তাহাদের অন্বয়জাত ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছান্দড়, শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভ ইঁহারা আদিশূরতনয় ভূশূর কর্ত্তৃক রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করা ও দামোদর সদাচার্য্য, গৌতম, কৃপানিধি, ধরাধর, রত্নগর্ভ ইঁহারা বারেন্দ্র দেশে থাকা কহেন। (৩) অতএব রাঢ়ীয় প্রাচীন ঘটকদিগের

১। নারায়ণাখ্যো যস্তেষাং শাণ্ডিল্যগোত্র এব সঃ।
রাজাজ্ঞয়া সমায়াতঃ গ্রামতো জম্বুটট্টরাৎ ॥
ধরাধরো বাৎস্যগোত্রস্তাড়িতগ্রামতঃ স্বয়ং।
সুষেণঃ কাশ্যপো জ্ঞেয়ঃ কোলাঞ্চাৎ ত্বরয়াগতঃ ॥
গৌতমাখ্যো ভরদ্বাজ গোত্র ঔড়ম্বরাত্তথা।
পরাশরস্তু সাবর্ণো মদ্রগ্রামাৎ সমাগতঃ ॥ বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

২। ভট্টনারায়ণস্তত্র শাণ্ডিল্যঃ ডিল্লিচট্টরাৎ।
ঔড়ম্বরাদ্ভরদ্বাজঃ শ্রীহর্ষো মুনিসত্তমঃ।
কোলাঞ্চাৎ কাশ্যপো দক্ষস্তাড়িদেশান্মহাতপাঃ।
বাৎস্যগোত্রসমুৎপন্নশ্ছান্দড়ঃ মুনিসত্তমঃ।
বেদগর্ভশ্চ সাবর্ণো মদ্রদেশাৎ সমাগতঃ ॥

৩। ক্ষিতীশস্তিথিমেধা চ বীতরাগঃ সুধানিধিঃ।
সৌভরিঃ পঞ্চ ধর্ম্মাত্মা স্বাগতো গৌড়মণ্ডলং।
শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ শ্রেষ্ঠো ভট্টনারায়ণঃ কবিঃ।
দক্ষোপি কাশ্যপশ্রেষ্ঠঃ বাৎস্যশ্রেষ্ঠোপি ছান্দড়ঃ ॥

মতে আগত ব্রাহ্মণের নাম ক্ষিতীশ তিথিমেধা বীতরাগ সুধানিধি সৌভরি। বাচস্পতি মিশ্র ঘটকের মতে আগত ব্রাহ্মণের নাম ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ। (১) বারেন্দ্র ঘটকদিগের মতানুসারে আগত ব্রাহ্মণদিগের নাম নারায়ণ সুষেণ ধরাধর গৌতম পরাশর। এবং কোন কোন ঘটকের নিকট ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ নামও শুনা গিয়াছে। (২) বিদ্যারত্ন ঘটকের মতে যেসকল ব্রাহ্মণ প্রথমে গৌড়ে আইসেন তাঁহারা আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন না করিয়া দেশে ফিরিয়া যান। বেণীসংহার নাটকের ভূমিকাতেও তাহাই লিখিত হইয়াছে। দক্ষিণ রাঢ়ীয় ঘটককারিকা উক্ত মতের সহায়তা করিতেছে। (৩) বারেন্দ্র ঘটকেরা কহেন আগত ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া কান্যকুব্জে যান এবং তথায়

ভারদ্বাজিক গোত্রে চ শ্রীহর্ষো হর্ষবর্দ্ধনঃ।
বেদগর্ভোঽপি সাবর্ণে রাঢ়দেশগতা অমী॥
দামোদরঃ সদাচার্য্যঃ শাণ্ডিল্যগোত্রজঃ সুধীঃ।
গৌতমোপি ভরদ্বাজে কাশ্যপে চ কৃপানিধিঃ॥
বাৎস্যগোত্রসমুৎপন্নঃ জয়যুক্তঃ ধরাধরঃ।
রত্নগর্ভোপি সাবর্ণে বারেন্দ্রভূমিভূশূরাঃ॥

১। বাচস্পতি মিশ্র ঘটক দেবীবরের উত্তরকালের লোক। তিনি কেবল রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন। যাঁহারা রাঢ়দেশে গমন করেন, তাঁহাদিগকে আদিব্যক্তি গণ্য করিয়া লইয়াছেন।

২। বারেন্দ্র ঘটকদিগের মতে ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ বেদগর্ভ এই পাঁচটি নাম প্রথম শ্রুতিগোচর হইল। ভারেঙ্গার শ্রীযুক্ত উমেশনারায়ণ চৌধুরী, ভারেঙ্গার ঘটকদিগের পুস্তকে উক্ত নাম সকল প্রাপ্ত হইয়া সংস্কৃত বচন সহিত পাঠাইয়া দেন। কোন্ গ্রন্থের প্রমাণ তাহা লিখিত নাই সম্ভবঃ পাতড়াতে লিখিত প্রমাণ।

১। বীরসিংহ প্রতি আদিশূরের শেষ পত্র—

নৃপতি সুকৃতিসারঃ বীরবংশাবতংসঃ প্রবল বলবিচারো বীরসিংহোতিবীরঃ।
যদিবর সমিতীয়ে ভূমিদেবান্ সমূত্রান্ পুনরপি মম গৌড়ে প্রাপয়ৎ নিতান্তং॥

হতাদর হইয়া গৌড়ে আইসেন। তাহার পর তাঁহাদের সন্তানেরা সস্ত্রীক গৌড়ে আসিয়াছিলেন।

রাঢ়ীয় ঘটকদের মতে বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম গ্রন্থখানি মান্য। কিন্তু তাহাতে পরস্পর বিরোধী মত সন্নিবেশিত হইয়াছে। (১) যাহা হউক প্রচলিত গ্রন্থ সকলের আলোচনা এবং ঘটকদিগের মত এবং পরস্পর জনশ্রুতি অনুসরণ করিয়া নিম্নলিখিত মতে নামঘটিত অনৈক্য পরিহারের চেষ্টা করা যাইতে পারে। যথা শাণ্ডিল্য গোত্রে আগত ব্যক্তির নাম ক্ষিতীশ, তাঁহার পুত্রগণের নাম দামোদর সদাচার্য্য ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি। (২) ক্ষিতীশ গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, আদি গাঁই ওঝা এবং দামোদর সদাচার্য্য নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে গৌড়দেশে রাখিয়া নিজে রাঢ়দেশে গমন করেন। এইরূপ ভরদ্বাজ গোত্রীয় তিথিমেধা, শ্রীহর্ষ এবং গৌতম নামক পুত্রের সহিত, কাশ্যপ গোত্রীয় বীতরাগ দক্ষ সুষেণ এবং কৃপানিধির, বাৎস্য গোত্রীয় সুধানিধি, ছান্দড় এবং ধরাধরের, সাবর্ণ গোত্রীয় সৌভরি বেদগর্ভ রত্নগর্ভ এবং পরাশর সহিত গৌড়দেশে আসিয়াছিলেন।

১। কুলরাম গ্রন্থে লিখিত আছে, কাশীর অধিপতিকে আদিশূর যুদ্ধে জয় করিয়া করস্বরূপ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হন। এই লেখা অন্যান্য গ্রন্থের লেখার বিপরীত। বাচস্পতি মিশ্র আগত ব্রাহ্মণদিগকে রাঢ়দেশে বসতিস্থান দিতেছেন। এবং কামটী ব্রহ্মপুরী হরিকোটি কঙ্কগ্রাম বটগ্রাম রাঢ়দেশস্থ এই পাঁচখানি গ্রামে ভট্টনারায়ণাদির বসতি কহিয়াছেন এবং আদিশূর ঐ সকল গ্রাম দান করা লিখিয়াছেন যথা, “শাণ্ডিল্যাদিগোত্রেভ্যঃ শাসনং বিধিবদ্দদৌ। কামটী ব্রহ্মপুরী চ হরিকোটিস্তথৈবচ। কঙ্কগ্রামো বটগ্রামস্তেষাং স্থানানি পঞ্চ চ॥” অন্য ঘটকেরা এবং বাচস্পতি মিশ্রও অন্য স্থানে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসা কহিয়াছেন।

২। ক্ষিতীশস্তস্য পুত্রোঽভূদাগতো গৌড়রাজ্যকং।
তন্নামী বহবঃ পুত্রা জাতা সর্ব্বে গুণান্বিতাঃ॥
দামোদরস্তথা শৌরী বিশ্বম্ভর উদারধীঃ।
শঙ্করো লোকবিখ্যাতো ভট্টনারায়ণোপি চ॥ সম্বন্ধনির্ণয়। পরিশিষ্ট ১৩ পৃঃ।

কান্যকুব্জাগত বিপ্রগণের নাম	র াদির	রাঢ় গমন করি	যাঁহারা ন্দ্র শ থা	যাঁহ হইতে ব গণনা হয়
শাণ্ডিল্য গোত্রে ক্ষিতীশ।	ভট্টনারায়ণ দামোদর প্রভৃতি।	ভট্টনারায়ণ	দামোদর প্রভৃতি এবং ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি গাঞি ওঝা।	রাঢ়ীয় কুলে ভট্ট-নারায়ণ হইতে বারেন্দ্র কুলে আদি গাঞি হইতে
ভরদ্বাজ গোত্রে তিথিমেধা	শ্রীহর্ষ গৌতম	শ্রীহর্ষ	গৌতম	রাঢ়ীয় কুলে শ্রীহর্ষ হইতে বারেন্দ্র কুলে গৌতম হইতে
কাশ্যপ গোত্রে বীতরাগ	সুষেণ কৃপানিধি	দক্ষ	সুষেণ কৃপানিধি ১	রাঢ়ীয় কুলে দক্ষ হইতে বারেন্দ্র কুলে সুষেণ হইতে
বাৎস্য গোত্রে সুধানিধি	ছান্দড় ধরাধর	ছান্দড়	ধরাধর	রাঢ়ীয় কুলে ছান্দড় হইতে বারেন্দ্র কুলে ধরাধর হইতে
সাবর্ণ গোত্রে সৌভরি	বেদগর্ভ পরাশর রত্নগর্ভ	বেদগর্ভ	পরাশর রত্নগর্ভ ১	রাঢ়ীয় কুলে বেদগর্ভ হইতে বারেন্দ্র কুলে পরাশর হইতে

১। কৃপানিধি এবং রত্নগর্ভের বংশাবলী বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে পাওয়া যায় না। বল্লাল

আদিশূরের আনীত ব্রাহ্মণেরা কোন্ বেদী ব্রাহ্মণ ছিলেন ? এখন তাহার আলোচনা করা বিধেয়। রাঢ়ীয় কুলে অধিকাংশ সামবেদী ব্রাহ্মণ, ইহাতেই রাঢ়ীয় ঘটকেরা কহেন, আদিশূর সামবেদী ব্রাহ্মণ আনিয়াছিলেন, তাঁহারা আপনাদের উক্তির সমর্থন জন্য প্রমাণও দর্শান। (১) কিন্তু সেই প্রমাণের প্রতি সন্দেহ করিবার অনেকগুলি কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথমতঃ যদি এক সামবেদী ব্রাহ্মণই আদিশূর আনিয়াছিলেন, তাহা হইলে বারেন্দ্রকুলে কেন ঋগ্বেদী যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ দৃষ্টিগোচর হয় ? বারেন্দ্র শ্রেণীতে ঋগ্বেদী ও যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে। এবং রাঢ়ীশ্রেণীতেই বা কেন যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের অস্তিত্ব লক্ষ্য হয় ? (২) আদিশূর একজন স্বাধীন রাজা ছিলেন, দেশে বৈদিক ধর্ম্মপ্রচার করার উদ্দেশে যদি তিনি ব্রাহ্মণ আনিয়া থাকেন, তাহা হইলে এক সামগ ব্রাহ্মণ আনিবেন ইহা সম্ভবপর নহে। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞদের মতেও আদিশূর যজ্ঞ সম্পন্ন নিমিত্ত ব্রাহ্মণ আনা জানা যায়। যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে অধ্বর্য্যু হোম উদ্গান এই তিনটী ক্রিয়ার প্রয়োজন। তন্মধ্যে অধ্বর্য্যু সম্বন্ধীয় কার্য্য যজুঃ দ্বারা, হোমক্রিয়া ঋক্দ্বারা, উদ্গান সামদ্বারা নিষ্পন্ন

সেন কর্ত্তৃক ঘটক নিয়োগ হইয়াছে ইহা পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে। আদি গাঞি ওঝা সুষেণ গৌতম ধরাধর এবং পরাশর হইতে বল্লাল সেনের সময় পর্য্যন্ত সোদরহীন একমাত্র সন্তানের নাম দৃষ্ট হয়। ৭।৮।৯।১০ পুরুষে পাঁচ জনের এইরূপ সোদরহীন একমাত্র সন্তান জন্মা অসম্ভব। বল্লাল সেন ভিন্ন ভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ পাঠান, অতএব অনুমান হইতেছে কৃপানিধির ও রত্নগর্ভের ও আদিগাঞি ওঝা প্রভৃতির অন্যান্য সন্তানের সন্তানগণকে ভিন্ন দেশে পাঠানে তাহাদের বংশাবলী রক্ষিত হয় নাই।

১। সস্ত্রীকান্ শাস্ত্রসংযুক্তান্ আনীতান্ সামগান্ দ্বিজান্।
পঞ্চগোত্রসমুৎপন্নান্ পূজয়েচ্চ যথাবিধি ॥
রাঢ়ীয় ঘটকের প্রদত্ত প্রমাণ।

২। রাঢ়ীয় শ্রেণীতে যজুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অল্প নহে। ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণেরও অসদ্ভাব নাই।

হইবার বিধি পূর্ব্ব হইতেই আছে। (১) ইহাতে আদিশূর এক সামবেদী ব্রাহ্মণ আনাইবেন ইহা সম্ভবপর নহে।

রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা কেন অত্যধিক, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নহে। কুলকালিমা নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক যে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার লেখক কহেন্ বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে ব্রাহ্মণেরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা লক্ষ্মণসেনের, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা বল্লালসেনের পক্ষ অবলম্বন করেন। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ বেদাধ্যাপক না থাকাতে, বল্লাল পক্ষীয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা, বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের নিকট বেদাধ্যয়ন করিতে প্রার্থী হন, তাহাতে লক্ষ্মণসেনের আদেশমত বারেন্দ্র বেদাধ্যাপক কেবলমাত্র এক সামবেদ রাঢ়ীয়দিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ কেবলমাত্র সামবেদী হইয়াছেন। (২) এই লেখার প্রতি আমরা বিশ্বাস স্থাপন অথবা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে পারি না। প্রথমতঃ যতদূর জানা গিয়াছে, তাহাতে বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর অনিরুদ্ধনামা ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন। (৩) দ্বিতীয়তঃ বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর উৎকর্ষ সাধনার্থে সমধিক যত্নবান্ ছিলেন। এমতস্থলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা বল্লালসেনকে ত্যাগ করিবেন ইহা অসম্ভব। বিশেষতঃ বল্লালসেন এবং লক্ষ্মণসেনের সময়ে রাঢ়ী ও বারেন্দ্র এই উভয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা বেদানভিজ্ঞ

১। অথর্ব্বাবং যজুর্ভিঃ স্যাদৃগ্ভির্হৌত্রং দ্বিজোত্তম।
উদ্‌গানং সামভিশ্চক্রে। কূর্ম্মপুরাণ ৪৯ অধ্যায়।

২। কুলকালিমা। গ্রন্থকারের নাম নাই। ১২৮৬ বঙ্গাব্দে ময়মনসিংহ ভারতমিহির যন্ত্রে মুদ্রিত, দ্বিতীয় সংস্করণ ৫৬।৫৭ পৃঃ।

৩। বল্লালসেন যে বারেন্দ্র অনিরুদ্ধনামা ব্রাহ্মণের শিষ্য ছিলেন, তাহা দান সাগরের লেখা দ্বারা বোধ হয়।

হইয়াছিলেন। (১) ইহাতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা কি প্রকারে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগকে বেদশিক্ষা করাইয়াছিলেন ? বারেন্দ্র ঘটকেরা কহেন, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি রাঢ়দেশে গমন করিয়া সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করেন। ঐ সপ্তশতী কন্যার গর্ব্ভে ভট্টনারায়ণাদির যে সকল সন্তান জন্মে তাঁহারা সামগ সপ্তশতী মাতুলের দ্বারা উপনীত হইয়া সকলেই সামগ হইয়াছেন। ইহাতেই রাঢ়ীয় কুলে সামবেদী ব্রাহ্মণের সংখ্যা অত্যধিক। এই লিখার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে। সামবেদাপেক্ষা ঋগ্বেদ কঠিন, ঋগ্বেদীয় গৃহ্যকর্ম্ম তথা সন্ধ্যা বন্দনাদি সামবেদীয় গৃহ্যকর্ম্ম এবং সন্ধ্যাবন্দনা হইতে বৃহৎ ও কঠিন। ইহাতেই বোধ হয়, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরা ঋগ্বেদের অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিয়া সামবেদী হইয়া থাকিবেন।

এখন আর একটী বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে যে রাঢ়ীয়কুলের ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ এবং নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষ এক ব্যক্তি কি না ? পূর্ব্বে এ বিষয়ে লোকের মনে কোনই সন্দেহ ছিল না। বঙ্গভাষাতে অনুবাদিত নৈষধ কাব্যের সমালোচক, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষই, নৈষধকাব্য রচয়িতা শ্রীহর্ষ ইহা প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। (২) তৎপরে "ঐতিহাসিক রহস্য" নামা প্রস্তাব-লেখক বাবু রামদাস সেনও নৈষধ-রচয়িতা শ্রীহর্ষকেই রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদিপুরুষ শ্রীহর্ষ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। (৩) ইহাতেই অনেকে ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষকে নৈষধ কাব্যের রচয়িতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন, পরিশেষে সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তাও উক্ত মতের পোষণ করিয়াছেন। রাঢ়ীয় ঘটক-

---

১। লক্ষ্মণ সেনের মন্ত্রী হলায়ুধ স্বকৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব নামা গ্রন্থে লিখিয়াছেন রাঢ়ীয় বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়নহীন হইয়াছিলেন।

২। রহস্যসন্দর্ভ ৩ খণ্ড, ৪১।৪২ পৃঃ। ৩। ঐতিহাসিক রহস্য শ্রীহর্ষ-বিবরণ।

দিগের কুলগ্রন্থে এই বিষয়ের কিছুই উল্লেখ নাই, থাকিবার কথাও নহে। নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষের পিতার নাম এবং গৌড়াগত শ্রীহর্ষের পিতার নাম স্মরণ এবং উহাদের বর্ত্তমান সময় বিবেচনা করিলে নৈষধ কাব্যরচয়িতা শ্রীহর্ষ যে গৌড়াগত শ্রীহর্ষ নহেন ইহা প্রতীয়মান হয়। নৈষধ-চরিত নামক কাব্যগ্রন্থ রচয়িতার পিতার নাম শ্রীহীর, ইহা গ্রন্থকর্ত্তা নিজেই লিখিয়াছেন। (১) গৌড়াগত শ্রীহর্ষের পিতার নাম তিথিমেধা ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। (২) ডাক্তার বুলার সাহেবের মতে কাশীর অধীশ্বর জয়ন্তচন্দ্র এবং কনৌজের অধিপতি জয়চন্দ্র একই ব্যক্তি এবং ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কান্য-কুব্জ এবং বারাণসীর অধীশ্বর ছিলেন। প্রবন্ধকোষ নামক জৈনগ্রন্থ-লেখক রাজশেখর বলেন শ্রীহর্ষদেব বারাণসীর রাজা জয়ন্তচন্দ্রের আজ্ঞাতে নৈষধ কাব্য রচনা করেন। নৈষধকাব্যকর্ত্তা স্বয়ংই লিখি-য়াছেন তিনি কান্যকুব্জেশ্বর হইতে তাম্বুল এবং আসন প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। (৩) রাজশেখরের লিখার সহিত শ্রীহর্ষের নিজোক্তি মিলা-ইয়া বিবেচনা করিলে কাশীর অধীশ্বর জয়ন্তচন্দ্রকে কান্যকুব্জের অধীশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হয়, এবং ডাক্তার বুলারের উক্তি বহুলাংশে সত্য বলিয়া জানা যায়। অতএব নৈষধকর্ত্তা শ্রীহর্ষ ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নৈষধ কাব্য রচনা করেন। এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রের আদি ব্যক্তি শ্রীহর্ষ ৯৫৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে আইসেন।

১। শ্রীহর্ষং কবিরাজরাজিমুকুটালঙ্কার হীরঃসুতং।
শ্রীহীরঃ সুষুবে... নৈষধ কাব্য প্রথম সর্গ সমাপ্তি শ্লোক।

২। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা পিতৃনামের বিভিন্নতা দেখিয়াও শ্রীহীরের নামান্তর তিথিমেধা বলিয়া বিভিন্নতা দোষ দূর করার চেষ্টা পাইয়াছেন। সম্বন্ধনির্ণয় ২১৩ পৃঃ নোট।

৩। তাম্বূলদ্বয়মাসনঞ্চ লভতে যঃ কান্যকুব্জেশ্বরাৎ। নৈষধ কাব্য ২২ সর্গ সমাপ্তি শ্লোক।

পঞ্চম অধ্যায়।

রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ এবং কৌলীন্য মর্য্যাদাবধারণ।

রাঢ়ীয় ঘটকদের মতে গৌড়াধিপতি আদিশূর ক্ষিতীশাদি বিপ্র পঞ্চককে আহ্বান করিয়া গৌড়ে আনয়ন করেন, এবং তাহাদের দ্বারা অভিলাষানুরূপ যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজধানীর নিকটে গৌড়ে তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া মানবলীলা সম্বরণ করেন। আদিশূরাত্মজ ভূশূর আপন রাজত্বকালে ক্ষিতীশের পুত্র ভট্টনারায়ণ, তিথিমেধার পুত্র শ্রীহর্ষ, বীতরাগের বংশধর দক্ষ, সুধানিধির বংশধর ছান্দড়, সৌভরির অন্বয়ে জাত বেদগর্ব্ভ এই পাঁচজনকে রাঢ়দেশে পাঠাইয়া দেন। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরাও ভট্টনারায়ণ প্রমুখ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ব্ভের রাঢ়দেশে গিয়া বসতি স্থাপনের কথা কহেন, কিন্তু একটী মাত্র কারণ প্রদর্শন করেন। তাঁহাদের মতে ভট্টনারায়ণ দক্ষ প্রভৃতি পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা গৌড়ে আসিয়া আদিশূরের যজ্ঞ সমাধা করিয়া স্বদেশে গিয়াছিলেন। (১) ব্রাহ্মণেরা মগধ দেশ হইয়া গৌড়

১। তে পঞ্চ বিপ্রাঃ সুবিধায় রাজ্ঞো যজ্ঞং স্বদেশে গমনোৎসুকাশ্চ।
ধনেন মানেন চ তেন পূজিতা গতা যথাদেশমিতাষবানৈঃ ॥
গৌড়ং গতা মাগধবর্ত্মনা বোঽপ্যযাজ্যযাজ্যং কৃতবন্ত এব।
যদীচ্ছতাস্মাকমুপক্তিভোজ্যং তদা কুরুধ্বং খলু পাপনিষ্কৃতিং ॥
দেশীয়ানাং বচঃ শ্রুত্বা তে চ তেজস্বিনো দ্বিজাঃ।
বেদবেদাঙ্গবেত্তৄণাং পাপস্পর্শো ন মাদৃশাং ॥
নাপি কিঞ্চিৎ করিষ্যামঃ প্রায়শ্চিত্তং দ্বিজা বয়ং।
তদা মহান্ বিরোধোঽভূদিতি তেষাং পরস্পরং ॥
যেন প্রস্থাপিতাঃ পূর্ব্বং কান্তকুব্জাধিপেন চ।
ব্রাহ্মণানাং বিরোধে তু সোপি নোবাচ কিঞ্চন।

রাজ্যে আসিয়াছিলেন, এবং আদিশূর নৃপতির যজ্ঞ সম্পান্ন করেন, ইহাতে দেশীয় ব্রাহ্মণেরা কহিলেন যদি আমাদের সহিত আহারাদি করিতে চাহ তাহা হইলে প্রায়শ্চিত্ত কর। দেশীয় ব্রাহ্মণগণের এই বাক্য

ততস্তেজস্বিনো ক্রুদ্ধা ভট্টনারায়ণাদয়ঃ।
পুনর্গতা গৌড়দেশমাদিশূরনৃপান্তিকং ॥
তমোদুঃখার্ত্ত ইব তান্ প্রাতঃসূর্য্যনিভান্ দ্বিজান্।
অপ্রার্থিতাগতান্ দৃষ্ট্বা হর্ষাদুৎফুল্ললোচনঃ।
সসম্ভ্রমং তদোত্থায় পূজয়িত্বা যথাবিধি।
আসনেষূপবিষ্টেভ্য পৃষ্ট্বাহনাময়ং তদা ॥
বিনয়াবনতো ভূত্বা পৃচ্ছদ্রাজা কৃতাঞ্জলিঃ।
পুনরাগমনং যদ্ধি মন্যে ভাগ্যোদয়ং মম ॥
যদত্র কারণং কিঞ্চিৎ শ্রোতুমিচ্ছামহে বয়ং।
রাজ্ঞা তস্তাষিতং শ্রুত্বা ভট্টনারায়ণস্তদা।
অবোচৎ সর্ব্ববৃত্তান্তং দেশানুচরিতঞ্চ যৎ।
তব যজ্ঞার্থ মাগত্য স্বদেশে বস্তুমক্ষমাঃ।
কান্যকুব্জাধিপতিনা বয়ং সংপ্রোষিতাঃ পুরা।
ন কিঞ্চিৎ কুরুতে সোহপি মত্বা ব্রাহ্মণকণ্টকং।
শ্রুত্বাদিশূরঃ প্রোবাচ শ্রুতং সর্ব্বং ময়া প্রভো।
অধ্বক্লেশাপনয়নং কুরুধ্ব দ্বিজসত্তমাঃ।
নির্বেদয়িষ্যে সম্মন্ত্র্য যদুপায়ো ভবেদিহ।
ততো রাজা সুসম্মন্ত্র্য মন্ত্রিভিশ্চ দিনান্তরে।
গত্বা স ব্রাহ্মণোদ্দেশং কৃতাঞ্জলিরভাষত।
পবিত্রীকৃতমেতদ্ধি প্রাগাগত্য কুলং মম।
কিয়ৎকালং দ্বিজাগ্র্যাণাং ভবতাং সঙ্গতো মম।
প্রত্যধ্যয়নযোগাচ্চ দেশো যাতু পবিত্রতাং।
গঙ্গায়ানাতিদূরেহস্মিন্ প্রদেশে বহুধান্যকে।
বসন্তু বিপ্রমুখ্যাশ্চ ভবন্তঃ সূর্য্যসন্নিভাঃ।
উপায়স্তঃ কালতশ্চ বিবাদে শিথিলে তদা।
যদিচ্ছথ স্বদেশায় গমনং যাস্যথ ধ্রুবং ॥

শুনিয়া ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রগণ কহিলেন আমরা বেদবেদাঙ্গবেত্তা, আমাদিগকে পাপস্পর্শ করে নাই, আমরা প্রায়শ্চিত্ত করিব না। ইহাতে বিরোধ উপস্থিত হয়। কান্যকুব্জাধিপতি, যিনি ব্রাহ্মণগণকে

রুরুচে বিপ্রমুখ্যেভ্যো নৃপতেঃ সুনৃতং বচঃ।
স্থিতেষু তেষু বিপ্রেষু রাজা পুনরমন্ত্রয়ৎ ॥
যে সপ্তশতিকা বিপ্রা রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
ছান্দোগা ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞা নীতিমন্ত্রবিশারদাঃ।
এভ্যঃ কন্যাঃ প্রদাস্তস্ত বিপ্রমুখেভ্য এবতে।
এতেষাং নিগড়ো স্তেন ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
যদি প্রজাঃ প্রজায়েরন্ ভবেন্মমকীর্ত্তি রক্ষয়া।
কান্যকুব্জদ্বিজাগ্র্যাণাং বংশোঽস্মিন্ স্থাপিতো ময়া।
নৃপাজ্ঞয়া দদুস্তেভ্যঃ কন্যাঃ সপ্তশতি দ্বিজা।
রাঢ়ায়াং বহুধান্যায়াং শ্বশুরালয়সন্নিধৌ।
নিবাসঃ রুরুচে তেভ্যঃ সমাদৃত্য সুহৃজ্জনৈঃ ॥
সদৃশান্ জনয়ামাসুস্তাসু পুত্রান্ কুমারিকাঃ।
তেজস্বিনো গুণবতোদীপো দীপান্তরাৎ যথা।
ততস্তে ক্রমশো বিপ্রাঃ পরলোকমুপাগমন্।
পুত্রা যে পূর্ব্ব পক্ষীয়াঃ কান্যকুব্জনিবাসিনঃ।
জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃমৃতিং শ্রুত্বা ক্রমাৎ শ্রাদ্ধং কৃতঞ্চ তৈঃ।
শ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিতা যে যে ব্রাহ্মণা গ্রামবাসিনঃ।
নোভুক্তং সংগৃহীতং তদন্নং দানঞ্চ তৈর্দ্বিজৈঃ।
ততোবমানিতা বিপ্রাঃ সদারাঃ সহপুত্রকাঃ।
আগতা গৌড়দেশেঽস্মিন্ পারমুপলক্ষিতাঃ।
ততস্তে পূজিতা রাজ্ঞা নিবস্তুং প্রার্থিতাস্তথা।
রাঢ়ায়াং ভ্রাতরো যত্র নিবসন্তি সুহৃজ্জনৈঃ
বাচো নিশম্য নৃপতেরূচুস্তে দ্বিজসত্তমাঃ।
বসামো নৈব রাঢ়ায়াং বৈমাত্রভ্রাতৃভিঃ সহ।
শ্রুত্বৈতন্নৃপতিঃ প্রাহঃ রাজধানীসমীপতঃ।
বারেন্দ্রাখ্যে সুশস্যাঢ্যে দেশে বসথ সুব্রতাঃ।

গৌড়ে পাঠাইয়া দেন, ব্রাহ্মণগণের বিবাদ হেতু, তিনি কিছুই মীমাংসা করিতে সক্ষম হইলেন না। তাহাতে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি ব্রাহ্মণেরা ক্রোধপূর্ব্বক পুনরায় গৌড়দেশে আদিশূরের সমীপে উপস্থিত হন। প্রাতঃসূর্য্যসন্নিভ অথচ তমোদুঃখার্ত্ত, এবং বিনাহ্বানে আগত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বিপ্রগণকে অবলোকন করিয়া গৌড়াধিপতি আদিশূর মঙ্গল জিজ্ঞাসা পূর্ব্বক কহিলেন, আমার ভাগ্যবশতই আপনাদের পুনরাগমন হইয়াছে। কি নিমিত্ত আপনাদের পুনরাগমন হইল তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। আদিশূরের প্রশ্নোত্তরে ব্রাহ্মণেরা কহিলেন, হে রাজন্! আপনার যজ্ঞের নিমিত্ত আগমন করাতে এখন আমরা স্বদেশে বাস কারতে অশক্ত হইয়াছি। কান্যকুব্জাধিপতি, যিনি আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করেন তিনিও ব্রাহ্মণকণ্টক জ্ঞান করিয়া কিছুই করিলেন না, ইহা বলিয়া দেশের ঘটনা সকল বর্ণন করিলেন। আদিশূর কহিলেন আপনারা সম্প্রতি পথশ্রান্তি দূর করুন্ পরে যাহা সদুপায় হয় তাহা মন্ত্রণা করিয়া নিবেদন করিব। অনন্তর আদিশূর মন্ত্রীগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কহিলেন, আপনারা পূর্ব্বে যখন আসিয়াছিলেন তখনই আমার কুল পবিত্র হইয়াছে।

গ্রামাং স্তত্র প্রদাস্যামি শস্যযুক্তান্ মনোহরান্॥
ততস্তে স্থবসং স্তত্র পুত্রদারাদিভির্যুতাঃ।
বৈমাত্র ভ্রাতরস্তেষাং রাঢ়দেশনিবাসিনঃ।
মাতুলাশ্রয় বাসাশ্চ মাতুলাশ্রয়বর্দ্ধিতাঃ।
মাতুলৈরুপনীতাস্তু ছান্দোগা অভবস্তথা।
সুনীতাশ্চৈব বিদ্বাংসঃ গৌড়রাজনমস্কৃতাঃ।
রাঢ়ায়াং সুখমাসীরন্ পুত্রদারাদিভির্যুতাং।
সাপত্নবিদ্বেষবশাৎ পরস্পরং নৈকত্র বাসো নচ ভক্ষ্যভোজ্যং।
বিত্তাগমাসাদ্যতথা বিবর্দ্ধিতাঃ পুত্রাদিভি র্ব্রহ্মহতা যথার্থয়ঃ॥

আমার ইচ্ছা এই যে আপনাদের সঙ্গে কিছু কাল বাস করি এবং বেদাধ্যয়ন দ্বারা দেশকে পবিত্র করি। অতএব গঙ্গার অনতিদূরে বহুধান্যযুক্ত দেশে আপনারা বসতি করুন। কালক্রমে অথবা উপায়ক্রমে বিবাদ শিথিল হইলে আপনারা যথেচ্ছ স্বদেশে যাইবেন। আদিশূরের এই অর্থযুক্ত কথা ব্রাহ্মণগণের মনোনীত হওয়াতে তাঁহারা গৌড়দেশে অবস্থিতি করিলেন। তৎপরে আদিশূর বিবেচনা করিলেন রাঢ়দেশবাসী ধর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা যদি ইহাদিগকে কন্যা সমর্পণ করেন তাহা হইলে ইহারা আর স্বদেশে যাইতে ইচ্ছুক হইবেন না। ইহাদের ঔরসে সপ্তশতী কন্যাগর্ভে সন্তানোৎপত্তি হইলে, আমাকর্ত্তৃক কান্যকুব্জীয় ব্রাহ্মণবংশ এদেশে স্থাপিত হইয়া আমার অক্ষয় কীর্ত্তি তজ্জন্য চিরস্থায়ী হইবে। তাহার পর সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরা, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিকে নৃপাজ্ঞা বশতঃ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। ভট্টনারায়ণপ্রমুখ ব্রাহ্মণেরা সুহৃজ্জন কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া শ্বশুরালয়ের সন্নিকটে ধান্যশালী রাঢ় দেশে বসতি করিলেন। যেমন দীপ হইতে প্রবর্ত্তিত দীপ এতদুভয়ের মধ্যে কোন প্রভেদ থাকে না, ভট্টনারায়ণ প্রভৃতিও সপ্তশতী কন্যাতে তদ্রূপ প্রভেদশূন্য আত্মসদৃশ পুত্র কন্যা উৎপাদন করিলেন। ক্রমে ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির অভাব হইলে কান্যকুব্জদেশবাসী পূর্ব্বপক্ষীয় জ্যেষ্ঠপুত্রেরা তাহাদের মৃত্যু সম্বাদ শুনিয়া শ্রাদ্ধ করিলেন, কিন্তু গ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরা তাহাদের দান গ্রহণ কি অন্নভোজন না করাতে, তথাবিধ অবমানিত ভট্টনারায়ণ প্রভৃতির সন্তানেরা অনন্যোপায় হইয়া স্ত্রীপুত্র সহিত গৌড়ে আসিলেন। আদিশূর নৃপতি আগত বিপ্রবৃন্দকে রাঢ়দেশে বসতি করার উপদেশ দিয়াছিলেন কিন্তু বিপ্রগণ বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃগণের সহিত রাঢ়দেশে বসতি করিতে অসম্মতি প্রকাশ করেন, তাহাতে গৌড়াধিপতি কহিলেন রাজধানীর নিকটবর্ত্তী বরেন্দ্রাখ্য

দেশে আপনারা বসতি করুন; তথায় শস্যপূর্ণ মনোহর গ্রাম প্রদান করিব। তাহাতে ব্রাহ্মণেরা বরেন্দ্রদেশে বসতি করিলেন। রাঢ়দেশবাসী তাহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতাগণ মাতুলাশ্রয়ে বাস এবং মাতুল কর্ত্তৃক পরিপালিত হইয়া তাহাদের দ্বারা উপনীত হন। তাহাতেই সকলে সামবেদী হইলেন এবং সকলেই নীতিপরায়ণ ও বিদ্বান্ বলিয়া গৌড়াধিপের আদরণীয় হন। যেমন ব্রহ্মার সন্তানেরা এক পিতা হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াদিরূপে বিভক্ত হন সেইরূপ ইঁহারাও বিভক্ত হইয়া সাপত্ন্যবিদ্বেষ হেতু পরস্পর একত্র বাস এবং ভক্ষ্যভোজ্য ত্যাগ করিয়াছেন।

ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি গৌড়দেশ হইতে রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করার প্রতি সঙ্গতমতে কাহারই আপত্তি হইতে পারে না, কিন্তু বারেন্দ্রকুলজ্ঞেরা যে কারণ কহেন তাহা সত্য কি মিথ্যা তাহা নির্ণয় করিবার অন্য উপায় নাই। উক্ত প্রমাণের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করা যাইতে পারে কিন্তু আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া প্রস্তাব বাহুল্য করা নিষ্প্রয়োজন। ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে হয় ভট্টনারায়ণাদি, নয় তাহাদের পুত্রগণকর্ত্তৃক, সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করা উপলব্ধি হয়। রাঢ়ীয় কুলে যে ঊনষষ্ঠিগাঞি দেখা যায় সেই ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণেরা ভট্টনারায়ণাদি বিপ্রপঞ্চকের সন্তান। এই ৫৯ জন ব্রাহ্মণ হইতেই রাঢ়ীয়বংশ বিস্তার আরম্ভ হইয়াছে। (১) বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ বলিয়া যাহারা পরিচয় দেন তাহারা ঐ ৫৯ জনের মধ্যের কোন একজনের বংশে জাত বলিয়া অবশ্যই পরিচয় দিবেন। ৫৯ সন্তানের বিবাহ নিমিত্ত ৫৯ কন্যার

১। ভট্টনারায়ণের ১৬, দক্ষের ১৬, শ্রীহর্ষের ৪, বেদগর্ভের ১২ এবং ছান্দড়ের ১ পুত্র জন্মে। এই ৫৯ জন হইতেই ৫৯ গাঞি হইয়াছে।

প্রয়োজন, সমুদয়ে ৫ জন ব্রাহ্মণের ১১৮টী সন্তান সন্ততি হওয়া স্বীকার করিতে হইবেক কিন্তু বহুবিবাহ ব্যতীত এইরূপ বংশ বিস্তার সম্ভবে না। পাঁচ জন যদি ৫জন স্ত্রীতে ১১৮ সন্তান সন্ততি জন্মান তাহা হইলে গড়ে ২৩ জন সন্তানেরও অধিক জন্মে; তদ্রূপ বহুসংখ্যক সন্তানোৎপত্তি অসম্ভব। যদি ভট্টনারায়ণ প্রভৃতি বহুবিবাহ করিয়া থাকেন তাহা হইলে রাঢ়দেশবাসী সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন আর কন্যা কোথায় পাইলেন? আর যদি ভট্টনারায়ণাদির কেবল ৫৯টী পুত্র-সন্তান হওয়াই স্বীকার করা যায় তাহা হইলে সেই ৫৯ পুত্রেরা সপ্তশতী কন্যা ভিন্ন বিবাহ নিমিত্ত কন্যা কোথায় পাইয়াছিলেন? বল্লালসেন যখন শ্রেণীবিভাগ করেন তখন রাঢ়দেশে ৭৫০ এবং বারেন্দ্রে ৩৫০ জন ব্রাহ্মণ পাইয়াছিলেন। যদি ভট্টনারায়ণ প্রমুখ বিপ্রপঞ্চক অথবা তাহাদের সন্তানেরা সপ্তশতী কন্যাগ্রহণ না করিয়া থাকেন তাহা হইলে এত অল্প সময়ে এতাদৃশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া সম্ভবপর বলা যাইতে পারে না। বল্লালের সভাতে যখন ৫৯ গাঞি ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত হন তখন তাহাদের সহিত দেশীয় অর্থাৎ সপ্তশতী ব্রাহ্মণেরাও উপস্থিত হইয়াছিলেন। (১) শিবাচার্য্য সপ্তশতী মুলুকজুড়ি কন্যা-গ্রহণ করিয়াছিলেন। (২) সাগরদিয়ার বন্দ্যগণও সপ্তশতী ভাবাপন্ন। (৩) রাঢীয় ব্রাহ্মণেরা সপ্তশতীকন্যা গ্রহণ করা অস্বীকার করিতে

১। আহূয় রাজাসহ দেশি বিপ্রৈরেকোনষষ্টিতম বিপ্রবর্গান্।

কুলরাম।

২। ফুলিয়া মেল বিবরণ দেখ।

৩। সপ্তশতী ভাবাপন্ন সাগর হইতে। চারি মেলের নিস্তার দেখি কুলজিতে॥
শুদ্ধ হইতে অতি শুদ্ধ সপ্তশতীভাব। যাহা হইতে মেলকুল হইল স্বভাব॥

সাগর প্রকাশ।

পারিবেন না। অনেক সপ্তশতী ব্রাহ্মণ রাঢ়ীয়কুলে প্রবেশ করিয়াছেন অদ্যাপি তাহাদিগকে চেনা যায়। যদি বরেন্দ্রদেশে সপ্তশতীর নিবাস থাকিত তাহা হইলে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরাও সপ্তশতী কন্যা গ্রহণ করিতে ক্ষান্ত থাকিতেন না। বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা অবিশেষে সমুদয় রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণকে সপ্তশতী দৌহিত্র কহেন, তাহা অত্যুক্তি বলিয়া স্বীকার করিলেও কিয়ৎপরিমাণে সপ্তশতীদৌহিত্র রাঢ়ীয়দলে যে আছেন তৎপ্রতি আপত্তি হইতে পারে না।

ভট্টনারায়ণ দক্ষ ছান্দড় শ্রীহর্ষ এবং বেদগর্ভ এই পাঁচজন ব্রাহ্মণের, গৌড় দেশ হইতে রাঢ় দেশে গিয়া, বসতি করার বিবরণ উপরে যাহা লিখিত হইল, ইহার পরে আদিশূরের সময় হইতে বল্লাল সেনের রাজত্ব কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কোন ঘটনা বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে লিখিত নাই, ইহাতে সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে আদিশূরের রাজত্বের পরে এবং বল্লালসেনের রাজত্বের পূর্ব্বে যাহারা গৌড়ে রাজা হইয়াছিলেন তাহারা বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের সম্বন্ধে কোনরূপ নিয়ম স্থাপন করেন নাই। পক্ষান্তরে রাঢ়ীয়কুলে বহু ঘটনা দৃষ্ট হয়। রাঢ়দেশগামী ভট্টনারায়ণাদির ৫৯ পুত্র জন্মে, তাহাদের বাসের নিমিত্ত ভূশূরতনয় ক্ষিতিশূর ৫৯ খানি গ্রাম দেন। ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের ৫৯ গাঞি হয়। (১) তৎপরে ক্ষিতিশূরাত্মজ ধরাশূর ঐ ৫৯ গ্রামী ব্রাহ্মণদিগকে মুখ্যকুলীন গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন শ্রেণীতে বিভাগ করেন। এই কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানকালে ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিবরাহবন্দ্য, কাশ্যপগোত্রীয় সুলোচন চট্ট, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি, বাৎস্য গোত্রীয় সুরভি ঘোষাল, কবি কাঞ্জিলাল, রবিপূতিতুণ্ড, সাবর্ণ

১। রাঢ়ীয় কুলাচার্য্য বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রেরিত উপদেশ।

গৌত্রীয় বীরব্রত গাঙ্গুলি, সুধীর কুন্দলাল এই ৮ জন মুখ্য কুলীন হইয়াছিলেন। ভট্টনারায়ণের অন্যতর পুত্র, রামগড়গড়ি নীপকেশর-কোণী, গুয়িকুলভি, বৈকুণ্ঠ পারিহাল এবং বটুদিঘাটি (দিঘাল)। কাশ্যপগোত্রে জগহড়, ধীরগুড় কাকপীতমণ্ডী। ভরদ্বাজগোত্রে বিনায়ক ডিণ্ডিসায়ী, গন্ধর্ব্বরায়ী, সাবর্ণগোত্রে বীরসূদন ঘণ্টেশ্বর, বাৎস্যগোত্রে ভানুচৌৎখণ্ডী পনিকালু মহিন্তা বনমালী পিপ্পলী ইহারা গৌণকুলীন হন। (২) ধরাশূর বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন না করিয়া রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেন কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিলেন? এই প্রশ্নোত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে যখন সমাজের মধ্যে অন্যায়াচার ও

২। শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণবংশজ আদি বরাহ বন্দ্যঃ সমুখ্যঃ রামগড়্গড়ঃ নীপ-কেশরকোণী গুঁয়ী কুলভী বটুদির্ঘাটিঃ বৈকুণ্ঠ পারিয়ালঃ এতেপঞ্চ গৌণাঃ। কাশ্যপগোত্রে দক্ষবংশজঃ সুলোচনচট্টঃ সমুখ্যঃ জগহড়ঃধীরগুড়ঃকাক পীতমণ্ডী এতেত্রয়োগৌণাঃ। ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ বংশজঃ ধুরন্ধর মুখৈটি স চ মুখ্যঃ বিনায়ক দিণ্ডীসাঁয়ী গন্ধর্ব্বরায়ী এতে দ্বৌ গৌণৌ। সাবর্ণগোত্রে বেদগর্ভ বংশজঃ বীরব্রত গাঙ্গুলী সুধীর কুন্দঃ এতৌ দ্বৌ মুখ্যৌ। বীরসূদন ঘণ্টেশ্বরঃ এষঃ গৌণঃ। বাৎস্যগোত্রে ছান্দড় বংশজঃ সুরত্তি ঘোষাবালঃ কবি কাঞ্জি-লাল, রবি পূতিতণ্ডঃ এতে মুখ্যাঃ ভানু চৌটখণ্ডী পানকালু মহিন্ত্যা বনমালি প্পিপলী এতে গৌণাঃ। শব্দ কল্পদ্রুমঃ কুলীন শব্দ।

বল্লালসেন রাঢ়ী এবং বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধান করেন। এই এক প্রবাদ চলন আছে ইহাতেই সকলের বিশ্বাস যে বল্লালসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে প্রথমে কৌলীণ্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন এবং সেই বিশ্বাস মূলেই বিশেষ অনুসন্ধান ব্যতিরেকে লঘু-ভারত প্রণেতা কবি গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ, বহুবিবাহ নিষেধ বিষয়ক প্রস্তাব লেখক পণ্ডিত-বর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ও সম্বন্ধনির্ণয় রচয়িতা লালমোহন বিদ্যানিধি ইহাঁরা তিন জনেই "বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন, লিখিয়াছেন। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদিবরাহ প্রভৃতি ও শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। আদিশূর হইতে বল্লাল সেন ৮।৯ পুরুষীয় অধস্তন রাজা, ইহাতে ভট্টনারায়ণ যিনি আদিশূরের সভাতে উপস্থিত হন তাহার পুত্র আদিবরাহ কি প্রকারে বল্লালসেনের নিকট কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইবেন।

অন্যায় ব্যবহার প্রবেশ করে, অথচ সমাজভুক্ত লোকেরা সেই অত্যাচার ও ব্যবহারের নিবারণ করিতে অসমর্থ হন সেই সময়েই রাজনিয়মের আবশ্যক হইয়া উঠে। কুকর্ম্মকারীদের অবজ্ঞা ও সৎকর্ম্মশালী ব্যক্তিগণের পুরস্কার করিয়া সমাজের দোষসংশোধন করা কৌলীন্য মর্য্যাদা বিধানের একমাত্র কারণ লক্ষ্য হয়। রাঢ়দেশ-বাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ধরাশূর কুকর্ম্মের আধিক্য দেখিতে পাইয়া রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া থাকিবেন। বরেন্দ্রবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে তখনও এমত দোষ প্রবেশ করে নাই যাহাতে সমাজমধ্যে রাজনিয়ম স্থাপনের প্রয়োজন হইয়া উঠে। তাহাতেই ধরাশূর বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণদের মধ্যে তৎকালে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন নাই। যদি এই উত্তর যথার্থ ও সদুত্তর বিবেচিত হয় তাহা হইলেও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের গৌরবের কোন কারণ নাই। ইহার কিছু দিন পরেই বল্লালসেন বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করাতে তাহাদেরও সৎপথ অতিক্রম করা প্রমাণ হয়।

ধরাশূরের পর তদ্বংশীয় নৃপতি বরেন্দ্রশূর প্রত্যুম্নশূর অনুশূর ইঁহারা কেহই ব্রাহ্মণগণের সমাজসম্বন্ধে কোন নিয়ম স্থাপন করেন, এরূপ প্রকাশ নাই। শূরবংশের শেষ রাজা অনুশূর অপুত্রক প্রাণ-ত্যাগ করিলে বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন গৌড়াধিকার করেন। তিনিও যে ব্রাহ্মণ সমাজসম্বন্ধে দৃষ্টি করিয়াছিলেন এরূপ দেখা যায় না। বিজয়সেনের পর তৎপুত্র বল্লালসেন রাজা হইয়া রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ এবং বারেন্দ্র কুলে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন ও রাঢ়ীয় শ্রেণীর অপ্রতিগ্রাহী কুলীনগণের পূজা করিয়াছিলেন। বল্লালসেন বঙ্গদেশান্তর্গত বিক্রমপুরে বাস করিতেন। তিনি নিজে বরেন্দ্র-

দেশীয় অনিরুদ্ধনামা পণ্ডিতশ্রেষ্ঠের শিষ্য ছিলেন। (১) বল্লাল-সেনের সমকালে সাবর্ণ গোত্রে অনিরুদ্ধ নামক এক ব্যক্তি ছিলেন। যখন বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ করেন তখন সাবর্ণগোত্রীয় অনিরুদ্ধ বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত থাকা বারেন্দ্রকুলের বংশাবলী পুস্তক দৃষ্টে জানা যায়। এই অনিরুদ্ধ বল্লালসেনের গুরু কি না তাহা বলা কঠিন। বল্লালসেন একটী স্বর্ণময়ী ধেনু দান করেন। কতিপয় রাঢ়ী ব্রাহ্মণ ঐ স্বর্ণধেনু খণ্ড খণ্ড করিয়া সুবর্ণ গ্রহণ করেন। ইহাতে বল্লালসেন ঐ প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণগণকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করেন (২)। কথিত আছে যে ইহাতেই বল্লালসেন শ্রেণীবিভাগ করিয়াছিলেন। (৩) শ্রেণীবিভাগ বিষয়ে তাঁহার কি নিগূঢ় উদ্দেশ্য

১। বেদার্থস্মৃতি সঙ্কলাদিপুরুষঃ শ্লাঘ্যো বরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাসনয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মভাবদার্য্যশীলবলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
[illegible]রেরিব গীষ্পতির্নৃপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥
(অস্য বল্লালসেনস্য নৃপতেঃ।)
বল্লালসেন কৃত দানসাগর।
জিলা রঙ্গপুরের অন্তর্গত ব্রাহ্মণীকুণ্ডা গ্রামে প্রাপ্ত।

২। স্বর্ণ ধেনুদান ও তাহা কাটিয়া সুবর্ণ গ্রহণ করার প্রমাণ। রাঢ়ীয় কুল বিবরণে লেখা হইল।

৩। ততো বহুতিথেকালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেন নৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥
রাঢ়ায়াং গৌড় বারেন্দ্র সুহ্ম বঙ্গোপবঙ্গকে।
অধিকারো ভবেত্তস্য বলবীর্য্যপ্রভাবতঃ॥
কান্যকুব্জাম্বয়ান্ বিপ্রান্ দৃষ্ট্বা চাতিগুণোত্তরান্।
আদিশূরস্য নৃপতের্যশোমূর্ত্তিবিবর্দ্ধিতান্॥
আদিশূরস্য যশসঃ পশ্চাদ্বর্দ্ধি যশোমম।
যথা ভবিষ্যাৎ সতাং গেহে তথৈব বিদধাম্যহং।
ইতি সঞ্চিন্ত্য [illegible]কৃতবান্ শ্রেণীনির্ণয়ং॥

ছিল, তাহা এইক্ষণে বিবেচনা করিয়া স্থির করা কঠিন। বল্লালসেন যখন শ্রেণী বিভাগ করেন, তখন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় অধিগাগ্নি ওঝার অধস্তন ১৩শ পুরুষে জয়সাগর এবং মণিসাগরের ও কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণের অধস্তন ৮ম পুরুষে স্বর্ণরেখ ও ভবদেবের, বাৎস্যগোত্রীয় ধরাধরের ৪র্থ পুরুষে চতুর্ব্বেদাস্তাচার্য্য ও দামোদরের, ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতমের অধস্তন ১৫শ পুরুষে ভাস্কর বেদান্তী ও পরাশরের, সাবর্ণগোত্রীয় পরাশরের অধস্তন ৮ম পুরুষে অনিরুদ্ধ ও গুণার্ণবের জন্ম হইয়াছিল। বাল্ললসেনের শ্রেণীবিভাগকালে জয়সাগর স্বর্ণ-রেখ চতুর্ব্বেদাস্তাচার্য্য ভাস্কর বেদান্তী এবং অনিরুদ্ধ ইহাঁরা বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়া বরেন্দ্রদেশে বাস করেন। মণিসাগর, ভবদেব, দামোদর, পরাশর, গুণার্ণব ইহাঁরা রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের সহিত রাঢ়দেশে গিয়া রাঢ়ীয় দলে প্রবেশ করেন। (১) বল্লালসেন রাঢ় এবং বরেন্দ্রদেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেবল শ্রেণী বিভাগ করিয়া

স্থিতা রাঢ়দেশে দ্বিজাযে সমেতাঃ কৃতা তেন রাঢ়ীয়সংজ্ঞা হি তেষাং।
তথা গৌড়দেশস্থিতানাং দ্বিজানাং কৃতা তেন বারেন্দ্রসংজ্ঞা প্রসিদ্ধা॥

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

অন্যচ্চ।

অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥
আদিশূরানীতবিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাপরান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বাঃ আনয়ৎ স নিজালয়ে॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র গ্রামে নিরূপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ঞ্চ নির্দ্দিষ্টং রাঢ়ী বারেন্দ্র সংজ্ঞকং॥

সন্তুষ্ট হন নাই; তিনি যখন দেখিলেন, রাঢ়ী বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা অসদাচারপরায়ণ হইয়া উঠিলেন, তখন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ীয় কুলের বহুরূপ প্রভৃতি ১৯ জন মুখ্য কুলীন, যাঁহারা স্বর্ণধেনুর সুবর্ণ গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের পূজা করিয়াছিলেন। (১) বারেন্দ্রকুলে যখন বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় জয়সাগরের অন্যতর পুত্র পীতাম্বর লাহেড়ির সাধু, রুদ্র, লোকনাথ নামক পুত্রত্রয় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সাধু এবং রুদ্র উভয়েই বাগছি গ্রামীণ; বিশেষ এই যে সাধুর গাঞির নাম সাধুবাগছি এবং রুদ্রের গাঞির নাম রুদ্রবাগছি। কাশ্যপ-গোত্রীয় স্বর্ণরেখ, বাৎস্য গোত্রীয় চতুর্ব্বেদান্তাচার্য্য, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ভাস্কর বেদান্তীও কৌলীন্য মর্য্যাদা ধার্য্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন না। স্বর্ণরেখের পৌত্র ক্রতু ভাদুড়ি এবং মৈত্রেয় মৈত্র। চতুর্ব্বেদান্তা-চার্য্যের পুত্রদ্বয় লক্ষ্মীধর সান্যাল, জয়মান মিশ্র, ভীমকালি হাই এই সাত জন বল্লালসেনের সভাতে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন, এবং ভাস্কর বেদান্তীর পুত্র সায়নাচার্য্য ভাদড় কুলীনের সংখ্যা পূরণ জন্য কুলীন দলে গৃহীত হইয়া তিনিও কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়া-ছিলেন। (২)

ধরাশূর কি পরীক্ষাতে রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণকে মুখ্য কুলীন, গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন, তাহার

১। ইহাতেই রাঢ়ীয় কুলে বল্লালসেনকর্ত্তৃক কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন হওয়ার প্রবাদ চলন আছে।

২। সায়নাচার্য্য ভাদড় প্রথমতঃ কুলীন বলিয়া গণ্য হন না। সুতরাং কুলীন হইতে যে নবগুণের আবশ্যক তাহা সায়নাচার্য্যে ছিল না। রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৮ গ্রামীরা কুলীন, সেই দৃষ্টে বারেন্দ্র কুলেও ৮ গ্রামী ব্রাহ্মণগণকে কুলীন করিতে বল্লালসেনের ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তৎকালে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে ৭ জন ভিন্ন নবগুণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ ছিল না। ভিন্ন দেশে ব্রাহ্মণ প্রেরণই ইহার কারণ অনুমিত হয়।

প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। বল্লালসেন, গুণ বিচার করিয়া কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করার প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধারণতঃ প্রবাদ এই যে, বল্লালসেন কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপনের দিনাবধারণ করিয়া, রাজধানীতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বান করেন, তদনুসারে ব্রাহ্মণেরাও রাজধানীতে উপস্থিত হন, যাঁহারা কৃতস্নান ও কৃতাহ্নিক হইয়া বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কুলীন, যাঁহারা প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাধা করিয়া, সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। যাঁহারা কৌলীন্যমর্য্যাদালাভের প্রত্যাশাতে অতি প্রত্যূষে প্রাতঃকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি না করিয়াই বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা কষ্ট শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। এই প্রবাদের প্রতি বিশ্বাস করা কঠিন। বল্লালসেন বুদ্ধিমান্ স্বাধীন রাজা ছিলেন, তাঁহার সভাতে বিদ্বান্ মন্ত্রী সকল ছিল। তৎকর্ত্তৃক এইরূপ অসার পরীক্ষাদ্বারা কুলীন শ্রোত্রিয় বিভাগ করণ সম্ভব নহে, আর ব্রাহ্মণেরাই বা কেন, এইরূপ ক্ষণিক ও অসার পরীক্ষাতে সম্মত হইবেন। যে কৌলীন্য প্রথা পুরুষানুক্রমিক হইবে, তাহা এইরূপ অসার ও ক্ষণিক পরীক্ষাতে সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ বারেন্দ্রকুলের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে উপরি উল্লিখিত প্রবাদটীকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। প্রবাদটীকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে বল্লালসেনই করঞ্জাদি অষ্টগ্রামীণ ব্রাহ্মণদিগকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন, স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বল্লালসেনের সময়ে করঞ্জ, কামদেব, কালিহাই এবং ভট্টশালি গাঞির অস্তিত্বই ছিল না। (১) মধু মৈত্রের সহিত নরসিংহ নাড়িয়ালের করণের পূর্ব্বে, নাড়িয়াল গ্রামীণেরা সিদ্ধত্ব পদ প্রাপ্ত হন নাই।

১। করঞ্জ, নন্দনাবাসী, ভট্টশালি, লাডুলি, চম্পাটি, ঝম্পাটি (অর্থাৎ ঝামালা), আতুর্থী,

কুল এবং কুলীন এই দুইটি শব্দ বল্লালসেনের সময়ের সৃষ্ট শব্দ নহে। কুল শব্দে বংশ বুঝায়, উত্তম কুলোদ্ভব ব্যক্তি বুঝাইতে কুলীন শব্দ ব্যবহৃত হয়। বল্লালসেনও উত্তম কুলোদ্ভব এবং আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান এই নয় প্রকার গুণবিশিষ্ট ব্যক্তিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। (১) কুবিবাহ, ক্রিয়ালোপ, বেদের অনধ্যয়ন, অনৃত ব্যবহার, পরদার গমন, অভক্ষ্য ভোজন, প্রভৃতি কারণে পূর্ব্বকালে কুলপাত হইত। (২) বল্লালসেনও ইহার অতিরিক্ত কিছু করেন না। শ্রোত্রিয় কুলীনে আদান প্রদান বল্লালসেনের সময়ে চলন ছিল। (৩) বারেন্দ্র ঘটকেরা আরও কহেন, যাঁহারা নিষ্ঠাগুণে হীন ছিলেন, তাঁহারাই শ্রোত্রিয়

এবং কামদেব (অর্থাৎ কামদেব কালিহাই) এই অষ্ট গ্রামীণেরা বারেন্দ্রকুলে সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। ক্রতু ভাদুড়ি বল্লালসেনের সময়ে কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ক্রতুর পুত্র সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভল্লুকাচার্য্য, ভল্লুকের দুই পুত্র,—যোগেশ্বর এবং দিবাকর। দিবাকর হইতেকরঞ্জ গাঞি আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বে করঞ্জ গাঞি হয় নাই। বাৎস্য গোত্রে জয়মান্ মিশ্র, ভীম কালিহাই বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। জয়মানের বৃদ্ধ প্রপৌত্র অধিপতির অন্যতর ভ্রাতা কামদেব হইতে কামদেব কালিহাই গাঞির, এবং অধিপতির অন্যতর পৌত্র মহীধর হইতে ভট্টশালি গাঞির সৃষ্টি হয়। ভাদুড়ি এবং ভীম কালিহাইর বংশাবলী দ্রষ্টব্য।

১। আচারো বিনয়োবিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥

২। কুবিবাহৈঃ ক্রিয়ালোপৈর্বেদানধ্যয়নেন চ।
কুলান্যকুলতাং যান্তি ব্রাহ্মণাতিক্রমেণ বৈ॥
অনৃতাৎ পারদার্য্যাচ্চ তথাঽভক্ষ্যস্য ভক্ষণাৎ।
অশ্রোত্র ধর্ম্মাচরণাৎ ক্ষিপ্রং নশ্যতি বৈ কুলং॥

কৌর্ম্মে উপবিভাগে ১৫ অধ্যায়।

৩। বারেন্দ্র শ্রেণীতে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন হইলেও কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয় গ্রহণ করিতেন, তাহা কুবিবাহ বলিয়া জ্ঞান ছিল না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি তাহা রহিত করেন।

হন। রাঢ়ীয় ঘটকেরা কুলীনের লক্ষণে শান্তি শব্দের পরিবর্ত্তে আবৃত্তি পাঠ কল্পনা করিয়া কহেন, যাঁহারা আবৃত্তিগুণে বর্জ্জিত, তাঁহারাই শ্রোত্রিয় হইয়াছিলেন। (১) ব্রাহ্মণমাত্রেই শ্রোত্রিয় পদ-বাচ্য, তবে বর্ণ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি পতিতেরা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত নহেন। শ্রোত্রিয় শব্দের সৃষ্টি অথবা ব্রাহ্মণগণের মধ্যে শ্রোত্রিয় বলিয়া আখ্যা প্রদান করা বল্লালসেনের কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। তিনি এবং ধরাশূর শ্রোত্রিয় দল হইতে কতকগুলি ব্রাহ্মণকে কুলীন বলিয়া স্থির করা মাত্রই সম্ভবপর কথা। বর্ত্তমান সময়ে কুলের যেরূপ সূক্ষ্ম তারতম্য ভাব দেখা যায়, ধরাশূর অথবা বল্লালসেনের সময়ে সেইরূপ কঠিন এবং অনর্থকর নিয়মাবলী অবধারণ হয় নাই। কুলকালিমা নামক প্রবন্ধলেখক কহেন, বল্লালসেন কৃত কৌলীন্য সম্বন্ধীয় কঠিন নিয়মাবলী শিথিল করার জন্যই বারেন্দ্রকুলে উদয়না-চার্য্য ভাদুড়ি প্রভৃতি এবং রাঢ়ীয় কুলে দেবীবর ঘটক প্রভৃতি সংশোধিত নিয়ম স্থাপন করেন। (২) কুলকালিমার এই লেখার প্রতি সম্যক্ শ্রদ্ধা অথবা বিশ্বাস করা কঠিন ব্যাপার এবং তদ্রূপ ঘটনাও হয় নাই। বরং উদয়নাচার্য্য এবং দেবীবর ঘটক দ্বারা সমাজের অনেক অনিষ্ট ঘটিয়াছে, যথাস্থানে তাহা প্রদর্শিত হইবে।

ধরাশূর রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে যে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করেন, তাহাতে মুখ্য ও গৌণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়দের মধ্যে পর-স্পর কন্যা আদান প্রদান হইতে পারিত কি না, তাহা নিশ্চয়রূপে জানা যায় না। বল্লালসেনও রাঢ়ীয় কুলে স্বতন্ত্র কোন নিয়ম স্থাপন

১। সপর্য্যায় হইতে কন্যা গ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। রাঢ়ীয় কুল বিবরণে ইহার বিস্তার লেখা হইয়াছে। শ্রোত্রিয়ের মধ্যে আবৃত্তি গুণ থাকা অস-ম্ভব নহে। বাস্তবিক আবৃত্তি শব্দ ঘটকেরা পরে বসাইয়াছেন।

২। কুলকালিমা দ্বিতীয় সংস্করণ ৮৪ পৃঃ।

করিয়াছেন এমত বোধ হয় না। তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহার নিয়মমতে কুলীন শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদানে বাধা ছিল না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির নিয়মমতে শ্রোত্রিয়গণ কুলীনকন্যা গ্রহণে নিবারিত হন। রাঢ়ী বারেন্দ্র শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্ব হইতেই রাঢ় ও বরেন্দ্র দেশবাসী কান্যকুব্জীয় বিপ্র সন্তানগণের মধ্যে বিবাহ চলিত ছিল না। বল্লালও কুলীন শ্রোত্রিয়ে পরস্পর কন্যা আদান প্রদান নিষেধ করেন নাই। এই সকল বিবেচনা না করিয়াই অনেকে বল্লালকে গালি দিয়া থাকেন। এই স্থলে কুলকালিমা নামক প্রবন্ধ-লেখকের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি কহেন, কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করিয়া বল্লালসেন রাঢ়ী বারেন্দ্রগণের সর্ব্বনাশ করিয়াছেন ; রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ দ্বারা ভেদ জন্মাইয়াছেন। বল্লালসেন যাহাদিগকে আন্তরিক ভালবাসিতেন তাহাদের (বৈদিকগণের) মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন নাই। (১) প্রবন্ধ-লেখক এই বলিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। বল্লালসেনকে বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের গূঢ় অভিপ্রায়ে কৌলীন্য প্রথা স্থাপন করা যুক্তিদ্বারা সাব্যস্ত করিতে চেষ্টা পাইয়াছেন। (২) অধিক আক্ষেপের বিষয় এই যে প্রবন্ধ-লেখক এক স্থানে "সুতীক্ষ্ণ মনীষাসম্পন্ন পাঠকগণ তোমরা অদ্য পর্য্যন্তও বল্লাল মস্তকে পদাঘাত কর নাই।" (৩) অন্যস্থানে "বল্লালসেন ভ্রমপরবশ হইয়া ঐ বিধির প্রণয়ন করেন নাই। "তাহার

১। প্রবন্ধ-লেখক ও পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন বৈদিক ব্রাহ্মণ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণ মধ্যে বল্লালী মর্য্যাদা স্থাপন হয় নাই, তথাপি প্রকারান্তরে তাহাদের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা চলন আছে। আভিজাত্যের ও সদাচারশালীর সম্মান স্বতঃই হইয়া উঠে। বৈদিক এবং বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে বল্লালকৃত কৌলীন্য মর্য্যাদা না থাকাতে তাহাদের কি উন্নতি হইয়াছে তাহাও বুঝা যায় না।

২। ৭৭।৭৮ পৃঃ। ৩। ৭২ পৃঃ।

নারকীয় মানসগহ্বরে মলিন অস্থিপ্রায় দণ্ডায়মান ছিল।" (১) প্রভৃতি কঠিন শব্দ ব্যবহার করিয়া একজন স্বাধীন রাজাকে গালি দিয়াছেন।

প্রবন্ধ-লেখক যেরূপ বিষদৃষ্টিতে বল্লালকে দেখিতেছেন, আমরা তদ্রূপভাবে বল্লালকে দেখিতে ইচ্ছা করি না অথবা বল্লালসেনকে বৌদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়দাতা এবং হিন্দুধর্ম্মের নাশনিমিত্ত যত্নশীল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। একটী নীচজাতীয়া কন্যাকে বল্লালসেন রাজধানীতে আনার প্রবাদ সত্য হইলেও তাহাকে বিবাহ করা অথবা বৌদ্ধধর্ম্মের উৎসাহ দেওয়ার কোন প্রমাণ নাই। বল্লালসেন কৃত দানসাগর গ্রন্থই তাহার হিন্দুধর্ম্মে আস্থা থাকার পরিচয় দিতেছে। ঐ গ্রন্থের সমাপ্তি শ্লোক পাঠ করিলে বল্লালসেন কর্ত্তৃক নাস্তিকতার উচ্ছেদকরণ সপ্রমাণিত হয়। (২) লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও বল্লালসেনকে বেদোক্তপথের পথিক বলিয়া বর্ণনা আছে। (৩) বল্লাল-সেন বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এ কথা এই প্রথম শুনা গেল। বল্লাল-সেন স্বাধীন রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম্মের পক্ষপাতী হইলে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং বৈদিক ব্রাহ্মণগণের মধ্যেও অনেকে বৌদ্ধধর্ম্মের সেবা করিত। এত দিন বল্লালসেনের জাতি এবং পিতৃনাম লইয়া বিভিন্নমত ছিল, সম্প্রতি কুলকালিমা-লেখক তাহার ধর্ম্মসম্বন্ধেও আপত্তি উঠাইলেন।

বল্লালসেন যখন রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র শ্রেণীবিভাগ করেন, তখন বরেন্দ্রদেশে ৩৫০ এবং রাঢ়ে ৭৫০ ব্রাহ্মণ গণনাতে পাইয়াছিলেন

১। ৭৩ পৃঃ কুলকালিমা।

২। ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিকপদোচ্ছেদায় জাতঃ কলৌ।
শ্রীকান্তোপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ॥

৩। প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামললসো যেনায়নৈকাধ্বগঃ।
সংগ্রামাশ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ॥

এবং বরেন্দ্রবাসী ৩৫০ ব্রাহ্মণের মধ্য হইতে মগধ দেশে ৫০ জন, ভোট দেশে ৬০ জন, রভাঙ্গদেশে ৬০ জন, উৎকল দেশে ৪০ জন, মোড়ঙ্গদেশে ৪০ জন এই ২৫০ শত ব্রাহ্মণ পাঠাইয়া অবশিষ্ট ১০০ একশত ব্রাহ্মণকে বরেন্দ্র দেশে রাখিয়াছিলেন। (১) বল্লালসেন কিজন্য ভোটাদি দেশে ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন তাহার কারণ প্রকাশ নাই। এবং কি জন্যই বা রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে কাহাকে ভিন্নদেশে না পাঠাইয়া কেবল বরেন্দ্রদেশবাসী অল্পসংখ্যক ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে ২৫০ শত ব্রাহ্মণ ভিন্নদেশে পাঠাইলেন ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে না।

বল্লালসেন কোন্ সময়ে শ্রেণীবিভাগ এবং কোন্ সময়ে কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন তাহা, অথবা তিনি কোন্ সময়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা কুলগ্রন্থে লিখিত নাই। কেহ বলেন, ১১১৪ শকে বল্লালসেনের জন্ম হয়, এবং তাঁহার পিতার নাম মিত্রসেন। (২) উক্ত প্রমাণ সত্য হইলে ১১১৪ শকে (১১৯২ খৃষ্টাব্দে) বল্লালসেনের

১। বরেন্দ্রে তু তদা সার্দ্ধত্রিশতাগ্রজন্মনাং।
রাঢ়ায়াস্তু দ্বিজাশ্চাসন্ সার্দ্ধাষ্টোধিশতানি চ॥
বরেন্দ্রবাসিবিপ্রাণাং মধ্যে চৈকশতদ্বিজাঃ।
বরেন্দ্রে রক্ষিতা রাজ্ঞা সদাচারপরায়ণাঃ॥
দ্বিশতাধিক পঞ্চাশদ্বারেন্দ্রাণাং দ্বিজন্মনাং।
পঞ্চাশন্মগধে ষষ্টির্ভোটে ষষ্টিঃ রভঙ্গকে॥
চত্বারিংশদুৎকলেচ মোড়ঙ্গেঽপি তথাষ্টকাঃ।
দত্তা নৃপতিনা হর্ষং বল্লালেন মহাত্মনা॥

বারেন্দ্রকুলপঞ্জী।

২। বেদচন্দ্র ধরা ক্ষৌণী শাকে সিংহস্থ ভাস্করে।
মিত্রসেনস্ত পুত্রোঽভূৎ শ্রীলবল্লাল ভূপতিঃ॥

১২৮৫ সালের ভবানীপুর হবয়বন যন্ত্রে মুদ্রিত শ্রীশশিভূষণ নন্দী প্রণীত কায়স্থপুরাণধৃত দেবীবর বচন ১৫২ পৃঃ।

জন্ম হয়। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার খিলিজি কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন, ইহা স্মরণ করিয়া কোন্ ব্যক্তি ১১১৪ শকে বল্লালসেনের জন্ম সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন? বিশেষতঃ যে বচনে ১১১৪ শকে বল্লালসেনের জন্ম কথিত হইয়াছে সেই বচনে বল্লালসেনের পিতার নাম মিত্রসেন লিখিত আছে। বল্লালসেনের নিজকৃত দানসাগর গ্রন্থে এবং লক্ষ্মণসেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসনে সেন বংশের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে বিজয়সেন, বল্লালসেনের পিতা ইহা প্রমাণ হয়। ঐ সকল প্রমাণের বিপরীতে বল্লালসেনকে মিত্রসেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব ১১১৪ শকে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করেন, ইহার প্রমাণ-সূচক সংস্কৃত বচন পরবর্ত্তী কালে, সেন বংশের ইতিহাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা প্রস্তুত হওয়া বলিতে হইবে। উক্ত বচনকে দেবীবর ঘটকের বচন বলিয়া স্বীকার করিতে অশক্ত। দেবীবর ঘটক এইরূপ ইতি-হাসানভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না।

আইন আকবরিতে ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল লিখিত আছে। জেমস্ প্রিন্সেপ সাহেবও টেবল্স নামা গ্রন্থের রাজাবলী মধ্যে গৌড়ীয় রাজগণের যে তালিকা দিয়াছেন, তাহাতেও আইন আকবরির মতানুসরণ করিয়া ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ বল্লালসেনের রাজত্বকাল কহিয়াছেন। গৌড়ীয় হিন্দু রাজগণের সময় নিরূপণ পক্ষে আইন আকবরি প্রসিদ্ধ প্রমাণ নহে। বল্লালসেনের বহুকাল পরে দিল্লীর সম্রাট আকবর সাহের সভাসদ্ আবুল ফাজেল, আইন আক-বরি প্রস্তুত করিয়াছেন। ৯৫৪ শকে আদিশূর গৌড়ে ব্রাহ্মণ আন-য়ন করেন, ঐ সমকালে আদিশূর গৌড়ে রাজত্ব করিয়াছেন, আদিশূর হইতে বল্লালসেন অধস্তন ৮।৯ পুরুষীয় রাজা। এখন বিবেচনা করুন, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ৯৮৮ শকাব্দ হইতেছে; আদিশূরের রাজত্বকাল

৯৫০ শকাব্দ, আইন আকবরিতে উক্ত বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল ৯৮৮ শকাব্দ, এই উভয়ের মধ্যে ৩৮ বৎসরের বিভিন্নতা মাত্র দেখা যায়। ৮।৯ পুরুষে ৩৮ বৎসর মাত্র অতিবাহিত হওয়া কোন মতেই হইতে পারে না। ৩য় খণ্ড রহস্যসন্দর্ভের ২৮ সংখ্যক পত্রে যিনি সেন বংশ এবং গৌড়ীয় রাজবিবরণ নামা প্রস্তাব লিখিয়াছেন, তিনিও ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভ হওয়া কহেন। তিনি কহেন বল্লালসেন ১০১৯ শকে অর্থাৎ ১০৯৭ খৃষ্টাব্দে দানসাগর রচনা করিয়াছিলেন। (১) প্রস্তাব-লেখক আপন উক্তির প্রমাণ জন্য সময়-প্রকাশ গ্রন্থের যে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতে ১০১৯ শক না হইয়া ১০৯১ শক হয়। প্রস্তাব-লেখক ভ্রমবশতঃই হউক, অথবা আইন আকবরির উল্লিখিত ১০৬৬ খৃষ্টাব্দ বল্লালসেনের রাজ্যারম্ভকাল ইহা রক্ষা নিমিত্তই হউক, ১০৯১ অঙ্ক স্থলে ১০১৯ অঙ্ক যোগ করিয়াছেন।

সময়প্রকাশ নামক গ্রন্থের লিখিত বচন দ্বারা ১০৯১ শকাব্দে বল্লালসেন দানসাগর রচনা করা প্রমাণ হয়। ৯৫৪ শকে আদিশূর ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। ৯৫৪ হইতে ১০৯১ শকাব্দের মধ্যে ১৩৭ বৎসরের বিভিন্নতা, ৮।৯ পুরুষে ১৩৭ বৎসর অতিবাহিত হওয়া অসম্ভব নহে। ১০১৯ শকাব্দে ১০৯৭ খৃঃ অব্দ হইতেছে এবং বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বল্লালসেনের পুত্র লছমনিয়া রাজা ১২০৩ খৃষ্টাব্দে কি প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইতে পারেন, ইহা ভাবিয়াই রহস্য-সন্দর্ভের প্রস্তাব-লেখক অস্থির হইয়া নানারূপ ইতস্ততঃ মীমাংসাতে

১। নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্বল্লালসেনদেবেন।
পূর্ণে শশি নব দশমিতে দানসাগরো রচিতঃ।

প্রস্তাব-লেখক কি প্রকারে ১০১৯ শক পাইলেন? বিধের অঙ্কে রামগতি হেতু (১০) (৯) (১) অঙ্কে ১০৯১ শক হয়।

প্রবৃত্ত হইয়াছেন। ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেনের রাজত্ব আরম্ভ হইয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে যদি তৎপুত্র লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হন, তাহা হইলে ২ পুরুষে ১৩৭ বৎসর রাজ্য ভোগ করা অসম্ভব বলিয়াই বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণকে বল্লালসেনের প্রপৌত্র বলিয়া প্রস্তাব-লেখক স্থির করিয়াছেন। অতএব বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণের সহিত বল্লালসেনের সম্বন্ধ বিবেচনা করা যাইতেছে।

বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক পরাজিত লক্ষ্মণসেন যে বল্লালসেনের পুত্র নহেন, ইহা বলিয়া কেহই কোন সন্দেহ করেন নাই। বরং সকলেই পরাজিত লক্ষ্মণকেই বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া জানেন। বাঙ্গালা জয়ের ৫৭ বৎসর গতে ১২৬০ খৃষ্টাব্দে আবুওমার মিনহাজুদ্দিন জেওরজানি, তবকাৎ নাসরি নামক যে গ্রন্থ লিখেন, তাহা বাঙ্গালা জয়ের সময় সম্বন্ধে অকাট্য প্রমাণ বলা যাইতে পারে, কিন্তু লছমনিয়ার পরিচয় সম্বন্ধে মিনহাজুদ্দিনের উক্তি তত স্পষ্ট নহে। মিনহাজুদ্দিন লছমনিয়ার পরিচয় সম্বন্ধে এই এই কথা লিখিয়াছেন। (১) লছমনিয়ার পিতার নাম লক্ষ্মণ, (২) তিনি অশীতিবর্ষ বয়স্ক, এবং বিদ্বান্ রাজা ছিলেন। (৩) নবদ্বীপে তাঁহার রাজধানী ছিল। বক্তিয়ার খিলিজির কথা শুনিয়াই সঙ্কনথে (ক) (Sank Nauth) পলাইয়া যান। (৪) লছমনিয়া আপন পিতার মৃত্যুর পর ভূমিষ্ঠ হন, এবং ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজা হইয়াছিলেন। (৫) যখন লছমনিয়ার মাতার প্রসব বেদনা

(ক) মিনহাজুদ্দিনের উল্লিখিত সঙ্কনথ শব্দ ইংরাজিতে Sank Nauth লিখিত হয়, ক্রমে (S) এছের (J) জ উচ্চারণ হইয়া প্রথমে Jank Nath পরে Jaga Nath হইয়াছে। ইহাতেই লক্ষ্মণসেন জগন্নাথে পলাইয়া যাওয়ার কথা প্রচার হইয়াছে। মিনহাজুদ্দিনের সঙ্কনথ কোন্ স্থানে ছিল তাহার নির্ণয় নাই। লক্ষ্মণসেন নবদ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়া বিক্রমপুরে যান, লক্ষ্মণের পরেও বিক্রমপুরে সেনবংশের অধিকার ছিল।

উপস্থিত হয় তখন জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ গণনা করিয়া কহিয়াছিলেন, এই মুহূর্ত্তে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে দুঃখী হইবে, ইহার কিছুকাল পরে প্রসব হইলে জনিষ্যমান্ পুত্র দীর্ঘজীবী এবং রাজা হইবে, এই কথাতে প্রসূতির পাদদ্বয়ে রজ্জুবন্ধন করিয়া অধোমুখে ছাদের সহিত ঝুলান হইয়াছিল। এই প্রক্রিয়াতে প্রসূতির মৃত্যু এবং অভিলম্বিত সময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল। (১) এই পরিচয় মধ্যে প্রথম পরিচয় লইয়াই গোল, লক্ষ্মণসেনের পুত্রদ্বয়ের নাম মাধবসেন এবং কেশবসেন, লছমনিয়া নামে কোন পুত্র ছিল না। ৫ম পরিচয় সম্বন্ধেও কিছু বলা যাইতে পারে না। মিনহাজুদ্দিন ৬৪২ হিজরা অব্দে দেওকোট নামক স্থানে বক্তিয়ারের সেনাপতি মওয়াতমদ্দোলার নিকট অবগত হইয়া লছমনিয়ার পরিচয় লিখিয়াছেন, কি মিনহাজুদ্দিন কি মওয়াতমদ্দোলা উভয়েই ভিন্ন দেশীয় লোক, বাঙ্গালা ভাষা জানিতেন না। নূতন জিত দেশের ইতিহাস এবং পরাজিত রাজার পরিচয় সংগ্রহ করা তাঁহাদের পক্ষে সহজ ছিল না। যাহা হউক ২।৩।৪ পরিচয় লক্ষ্য করিয়া লছমনিয়াকে বল্লালসেনের পুত্র বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে। বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণ সেনই বৃদ্ধ রাজা ছিলেন। বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণই বিদ্বান্ এবং পণ্ডিতমণ্ডলী দ্বারা বেষ্টিত থাকিতেন। তাঁহার সভাই পঞ্চরত্নের সভা বলিয়া কথিত হইত। (২) বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণের রাজধানীই নবদ্বীপে ছিল। বল্লালসেন মিথিলা জয় নিমিত্ত গমন

১। ষ্টুয়ার্টকৃত বাঙ্গালার ইতিহাস। ১৮৪৭ কলিকাতা এডিসন। ১ অধ্যায়।

২। লক্ষ্মণসেনের সভাতে পদাবলী-রচয়িতা জয়দেব, এবং প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির-ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তরলিখিত কবিতা-রচয়িতা এবং কলাপ ব্যাকরণের কারিকা-কর্ত্তা উমাপতি ধর, গোবর্দ্ধন, শরণ এবং কবিরাজ এই ৫ জন লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্ন ছিলেন। গৌড়নগরস্থ লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপের দ্বারে "গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ। কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ॥" কবিতা লিখিত ছিল। রূপ এবং সনাতন গোস্বামী উহা দেখিয়াছিলেন।

করিলে, বল্লালের মৃত্যুসংবাদ প্রচার হয়। সেই সমকালে লক্ষ্মণের জন্ম হওয়াতে, বল্লালসেনের মৃত্যুর পর লক্ষ্মণ ভূমিষ্ঠ হইয়াই রাজত্ব প্রাপ্ত হওয়ার প্রবাদ প্রচলিত আছে। (১) যদি বক্তিয়ার খিলিজি কর্ত্তৃক বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণ রাজ্যচ্যুত হওয়া সত্য হয় তাহা হইলে কোন গোলই থাকে না। মনে কর, বল্লালসেন ১০৯১ শকে (১১৬৯ খৃষ্টাব্দে) দানসাগর রচনা করিলেন; তাহার ২।৪ বৎসর পরে তাঁহার অভাব হইল, তদন্তে অর্দ্ধ প্রাচীন লক্ষ্মণসেন রাজা হইয়া ২৫।৩০ বৎসর রাজ্য ভোগ করিয়া ১২০৩ খৃষ্টাব্দে পরাজিত হইলেন। মিনহাজুদ্দিনের উল্লিখিত অশীতিবর্ষ বয়স, বৃদ্ধত্বের পরিচয় বলিতে হইবেক। রাজ্যচ্যুতকালে লক্ষ্মণসেনের ঠিক ৮০ বৎসর বয়স না হইতে পারে।

এই মীমাংসাতে দুইটি আপত্তির উত্থাপন হইতে পারে। (ক) যদি বল্লালাত্মজ লক্ষ্মণসেন ১২০৩ খৃষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত হন, তাহা হইলে লক্ষ্মণাত্মজ কেশবসেন কি প্রকারে ভূমিদান করিলেন, এবং সেই শাসনপত্রেই বা কেন কেশবসেনকে স্বাধীন রাজা বলা হইল। (খ) মিথিলার পণ্ডিতসমাজে লসং নামে একটি অব্দ প্রচলিত আছে, পণ্ডিতেরা তাহাকে লক্ষ্মসেনের সম্বৎ বলিয়া থাকেন। (২) ১১৯৭

১। প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পারীণবার্ত্তয়া।
মিথিলে যুদ্ধযাত্রায়াং বল্লালেঽভূন্মৃতধ্বনিঃ॥
তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ।

লঘু ভারত ২ খণ্ড ১৪০ পৃ.

২। মিথিলাতে লক্ষ্মণাব্দ প্রচলন থাকাতে এবং শিবসিংহ রাজার রাজ্যকালে লক্ষ্মণাব্দের প্রচার থাকাতে অনুমান হইতেছে, লক্ষ্মণসেন মিথিলা জয় করিয়া তথায় অব্দ প্রচলন করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা ছিলেন। কেশবসেনের তাম্রশাসনে দেখা যায় লক্ষ্মণসেন উড়িষ্যা, বানারস এবং প্রয়াগ পর্য্যন্ত জয় করিয়া তথায় যজ্ঞযূপ এবং জয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। শেষ বয়সে যবন এবং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া যুদ্ধ না করিয়া পলায়ন করেন।

শকাব্দে ৭৬৭ লক্ষ্মণাব্দ, অতএব ১০৩০ শকাব্দ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের আরম্ভ হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইলে ১০৯১ শকে বল্লালসেনের বর্ত্তমান ও রাজত্ব এবং দানসাগর রচনা হওয়া সম্ভব নহে। নিম্নলিখিত মতে আপত্তিদ্বয়ের খণ্ডন করা যাইতেছে।

১ম বক্তিয়ার খিলিজি ১২০৩ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার অধিকার পূর্ব্ববাঙ্গালাতে বিস্তৃত হয় নাই। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পূর্ব্ববাঙ্গালাতে লক্ষ্মণসেনের সন্তানগণের অধিকার ছিল। বল্লালসেনের পৌত্র সোনারগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ তোঘলক পূর্ব্ববাঙ্গালা জয় করেন। (১) ১২৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সোনারগ্রাম স্বাধীন হিন্দু রাজ্য থাকা বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠেও বোধ হয়। ১২৯৯ খৃষ্টাব্দে নূতন অধিকৃত দেশ সোনারগ্রামে মোসলমান রাজধানী স্থাপন হওয়ার সমাচার বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া যায়, অতএব ইহাতেই প্রথম আপত্তির উত্তর হইতেছে।

(২) লক্ষ্মণসেন ঈশ্বরচন্দ্র দেবশর্ম্মাকে এবং কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মাকে ভূমি দান করিয়া যে তাম্রশাসন লিখিয়া দেন, তাহার প্রথমোক্ত শাসনে "সং ৭ ভাদ্র দিনে ৩।" শেষোক্ত শাসনে "সং ২ মাঘ দিনে ১০" লিখিত আছে। সং ৭ এবং সং ২ লক্ষ্মণাব্দ বলিয়াই বিবেচনা হয়। শিবসিংহ নৃপতি বিদ্যাপতিকে যে ভূমি দান করেন, তাহাতেও লক্ষ্মণাব্দের পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাদ্বারা লক্ষ্মণসেনের যে একটী অব্দ প্রচলন ছিল তাহার প্রমাণ হয় এবং অদ্যাপিও মিথিলার পণ্ডিত

১। Statistical Accounts of Bengal, by Dr. Hunter, Vol. V, page 119.

২। ষ্টুয়ার্ট সাহেব কৃত বাঙ্গালার ইতিহাস।
কলিকাতা এডিসন ১৮৪৭। ৪৪।৫০ পৃঃ।

সমাজে প্রচলিত লসং যে লক্ষ্মণাব্দ তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না। কিন্তু কোন্ সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়াছে, তাহার কোন প্রকৃত সম্বাদ পাওয়া যায় না। জন্ম, যৌবরাজ্যে অভিষেক, প্রকৃত রাজ্যপ্রাপ্তির সময় অথবা অন্য কোন প্রসিদ্ধ ঘটনার সময় হইতে অব্দ প্রচলন হইয়া থাকে, লক্ষ্মণাব্দ যে লক্ষ্মণসেনের জন্ম সময় হইতে আরম্ভ হয় নাই, তাহা সং ২ এবং সং ৭ অব্দের ভূমিদানদ্বারা প্রমাণ হইতেছে। লক্ষ্মণসেন আপন পিতার সহিত বিবাদ করিয়া গৌড়ে আসিয়া রাজ্য করার প্রবাদও আছে, অতএব হয়, লক্ষ্মণ-সেনের যৌবরাজ্যে অভিষেকের, নয় গৌড়ে আসিয়া রাজ্যকরার সময় হইতে লক্ষ্মণাব্দ আরম্ভ হইয়া থাকিবে। এইরূপ মীমাংসাতে সর্ব্ব দিক্ রক্ষা পায়। যুবরাজগণ আপনাদিগকে রাজা বলিয়া পরিচয় দিয়া ভূম্যাদি দান করিয়া থাকেন। শিবসিংহকর্ত্তৃক ভূমিদানই তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। মিথিলা দেশীয় পঞ্জী গ্রন্থানুসারে ১৩৬৯ শকে শিবসিংহ রাজত্ব প্রাপ্ত হন। কিন্তু লক্ষ্মণাব্দের গণনাতে রাজত্বারম্ভের ৪৬ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৩ শকে শিবসিংহ ভূমি দান করিয়াছিলেন।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বারেন্দ্রকুল বিবরণ।

অনেকেরই সংস্কার আছে, এমন কি ঘটকেরাও কহিয়া থাকেন বল্লালসেনের সভাতে যে সকল ব্রাহ্মণেরা উপস্থিত ছিলেন, তন্মধ্যে বরেন্দ্র দেশে যে ১০০ শত ব্রাহ্মণকে বল্লালসেন রাখিয়াছিলেন, তাঁহারাই বারেন্দ্রকুলের ১০০ একশত গ্রামী ব্রাহ্মণ এবং বল্লালসেন

তাঁহাদের মধ্যহইতে ৮ গাঞির ব্রাহ্মণকে কুলীন ও অপর আট গ্রামীকে সিদ্ধ শ্রোত্রিয় এবং ৮৪ গাঞি ব্রাহ্মণকে কষ্ট শ্রোত্রিয় করিয়াছিলেন। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণও বল্লালসেন এক শত গৃহ ব্রাহ্মণকে গাঞিযুক্ত করা লিখিয়াছেন (১); কিন্তু ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দেখিলে জানা যায় সময়ে সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা গ্রাম প্রাপ্ত হইয়া গাঞিযুক্ত হন। বল্লালসেনের রাজত্বের বহু পরেও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে নূতন নূতন গাঞির সৃষ্টি হইয়াছে। (২) বারেন্দ্রকুলে সর্ব্বশুদ্ধ একশত গাঞি গণনা হইয়াছিল। তন্মধ্যে কাশ্যপ গোত্রে আঠার, শাণ্ডিল্য গোত্রে চৌদ্দ, বাৎস্য গোত্রে চব্বিশ, ভরদ্বাজ গোত্রে চব্বিশ, সাবর্ণ গোত্রে বিংশতি গাঞি। (৩) মৈত্র, ভাদুড়ি, করঞ্জ, বালয়ষ্ঠি, মোধাগ্রামী, বলিহারী, মোয়ালি, কিরল, বীজকুঞ্জ, শরগ্রামী, সহগ্রামী, কটিগ্রামী, মধ্যগ্রামী, মঠগ্রামী, গঙ্গাগ্রামী, বেলগ্রামী, চমগ্রামী, অশ্রুকোটি, কাশ্যপগোত্রে এই ১৮ গাঞি। (৪)

১। লঘুভারত দ্বিতীয় খণ্ড বল্লালোপাখ্যান দ্রষ্টব্য বিশেষতঃ নিম্নলিখিত কবিতা।

বিপ্রানেকশত গৃহ বারেন্দ্রা[illegible]ঞিসংযুতান্।
কৃত্বা বল্লালসেনেন চক্রে [illegible]রণং॥

লঘুভারত ২ খণ্ড ১৩১ পৃঃ।

২। পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণের বংশাবলী দেখ।

৩। কাশ্যপেঽষ্টাদশ জ্ঞেয়াঃ শাণ্ডিল্যে চ চতুর্দ্দশ।
চতুর্বিংশতির্বাৎস্যেঽপি ভরদ্বাজে তথাবিধঃ॥
সাবর্ণে বিংশতি জ্ঞেয়াঃ গ্রামা হি গাঞিনামকাঃ।

৪। মৈত্রশ্চ ভাদুড়িশ্চৈব করঞ্জো বালয়ষ্ঠিকঃ।
মোধাগ্রামী বলিহারী মোয়ালিঃ কিরলস্তথা॥
বীজকুঞ্জঃ শরগ্রামী সহগ্রামী কটিস্তথা।
মধ্যগ্রামী মঠগ্রামী গঙ্গাগ্রামী তথৈবচ॥
বেলগ্রামী চমগ্রামী চাশ্রুকোটিস্তথাপরে।
অষ্টাদশ মিতাস্ত্রেস্তে কাশ্যপে পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

রুদ্রবাগছি, লাহেড়ি, সাধুবাগছি, চম্পটী, নন্দনাবাসী, কামেন্দ্র, সিহরী, তাড়োয়ালা, বিশী, মতস্যাশী, চম্প, সুবর্ণ তোটক, পুষাণ, বেলুড়ি, শাণ্ডিল্য গোত্রে এই ১৪ গাঞি। (১) সান্যাল, ভীমকালী, ভট্টশালী, কামকালী, কুড়মুড়ি, ভাড়িয়াল, লক্ষ, জামরুখী, সিমলী, ধোসালি, তাম্বুরি, বৎসগ্রামী, দেউলী, নিদ্রালী, কুক্কুটী, বোড়গ্রামী, শ্রুতবটী, অক্ষগ্রামী, সাহরি, কালীগ্রামী, কালী হয়, পৌণ্ড্রকালী, কালিন্দী, চতুরাবন্দী, বাৎস্য গোত্রে এই ২৪ গাঞি। (২) ভাদড়, লাড়ুলি, ঝামাল (ঝম্পটি), আতুর্থি, রাই, রত্নাবলী, উচ্ছরখি, গোচ্ছাসি, বাল, শাকটি, শিম্বিবহাল, সরিয়াল, ক্ষেত্রগ্রামী, দধিয়াল, পুতি, কাছটি, নন্দীগ্রামী, গোগ্রামী, নিখটী, পিপ্পলী, শৃঙ্গখোর্জার, গোস্বালম্বি, ভরদ্বাজগোত্রে এই ২৪ গাঞি। (৩) সিংদিয়াড, পাকড়া, দধি, শৃঙ্গী,

১। রুদ্রাখ্যো বাগছিশ্চৈব লাহেড়িঃ সাধুবাগ্‌ছিকঃ।
চম্পটী নন্দনাবাসী কামেন্দ্রঃ সিহরী তথা।
তাড়োয়ালাবিশীগ্রামী মতস্যাশী চম্প সংজ্ঞকঃ॥
সুবর্ণ তোটকশ্চৈব পুষাণো বেলুড়িস্তথা।
শাণ্ডিল্যে কথিতাশ্চৈতে গ্রামা হি গাঞিনামকাঃ॥

২। সপ্তাগিনী ভীমকালী ভট্টশালী তথৈবচ।
কামকালী কুড়ম্বশ্চ ভাড়িয়ালশ্চ লক্ষকঃ॥
জামরুখী সিমলী চ ধোসালিস্তাম্বুরিস্তথা।
বৎসগ্রামী দেউলী চ নিদ্রালী কুক্কুটী তথা॥
বোড়গ্রামী শ্রুতবটী চাক্ষগ্রামী চ সাহরিঃ।
কালীগ্রামী কালী হয়ঃ পৌণ্ড্রকালী তথৈবচ।
কালিন্দী চতুরাবন্দী বাৎস্যগোত্রে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

৩। ভাদড়ো লাড়ুলির্ঝামঃ আতুর্থিঃ রাইসংজ্ঞকঃ।
রত্নাবলী চোচ্ছরখি গোচ্ছাসি বালসংজ্ঞকঃ॥
শাকটিশ্চ তথা শিম্বির্বহালঃ সরিয়ালকঃ।
ক্ষেত্রগ্রামী দধিয়ালঃ পুতি কাছটিরেব চ॥
নন্দীগ্রামী গোগ্রামী চ নিখটী চ সমুদ্রকঃ।

মেদড়ি, উচ্চুড়ি, ধুচ্চুড়ি, তাড়োয়ার, সেতু, নইগ্রামী, নেধুড়ি, কপালী, টুট্টরি, পঞ্চবটী, খণ্ডবটী, নিকড়ি, সমুদ্র, কেতুগ্রামী, যশোগ্রামী, শিতলী, সাবর্ণগোত্রে এই বিংশতি গাঞি গণনা হইয়াছিল। (১)

কোন্ সময়ে বারেন্দ্র কুলে একশত গাঞি গণনা হইয়াছিল তাহার লিখিত প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। ঘটনা দৃষ্টে অনুমান হয় উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি যখন বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখনই একশত গ্রামী ব্রাহ্মণের সংখ্যা হইয়াছিল। সম্প্রতি উপরি উল্লিখিত একশত গ্রামীণ ব্রাহ্মণ বারেন্দ্রকুলে পাওয়া যায় না। মৈত্র, ভাদুড়ি, সাধুবাগছি, রুদ্রবাগছি, লাহেড়ি, সান্ন্যাল, ভীমকালিহাই, ভাদড়, কবঞ্জ, নান্ন্যাসী, ভট্টশালী, লাড়ুলি, চম্পটি, ঝামাল, আতুর্থি, কামদেব কালিহাই, উচ্ছরুখি, জামরুখী, রত্নাবলী, সিহরি, রাই, গোস্বালম্বি, বিশী, খোর্জ্জার, সরল, গোগ্রামী, কালীগ্রামী, সিংদিয়াড়, পাকড়ী, মধুগ্রামী প্রভৃতি ব্রাহ্মণ বারেন্দ্র শ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। অন্যান্য গ্রামী ব্রাহ্মণের বারেন্দ্রকুলে বর্ত্তমান আছেন কি না তাহার নিশ্চয় নাই, সম্ভবতঃ অনেক গাঞিই লোপ হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনুমান করেন কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ মধ্যে কেহ কেহ জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্তে বর্ণসঙ্কর অধম জাতির পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া বর্ণ ব্রাহ্মণ হইয়াছেন,

---

পিপ্পলী শৃঙ্গখোর্জারো গোস্বালম্বিস্তথৈবচ।
চতুর্ব্বিংশ মিতাত্রতে ভরদ্বাজে প্রকীর্ত্তিতাঃ॥

১। সিংদিয়াড়ঃ পাকড়ী চ দধি শৃঙ্গী চ মেদড়িঃ।
উচ্চুড়ি ধুচ্চুড়িশ্চৈব তাড়োয়ারশ্চ সেতুকঃ॥
নইগ্রামী নেধুড়িশ্চ কপালী টুট্টুরিস্তথা।
পঞ্চবটী খণ্ডবটী নিকড়িশ্চ সমুদ্রকঃ॥
কেতুগ্রামী যশোগ্রামী শিতলী চ তথাপরঃ।
সাবর্ণে কথিতা এতে গ্রামা হি বিংশতিঃ স্মৃতাঃ॥

বিবাহ করিতে না পারাতে অনেকের বংশ লোপ হইয়াছে, অনেকে গাঞি পরিবর্ত্ত করিয়া সিদ্ধ অথবা সাধ্য শ্রোত্রিয়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। এবং কেহ কেহ পূর্ব্বাঞ্চলে গিয়া বসতি করিয়া ভরেন্দ্র আদিম ব্রাহ্মণের সহিত মিলিত হইয়া গিয়াছেন। ইহাতেই কষ্ট শ্রোত্রিয় গ্রামীণ সমুদয় ব্রাহ্মণ এখন তল্লাশ করিয়া পাওয়া যায় না। গাঞিমালাতে যে সকল গ্রামের নাম লিখা আছে সেই সকল গ্রাম কোথায় ছিল, তৎসমুদয়ের স্থান নিরূপণ হওয়া সুকঠিন। মালদহ, রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত ভূমিভাগে এবং ঢাকার পশ্চিমাংশস্থ ভূমিখণ্ডে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের আদিতে বাস হইয়াছিল। সম্প্রতি বলিহার, তানোর, কুমড়ইল, দেউলি, করঞ্জা, ভাদড়া, জামুরকি, সিমলা নামে (১) কয়েকখানি গ্রাম পাওয়া যায়, এই সমুদয় গ্রাম হইতেই গাঞি নাম হওয়া অসম্ভব নহে। মৈত্র, ভীমকালিহাই, সাধু বাগছি, রুদ্র বাগছি, সান্ন্যাল, লাহেড়ি, ভাদুড়ি, ভাদড়, এই ৮ আট গ্রামী ব্রাহ্মণের সমাজ স্থান অদ্যাপি চিনিতে পারা যায়। তদ্দৃষ্টে অনুমান হয় মৈত্রগ্রামী ব্রাহ্মণেরা নাটোরের সন্নিহিত স্থানে, ভীমকালিহাই গ্রামী ব্রাহ্মণেরা পাবনার অন্তঃপাতী সাহাজাদপুর এবং মথুরা অঞ্চলে, সাধু বাগছির সন্তানেরা মাণিকগঞ্জ সবডিবিজনের পশ্চিমোত্তর ভাগে, রুদ্র বাগছির সন্তানেরাও পাবনার অন্তর্গত স্থানে, সান্ন্যালেরা বলিহার অঞ্চলে, লাহেড়িগণও নাটোরের

১। জেলা রাজসাহীর অন্তঃপাতী বলিহার নামে এক পরগণা আছে; বলিহার গ্রাম তাহার মধ্যবর্ত্তী। তানোর গ্রামও তৎসন্নিহিত স্থানে। বলিহারের জমিদারের বাসগ্রাম যাহা বলিহার নামে খ্যাত তাহারই প্রকৃত নাম কুড়মইল। দেউলিগ্রাম জেলা বগুড়ার মধ্যগত করতোয়া নদীর পূর্ব্ব পার। করঞ্জাগ্রাম জেলা পাবনার অধীন ইছামতী নদীর ধারে। ভাদড়াগ্রাম সম্প্রতি ময়মনসিংহের অন্তঃপাতী টাঙ্গাইল সবডিবিজনের দক্ষিণাংশে অবস্থিত। জামুরকি টাঙ্গাইলের নিকট; সিমলা রাজসাহীর অধীন।

সন্নিহিত স্থানে বাস করিয়াছিলেন। ভাতুড়ির বাসস্থান সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান হইবার উপায় নাই। (১)

কাশ্যপগোত্রীয় বংশ বিবরণ।

বারেন্দ্র কুলজ্ঞেরা সুষেণ হইতে কাশ্যপগোত্রের বংশাবলী-গণনা করেন। তাঁহাদের মতে যে সকল ব্রাহ্মণ আদিশূরের সভাতে গৌড় নগরে উপস্থিত হন, কাশ্যপগোত্রীয় সুষেণ তাহার অন্যতর ব্যক্তি। সুষেণের পুত্র ব্রহ্মাওঝা, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র পীতাম্বর, তৎপুত্র হিরণ্যগর্ভ, তৎপুত্র বেদগর্ভ, তৎপুত্র জিগ্নি মহামুনি। মহামুনির স্বর্ণরেখ এবং ভবদেব নামে দুইটি পুত্র জন্মে। এই সময়ে বল্লালসেন নৃপতি রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ করিয়াছিলেন। সেই বিভাগ কালে ভবদেব রাঢ়দেশে বসতি করিয়া রাঢ়ীদলে মিলিত হইয়া গিয়াছেন। স্বর্ণরেখ বারেন্দ্র দেশে থাকিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। বারেন্দ্র স্বর্ণরেখের পুত্রের নাম সিন্ধুওঝা। তিনি গরুড়কে দত্তক লইয়াছিলেন। তাঁহার ঔরসজাত পুত্রদ্বয়ের নাম ক্রতু ও মৈত্রেয়। যখন বল্লালসেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন বাস-গ্রামের নামানুসারে ক্রতুর ভাতুড়ি এবং মৈত্রেয়ের মৈত্র গাঞিঁ এবং উপাধি হইয়া নবগুণোপেত উভয় ভ্রাতা কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ক্রতুর পুত্রের নাম সঙ্কর্ষণ, তৎপুত্র ভল্লুকাচার্য্য। ভল্লুকের যোগেশ্বর এবং দিবাকর নামে দুই পুত্রের জন্ম হয়, তন্মধ্যে যোগেশ্বর পৈতৃক গাঞি ভাতুড়িতেই থাকিয়া ভাতুড়ি গ্রামী আখ্যাত হন। দিবাকর করঞ্জ গ্রামে বসতি করাতে তাহার করঞ্জ গাঞি হয়, এই

২। ভাতুড়ি কুলে বিখ্যাত উদয়নাচার্য্যের নিবাসস্থান লইয়াই ভিন্ন মত দৃষ্ট হয়। কেহ কহেন বগুড়ার অন্তঃপাতী নিসিন্দাতে তাঁহার বাস ছিল, অন্যেরা কহেন বালিয়াটি গ্রামে।

হইতে করঞ্জ গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। যোগেশ্বরের পুত্রের নাম পুণ্ডরীকাক্ষ, তৎপুত্র বৃহস্পতি আচার্য্য, ইনিই বিখ্যাত উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির জনক। বৃহস্পতি আচার্য্যের সহিত বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণাণির বিচার হয়. সেই বিচারে বৃহস্পতি আচার্য্য পরাজিত হওয়াতে বৌদ্ধাচার্য্যকর্ত্তৃক অপমানিত হইয়া বিচার-সভা হইতে বহিষ্কৃত হন, এবং লজ্জাবশতঃ বনগমন করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি পিতার মৃত্যু পরাভব এবং বৌদ্ধদিগের জয়সম্বাদ শ্রবণে ক্রোধ-পরিপূরিত-মানসে বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন এবং সুবিখ্যাত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ এবং আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন। (১) তৎপরে

১। সকলগুণসমেতাঃ সাত্ত্বিকা ব্রহ্মনিষ্ঠাঃ।
হুতবহসমভাসা ব্রাহ্মণাঃ কান্যকুব্জাৎ।
নিজপরিকরবর্গৈঃ পাবনং পাপমুক্তং
সুরসরিদবধৌতং বাপ্তি গৌড়ং মনোজ্ঞং॥
তত্রাদিশূরঃ শূরবংশ সিংহোবিজিত্য বৌদ্ধং নৃপপালবংশং।
শশাস গৌড়ং ক্ষিতিজান্ বিজিত্য যথা সুরেন্দ্রস্ত্রিদিবংশশাস॥
আগত্য গৌড়ং নৃপতেরনুজ্ঞয়া নাম্না বরেন্দ্রং বহুশস্যযুক্তং।
আশ্রিত্য দেশং খলুবিপ্রবর্য্যা বাসং প্রচক্রুর্বহুমানযুক্তাঃ॥
তেষামেকতমশ্চাসীৎ কাশ্যপগোত্রসম্ভবঃ।
সুষেণ ইতি বিখ্যাতো বেদবেদাঙ্গপারগঃ॥
সুষেণস্যাভবদ্দক্ষাওঝা নাম্না তু নন্দনঃ।
দক্ষস্তস্য সুতোজাতঃ পীতাম্বরস্ত তৎসুতঃ।
পুত্রোহিরণ্যগর্ভোঽভূৎ পীতাম্বরস্য ধীমতঃ।
হিরণ্যাদ্বেদগর্ভোঽসৌ বভূব কুলপাবনঃ।
বেদগর্ভাত্ততো জজ্ঞে নাম্না জিগ্নি মহামুনিঃ।
দ্বাবেব তনয়ৌ তস্য বভূবাতে গুণোত্তরৌ।
নাম্নাদ্যঃ অর্দরেখস্ত ভবদেবো দ্বিতীয়কঃ।
এতস্মিন্নেব কালে তু বল্লালেন মহীভুজা॥

তিনি সমাজ শোধনে প্রবৃত্ত হইয়া পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।

দ্বিধাবিভক্তা বিপ্রা যে রাঢ়বারেন্দ্রবাসিনঃ।
কান্তকুব্জ দ্বিজাগ্র্যাণাং বংশজা গুণভূষণাঃ॥
ভবদেবো গতো রাঢ়ং সহ রাঢ়নিবাসিভিঃ।
বারেন্দ্রস্ত্বভবৎ স্বর্ণরেখস্তু দ্বিজসত্তমঃ॥
স্বর্ণরেখস্তু পুত্রোঽভূৎ সিন্ধুওকা সমাহ্বয়ঃ।
পুত্রঃ প্রতিনিধিশ্চক্রে গরুড়স্তেন সিন্ধুনা॥
ততঃ ক্রতুমৈত্রেয়ৌ স জনয়ামাস বৈ সুতৌ।
ভাদুড়ি মৈত্র ইত্যেব তয়োর্গাঞিঃ ক্রমাদভূৎ॥
আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনম্।
নিষ্ঠা শান্তিস্তপোদানং গুণোপেতৌ দ্বিজোত্তমৌ।
কৌলীন্যং প্রাপ্তবন্তৌ তৌ নৃপেণ গুণচারিণা॥
ক্রতোঃ সঙ্কর্ষণো নাম্না পুত্রো জজ্ঞে মহামতিঃ।
সঙ্কর্ষণাৎ সুতো জাতঃ ভল্লুকাচার্য্য বিশ্রুতঃ॥
ভল্লুকস্য সুতাবেতৌ যোগেশ্বরদিবাকরৌ।
ভাদুড়িশ্চ করঞ্জশ্চ তয়োর্গাঞিঃ স্মৃতঃ ক্রমাৎ॥
যোগেশ্বরস্যাত্মজোঽথ পুণ্ডরীকাক্ষকঃ স্মৃতঃ।
ততো বৃহস্পতির্জজ্ঞে দিবি দেবগুরুর্যথা॥
বেদজ্ঞো ব্রহ্মনিষ্ঠঃ স আচা[illegible]গুণবান্।
বৌদ্ধাচার্য্য জিঙ্কণিনা বিচা[illegible]র্দ্ধনি॥
বিজিতোঽপমানিতশ্চ বনং গত্বা মমার চ।
বৃহস্পতিসুতঃ শ্রীমান্ ভুবি বিখ্যাত মঙ্গলঃ॥
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় বৌদ্ধবিধ্বংসহেতবে।
খ্যাত উদয়নাচার্য্য বভূব শঙ্করো যথা॥
সম্মেশং পিতৃনাশস্য তথা পিতৃপরাভবং।
বৌদ্ধানাং বিজয়ঞ্চৈব শ্রুত্বা জজ্বাল মন্যুনা॥
ততঃ কালেন কিয়তা বৌদ্ধান্ জিত্বা বিচারতঃ
ব্রহ্মতত্ত্বপ্রকাশায় চকার কুসুমাঞ্জলিং॥
সএবোদয়নাচার্য্যো বৌদ্ধবিধ্বংসকৌতুকী।

বারেন্দ্র লেখকেরা কহেন উদয়নাচার্য্য কাশীধামে গমন করিয়া কুমারিলভট্টের নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বৌদ্ধদিগের সহিত বিচার করিয়াছিলেন। বৃহস্পতি আচার্য্য বিচারে পরাভূত ও অপমানিত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। ইহাতে উদয়নাচার্য্য মৃত্যু পণ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হন এবং জয়লাভ করেন। প্রতিজ্ঞানুসারে পরাজিত বৌদ্ধাচার্য্যের প্রাণদণ্ড হয়। বৌদ্ধাচার্য্য ব্রাহ্মণ কুলে জাত বলিয়া উদয়নাচার্য্যে ব্রহ্মহত্যা পাপ স্পর্শ করে। পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গমন করিয়া জগন্নাথ দর্শন করিয়া ব্রহ্মহত্যার পাপ হইতে মুক্ত হইবেন আশাতে উদয়নাচার্য্য জগন্নাথ ক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু জগন্নাথদেব ব্রহ্মহত্যার পাপীকে দর্শন দিলেন না, ইহাতে উদয়নাচার্য হতাশ্বাস না হইয়া যেমন জন্মেজয় রাজা পূর্ব্বপুরুষের গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা পাপ হইতে মুক্ত হন সেইরূপ মুক্ত হইবার মানসে কুলশাস্ত্র সংগ্রহ এবং কুলীনগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন।

কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ যে উদয়নাচার্য্যের প্রণীত তৎপ্রতি নৈয়ায়িকগণের কোন আপত্তি নাই; কুল সম্বন্ধীয় বংশাবলীর প্রমাণেও তাহাই প্রকাশ হয়। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণের মতে, উদয়নাচার্য্য তীর্থপর্য্যটনে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ প্রাপ্ত হন, এবং বাঙ্গালাতে আনিয়া প্রচার করেন। (১) কাউয়েল সাহেব, কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ খৃঃ দ্বাদশ শতাব্দীর লিখা বলিয়া অনুমান করেন, এবং অনেকে উদয়নাচার্য্যকে খৃঃ

কুলকং ভট্টনাশ্রিত্য ভট্টাখ্যং ময়ূরস্তথা।
মঙ্গলোঝেতি বিখ্যাতং শ্রোত্রিয়ং শুদ্ধবংশজং।
কুলগৌরবরক্ষার্থং কৃতবান্ কুলীনেষু চ।
করণং পরিবর্ত্তক তিলকং শ্রোত্রিয়েষু চ। ভাদুড়িকুলের বংশাবলী।

১। সএবোদয়নাচার্য্যশ্চিকার কুসুমাঞ্জলিং।
তীর্থপর্য্যটনে লব্ধং তস্মাদ্গৌড়ে প্রচারিতং॥

লঘুভারত ৩য় খণ্ড ১৬৩ পৃঃ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া জ্ঞান করাতে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থ উদয়নাচার্য্যের প্রণীত সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু উদয়নাচার্য্য ভাদুড়িকে খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ৯৫৪ শকাব্দে গৌড়ে যে সকল ব্রাহ্মণ আইসেন, সুষেণ তাহার অন্যতর ব্যক্তি, সুষেণ হইতে অধস্তন ১৫ পুরুষে উদয়নার্য্যের জন্ম হয়, এই ১৫ পুরুষে যদি ৩০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে ১২৫০ শকের সমকালে উদয়নাচার্য্য বিদ্যমান ছিলেন। বল্লালসেনের সভাতে ক্রতু ভাদুড়ি উপস্থিত ছিলেন। বল্লালসেন ১০৯১ শকে দানসাগর রচনা করেন, ক্রতু হইতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি অধস্তন ৭ পুরুষীয় ব্যক্তি। এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর হইলে ১২৫০ শকে উদয়নাচার্য্যের কাল নিরূপণ হয়। অন্য প্রকার গণনাতেও উদয়নাচার্য্যের বর্ত্তমান কাল এইরূপই স্থির হয়। ১৪০৭ শকাব্দে চৈতন্যের জন্ম হয়, চৈতন্য এবং অদ্বৈত সমসাময়িক ব্যক্তি। চৈতন্যের জন্মকালে অদ্বৈত অর্দ্ধপ্রাচীন ছিলেন। অদ্বৈতের বৃদ্ধ প্রপিতামহ নরসিংহ লাড়ুলি মধুমৈত্রে কন্যাদান করেন, মধুমৈত্রের পিতামহ নরসিংহ মৈত্র উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক লোক। অতএব উদয়নাচার্য্য অদ্বৈতাচার্য্যের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সময়ের লোক হইতেছেন। যদি এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর কাল গত হয় তাহা হইলে ১৪০৭ হইতে ১৫০ বৎসর বিয়োগ করিলে ১২৫৭ শকাঙ্ক লব্ধ হয়। অতএব উদয়নাচার্য্য ১২৫০ শকাব্দের সমকালে এবং খৃঃ ত্রয়োদশশতাব্দীর আরম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন। কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থে গ্রন্থকর্ত্তার নাম লিখিত নাই বলিয়াই এখন নানাতর্ক উপস্থিত হইতেছে। যিনি বিচারে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করেন তাঁহার পক্ষে কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থপ্রণয়ন করা কঠিন কার্য্য নহে। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কুসুমাঞ্জলি প্রণয়নই করুন আর পশ্চিমাঞ্চল হইতে আনিয়া প্রকাশই করুন কিছুতেই তাহার খ্যাতি দূর হইবে না।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির দুই বিবাহ; প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণের নাম ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরীপতি, রুদ্রাণীপতি, শচীপতি। দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নাম পশুপতি। যখন উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি পরিবর্ত্ত মর্য্যাদাস্থাপন করেন, সেই কালে প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রগণকে কৌলীন্যমর্য্যাদা হইতে বহিষ্কৃত করিয়া পশুপতিকে কুলীন বলিয়া স্বীকার করেন। পশুপতির সাত জন পুত্র জন্মে, তন্মধ্যে ঘগাই নামা পুত্রের বলাই নামা সন্তান জন্মে, বলাইয়ের পুত্রের নাম অংশুমান্, তৎপুত্র মুকুন্দ ভাদুড়ি। ভাদুড়ি কুলে মুকুন্দ অতিশয় খ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে পঞ্চদেবতার এক দেবতার ন্যায় বর্ণনা করা হইয়াছে। (১) এই মুকুন্দ ভাদুড়িতে পীতাম্বর তকী এবং পয়নালি নামা দুই অবসাদ জন্মে, পরে দর্প-নারায়ণী অবসাদ সংক্রামক হইয়া মুকুন্দ ভাদুড়িতে আইসে। মুকুন্দের পুত্রের নাম শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি; এই শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়িই প্রথমে দর্পনারা-য়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্রগণের নাম সুবুদ্ধি খাঁ, কেশব খাঁ, জগদানন্দ রায়; ইহাঁরা তিন জনেই অতি বিখ্যাত ছিলেন। গৌড়ের বাদসাহের কর্ম্মচারী নিবন্ধন সুবুদ্ধি, এবং কেশব, খাঁ উপাধি ও জগদানন্দ, রায় উপাধি প্রাপ্ত হন। ইঁহারা চৈতন্যের সমসাময়িক লোক। সুবুদ্ধি খাঁর পুত্রত্রয়ের নাম জনার্দ্দন খাঁ, দুর্গাদাস খাঁ, দেবীদাস খাঁ। কেশব খাঁর পুত্রগণের নাম যদুরাম, প্রভুরাম, রঘুরাম, শিবরাম। জগদানন্দরায়ের পুত্র জানকীবল্লভ, ভুবনবল্লভ প্রভৃতি। জনার্দ্দন খাঁর যত্ন এবং উদ্যোগে রোহিলা অবসাদ এবং জগদানন্দের যত্ন ও উদ্যোগে এবং রাজা কংসনারায়ণের সহায়তাতে জোনালি ও দর্প-

১। অমরশ্চ মুকুন্দশ্চ শ্যামঃ কুমুদএবচ।
শিবসিদ্ধান্তবাগীশঃ পঞ্চৈতে পঞ্চ দেবতা

ভাদুড়িকুলব্যাখ্যা।

নারায়ণী অবসাদ নিষ্কৃতি হইয়াছে। জানকীবল্লভের পুত্র রামকৃষ্ণ রায়, তৎপুত্র শ্যামরায়, তৎপুত্র পাঁচুরায়, ভুবনরায়। পাঁচুরায়ের পুত্র রসিকরায়, তৎপুত্রদ্বয় রামকান্ত, কৃষ্ণকান্ত। রামকান্তকে নাটোরের রাজা রামজীবন দত্তক গ্রহণ করেন; তন্নিবন্ধন রসিকরায় ইছলামাবাদ এবং চৌগাঁও পরগণা প্রাপ্ত হইয়া জমিদার হন। রসিকের অন্যতর পুত্র কৃষ্ণকান্ত নাটোরের পূর্ব্বোত্তরাংশে চৌগাঁয়ে বসতি করেন, কৃষ্ণকান্তের পুত্র রুদ্রকান্ত রায়, তাহার গৃহীত দত্তকের নাম রোহিণী-কান্ত রায়, অত্যল্পদিন হইল পরলোক গমন করিয়াছেন। তাহার প্রথমা পত্নীও দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন, ইহাদিগকে স্থানীয় লোকেরা চৌগাঁয়ের রাজা কহে। পাঁচুরায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভুবনরায়ের পুত্রের নাম হরগোবিন্দ রায়, তৎপুত্র আনন্দীরাম রায়, বিনোদরাম রায়। আনন্দীরাম রায় তাহেরপুরের রাজবংশের কন্যা গ্রহণ করেন, এবং বৈবাহিক সম্বন্ধে তাহেরপুর রাজত্বের ।৶০ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। আনন্দীরাম রায় নিঃসন্তান মৃত হইলে তাহার কনিষ্ঠ বিনোদ-রাম রায় উক্ত ।৶০ আনা অংশ অধিকার করেন, ইহাতেই তাহেরপুর ।৶০ আনা শ্রোত্রিয় রাজবংশ হইতে কুলীনবংশের অধিকৃত হয়। বিনোদরামের পুত্র বীরেশ্বর রায়, তৎপুত্র চন্দ্রশেখর রায়, তৎপুত্র শশিশেখর রায়, নিবাস তাহেরপুর জেলা রাজসাহী স্থানীয় লোক কর্ত্তৃক ইহারাও রাজা বলিয়া আখ্যাত। সুষেণ হইতে শশিশেখর ৩১ পুরুষ অধস্তন ব্যক্তি।

মুকুন্দ ভাদুড়ির অন্যতর পুত্র গোপীনাথ, তৎপুত্র যদুনাথ, তৎ-পুত্র লক্ষ্মীনাথ। লক্ষ্মীনাথের চারি পুত্র রামবল্লভ ভাদুড়ি, হরিবল্লভ ভাদুড়ি, প্রাণবল্লভ ভাদুড়ি, এবং গৌরবল্লভ ভাদুড়ি। রামবল্লভ ভাদুড়ি বেণী অবসাদগ্রস্ত হন, গৌরবল্লভ ভূষণাপঠী। হরিবল্লভ প্রাণবল্লভ রোহিলাপঠী। গৌরবল্লভের পুত্র রামগোবিন্দ ভাদুড়ি,

ইনি পাচুড়িয়া দোষযুক্ত সাতৈর নিবাসী রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে (১) নাটোর অঞ্চল হইতে পলায়ন করিয়া সুসঙ্গের অন্তর্গত পাপিয়াখালি গ্রামে বসতি করেন। লাহেড়িবংশীয় মুক্তরাম এবং রুদ্রবাগছিবংশীয় প্রাণনাথ বাগছিও ঐ সময়ে পলাইয়া রঙ্গপুরে আসিয়া তাম্বুলপুরে বসতি করেন। রামগোবিন্দ হইতে সুসঙ্গে ভাদুড়ির বসতি হয়। তিনি সুসঙ্গের রাজগোষ্ঠীর কন্যা গ্রহণ করিয়া সুসঙ্গ রাজত্বের ৶৹ আনা অংশ প্রাপ্ত হন। তন্নিবন্ধন রামগোবিন্দের পুত্র হরিরাম হইতে উহাদের সিংহ এবং ৶৹ আনার রাজা উপাধি হয়। হরিরামের পুত্র রুদ্রচন্দ্র সিংহ, ইনি গোপীনাথকে দত্তকগ্রহণ করেন, নিরাবিলের দৃষ্টান্তে এই দত্তক গৃহীত হয় এই বংশে ৩৫।৩৬ পুরুষ বহমান।

১। পাবনা জেলার অন্তর্গত চাটমহর থানার পশ্চিমে বিলের মধ্যে সাতৈর গ্রাম। তর্পে ভাওবিয়া রামকৃষ্ণের জমিদারী ছিল, তিনি সাতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ বলিয়া আখ্যাত। রামকৃষ্ণ বারেন্দ্র কুলোদ্ভব শ্রোত্রিয় ; ভেমরার রায় গোষ্ঠীর সর্ব্বাণী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনি রাণী সর্ব্বাণী নামে আখ্যাতা ছিলেন। রাণী সর্ব্বাণী দানশীলা উদারচরিত্রা, ভবানীপুর ঠাকুরাণী বাড়ীতে ইহার কীর্ত্তির অবশেষ অদ্যাপি আছে। রামদেব চৌধুরী রাণী সর্ব্বাণীর দেওয়ান ছিলেন। রামদেব হইতে হরিপুরের চৌধুরী গোষ্ঠীর উন্নতি হয়। রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে ক্রমাগত রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে ১১২৮ বাঙ্গালাতে নবাবের সৈন্য মহম্মদ সাতৈর লুঠ করে, এই সময়ে রাণী সর্ব্বাণীর অভাব হয়। অন্যরূপ প্রবাদ এই যে রাণী সর্ব্বাণী অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন তাহার সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া নবাব তাহাকে লইবার নিমিত্ত মহম্মদকে সাতৈর পাঠান। তদুপলক্ষে সাতৈর লুঠ হয়, এই সময়ে রাণী সর্ব্বাণী দেহত্যাগ করেন। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র কহেন ১১১৭ বাঙ্গালা সালে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হয়। অতএব বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কি দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমে রামগোবিন্দ মুক্তারাম প্রাণনাথ ইহারা পৈতৃক বাসভূমি ত্যাগ করেন।

মৈত্রবংশ।

মভুর(১) পুত্র স্থিরাচার্য্য, তৎপুত্র দো আচার্য্য, তৎপুত্র মহানিধি আচার্য্য, তৎপুত্র ভিকু এবং বৃহস্পতি। ভিকু অধম বর্ণের পৌরোহিত্য স্বীকার করিয়া বর্ণব্রাহ্মণ হন। বৃহস্পতির পুত্র সোলওঝা এবং কুপওঝা। সোলের সমাজ(২) সাতোটা, কুপের সমাজ মধ্যগ্রাম, প্রথমে মৈত্রগ্রামীদের এই দুই সমাজ হয়। কুপের পুত্র গণ্ড এবং নরসিংহ-মৈত্র, নরসিংহের পুত্র স্থকি, বুকি, মনোহর, তপস্বী, হিঙ্গাই, ন্যাঙ্গট, স্থকির সমাজ মধ্যগ্রাম, বুকির সমাজ খাগজানা, মনোহরেব সমাজ বাউনিয়া তপস্বীর সমাজ মগুলজানি, হিঙ্গাই ন্যাঙ্গটের সমাজ বালিয়া-খৈর। স্থকির পুত্র মধুমৈত্র এবং উচ্ছাকর। মধুব সমাজ মধ্যগ্রাম, উচ্ছাকরের সমাজ কোটস্থ। মধুর পুত্রগণের নাম আনাই অর্জ্জুনাই রক্ষিত আন্দাই নন্দাই গদাই মাধাই আনাই অর্জ্জুনাইর সমাজ লাড়ুয়া। রক্ষিতের সমাজ মধ্যগ্রাম, আন্দাইর সমাজ গুড়নই, নন্দাইর সমাজ গাঙ্গইল, গদাইর সমাজ বাগ্সর, মাধাইর সমাজ মাইটকোপা, রক্ষিতের পুত্র লক্ষ্মীধর, ধরাধর, বিনায়ক, কৃষ্ণ। ধরাধরের সমাজ চামারি। লক্ষ্মীধরের পুত্র দিবদাস, বিভুদাস, বিষ্ণুদাস, দিবদাসের সমাজ বাস্থলিয়া। বিভুর পুত্র পুবন্দর মৈত্র তৎপুত্র বল্লভ, মাঙ্গন, বল্লভের পুত্র লোকনাথ।

বাউনিয়া সমাজের মনোহর মৈত্রের আকাই বাকাই সানাই সারাই নাভাই নাথাই ঘগাই পূয়াই নামা পুত্র জন্মে। বাকাইর সমাজ মনো-হরা, সানাইর সমাজ মাণিকহাট, সারাইর সমাজ বীরদহ, নাভাইর সমাজ কাদড়ি, নাথাইয়ের সমাজ একপোয়া, ঘগাইর সমাজ আচল-

---

১। মভু মৈত্র গাঁই প্রবর্ত্তক ভাদুড়ির বংশ দেখ।

২। গাঞিভুক্ত প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ভিন্ন গ্রামে বসতি করিলে সেই বসতি গ্রাম সমাজ শব্দে কথিত হয়।

কোট, পুন্নাইর সমাজ বাগডোব। মধুমৈত্রের পুত্র আন্দাইর শ্রীপতি প্রভৃতি ছয় পুত্র জন্মে, শ্রীপতির সমাজ ভূয়াগ্রাম। সাতোটা সমাজের সোলওঝার, ভয়, অম্বর কেশব মাধব নামা পুত্র জন্মে। কেশব ওঝার সমাজ আঙ্গারো, মাধব ওঝার সমাজ বাচড়া, অম্বর ওঝার পুত্র নিশাইর সমাজ হাটাইল। ইটালীর মৈত্রগণ লক্ষ্মীধরের বংশে, মিতরার ভট্টাচার্য্যগণ মাধবের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। নাটোর রাজ্যস্থাপয়িতা রঘুনন্দনও মৈত্রবংশে কেশব ওঝার অন্বয়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সুষেণ হইতে কেশবওঝা অধস্তন ১৬ পুরুষের ব্যক্তি। কেশবের পুত্র জীবরওঝা মৈত্র, চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণে লিপ্ত থাকিয়া প্রথমে ছয় ঘরিয়া দলে প্রবেশ করেন, পরে নিষ্কুল হন। রঘুনন্দনের পিতা কামদেব সরকার (১) পুঁঠিয়ার নরনারায়ণ ঠাকুরের অধীনে বারইহাটির তহশিলদার ছিলেন। কামদেবের তিন পুত্র, রামজীবন, রঘুনন্দন, বিষ্ণুরাম। রঘুনন্দন পুঁঠিয়াতে বিষয়োপলক্ষে বাস করিতেন। পুঁঠিয়ার দর্পনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনের বুদ্ধিমত্তা এবং ভাবী উন্নতির চিহ্ন দৃষ্টে তাহাকে পুঁঠিয়ার মোক্তারি পদে নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে পাঠান, তখন ঢাকাতে বাঙ্গালার নবাব বাস করিতেন। পরে মুরশিদাবাদে নবাবের আসন্ন আসিলে রঘুনন্দনও মুরশিদাবাদে আসিয়াছিলেন। রঘুনন্দন ক্রমে নবাবের প্রিয়পাত্র হইয়া রায়রায়ান্ এবং দেওয়ানি পদে নিযুক্ত হন। বাণগাছি পরগণার জমিদার গণেশরাম চৌধুরীর রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে বাঙ্গালা ১১১৩ সালে রঘুনন্দন আপন ভ্রাতা রামজীবনের নামে সনন্দ লইয়া বাণগাছি

১। কেশব ওঝা পুঃ জীবর ওঝা। পুঃ বামন পুঃ শূলপাণি পুঃ মধুসূদন পুঃ বিষ্ণুনাথ পুঃ কালিদাস পুঃ বিদ্যাপতি পুঃ শুভাকর পুঃ ভবানন্দ পুঃ কৃষ্ণানন্দ পাঠক পুঃ নয়নানন্দ পুঃ মথুরানাথ পুঃ কামদেব সরকার।

পরগণা। তাহার পর ১২২১ সালে রাজসাহী পরগণা অধিকার করেন, সাতৈরের রাজা রামকৃষ্ণ ১১১৭ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন, তদন্তে তাঁহার পত্নী রাণী সর্ব্বাণী সাতৈর সম্পত্তিতে অধিকারিণী হন, রাণী সর্ব্বাণীর মৃত্যু হইলে সাতৈরের সম্পত্তি চাকলে ভাতুরিয়া নাটোর রাজস্বের অন্তর্ভুক্ত হয়। নাটোরের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিকালে বায়ান্ন লক্ষ তিপ্পান্ন হাজার টাকা জমার সম্পত্তি ছিল, এই জন্য অদ্যাপিও নাটোরকে বায়ান্ন লাখের রাজ কহে। রঘুনন্দন নিজে রাজোপাধি গ্রহণ করেন নাই, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামজীবনকে রাজোপাধি দেওয়াইয়াছিলেন। রামজীবনের সভাসদ প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মা ১৬৪৫ শকে (১১৩০ বাঙ্গালা) পদাঙ্ক দূত নামা প্রসিদ্ধ খণ্ড কাব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। (১)

রামজীবনের পুত্রের নাম কালিকাপ্রসাদ (কালুকোঙর)। রঘুনন্দনের পুত্রের নাম ভবানীপ্রসাদ, বিষ্ণুরামের পুত্রের নাম দেবীপ্রসাদ। রামজীবন রঘুনন্দন ক্রমাগত [illegible]র্চ্চনা করিয়া সম্মানিত হন। অবশেষে শ্রোত্রিয়াগ্রগণ্য তাহেরপুরের রাজা লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যার সহিত কালিকাপ্রসাদের বিবাহ হয়। এই হইতে নাটোরের রাজার কুল: বিষয়ে বিশেষ সম্মান জন্মে। কালিকাপ্রসাদ পিতা বর্ত্তমানে ১১৩১ সালে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাহাতে রাজা রামজীবন রামকান্তকে দত্তক পুত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুনন্দনও ১১৩১ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন, তাহার কিছু দিন পরে ভবানীপ্রসাদেরও মৃত্যু হয়। রামজীবন নাটোর রাজস্ব

১। শাকে সায়ক বেদ ষোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণ শর্ম্মার্পয়ন্
আনন্দপ্রসাদ নন্দনন্দন পদ দ্বন্দ্বারবিন্দং হৃদি।
চক্রে কৃষ্ণপদাঙ্ক দূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং
শ্রীমচ্ছ্রীযুত রামজীবন মহারাজাধিরাজাদৃতঃ॥ পদাঙ্কদূত শ্লোকঃ।

।৶৹ আনা এবং ।৶৹ আনা এই দুই অংশে বিভক্ত করিয়া ।৶৹ আনা অংশ আপন দত্তক রামকান্তকে, ও ।৶৹ আনা অংশ দেবীপ্রসাদকে দিতে মনন করেন, দেবীপ্রসাদ তাহাতে সম্মত না হওয়াতে সমুদয় রাজত্বই রামকান্তে অর্পিত হয়। রামকান্ত এবং দেবীপ্রসাদকে বর্ত্তমান রাখিয়া শোকসন্তপ্ত বৃদ্ধ রাজা রামজীবন ইহলোক ত্যাগ করেন।

রাজা রামকান্তের অপ্রাপ্তব্যবহার কালে দেওয়ান রাম রায় এবং প্রধান কর্ম্মচারী দয়ারাম রায় (১) রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। রামকান্ত ছাতিন গ্রামনিবাসী আত্মারাম চৌধুরীর ভবানী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। ইনিই প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানী। রাজা রামজীবনের মৃত্যুর পর দেবীপ্রসাদ নাটোর রাজত্ব পাইবার নিমিত্ত নবাবের নিকট প্রার্থনা করেন; নবাব সেই প্রার্থনা গ্রাহ্যও করিয়াছিলেন; কিন্তু দয়ারাম রায়ের বুদ্ধিমত্তা এবং উদ্যোগ দ্বারা সেই আজ্ঞা রহিত হইয়াছিল। রামকান্ত ভবানী নাম্নী পত্নী এবং তারা নাম্নী কন্যা বর্ত্তমান রাখিয়া ১১৫৩ সালে পরলোক গমন করেন। রাণী ভবানী রঘুনাথ লাহিড়ির সহিত আপন কন্যা তারার বিবাহ দেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ বিবাহের পর বৎসরে ১১৫৮ সালে রঘুনাথের মৃত্যু হয়। এই সমকালে নবাবের রায়রায়ান রাজা নন্দকুমারের ষড়যন্ত্রে রাণী ভবানী রাজ্যচ্যুতা হন, এবং দেবীপ্রসাদের পুত্র গৌরীপ্রসাদ নাটোর রাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গৌরীপ্রসাদ কয়েক মাস মাত্র রাজত্ব করেন; তাহার পর পুনরায় রাণী ভবানীই রাজত্ব পাইয়াছিলেন।

রাণী ভবানী আপন পতির অনুমত্যনুসারে দত্তক গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই গৃহীত দত্তকের নাম মহারাজ রামকৃষ্ণ। রাজা রাম-

১। রাম রায় বারেন্দ্র কায়স্থ, ইহা হইতে তাড়াসের সৌভাগ্য-সূর্য্য উদয় হয়। দয়ারাম রায় তিলি জাতীয়, দিঘাপাতিয়ার রাজা প্রমথনাথ রায়, দয়ারামের বৃদ্ধপ্রপৌত্র।

কান্তের মৃত্যুর পর রামকৃষ্ণের প্রাপ্তব্যবহার কাল পর্য্যন্ত রাণী ভবানী সুযোগ্য কর্মচারী, রাম রায় ও দয়ারামের পরামর্শ ও সাহায্যে রাজত্বের সমুদয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি দানশীলা বুদ্ধিমতী উদারচরিত্রা রাজমহিলা ছিলেন। তিনি কাশীতে যে অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার পরিচয় রহিয়াছে। তিনি অনেক ব্রাহ্মণকে ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছেন। রাণী ভবানী ভবানীশ্বর নামা শিব স্থাপন করিয়া তাঁহার (১) এবং তদাত্মজা তারাদেবী গোপাল বিগ্রহ স্থাপন করিয়া ১৭৭০ শকে (১১৮৫ সালে) তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করেন। (২) মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া রাজত্ব গ্রহণ করিলেন। ইঁহার সহিত দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছিল। মহারাজ বিষয়কার্য্যে তত পটু ছিলেন না, বিশেষতঃ শাক্ত ধর্ম্মে বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার সময় হইতেই নাটোরাঞ্চলে মদ্যপানের বহুল প্রচার হয়। ক্রমে রাজস্ব অনাদায়ী থাকাতে সম্পত্তি নিলাম হইতে আরম্ভ হইয়া রাজা রামকৃষ্ণ হইতে নাটোর রাজত্বের অবনতি হয়।

মহারাজ রামকৃষ্ণ বলিহারনিবাসী নীলকণ্ঠ রায়ের পুত্র রাজেন্দ্র রায়ে কন্যা সম্প্রদান করিয়া নিবারিল পাঠীর আচার্য্যের ভাব এবং শ্যামরায়ের ভাব ঐক্য করিয়া করণ করাইয়াছিলেন। ইঁহারই যত্ন এবং শাসনে নিবারিল এবং ভূষণা পাঠীতে দত্তক গ্রহণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। তিনি বিশ্বনাথ এবং শিবনাথ নামক পুত্রদ্বয় এবং মাতা রাণী ভবানীকে বর্ত্তমান রাখিয়া ১২০৭ সালে পরলোক গমন করেন। পুত্রশোকসন্তপ্তা তন্মাতা পৌত্রদ্বয়ের প্রাপ্তব্য ব্যবহার

১। বঙ্গ ভূপেন্দ্র বায়েন্দ্র রামকান্তস্য ভামিনী।
নির্ম্মমে শ্রীভবানী শ্রীভবানীশ্বর মন্দিরং॥

২। খশূন্য মৈত্রশাকে শ্রীভবানী তনুসম্ভবা।
নির্ম্মমে শ্রীমতী তারা শ্রীমদ্গোপালমন্দিরং॥

কাল পর্য্যন্ত পুনরায় রাজকার্য্য করেন। রাজা বিশ্বনাথ হইতে নাটোরের বড় তরফ, শিবনাথ হইতে ছোট তরফ নাম হয়। প্রকৃত পক্ষে নাটোর রাজত্ব বিভাগ হয় নাই। বিশ্বনাথ জমিদারীর মালিক এবং শিবনাথ দেবালয়ের সেবাইত নিযুক্ত হইয়া দেবোত্তর ভূমি প্রাপ্ত হন। রাজা বিশ্বনাথের সময়ে যে ঋণ হয় তাহা পরিশোধ নিমিত্ত রাজা বিশ্বনাথ স্বয়ং ও তাঁহার অভাবে তৎপত্নী রাণী কৃষ্ণমণি সম্পত্তি হস্তান্তর করিয়াছেন।

বিশ্বনাথের পুত্রের নাম গোবিন্দচন্দ্র, তৎপুত্র গোবিন্দনাথ। শিবনাথের পুত্রের নাম আনন্দনাথ, ইনি সি, এস্, আই, উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আনন্দনাথের পুত্রের নাম চন্দ্রনাথ, ইনি গবর্ণর জেনেরলের ফরেন ডিপার্টমেণ্টের এটাচি পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দনাথ এবং চন্দ্রনাথ ইঁহারা উভয়েই সুবেণ হইতে অধস্তন ৩৪ পুরুষের লোক।

সম্প্রতি নাটোর রাজত্বের হীনাবস্থা; এক সময়ে নাটোররাজ বাঙ্গালাতে বিখ্যাত এবং সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। জেলা যশোহরের অন্তর্গত মহম্মদপুরের জমিদার সীতারাম রায় বিদ্রোহাবলম্বন করাতে দয়ারাম রায়, সীতারামকে ধরিয়া আনিয়া নাটোরে কয়েদ করাতে সীতারাম রায়ের অভাব হয়। (১) মুসলমান বাদসাহের রাজত্বকালে নাটোরের রাজগণ ফৌজদারি অপরাধের বিচার করিতেন, সেই বিচারপ্রণালী উত্তম ছিল না, সত্বর সত্বর সাধারণমতে বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

১। ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেবের মতে ১৭১২ অথবা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে সীতারাম রায়ের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে দয়ারাম রায়কর্ত্তৃক সীতাবামকে ধৃত করিয়া আনা হইতে পারে না, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্রের মতে দয়ারাম রায়, রামজীবন কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সীতারামকে ধরিয়া আনেন। লং সাহেব কর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্ট রিকার্ড সিলেক্‌শন ৩৬১।৩৬২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ডাঃ জানা যায় ১৭৩৩ পর্য্যন্ত সীতারাম রায় জীবিত ছিলেন।

সেই সময়ের জেলখানার ভগ্নাবশেষ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে এবং যে স্থানে ফাঁসি দেওয়া যাইত সেই স্থানেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কয়ড় গাঞি।

দিবাকরের পুত্র লাঙ্গলী ওঝা, তৎপুত্র মঙ্গল ওঝা প্রভৃতি ১৯ জন। মঙ্গল ওঝার সমাজ পোটিয়া, ভাস্কর দিবাকরের সমাজ কাওনদিয়া, ডৌয়াডালের সমাজ চড়িয়াসলঙ্গা। মঙ্গল ওঝা পরিবর্ত্তমর্য্যাদা স্থাপন সম্বন্ধে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করেন। আমাহাটির রায়, বাহিরবন্দরের রায়, নারিটীর ভট্টাচার্য্য, মাগুড়িয়ার চৌধুরী, রূপপুরের অধিকারী, ডাঙ্গার চৌধুরী, ব্রাহ্মণীকুণ্ডার মল্লিক, বেথুরির চক্রবর্ত্তী, ইঁহারা মঙ্গল ওঝার বংশসম্ভূত।

শাণ্ডিল্য গোত্রের বিবরণ।

আদিশূরের আহ্বান মতে যে সকল ব্রাহ্মণ গৌড়ে আইসেন শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ তাহার অন্যতর ব্যক্তি। ভট্টনারায়ণ রাঢ় দেশে গমন করেন। তাঁহার পুত্রগণ বারেন্দ্র দেশে থাকেন, ভট্টনারায়ণের অন্যতর পুত্র আদিগাঞি ওঝা রাজা হইতে ধামসার গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। (১) যাঁহাকে বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকাতে আদিগাঞি

১। গুম্ফোৎফুল্লাস্য পদ্মে স্ফুরতি সচকিতং বেদবেদাঙ্গবাণী
মানী কোদণ্ডপাণিঃ পবনগতি হয়ঃ কৌক্ষিকোক্ষীষমৌলিঃ।
কণ্ঠে শ্রীশৈলচক্রং মলয়জতিলকৈরেতি কোলাঞ্চদেশাৎ
সাক্ষান্নারায়ণশ্রীঃ সনিজপরিকরৈ র্ভট্টনারায়ণোঽয়ং॥
রাজা শ্রীধর্ম্মপালঃ সুখমমরধুনীতীরদেশে বিধাতুং।
নাম্নাদিগাঞিবিপ্রং গুণযুততনয়ং ভট্টনারায়ণস্য॥
যজ্ঞান্তে দক্ষিণার্থং সকনকরজতৈর্ধামসারাভিধানং
গ্রামং তস্মৈ বিচিত্রং সুরপুরসদৃশং প্রাদদৎ পুণ্যকামঃ॥

ওঝা বলা হইয়াছে তাঁহার প্রকৃত নাম কি তাহা জানা যায় না। আদি-গাঞি প্রকৃত নাম নহে, আদিতে গ্রাম প্রাপ্ত হওয়াতেই আদিগাঞি ওঝা নাম হইয়া থাকিবেক। আদিগাঞি ওঝাই বারেন্দ্র শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণদিগের আদি ব্যক্তি। আদিগাঞি ওঝার পুত্রের নাম জয়মণিভট্ট। তৎপুত্র হরিকুল, তৎপুত্র বিদ্যাপতি, তৎপুত্র রঘুপতি, তৎপুত্র শিবাচার্য্য, তৎপুত্র সোমাচার্য্য, তৎপুত্র উগ্রমণি, তৎপুত্র তপোমণি, তৎপুত্র সিন্ধুসাগর, তৎপুত্র বিন্দুসাগর। বিন্দুসাগরের দুই পুত্র, জয়সাগর এবং মণিসাগর। বল্লালসেনের শ্রেণীভাগে মণিসাগর রাঢ়ী এবং জয়সাগর বারেন্দ্র শ্রেণীভুক্ত হন। আদিমাধব, মৌনভট্ট, স্বর্ণরেখ এবং পীতাম্বর নামে জয়সাগরের ৪টি পুত্র হয়, আদিমাধব চম্পটি গাঞি, মৌনভট্ট নন্দনাবাসী (নান্ন্যাসী) গাঞি। স্বর্ণরেখ সিহরি গাঞি, পীতাম্বর লাহেড়ি গাঞি। যখন বল্লালসেন কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণা করেন তখন পীতাম্বর লাহেড়ির পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। পীতাম্বরের সাধু, রুদ্র, লোকনাথ নামা পুত্রত্রয় বল্লালের সভাতে উপ-স্থিত থাকিয়া তিনজনেই কৌলীন্য মর্য্যাদা পাইয়াছিলেন। (১) লোক-

---

শাণ্ডিল্যগোত্রজাতানাং বরেন্দ্রেঽসৌ দ্বিজন্মনাং।

আদিস্ততো জয়মণির্ভট্টোজজ্ঞে তু নন্দনঃ॥

অনেকেই অনুমান করেন, মাণিকগঞ্জ সবডিবিজনের পশ্চিমোত্তর ভাগে তেরশ্রীগ্রামের নিকটে ধামসার নামে যে গ্রাম আছে তাহাতেই আদিগাঞি ওঝা বসতি করিয়াছিলেন, কিন্তু উপরের লিখিত প্রমাণোক্ত ধামসার গঙ্গাতীরবর্ত্তী গ্রাম। সাধু বাগ্‌ছির অন্বয়জাত বিন্নাই বাগ্‌ছির সমাজ ধামসার, তাহা তেরশ্রীর নিকটবর্ত্তী ধামসার বলিয়া বোধ হয়। রোহা, কড়কড়া, প্রভৃতি স্থান ধামসারের সন্নিহিত।

১। জয়সাগরস্য সুতাশ্চত্বার আদিমাধবঃ।

মৌনভট্টঃ স্বর্ণরেখঃ পীতাম্বর ইমে দ্বিজাঃ॥

মাধবশ্চম্পটির্গাঞিঃ স্বর্ণরেখস্তু সিহরী।

মৌনশ্চ নন্দনাবাসী পীতাম্বরশ্চ লাহেড়িঃ॥

নাথ লাহেড়ি গ্রামে বসতি করিয়া লাহেড়ি গাঞি প্রাপ্ত হন। সাধু এবং রুদ্র, বাগিছি গ্রামে বসতি করাতে, তাঁহাদের সাধুবাগছি এবং রুদ্রবাগছি আখ্যাত গাঞি হয়, সাধুর সন্তানেরা সাধু বাগছি এবং রুদ্রের সন্তানেরা রুদ্র বাগছি নামে খ্যাত।

সাধুবাগছির বংশ।

সাধুবাগছির দুই পুত্র, লবণ এবং মন্মু। মন্মু দক্ষিণদেশবাসী; কুলশাস্ত্রীয় বংশাবলী গ্রন্থে ইঁহার বংশাবলী লিখিত নাই। লবণের পুত্র চক্রপাণি, তৎপুত্র রূপওঝা, তৎপুত্র ঋষিদীক্ষিত। ঋষিদীক্ষিত সাধুকুলে অতি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁহার সিয়াই, বিয়াই, গদাধর, আহুমিশ্র এবং গুছিপাণ্ডব নামা পাঁচ পুত্র জন্মে; ইঁহারা সকলেই অগ্নিহোত্রী ছিলেন। (১) সিয়াইর সমাজ কড়কড়া, বিয়াইর সমাজ ধামসার, আহুমিশ্রের সমাজ রৌহা। রৌহার ভট্টাচার্য্যগণ আহুমিশ্রের সন্তান। বিয়াইর হরিহর, অগ্নিহোত্রী, শ্রীকণ্ঠ, বৈকুণ্ঠ,

পীতাম্বরস্ত পুত্রাশ্চ সাধুঃ রুদ্রস্তথাপরঃ।
লোকনাথস্ত্রয়শ্চাসন্ সর্ব্বয়েবাগ্নিহোত্রিকাঃ॥
জ্ঞানাচারবতঃ সতঃ কুলবতামাহুয় পৃথ্বীপতি-
র্ব্বল্লালোবিদধৎ কুলেষু মতিমান্ কৌলীন্যমগ্রেত্রিধু।
সাধুঃ সাধুকুলাধিপঃ সমভবৎ রুদ্রাধিপোরুদ্রকঃ
লাহেড়ী কুলপদ্মভাস্করইব শ্রীলোকনাথঃ কৃতিঃ॥

লাহেড়ি বংশাবলী।

১। নিজবংশ সরোহংসঃ বিপ্রচক্রচন্দ্রমা।
রূপোঝসঃ সমাজজ্ঞে নামতঃ ঋষিদীক্ষিতঃ॥
ঋষিদীক্ষিতপুত্রাশ্চ সর্ব্বয়েবাগ্নিহোত্রিকাঃ।
সিয়াইশ্চ বিয়াইশ্চ তৃতীয়শ্চ গদাধরঃ।
চতুর্থ আহুমিশ্রস্তু পঞ্চমো গুছিপাণ্ডবঃ॥

এবং মান্দারদীক্ষিত নামা চারিটী পুত্র জন্মে। শ্রীকণ্ঠ বাগছি ছয়-ঘরিয়া দলভুক্ত। হরিহর অগ্নিহোত্রীর বলাই প্রভৃতি পাঁচ পুত্র জন্মে। বলাই বাগছির সহিত উচ্চৈঃশ্রব ভীম কালিহাইর পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। বলাই বাগছির ধিয়াই, বামন প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। ধিয়াই, খেজ্রি বাগছি নামে খ্যাত। বামনের পুত্র দুর্য্যোধন, তৎপুত্র বিষ্ণু, তৎপুত্র শশী পাঠক, পীতাম্বর সহরমণ্ডল, বৎসাচার্য্য,নীলাম্বরাচার্য্য, শ্রীনাথাচার্য্য শ্রীচন্দ্র খাঁ, পুরন্দর আচার্য্য, কৃষ্ণানন্দ আচার্য্য। বৎসাচার্য্য অতি-শুদ্ধাচার তপস্যাপরায়ণ ছিলেন। তাঁহার জীবনের অধিকাংশ সময় ঈশ্বরোপাসনাতে অতিবাহিত হইত। পুঁঠিয়াগ্রামে বৎসাচার্য্যের নিবাস ছিল।

লস্কর খাঁ নামক জনৈক মুসলমান লস্করপুর পরগণা দিল্লীর বাদসাহ হইতে জায়গির প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; সেই হইতে পরগণার নাম লস্করপুর হয়। লস্কর খাঁর মৃত্যু হইলে জায়গির বাদশাহের খাসে আইসে, তৎকালে কোন সুবাদার বিরুদ্ধাচারী হওয়াতে তাহার শাসন নিমিত্ত দিল্লী হইতে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ আসিয়াছিলেন। বৎসাচার্য্যের সহায়তাতে সৈন্যাধ্যক্ষ কৃতকার্য্য হন। ইহাতে দিল্লীর বাদশাহ বৎসাচার্য্যের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া লস্করপুর পরগণা তাঁহাকে জমিদারি করিয়া দেন। বৎসাচার্য্য সাংসারিক বিষয়ব্যাপারে লিপ্ত হইতে ভাল বোধ করিতেন না, সুতরাং তাঁহার ভ্রাতা পীতাম্বর সহরমণ্ডল আপন নামে সনন্দ গ্রহণ করেন। পীতাম্বরের মৃত্যুর পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নীলাম্বর আচার্য্য ভূম্যধিকারী হন। নীলাম্বরের দুই পুত্র; অনন্তরাম এবং পুষ্করাক্ষ মজুমদার (১)। অনন্তরামের

১। সরকার বার্ব্বকাবাদের মধ্যে পুষ্করাক্ষ মজুমদার, কমলাপতি লাহেড়ি এবং রাজা কংসনারায়ণ শাণ্ডিল্য গোত্রীয় এই তিন জন অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কুলজ্ঞেরা কহেন তিন শাণ্ডিল্যে বার্ব্বকাবাদ, যথা,—

পুত্র রতিকান্ত ঠাকুর। এই হইতে পুঁঠিয়ার ন্যাধিকারিগণের ঠাকুর উপাধি হয়। রতিকান্তের পুত্র রামচন্দ্র ঠাকুর। রামচন্দ্র অতিশয় প্রসিদ্ধ ছিলেন, তিনি রাধাগোবিন্দ বিগ্রহ স্থাপন এবং ভবানীপুরী অবসাদগ্রস্ত কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ অবশেষে রামচন্দ্র ঠাকুর পাচুড়িয়া অবসাদে আস্তাড়িত হইয়া রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় মলিন হইলেন। সাধুকুলের অন্য কুলীনেরা পূর্ব্বেই ভঙ্গ হইয়াছিলেন, পুঁঠিয়াতে কেবলমাত্র কুল ছিল, রামচন্দ্র ঠাকুর হইতে তাহাও গেল। এই জন্যই কুলজ্ঞেরা কহেন " সাধুর ভড়াতল পুঁঠিয়াতে গলই জাগে।" (১)

রামচন্দ্র ঠাকুরের রূপনারায়ণ, নরনারায়ণ, দর্পনারায়ণ, জয়নারায়ণ নামা চারি পুত্র জন্মে। এই দর্পনারায়ণ, নাটোর রাজ্যস্থাপয়িতা রঘুনন্দনকে পুঁঠিয়ার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে প্রেরণ করেন। নরনারায়ণের পুত্র প্রেমনারায়ণ, তৎপুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ, তৎপুত্র ভুবেন্দ্রনারায়ণ, তৎপুত্র জগন্নারায়ণ ঠাকুর। জগন্নারায়ণ ঠাকুর সম্পত্তিবৃদ্ধি এবং গয়াতে অতিথিশালা ও কাশীতে ঘাট ও অতিথি-শালা স্থাপন করেন। জগন্নারায়ণের বিধবা পত্নী রাণী ভুবনময়ীও উদারচরিতা ও দানশীলা ছিলেন। এই বিখ্যাত মহিলা পুঁঠিয়াতে শিবস্থাপন করিয়া তদুপলক্ষে বহুদান এবং ব্রাহ্মণগণকে ব্রহ্মোত্তর দিয়াছেন। জগন্নারায়ণের পুত্র হরেন্দ্রনারায়ণ, তৎপুত্র যোগেন্দ্র-নারায়ণ। যোগেন্দ্রনারায়ণের বিধবা পত্নী শ্রীমতী শরৎসুন্দরী দেবী ;

পুষ্করাক্ষোবরোসাধোঃ লাহেড়েঃ কমলাপতিঃ।
নন্দনাবাসিনোজ্যেষ্ঠঃ কংসনারায়ণো দ্বিজঃ॥

(১) বোঝাই নৌকাকে ভড়া কহে। বোঝাই নৌকা জলমগ্ন হইলে দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়া যায়। নৌকার অগ্র বা পশ্চাৎ ভাগের গলই লক্ষ্য হইলে নৌকার পরিচয় মাত্র থাকে, পাঁচু-ড়িয়া দোষগ্রস্ত পুঁঠিয়ার ঠাকুরদের সেই দশা।

ইনিও উদারশীলা ও সচ্চরিত্রা। নানাবিধ সৎকর্ম্ম কর গবর্ণমেণ্ট হইতে রাণী উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। যোগেন্দ্রনারায়ণ ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ৩৬ পুরুষীয় ব্যক্তি।

রুদ্র বাগছির বংশ।

রুদ্র বাগছির পুত্র হরদেব, তৎপুত্র বামদেব, তৎপুত্র কামদেব, তৎ-পুত্র অনঘাচার্য্য, তৎপুত্র জিগনি ওঝা, তৎপুত্র রেক প্রভৃতি চারিজন। রেকের পুত্র গণ্ড মহানিধি, তৎপুত্র ধুমাই প্রভৃতি। ধুমাইর পুত্র ছিয়াই, তৎপুত্র সুয়াই, লুয়াই, ধনঞ্জয়। সুয়াইর পুত্র মানাই, শ্রীপতি গোপাই। মানাইর সমাজ বোয়ালজানি। শ্রীপতির সমাজ সিমু-লিয়া। গোপাইর সমাজ গয়নাকান্দি। মানাইর প্রপৌত্র ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছিলেন ; কিন্তু অবশেষে সুসঙ্গের সংশ্রবে তিনি পরাণ মৌলিকি অবসাদগ্রস্ত হন। সুকি বাগছি ধ্রুবজগন্নাথকে আস্তাড়ন করিয়া সমাজে স্থগিত করেন, কিন্তু জীবধর মৈত্রের সহিত করণ করিয়া ধ্রুবজগন্নাথ শুদ্ধ হন, এই করণে জীবধর মৈত্রের গৌরব বৃদ্ধি হওয়া দূরে থাকুক বরং তিনি উপহাসাস্পদ হইয়াছিলেন। জীবধর মৈত্রেয় হইতে ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি শ্রেষ্ঠব্যক্তি ছিলেন অথচ জীবধর মৈত্রকে উপলক্ষ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করেন। ইহাতে কুলীনেরা ধ্রুব জগন্নাথকে রাম এবং জীবধরকে সুগ্রীব বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (১) শ্রীপতির পুত্র লক্ষ্মণ, তৎপুত্র শশধর, তৎপুত্র সুকি, তৎপুত্র রাম ব্রহ্মচারী, তৎপুত্র গোপীজন, তৎপুত্র শ্রীহরি, তৎপুত্র প্রাণনাথ বাগছি।

১। না বুঝি সুসঙ্গে গেলা ধ্রুব জগন্নাথ।
সোণার চাঙ্গরে সুকি তুলে দিলেন হাত॥
সময় পাইয়া কুশ ধরে জীবধরে।
রামকে তরায় কেন সুগ্রীব বানরে॥

প্রাণনাথ বাগছি পাঁচুড়িয়া অবসাদগ্রস্ত সাঁতেরের রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে পলায়ন করিয়া রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী তাম্বুলপুরে বসতি করেন। ভাকলা আলুগদিয়া প্রভৃতি স্থানের বাগছিরা প্রাণনাথের বংশধর।

লাহেড়ি বংশ।

ভট্টনারায়ণ হইতে লোকনাথ অধস্তন ১৫ পুরুষের লোক। লোকনাথের পুত্র ভূতনাথ, তৎপুত্র দিগম্বর, তৎপুত্র চুট ওঝা। চুট ওঝার পুত্রগণের নাম হলী. বলী এবং বল্লভাচার্য্য প্রভৃতি। হলী, নর নামা বর্ণসঙ্কর জাতির পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া পতিত এবং বর্ণ ব্রাহ্মণ হন। বল্লভাচার্য্য লাহেড়ি কুলে শ্রেষ্ঠ, ইঁহার সহিত উদয়-নাচার্য্য ভাদুড়ির পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। এই পরিবর্ত্তে বল্লভা-চার্য্য উদয়নাচার্য্যের লীলাবতীনাম্নী কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। বল্লভের তিন পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম—অর্ক, কেশব এবং দনুজারি লাহেড়ি। এই তিন ভ্রাতা হইতে লাহেড়ির তিন সমাজ পত্তন হয়। অর্কের সমাজ ঢাকঢোর, কেশবের সমাজ নকড়িয়া, দনুর সমাজ চয়ড়া। দনু লাহেড়ি চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের করণে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া ছয়ঘরিয়া আখ্যা প্রাপ্ত হন। নকড়িয়াবাসী কেশব লাহেড়ির বংশধরগণই এখন লাহেড়ি কুলে শ্রেষ্ঠ। কেশবের পুত্র শ্রীনারায়ণ লাহেড়ি (বিখ্যাত খেঁকাই লাহেড়ি)। খেঁকাইর মাধব অনন্ত প্রভৃতি বহুপুত্র জন্মে। মাধবের পুত্র মহামিশ্র, তৎপুত্র বিদ্যাপতি। (১) অনন্ত লাহেড়ির পুত্রের নাম শ্রীধর। শ্রীধরের পুত্র বাণীনাথ,

১। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ লাহেড়িবংশসম্ভূত, মাধবের অন্ববায়ে জাত। বিদ্যা-ভূষণ, এই বিদ্যাপতিকেই শিবসিংহের সভাসৎ কবি বিদ্যাপতি বলিয়া স্থির করিয়াছেন। “মাধবস্তস্য তনয়ো মহামিশ্রস্তু তৎসুতঃ। কুলীনঃ কর্ম্মণাশুদ্ধঃ ‘সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।

বাণীনাথের পুত্র মদন লাহেড়ি। মদন লাহেড়ির স্ত্রীর অনুদ্দেশ হওয়াতে মদন বহু সন্ধান করিয়া যখন স্ত্রী প্রাপ্ত হইলেন না, তখন স্ত্রীর মৃত্যু ভাণ করিয়া একটি ছাগী দাহ করিয়াছিলেন, ইহাতে মদন লাহেড়িতে ছাগী পোড়া অপবাদ হয়। (১) যদি মদন লাহেড়ি অনুদ্দিষ্ট স্ত্রীকে প্রাপ্ত হইয়া গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গুরুতর অপবাদ হইত। ছাগী দাহ করাতে মদনের যে অপবাদ হইয়াছিল, তাহাতেই তিনি কিছু খর্ব্বতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মদনের পুত্র

বিদ্যাপতিস্তস্য পুত্রঃ কবীনাং বিভূষাম্বরঃ। মৈথিলে শিবসিংহস্য সভাসৎ পণ্ডিতোঽভবৎ॥" লঘুভারত ৪ খণ্ড ৮৫ পৃঃ। কিন্তু বিদ্যাভূষণের এই লেখার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা যাইতে পারে না। লাহেড়িবংশসম্ভূত বিদ্যাপতি মিথিলার অধিপতি শিবসিংহের সভাপণ্ডিত হইয়া ব্রজ ভাষাতে গান সকল প্রস্তুত করা একরূপ অসম্ভব। নামসাদৃশ্যেই বিদ্যাভূষণ অনুমান করিয়াছেন; পক্ষান্তরে লাহেড়িবংশসম্ভূত বিদ্যাপতি এবং শিবসিংহের সভাসৎ কবি বিদ্যাপতি ইঁহারা যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি তাহার প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। মিথিলাতে পঞ্জী নামে একখানি গ্রন্থ আছে; তাহা হরিসিংহ নৃপতির সময়ে ১২৪৮ শকে লিখিতে আরম্ভ হয়। পরপর রাজাদের বৃত্তান্তাদি পরবর্ত্তী রাজগণ তাহাতে সন্নিবেশ করিয়াছেন; ঐ পঞ্জী গ্রন্থ মিথিলাদেশে অত্যন্ত মান্য, তাহাতে কবি এবং পণ্ডিতদিগের বৃত্তান্তও লিখিত আছে। ঐ পঞ্জী গ্রন্থ মতে মৈথিল বিদ্যাপতির পিতার নাম গণপতি, পিতামহের নাম জয়দত্ত। শিবসিংহ নৃপতি বিপসী নামক গ্রাম বিদ্যাপতিকে দান করেন। শাসনপত্রে লিখিত আছে "অব্দে লক্ষ্মণসেনভূপতিমিতে বহ্নি গ্রহদ্ব্যঙ্কিতে মাসি শ্রাবণ সংজ্ঞকে শুভতিথৌ পক্ষে বলক্ষে গুরৌ। বাগ্বত্যাঃ সরিতস্তটে গজরথেত্যাখ্যা প্রসিদ্ধে পুরে দিৎসোৎহাস বিবদ্ধ বাহুপুলকঃ সভ্যায় মধ্যেসভং॥ প্রজ্ঞাবান্ প্রচুরোর্ব্বরং পৃথুতরাভোগং নদীমাতৃকং সারণ্যং সসরো বিষয়ে বীপসীনামানমাসীমতঃ। শ্রীবিদ্যাপতি শর্ম্মণে সুকবয়ে রাজাধিরাজঃ কৃতী বীর শ্রী শিবসিংহ দেব নৃপতির্গ্রামং দদৌ শাসনং॥ বিদ্যাপতির উত্তরাধিকারিগণ অদ্যাপি বীপসী গ্রাম অধিকার করিতেছেন।" এবং শাসনখানি তাঁহাদের অধিকারে আছে। দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী এবং পুরুষপরীক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ বিদ্যাপতির রচনা। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন আপন স্মৃতিসংগ্রহে দুর্গাভক্তির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বঙ্গদর্শন ৪র্থ খণ্ড ২ সংখ্যা ৭৫ পৃঃ

১। বহু বহু করিয়া মদনে বেড়ায়
বহু না পাইয়া শ্মশানে যাইয়া ছাগী পোড়ায়।

চান্দাই, তৎপুত্র রামচন্দ্র লাহেড়ি। রামচন্দ্র প্রথমে জোনালি, পরে ভূষণা অবসাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন। রামচন্দ্রের পুত্র অনন্ত, বাসুদেব, গঙ্গাধর। অনন্তের পুত্র যাদব, বাণীনাথ, বাচাই, মৃত্যুঞ্জয়। বাচাইয়ের পুত্র কৃষ্ণদাস লাহেড়ি। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্র রঘুদেব, তৎপুত্র শিবরাম, শিবরামের পুত্র মুক্তারাম এবং রামভদ্র লাহেড়ি। এই দুই ভ্রাতা বরেন্দ্রভূমিতে কৈচড় গ্রামে বসতি করিতেন। পাঁচুড়িয়া দোষযুক্ত সাতৈরের রাজা রামকৃষ্ণের ভয়ে মুক্তারাম পলাইয়া জেলা রঙ্গপুরের অন্তঃপাতী তাম্বূলপুরে বসতি করেন। রামচন্দ্র কৈচড়ে থাকিয়া পাঁচুড়িয়া হন। (১) পরে মুক্তারাম নলডাঙ্গাতে বিবাহ করিয়া নলডাঙ্গাতে বসতি করেন। মুক্তারামের পুত্র রতিদেব, রামদেব, কৃষ্ণদেব। রতিদেবের সময়ে সম্পত্তি অর্জ্জন হইতে আরম্ভ হয়। রতিদেবের পুত্র রমানাথ, তৎপুত্র কালীমোহন, তৎপুত্র নীলকমল লাহেড়ি। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ, তৎপুত্র কালীচন্দ্র লাহেড়ি। ইনি কোচবেহারের মহারাজার দেওয়ান ছিলেন। রামদেবের পুত্র কাশীনাথ লাহেড়ি, ইনি কোচবেহারের মহারাজের রাজ্যের সাজওয়াল ছিলেন। কাশীনাথের দত্তক কৃষ্ণহরি লাহেড়ি, তৎপুত্রদ্বয় শিবচন্দ্র, শম্ভুচন্দ্র। ইঁহারা সকলেই ভূষণা পঠীর কুলীন। ভট্টনারায়ণ হইতে নীলকমল ৩৭ পুরুষীয় ব্যক্তি।

নন্দনাবাসী।

মৌনভট্টের পুত্রের নাম কৃষ্ণানন্দ, মহানন্দ, ভুবনানন্দ। ভুবনের পুত্র কনকদণ্ডী, তৎপুত্র যদু উপাধ্যায়, তৎপুত্র বেদ উপাধ্যায়,

১। রামভদ্র পাঁচুড়িয়া দোষে আক্রান্ত হন। তাঁহার সন্তানেরাও সেই ভাব প্রাপ্ত হয়, শ্রোত্রিয়সংসর্গে ভূষণাপঠীর কুলীনে রামভদ্রী দোষ আসিয়াছে, কিন্তু মুক্তারামের সন্তানেরা সংগ্রহ করিয়া লইয়াছেন।

তৎপুত্র ত্রিলোকাচার্য্য, তৎপুত্র গঙ্গাদাস উপাধ্যায়, তৎপুত্র দিবাকর ভট্ট জগদ্গুরু। দিবাকরের ৪টি পুত্র জন্মে। তাঁহাদের নাম পুরুষোত্তম বেদান্তী, খোঁড়া আচার্য্য, কুল্লুক ভট্ট, মকরন্দ মিশ্র। নাম দেখিয়া সকলকেই বিদ্বান্ এবং শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া জানা যায়। কুল্লুক ভট্ট যে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তৎকৃত মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী নাম্নী টীকা তাহার পরিচয় দিতেছে। (১) দেশীয় পণ্ডিতেরা মন্বর্থমুক্তাবলীর ভূয়সী প্রশংসা করিয়া থাকেন। মন্বর্থমুক্তাবলী সম্বন্ধে স্যর উইলিয়ম জোন্সের উক্তি স্মরণ করিলে আর কিছুই কহিতে হয় না। (২) কুল্লুকভট্ট যমসংহিতারও একখানি টীকা প্রস্তুত করিয়াছেন। পুরুষোত্তম বেদান্তী ও মকরন্দ মিশ্র ইঁহারা টুটহলা গ্রামে বসতি করেন। কুল্লুকভট্ট গুয়াখরা, মকরন্দ মিশ্র জামরুখি গ্রামে বসতি করাতে প্রথমে নন্দনাবাসীদের টুটহলা, গুয়াখরা এবং জামরুখি এই তিন সমাজ পত্তন হয়। বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায়, গুয়াখরা গ্রামে কুল্লুকভট্টের সন্তানেরা বসতি করিয়াছিলেন, এক্ষণে কুল্লুকভট্টের বংশে কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি বর্ত্তমান নাই, অথবা কুল্লুকভট্টের পরে

১। গৌড়ে নন্দনবাসি নাম্নি সুজনৈর্ব্বন্দ্যে বরেন্দ্র্যাং কুলে।
শ্রীমদ্ভট্টদিবাকরস্য তনয়ঃ কুল্লুকভট্টোঽভবৎ।
কাশ্যামুত্তরবাহি জহ্নুতনয়াতীরে সমং পণ্ডিতৈঃ।
তেনেয়ং ক্রিয়তে হিতায় বিদুষাং মন্বর্থমুক্তাবলী॥

মন্বর্থমুক্তাবলী।

২। At length appeared Kullaka Bhatta a Brahmin of Bengal, who after a painful course of study and the collation of mumerous manuscripts, produced a work, of which it may perhaps be said very truly, that it is the shortest yet the most luminous, and the least ostentatious, yet the most learned, the deepest yet the most agreeable commentary ever-composed on any author, ancient or modern, European or Asiatic.

ব্যবস্থাদর্পণধৃত স্যর উইলিয়ম জোন্সের বাক্য।

জন্মগ্রহণ করে নাই। মানোড়ার ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠী খোঁড়া আচার্য্যের বংশজাত।

পুরুষোত্তম বেদান্তীর বংশই নাম্যাসীগ্রামীদের মধ্যে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পুরুষোত্তম বেদান্তীর অধস্তন ৮ পুরুষে (১) কামদেব ভট্টের জন্ম হইয়াছিল, এই কামদেব হইতেই ভট্টাঘাত হয়। এবং কামদেব ভট্ট হইতেই এই বংশের সৌভাগ্য হইয়াছিল। অবশেষে কামদেবের সন্তানেরা রাজা আখ্যা পান। কামদেবের পুত্রের নাম বিজয়লস্কর, তৎপুত্র রাজা উদয়নারায়ণ, ইনি নিরাবিল পঠীর বাহির ভাব পত্তন করেন। উদয়ের পুত্রগণের নাম হৃদয়নারায়ণ, জীবনারায়ণ এবং হরিনারায়ণ। হৃদয়নারায়ণের পৌত্র দর্পনারায়ণ বড় ঠাকুর। ইঁহা হইতে দর্পনারায়ণী অবসাদ জন্মে। হরিনারায়ণের পুত্রের নাম রাজা কংসনারায়ণ। (২) ইঁহারা তাহেরপুর প্রভৃতি পরগণার জমিদার। তাহেরপুর সম্পত্তি ॥৶০ আনা এবং ।৶০ আনা অংশে বিভক্ত হইলে রাজা বলেন্দ্রনারায়ণ আনন্দীরাম রায়ে কন্যা সমর্পণ করেন; বলেন্দ্রের অভাবে ॥৶০ আনা অংশ ভাদুড়িকুলের আনন্দীরামের অধিকৃত হয়। ক্রমে ।৶০ আনা অংশের ভূম্যধিকারিগণও নির্বংশ হইয়া গিয়াছেন এবং সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে। বিজয় লস্করের অন্যতর ভ্রাতা ধনঞ্জয়ের পুত্র লক্ষ্মণ তলাপাত্র আদি নিরাবিল পত্তন করেন। থুরির ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ কোলের মজুমদার, সোনাতনির চক্রবর্ত্তী কোলার চক্রবর্ত্তী বরিয়া পাকুড়িয়ার ঠাকুরগণ এই গাঞি-

---

১। পুরুষোত্তমের পুং নাভসভট্ট, পুং শশীকুলীন, পুং সঙ্কর্ষণ, পুং নন্দন, পুং বামন, পুং কন্দর্প, পুং কামদেব।

২। কংসনারায়ণ পুং ইন্দ্রজিৎ। তাঁহার দুই পুত্র চন্দ্রনারায়ণ, সূর্য্যনারায়ণ। সূর্য্যের পুত্র জয়নারায়ণ, সুরনারায়ণ, নরেন্দ্রনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণ। নরেন্দ্রের পুত্র বিজয়নারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র কন্দর্পনারায়ণ, পুং রবীন্দ্র, পুং বলেন্দ্র।

সম্ভূত। এই বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। বরিয়া পাকুড়িয়ার ঠাকুর নাটোর রাজার গুরু বলিয়া বিশেষ বিখ্যাত।

চম্পটী গাঞি।

আদি মাধবের পুত্র অভিমন্যু, অভিমন্যুর পুত্র বৎসাচার্য্য এবং বল্লভাচার্য্য। বল্লভাচার্য্য তাড়োয়াল গ্রামী, এই হইতে শাণ্ডিল্য গোত্রে তাড়োয়াল গাঞির স্থষ্টি হয়। বৎসাচার্য্য পৈতৃক গ্রামীই থাকেন। (১) বৎসাচার্য্যের অজ, প্রজ, মনু এবং মার্ত্তণ্ড নামে চারি পুত্র জন্মে। প্রজের পুত্র রাম, মেরু এবং কালিসী ওঝা; এই কালিসী ওঝা হইতে বিশী গাঞির উৎপত্তি হইয়াছে। রামের পুত্র বররুচি, তাহার পুত্রদ্বয় সেতু ওঝা এবং বৈকুণ্ঠ ওঝা। বৈকুণ্ঠ ওঝা মৎস্যাশী গ্রামী। উত্তর বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থে চম্পটী প্রকরণে লিখিত আছে মার্ত্তণ্ড দক্ষিণ দেশ গত, অজাদিতিনের বংশধরগণ উত্তর বরেন্দ্র দেশে বসতি করেন। চম্পটী গাঞির বংশাবলী দৃষ্টে প্রজের পুত্রগণ দক্ষিণ বরেন্দ্রভূমিতে ছিলেন দেখা যায়। বিশী ও মৎস্যাশী গ্রামী ব্রাহ্মণেরা প্রজের বংশধর। উত্তর বারেন্দ্রদিগের কুলগ্রন্থের লিখার সহিত দক্ষিণ বারেন্দ্রগণের চম্পটী গাঞির বংশাবলীর সমন্বয় করিতে হইলে ইহাই বলা প্রয়োজন যে প্রজ, রাম প্রভৃতি পুত্রগণকে দক্ষিণ বরেন্দ্রে রাখিয়া স্বয়ং উত্তর বরেন্দ্রে বসতি করিয়াছিলেন, ইহাতেই দক্ষিণ এবং উত্তর বারেন্দ্র উভয় কুলেই প্রজের বংশ বিদ্যমান

১। জনয়ামাস বৈ পুত্রমভিমন্যুন্তু মাধবঃ।
অভিমন্যুসুতাবেতৌ বৎসবল্লভসংজ্ঞকৌ ॥
কনীয়ান্ বল্লভোযোঽসৌ তাড়ো আলে প্রতিষ্ঠিতঃ।
বৎসাচার্য্য ইতি প্রোক্তশ্চম্পটী যঃ কুলোত্তমঃ ॥

চম্পটীর বংশাবলী।

রহিয়াছে। বালুভরার চৌধুরী, বোনগ্রামের রায়, বানিয়াদির বিশ্বাস, ভুয়াজানির চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চম্পটী গ্রামী। এবং জোয়াইয়ের বিশী কালিসী ওঝার সন্তান।

সিহরী গাঞি।

স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণি দেব। কিঙ্কিণিদেবের অচল এবং চল নামক দুই পুত্র জন্মে। অচল উত্তর বরেন্দ্রভূমিতে বাস করেন, তাঁহার পুত্রেরা উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। চল, দক্ষিণ বরেন্দ্রে বসতি করাতে তাঁহার সন্তানেরা দক্ষিণ বারেন্দ্র নামে খ্যাত হন। (১) কালক্রমে দক্ষিণ শব্দ লোপ হইয়া বারেন্দ্র এবং উত্তর বারেন্দ্র আখ্যা দাঁড়াইয়াছে। চল যিনি দক্ষিণভাগে থাকিলেন তাঁহার সন্তানেরাই বারেন্দ্র শ্রেণীর সিহরী গাঞি। চলের পুত্র মাঙ্গলি, তৎপুত্র ধরাধর, তৎপুত্র ভূদেব, তৎপুত্র বজ্রধর। বজ্রধরের ৪ পুত্র, তাঁহাদের নাম অভয়, বেদ, নিধ, মাধব। অভয়ের বসতিগ্রামের নাম অমৃতকুণ্ডা, বেদের বসতিগ্রামের নাম গসো বাড়ি। নিধের বসতিগ্রামের নাম পুখরিপাড়, মাধবের বসতগ্রামের নাম কাপাশ কান্দা। এই হইতে সিহরী গাঞির চারিটি সমাজ পত্তন হয়, সমাজ স্থান দৃষ্টে অবগতি হয় পাবনা জেলার অন্তর্গত ভূভাগই সিহরীগ্রামী-দের বসতিস্থান।

১। স্বর্ণরেখস্য পুত্রোঽভূৎ কিঙ্কিণি দেবসংজ্ঞকঃ।
কিঙ্কিণেস্তু সুতৌ দ্বৌ চ তস্যাচলচলাহ্বয়ৌ॥
গতবানচলো জ্যেষ্ঠো বারেন্দ্রমুত্তরং শুভং।
বারেন্দ্র্যাং দক্ষিণস্যান্তু কনীয়ান্ সমুবাসহ॥

সিহরী গাঞির বংশাবলী।

বাৎস্যগোত্রের বংশাবলী।

কোশাম্ববাসোঽখিলযজ্ঞকর্ত্তা ক্রিয়াকলাপেন বশিষ্ঠতুল্যঃ।
ধরাধরোদেব কৃশানুকল্পঃ বেদোহি যস্মাৎ সুসুতামবাপ॥

ধরাধরের পুত্র বেদ, বেদের পুত্র শিধওঝা, তৎপুত্র বেদান্তাচার্য্য এবং দামোদর। বল্লালসেন কৃত শ্রেণীভাগে বেদান্তাচার্য্য এবং দামোদর উপস্থিত ছিলেন। দামোদর তৎকালে রাঢ়দেশে গমন করিয়া রাঢ়ীয় দলে প্রবেশ করেন, বেদান্তাচার্য্য বরেন্দ্রভূমিতে থাকিয়া বারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। বেদান্তাচার্য্যের হরিহর, লক্ষ্মীধর, জয়মান মিশ্র, দিবাকর, শশিধর নামা পুত্র জন্মে। ইঁহারা কৌলীন্য-মর্য্যাদা বিধানকালে বল্লালের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। লক্ষ্মীধর এবং জয়মান মিশ্র নবগুণবিশিষ্ট থাকাতে কৌলীন্য পদ পাইয়াছিলেন। (১) লক্ষ্মীধর সঞ্জামিনী অর্থাৎ সান্যাল গ্রামী, জয়মান মিশ্র ভীমকালিহাই গ্রামী, দিবাকর ভাড়িয়াল গ্রামী এবং হরিহর

১। শাণ্ডিল্যগোত্রে ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১৩ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় শ্রেণীভাগ ও ১৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় কৌলীন্যমর্য্যাদা অবধারণ হয়। কাশ্যপ গোত্রে সুষেণ হইতে ৮ পুরুষে শ্রেণীভাগ, ১০ পুরুষে কৌলীন্যমর্য্যাদা অবধারণ হয়। ভরদ্বাজ গোত্রে গৌতম হইতে ১৪ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় শ্রেণীভাগ, ১৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময় কৌলীন্যমর্য্যাদা ধার্য্য হইয়াছিল। কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ধরাধর হইতে অধস্তন ৪ পুরুষীয় ব্যক্তির সময়ে শ্রেণীভাগ এবং ৫ পুরুষীয় ব্যক্তির সময়ে কৌলীন্যমর্য্যাদা অবধারণ হওয়া দেখা যায়, এই বিভিন্নতা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। শাণ্ডিল্য গোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।[illegible] এবং ৩৮ পুরুষ, কাশ্যপগোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজ গোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, [illegible] বাৎস্য গোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়। এইরূপ বিসদৃশ পুরুষসংখ্যা রাঢ়ীয় শ্রেণীতেও দৃষ্ট হয়। বল্লালসেনের সভাতে রাঢ়ীয় শ্রেণীর যে ১৯ জন কুলীনের পূজা হইয়াছিল তন্মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় মহেশ্বর. ভট্টনারায়ণ হইতে অধস্তন ১০ম পুরুষীয় ব্যক্তি, সাবর্ণ গোত্রীয় শিশগাঙ্গুলি, বেদগর্ভ হইতে অধস্তন ৮ পুরুষীয় ব্যক্তি, কাশ্যপগোত্রীয় বহুরূপ, দক্ষ হইতে ৮ পুরুষের অধস্তন ব্যক্তি, ভরদ্বাজগোত্রীয় উৎসাহ, শ্রীহর্ষ হইতে ৩৩ পুরুষীয় অধস্তন ব্যক্তি। কিন্তু বাৎস্যগোত্রীয় শির ঘোষাল, ছান্দড় হইতে ৪ পুরুষীয় ব্যক্তি।

কুড়মুড়িয়াল গ্রামী (১) আখ্যাত হন। লক্ষ্মীধরের তিন পুত্র বর্দ্ধমান, বিশ্বম্ভর, বিশ্বপতি। বিশ্বপতি জামরুখি এবং বিশ্বম্ভর সিমুলী গাঞি হন। লক্ষ্মীধরাত্মজ বর্দ্ধমান কুড়মইল গ্রামে ছিলেন, সম্ভবতঃ তিনি আপন পিতৃব্য হরিহরসহ বসতি করিতেন, পরে পৈতৃক বসতি সপ্তা-মিনী গ্রামে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, তাহাতেই বর্দ্ধমান সপ্তা-মিনী গ্রামী ও কুলীন হন। বর্দ্ধমানের পুত্রের নাম বাসুদেব, তৎপুত্র মেধাতিথি, তৎপুত্র নরসিংহ। নরসিংহের পুত্রের নাম মহেশ্বর, তৎপুত্র ভূতনাথ, ভূতনাথের পুত্রদ্বয়ের নাম শিকাই সান্ন্যাল এবং দামোদর সান্ন্যাল। শিকাই সান্ন্যাল উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা ধার্য্যের সময় বর্ত্তমান ছিলেন। শ্রীনারায়ণ লাহেড়ির সহিত শিকাই সান্ন্যালের করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। শিকাইর পুত্র কানাই, বনাই এবং পিয়াই প্রভৃতি। বনাই সান্ন্যাল চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারকরণে লিপ্ত হইয়া ছয়ঘরিয়া দল স্থষ্টি ক[illegible]রে নিষ্কুল হন। বনাইর সমাজ গাঁড়াদহ। পিয়াইর পুত্র আম্বুয়াই। আম্বুয়াইর সমাজ কুজিল। কানাইর পুত্র মহী, তৎপুত্র দামো-

১। কুড়মইল যাহাকে বলিহার কহে সেই গ্রাম বাৎস্যগোত্রীয় আদি ব্যক্তির বসতি-স্থান বলিয়া বোধ হয়। সংস্কৃত শ্লোকে কুড়মইলকে কুড়ম্ববল্লী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পাবনা জেলার অন্তঃপাতী হাটি কুমল্লী গ্রামকেও কেহ কেহ কুড়ম্ববল্লী (কুড়মইল) বলিয়া থাকেন, তথাতেও সান্ন্যালের বসতি আছে। কুড়মুড়িয়াল, কুড়মইল, কুড়ম্ববল্লী একগ্রামেরই নাম। যমুনানদীর পূর্ব্বপারে ময়মনসিংহ জেলার অন্তঃপাতী আটিয়া পরগণার মধ্যস্থ জামুরকি সম্ভবতঃ জামরুখী এবং রাজসাহী জেলায় উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের আত্রাই ষ্টেসনের সন্নিহিত সিমলা গ্রামই সিমলী হইতে পারে।

কুড়ম্ববল্লী সরসীরুহার্কঃ কৃতী কৃতজ্ঞো দ্বিজ বর্দ্ধমানঃ।
নিজাং পরিত্যজ্য সমস্তভূমিং স্থান[illegible]ভ হরিসৌরবুক্তং॥
তস্যান্বয়েঽভূচ্চ সুচারুবংশঃ স বা[illegible]বো গুণিনাং গরিষ্ঠঃ।
মেধাতিথিস্তস্য সুতোপি জজ্ঞে যস্যাত্মজোঽভূন্নরসিংহনামা॥
সান্ন্যালের বংশাবলী পুস্তক॥

দর, তৎপুত্র অনন্ত, রামনাথ, রমানাথ। অনন্তের পুত্র জন চক্রবর্ত্তী, তৎপুত্র নৃসিংহ চক্রবর্ত্তী, নৃসিংহের পুত্র গোপাল, গোপালের পুত্রত্রয়ের নাম কৃষ্ণদেব, প্রাণকৃষ্ণ, রামরাম। কৃষ্ণদেব (১) বাহিরবন্দ পরগণার ভূম্যধিকারিণী রাণী সত্যবতীর (২) ভগ্নীকে বিবাহ করিয়া পরগণে স্বরূপপুরের অন্তর্গত লক্ষ্মণপুর নামা সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। কৃষ্ণদেবের বৈবাহিকসম্বন্ধনিবন্ধন প্রাণকৃষ্ণ ও রামরাম রাণী সত্যবতীর প্রধান কার্য্যকারক হইয়া ভিতরবন্দ পরগণা অধিকার করেন। রাণী সত্যবতীর স্বামী রঘুনাথ রায়ের ১১৩০ বাঙ্গালা সালে অভাব হয়, তাঁহার পরে রাণী সত্যবতী জমিদারী প্রাপ্ত হন এবং ১১৮৯ সাল পর্য্যন্ত জীবিতা ছিলেন। রামনাথের পুত্র কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যাল ১১৬১ সালে বাসুদেব ভাদুড়িকে ভিতরবন্দ পরগণার অন্তঃপাতী পয়বাডাঙ্গা গ্রামে ৪০০ বিঘা ভূমি ব্রহ্মোত্তর দান

১। কৃষ্ণদেবের পুত্র রাধাকৃষ্ণ; তৎপুত্র শিবকৃষ্ণ। শিবকৃষ্ণের দুই পুত্র বিশ্বনাথ, শম্ভুনাথ। শম্ভুনাথের পৌত্র গোবিন্দনাথ। বিশ্বনাথের প্রপৌত্র বিজয়নাথ সান্ন্যাল। ইঁহারা অদ্যাপি লক্ষ্মণপুরে বসতি করিয়া রাণী সত্যবতীর দত্ত সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। উত্তর বাঙ্গালা রেলওয়ের সৌদপুর ষ্টেসনের নিকট লক্ষ্মণপুর গ্রাম।

২। চান্দরায় বাহিরবন্দ পরগণের জমিদার ছিলেন। পূর্ব্বে বাহিরবন্দ পরগণা ॥৵০ আনা এবং ।৵০ আনা অংশে বিভক্ত ছিল। চান্দরায়ের পূর্ব্বাধিকারী ॥৵০ আনা ও আদিত্য রায় ।৵০ আনার অংশী ছিলেন। চান্দরায়ের পুত্র রঘুনাথ রায় রাণী সত্যবতীকে বিবাহ করেন। রাণী সত্যবতী, কাশ্যপগোত্রীয় করঞ্জগাঞি কাশীনাথ রায়ের কন্যা। কাশীনাথের পূর্ব্বপুরুষ বিক্রমপুরের অন্তঃপাতী রাইলচেরা গ্রাম হইতে বাহিরবন্দে আসিয়া বসতি করেন। অদ্যাপি রাইলচেরা গ্রামে কাশীনাথের জ্ঞাতি চৌধুরীগণ বাস করিতেছেন। ১১০০ সালে রঘুনাথ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, রঘুনাথ রায় অভাবে ১১৩০ সালে রাণী সত্যবতী জমিদারী পাইয়াছিলেন। বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়বাড়ি, স্বরূপপুর, আমবাড়ি, পাতিলাদহ, ইসলামবাড়ি, সুজানগর এই ৮ পরগণা রাণী সত্যবতীর জমিদারী ছিল। রাণী সত্যবতী বর্ত্তমানে নওয়াবসরকারে রাণী ভবানীর নাম জারি ছিল এবং রাণী ভবানীর প্রতি রাজস্ব শোধের ভার ছিল। রাণী সত্যবতীর অভাব হইলে বাহিরবন্দ পরগণা নাটোররাজত্বভুক্ত হয়। পরে লর্ড ক্লাইবের সময়ে কাশীমবাজারের কান্তিবাবু বাহিরবন্দ প্রাপ্ত হন।

করেন। কর ধার্যে মকদ্দমায় সেই দান সিদ্ধ বিবেচিত হইয়াছে, অতএব রাণী সত্যবতী বর্ত্তমানেই ভিতরবন্দ পরগণাতে কৃষ্ণগোবিন্দের স্বামিত্ব স্বত্ব উদ্ভব হইয়াছিল জানা যায়। পরে প্রাণকৃষ্ণ ও রামরামের সন্তানগণের মধ্যে ভিতরবন্দ পরগণা ॥১৫ আনা, ৷৶৫ আনা অংশে বিভক্ত হইয়া জ্যেষ্ঠ রামরামের সন্তান ॥১৫ আনা ও কনিষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণের সন্তান ৷৶৫ আনা অংশ প্রাপ্ত হন।

রামনাথের পুত্রের নাম কৃষ্ণগোবিন্দ সান্ন্যাল, তৎপুত্র কৃষ্ণকান্ত, তৎপুত্র কালীকান্ত রায়। পূর্ব্বে কুলীনগণের মধ্যে দত্তকগ্রহণ হইত না, দত্তকগ্রহণ হইলে কুল থাকিত না। কৃষ্ণকান্ত সম্পত্তিবান্ ব্যক্তি ছিলেন, অপুত্রক অভাব হইলে সম্পত্তি জ্ঞাতিতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা ছিল; তাহা নিবারণ জন্যই হউক অথবা অপুত্রক ব্যক্তি দত্তকগ্রহণ করিতে বাধ্য এই বিবেচনাতেই হউক কালীকান্তকে কৃষ্ণকান্ত দত্তক গ্রহণ করেন। বারেন্দ্রশ্রেণীতে প্রথমে এই দত্তক কুলীনমধ্যে গ্রহণ হয়; কালীকান্তের কুলসম্বন্ধে বহু আপত্তি উপস্থিত হইয়াছিল। পরিশেষে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের যত্নে ও সহায়তাতে দত্তকের কুল থাকা অবধারণ হয়। (১) এই হইতে বারেন্দ্র শ্রেণীর কুলীনগণের মধ্যে দত্তক গ্রহণ প্রথা আরম্ভ হইয়াছে। কালীকান্তের পুত্র আনন্দচন্দ্র, তৎপুত্র মহেশচন্দ্র, তৎপুত্র যোগেন্দ্রচন্দ্র রায় চে নিবাস দিনহাটা জেলা রঙ্গপুর। প্রাণকৃষ্ণের পুত্রের নাম রামনাথ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ রায়, তৎপুত্র রাজেন্দ্র রায়। ইনি রাজা রামকৃষ্ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া বহু ভূমিসম্পত্তি প্রাপ্ত হন। রাজেন্দ্রের পুত্র

১। সমশ্রেণীর কুলীন হইতে দত্তক গ্রহণ হইলেই কুল থাকে, শ্রোত্রিয় অথবা কাপের পুত্র দত্তক গৃহীত হইলে গৃহীতদত্তকের কুল থাকে না এবং গ্রহীতাও কুলভ্রষ্ট হয়; ভিন্ন গাঁই হইতে দত্তক গ্রহণ এপর্য্যন্ত হয় নাই। ইহার পূর্ব্বে কাশ্যপগোত্রীয় স্বর্ণরেখের পুত্র সিন্ধু ওঝা গররাজুক দত্তক গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি কৌলীন্যমর্য্যাদা পাইয়াছিলেন না।

শিবপ্রসাদ, শিবপ্রসাদের পুত্র কৃষ্ণেন্দ্র রায় নিবাস বলিহার। সম্প্রতি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মণপুর দিনহাটা এবং বলিহার নিবাসী, কৃষ্ণদেব, রামনাথ ও প্রাণকৃষ্ণের সন্তানেরা নিরাবিল পঠীর কুলীন। রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় ধরাধর হইতে অধস্তন ২৫ পুরুষীয় ব্যক্তি।

বাৎস্যগোত্রে ভীমকালিহাই।

ভীমকালিহাই জয়মান মিশ্রের পুত্রগণের নাম হয়গ্রীব, হলধর, চক্রপাণি। হয়গ্রীব, নিদ্রালীগ্রামী। হলধর, দেউলীগ্রামী। চক্রপাণি, ভীমকালিহাই গ্রামী। চক্রপাণির পুত্র নারায়ণ রাজগুরু; তৎপুত্র পীতাম্বর মিশ্র, তৎপুত্র বলদেব অগ্নিহোত্রী। বলদেবের পুত্রগণের নাম অধিপতি, রামদেব, কামদেব, হরদেব। কামদেব কালীগ্রামী (১), হরদেব, কালীহয়গ্রামী, অধিপতি ভীমকালিহাই। অধিপতির পুত্র জয়, শশী, অনন্তশশী, কামকালীগ্রামী (কামদেব কালিহাই)। অনন্ত পৌণ্ড্রকালী গ্রামী। জয় ভীমকালিহাইগ্রামী। জয়ের পুত্র উচ্চৈঃধর এবং মহীধর। উচ্চৈঃধর ভীমকালিহাই, মহীধর ভট্টশালীগ্রামী। উচ্চৈঃধরের পুত্র ভোজ এবং বটু। ভোজের পুত্র, অনন্ত বাঙ্গালওঝা, ইহার সহিত আনাই লাহেড়ির করণ এবং পরিবর্ত্ত হইয়াছিল। অনন্ত বাঙ্গালের পুত্রগণের নাম ধামাই, ধুমাই, বরাই, অচ্যুত। ধামাইর সমাজ পলালস্থর, ধুমাইর সমাজ ধুরাইল, বরাইর সমাজ হাপানিয়া, অচ্যুতের সমাজ বোয়ালিয়া। বরাইর পুত্রগণ ধরাই, শশধর, পদ্মনাভ, মিতাই, মধু, ডাকুয়াই, অগ্রবিন্দ এবং অরবিন্দ। ধরাইর সমাজ হাপানিয়া, শশধরের সমাজ আড়ঙ্গাইল, পদ্মনাভ এবং মিতাইর সমাজ বায়সা। মধু, ডাকু, অগ্রবিন্দ এবং

১। মাকুল্যার এবং কেশবপুরের ভট্টাচার্য্যগণ কালীগ্রামী

অরবিন্দ এই চারি ভ্রাতা পাঁচুড়িয়া দোষে কুলভ্রষ্ট। ভীমকালিহাই হইতেই প্রথমে পাঁচুড়িয়া দোষ জন্মে।

সাধারণতঃ সংস্কার এই, ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, স্তেয়, গুর্ব্বঙ্গনাগমন, এবং ইহাদের সংসর্গ এই পঞ্চবিধ (১) মহাপাতককারী ব্যক্তিতেই পাঁচুড়িয়া দোষ জন্মে, অর্থাৎ পঞ্চ মহাপাতকের অপভ্রংশ সংজ্ঞাই পাঁচুড়িয়া। এই কথা সত্য হইলে মধু প্রভৃতি ভ্রাতা চতুষ্টয় পঞ্চ মহাপাতকে পাতকী ছিলেন। কুলজ্ঞেরা কহেন, মধু প্রভৃতি ৪ ভ্রাতা, অমাবস্যার নিশীথে শ্যামাপূজা করিয়াছিলেন। উঁহারা ৪ ভ্রাতা এবং পুরোহিত এই ৫ জনেই মদ্যপানে বিহ্বল হইয়া মহিষভ্রমে একটি বৃষ বলি দিয়াছিলেন, পুরোহিত সহ পাঁচজন এই ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন হেতু ঐ পাপের নাম পাঁচুড়িয়া হইয়াছে। রাঢ়ীশ্রেণীর পিরালি, বারেন্দ্রশ্রেণীর পাঁচুড়িয়া দোষ এখনও নিষ্কৃতি হয় নাই অথচ অনেক যবন-দোষ নিষ্কৃতি হইয়া গিয়াছে, অনেকানেক পিরালি এবং পাঁচুড়িয়া যোগ প্রয়োগে চলিয়া গিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লোকের অনু-পায়, পুঁঠিয়ার এবং কলিকাতার ঠাকুরগণ পরিচিত হইয়া রহিয়াছেন। পাঁচুড়িয়াগ্রস্ত ঢাকুয়াইর পুত্র বামন ও দুর্গাবর। দুর্গাবরের পুত্র হরিহর, তৎপুত্র জনার্দ্দন, তৎপুত্র পুষ্পকেতন, মীনকেতন এবং বদন-পাঁজা। এই বদনপাঁজার সংশ্রব দোষে নিবারিলে বাহিরভাব পত্তন হইয়াছে। পুষ্পকেতনের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোপীরায় যবনধর্ম্মগ্রহণ করিয়া পাঁচুড়িয়া অবসাদ হইতে মুক্ত হইয়াছেন। বামনের পুত্র চক্রপাণি, রামচন্দ্র, পাঠক, বশিষ্ঠ, ভীম, পরাশর। ইঁহাদের বংশধরেরা স্বচ্ছন্দে সমাজে চলন আছেন।

অচ্যুতের পুত্র অভয়, অতিথি, জগাই। জগাইর সমাজ রিন্নাদাইড়।

১। ব্রহ্মহত্যা সুরাপানং স্তেয়ং গুর্ব্বঙ্গনাগমঃ।
মহান্তি পাতকান্যাহুঃ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ॥ মানব ১১ অধ্যায়।

এই জন্য, ভীমকালিহাই, চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের কারণে লিপ্ত থাকেন, তাহাতে ছয়ঘরিয়া আখ্যাত হইয়া পরে নিষ্কুল হন। অভয়ের পুত্র ঠাকুর কুশলী। এই হইতে ভীমকালিহাইর কৌলীন্য রহিত হয়, ঠাকুর কুশলী ভঙ্গ হন, অন্যান্য যে সকল কুলীন এই গাঞিতে ছিলেন, তাঁহারাও অগ্র পশ্চাৎ ভঙ্গ হইয়াছেন। ঠাকুর কুশলীর তিন পুত্র—ঠাকুর চণ্ডীদাস, ঠাকুর কালিদাস, ঠাকুর নরোত্তম। কালিদাস জমিদার ছিলেন, সর্ব্বদা প্রজাপীড়ন এবং দেশমধ্যে উপদ্রব করিতেন, ক্রমাগত নওয়াব সরকারে অত্যাচারের বিবরণ প্রকাশ হওয়াতে নবাবের আদেশক্রমে কালিদাস ১৮ পুত্র সহ ধৃত ও রাজধানীতে নীত হইয়া ১৭ পুত্র সহিত হত হন। নাথাই ফৌজদার নামক পুত্র পলায়ন করিয়া স্বদেশে আইসেন এবং পৈতৃক জমিদারী অধিকার করেন। নাথাই ফৌজদারের পুত্রের নাম হরিশ মল্লিক, তৎপুত্র বিজয় মল্লিক, তৎপুত্র যশশ্চন্দ্র রায়, তৎপুত্রগণ সুবুদ্ধি রায়, মথুরা রায়, বসন্ত রায় প্রভৃতি। এই মথুরা রায় হরিহর ন্যায়ালঙ্কারের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শনে তাঁহার নিকট দীক্ষিত হইয়া হরিহর ন্যায়ালঙ্কারকে আপন অধিকারে বসতি করাইয়া ঐ স্থানের মথুরা নাম করেন। (১) বসন্তরায়ের

১। আতুওঝা রত্নাবলী, তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র দেওওঝা, তৎপুত্র শ্রীকান্ত, তৎপুত্র দৈত্যদানব এবং গতিওঝা। গতিওঝার পুত্র নিধাই, তৎপুত্র হিরণ্য ও মন্মথ প্রভৃতি। হিরণ্যের সন্তান বুড়ইলের রায় সম্প্রতি নিবাস ইসলামগতি। মন্মথের পুত্র নকৈড়, তৎপুত্র জালু, তৎপুত্র পঞ্চানন, তৎপুত্র শ্রীনাথ, তৎপুত্র চণ্ডীদাস, তৎপুত্র যাদবানন্দ আচার্য্য, তৎপুত্র হরিহর ন্যায়ালঙ্কার। হরিহর অত্যন্ত পণ্ডিত এবং তাপস ছিলেন, সর্ব্বদাই ভ্রমণে রত থাকিতেন এবং নির্জ্জনপ্রদেশ ভালবাসিতেন। প্রবাদ এই যে হরিহর আত্রেয়ী নদীর পারে তপস্যা করিতেন, একটি বৃহৎ সর্প ফণা বিস্তার করিয়া সূর্য্যাতপ হইতে হরিহরকে রক্ষা করিত; ইহা দেখিয়াই হরিহরের স্থানে মথুরা রায় দীক্ষিত হন। হরিহরের সন্তানেরাই মথুরার ভট্টাচার্য্য নামে খ্যাত। ইঁহাদের ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতি শিষ্য নাই। অদ্যাপি ইঁহারা শূদ্র ও বৈদ্যদের দান ও অন্ন গ্রহণ করেন না।

নিবাস ছাতক ছিল। এই বসন্ত রায় বেণী রায় প্রভৃতির সহিত একত্রে বর্ণিত হইয়াছেন। বসন্ত রায়ের পুত্রের নাম রাজীব রায়। তৎপুত্র রাম রায়, তৎপুত্র রঘুরাম রায়, তৎপুত্র প্রেমনারায়ণ রায়, তৎপুত্র রাজনারায়ণ রায়, তৎপুত্র রূপেন্দ্র রায়। বর্ত্তমান নিবাস বাগ, জেলা পাবনা। ধরাধর হইতে রূপেন্দ্র অধস্তন ২৭ পুরুষের লোক।

কাবারিখোলার মল্লিক, ভারেঙ্গার চৌধুরী, হাটুরিয়ার রায় চণ্ডীদাসের সন্তান। বাগ, কাশীনাথপুর, খেতুপাড়া, সঙ্করপশার রায়গণ কালিদাসের সন্তান। সাঁড়াশিয়া, বেলতৈল, ব্রাহ্মণগ্রাম, সাফল্লা এবং এলাসিনের রায়গণ নরোত্তমের সন্তান। মধ্যপ্রদেশে অর্থাৎ পাবনা জেলাতে কালিহাইগ্রামী, কাপেরা প্রসিদ্ধ লোক। ঐ সকল স্থান ভিন্ন অন্যান্য বহুস্থানে ভীমকালিহাইর বসতি আছে, তন্মধ্যে অনেকে শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। বাগ এবং কাশীনাথপুরের রায়গণও শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। তাঁহারা মান্য শ্রোত্রিয়।

বাৎস্যগোত্রে ভট্টশালী।

মহীধরের পুত্র ময়ূরভট্ট। প্রবাদ এই যে, মহীধর আপন গর্ভবতী পত্নীকে সঙ্গে লইয়া পুরুষোত্তমক্ষেত্রে জগন্নাথদর্শনে যাইতেছিলেন। পথিমধ্যে মহীধরপত্নী একটি পুত্র প্রসব করেন। সদ্যঃপ্রসূত বালককে পরিত্যাগ করিয়া পিতা মাতা তীর্থে গিয়াছিলেন; একটি ময়ূর ঐ অভিনবজাত বালককে রক্ষা করিয়াছিল বলিয়া ময়ূরভট্ট নাম হয়। এই প্রবাদ সত্য অথবা মিথ্যা সম্বন্ধে যাহার যেমত বিশ্বাস, তিনি তদ্রূপই বিশ্বাস করিবেন। তৎসম্বন্ধে কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। এই ময়ূরভট্ট, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির সমসাময়িক লোক, এবং পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা বিধানকালে উদয়নাচার্য্যের সহায়তা করিয়াছিলেন।

অনেকেরই সংস্কার এই যে, ভট্টশালী গ্রামী ময়ূরভট্টই সূর্য্যশতক প্রণেতা, বাস্তবিক তাহা নহে। সূর্য্যশতকের "কমলবনোদ্ঘাটনং কুর্ব্বতে যে" পদ, কলাপ ব্যাকরণের প্রাচীন টীকাতে প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে। সূর্য্যশতক গ্রন্থ প্রণেতা ময়ূরভট্ট এবং কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট ইঁহারা উভয়ে শ্রীহর্ষরাজার সভাসৎ ছিলেন। (১) প্রসন্ন রাঘব নাটককর্ত্তা জয়দেব, অন্যান্য কবির সহিত ময়ূরভট্টের বর্ণন করিয়াছেন। (২) মাধবাচার্য্য কহেন, বাণভট্ট, ময়ূরভট্ট, শঙ্করাচার্য্য, শ্রীহর্ষ ইঁহারা এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। (৩) ভট্টশালী ময়ূরভট্টের পুত্রের নাম বাণভট্ট। এই বাণভট্ট কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্ট হইতে পৃথক্ ব্যক্তি। কাদম্বরী রচয়িতা বাণভট্টের পিতার নাম চিত্রভানু, পিতামহের নাম অর্থপতি। তিনি বাৎসায়ন গোত্রসম্ভব।(৪) ভট্টশালী বাণভট্টের পুত্র নীলমেঘ ভট্ট। তাহেরপুরের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ কামদেব ভট্ট, নীলমেঘের কন্যাকে বিবাহ করেন। নীলমেঘ ভট্টের পুত্রদ্বয়ের নাম ফণারি ভট্ট এবং দানবারি ভট্ট। দানবারির পুত্র ইতিহাস ভট্ট, পুরন্দর ভট্ট, ভূতনাথ ভট্ট, দিগম্বর ভট্ট। ইতিহাসের সমাজ সিমুলতলা। পুরন্দর ও ভূতনাথের সমাজ বায়রা।

১। অহো প্রভব বাগ্দেব্যা যস্মাতঙ্গ দিবাকরঃ।
শ্রীহর্ষস্যাভবৎ সভ্যঃ সমবাণময়ূরয়োঃ॥
ঐতিহাসিক রহস্য ২খণ্ড ৮ম পৃঃ

২। যস্যাশ্চোরশ্চিকুরনিকরঃ কর্ণপূরো ময়ূরো
হাসোহাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ।
হর্ষো হর্ষো হৃদয় বসতিঃ পঞ্চবাণস্তু বাণঃ
কেষাং নৈষা কথয় কবিতা কামিনী কৌতুকায়॥

৩। মাধবাচার্য্যকৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়।

৪। বাণভট্টকৃত কাদম্বরী, কবিবংশবর্ণন।

দিগম্বরের সমাজ নাউনাড়া। ভট্টশালী বংশে বহু পণ্ডিতের জন্ম হইয়াছিল। কোড়কদির ভট্টাচার্য্যগণও এই বংশসম্ভূত। সুপ্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক রামধন তর্কপঞ্চানন এই বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

কামদেব কালিহাই।

শশী, কামদেব কালিহাই। তৎপুত্র সোমনাথ, ভূতনাথ, পুণ্ডরীকাক্ষ ও ভৈরব। ভৈরবের অন্যতর পুত্রের নাম প্রজাপতি। প্রজাপতির পুত্র রাম, ভীম এবং জগন্নাথ। জগন্নাথের পুত্র গৈচন্দ্র, গঙ্গানন্দ, বরাই, শশধর, অভয়। গৈচন্দ্রের সমাজ পঞ্চক্রোশী। গঙ্গানন্দ এবং বরাইর সমাজ কাণশোণা। শশধরের সমাজ কৈজুড়ি। অভয়ের সমাজ জয়ন্তীপুর।

ভরদ্বাজগোত্রের বংশাবলী।

লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ ভরদ্বাজগোত্রীয় বংশাবলী লিখিতে আরম্ভ করিয়া তিনি গৌতম হইতে গুণাকর পর্য্যন্ত বর্ণন করিয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার মতে গৌতমের পুত্র বিভাকর ভট্ট, তৎপুত্র প্রভাকর ভট্ট, তৎপুত্র বিষ্ণু মিশ্র, তৎপুত্র কাকুৎস্থ, তৎপুত্র প্রজাপতি অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি, তৎপুত্রদ্বয় গুণাকর আকাশবাসী এবং লক্ষ্মণ, তন্মধ্যে গুণাকর আকাশী বারেন্দ্র এবং লক্ষ্মণ রাঢ়ী। (১) কিন্তু রাঢ়ীয় শ্রেণীর ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ হইতে

১। ভরদ্বাজ গোতমস্য পুত্রো ভট্টবিভাকরঃ।
প্রভাকরস্তস্য পুত্রো বিষ্ণুমিশ্রস্তদাত্মজঃ॥
কাকুৎস্থস্তৎসুতস্তস্য অগ্নিহোত্রী প্রজাপতিঃ।
গোপী ওঝা তস্য পুত্রো বাচস্পতিস্তদাত্মজঃ॥
গুণাকরলক্ষ্মণৌ চ তস্য পুত্রৌ গুণাকরৌ।
আকাশবাসী বারেন্দ্রো রাঢ়ীয়ো লক্ষ্মণোভবৎ॥
লঘুভারত ২য় খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

অধস্তন ১৩ পুরুষে জাত উৎসাহ, বল্লালসেন কর্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন স্মরণ করিয়া বিদ্যাভূষণের লিখার প্রতি কিঞ্চিৎ সন্দেহ হওয়াতে ভারেঙ্গার ঘটক মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করি এবং স্বয়ং তাঁহাদের পুস্তক দেখি। তাহাতে দৃষ্ট হয়, গৌতমের পুত্র গুণাকরাচার্য্য আকাশী, তৎপুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা, তৎপুত্র বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র শরভাচার্য্য, তৎপুত্র মাতঙ্গ ওঝা, তৎপুত্র জিষ্ণানি আচার্য্য, তৎপুত্রদ্বয় ভাস্কর বেদান্তী এবং পরাশর। ভাস্কর বেদান্তী বারেন্দ্র, পরাশর রাঢ়ী। ইহাতে সন্দেহ দূরীভূত না হইয়া আরও সন্দেহ বৃদ্ধি হয়। পরিশেষে মাজগ্রামের কুলজ্ঞদিগের প্রাচীন পুস্তকে যে বংশাবলী পাওয়া যায়, তদ্দৃষ্টে জানা গিয়াছে, বিদ্যাভূষণ, নারায়ণ পঞ্চতপা হইতে ভাস্কর বেদান্তী পর্য্যন্ত কয়েকটি পুরুষ এবং ভারেঙ্গার ঘটকেরা বিভাকর ভট্ট হইতে বাচস্পতি মিশ্র পর্য্যন্ত কয়েকটি পুরুষ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মাজগ্রাম, শ্যামনগর, মাধারি গ্রাম বারেন্দ্র-কুলজ্ঞের আদিস্থান। ভারেঙ্গার ঘটকেরা মাজগ্রাম প্রভৃতির কুলজ্ঞদের নিকট হইতে পুস্তকের প্রতিলিপি লইয়াছেন, সহজেই ভ্রম হওয়ার অধিক সম্ভাবনা। মাঝগ্রামের পুস্তক মতে গৌতমের বংশাবলী নিম্নে লিখিত হইল।

আদৌ গৌতম, তস্য পুত্র বিভাকর ভট্ট, তস্য পুত্র প্রভাকর ভট্ট, প্রভাকরের পুত্র বিষ্ণু মিশ্র, তৎপুত্র কাকুৎস্থ মিশ্র, তৎপুত্র গোপী ওঝা, তৎপুত্র বাচস্পতি ওঝা, তৎপুত্র গুণাকরাচার্য্য আকাশ-বাসী, তৎপুত্র নারায়ণ পঞ্চতপা ও বর্দ্ধমান অগ্নিহোত্রী। অগ্নি-হোত্রীর পুত্র পৃথ্বীধর, তৎপুত্র শরভাচার্য্য, তৎপুত্র মাতঙ্গাচার্য্য। মাতঙ্গের পুত্র জিষ্ণানি আচার্য্য, জিষ্ণানির পুত্র ভাস্কর বেদান্তী। ভাস্করের পুত্র কণ, ধন, সুকাশী, সায়ন, ভুবনেশ্বর এবং বিনায়ক। ধন গোগ্রামী, কণ গোচ্ছাসী গাঞি, সুকাশী গোপালম্বি গাঞি।

সায়নাচার্য্য ভাদড় গাঞি। ভুবনেশ্বর আতুর্থি গাঞি। বিনায়ক উচ্ছরখি গাঞি। সায়নের পুত্রত্রয় বেদ, আরূ এবং আতুওঝা। বেদ ভাদড়, আরূ নাড়িয়াল, আতুওঝা রত্নাবলী। বেদের পুত্র বাপি ভাদড়, বাপির পুত্র পেতু, তস্য পুত্র আকাই, জলধর, গঙ্গেশ। আকাই ভাদড়, জলধর শিম্বি গাঞি, গঙ্গেশ সরিয়াল গাঞি। ভারেঙ্গার পুস্তকানুসারে "ভাস্কর বেদান্তীর পুত্রগণের নাম কণ, ধন, সুকাশী, আরূওঝা, আতুওঝা, বাপি, বিনায়ক, নিধ, বিশ এবং জয়। তন্মধ্যে কণ গোচ্ছাসী গ্রামী, ধন গোগ্রামী, সুকাশী গোস্বালম্বি, আরূওঝা নাড়িয়াল, আতুওঝা রত্নাবলী, বাপি ভাদড়, বিনায়ক উচ্ছরখি, নিধ সরিয়াল, বিশ আতুর্থি, জয়মিশ্র শিম্বিগ্রামী। বাপি ভাদড়ের তিন পুত্র, আদ, বেদ ও মহীধর। আদ ঝামাল গাঞি, মহীধর কাছটি গাঞি, বেদ ভাদড়। বেদের পুত্র নেতু, পেতু, গুহ, শৈল, ডাক, সরল, নাগ, পিথ (১)। সরল রাইগাঞি, পিথ দধিআল গাঞি। আরূওঝা নাড়িয়ালের পৌত্রগণ মধ্যে জটাধর শাকটিগ্রামী।" শাকটিগ্রামী ব্রাহ্মণেরা অসৎকার্য্যে লিপ্ত থাকাতে বারেন্দ্র কুলে অতি হেয়। নীচ ব্রাহ্মণ বলিয়া গালি দিতে হইলে শাকটি ব্রাহ্মণ বলিয়া গালি দেওয়া হইয়া থাকে।

যখন বল্লালসেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্য মর্য্যাদা অবধারণ করেন, তখন ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণকে লইয়া ৮ গাঞি ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহই কুলীন নাই, এবং "ভাদড়ঃ পংক্তিপূরকঃ" এই লেখার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনেক কুলজ্ঞ ও ঘটকেরা কহিয়া থাকেন, মৈত্র, ভাদুড়ি, রুদ্রবাগছি, সাধুবাগছি, লাহেড়ি, সান্যাল, ভীমকালিহাই এই সাতগ্রামী ব্রাহ্মণেরা কৌলীন্য পদ পাইয়াছিলেন। ভাদড় গাঞির ব্রাহ্মণ কুলীনের পংক্তি

(১) ভারেঙ্গার ঘটকেরা কহেন গুহের পুত্র বাকো, তৎপুত্র আকাই।

পূরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে ভাদড় কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই, শ্রোত্রিয়ের পদ পাইয়াছিলেন। ভারেঙ্গার ঘটকদিগের গ্রন্থে শ্রোত্রিয়ের বংশাবলী মধ্যে ভাদড়ের বংশাবলী লিখিত হইয়াছে। প্রকৃত ইতিহাস বিবেচনা করিতে গেলে ভাদড় কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভাদড়গ্রামী পাইকড়হাটির বিশ্বাস প্রভৃতি কাপগণ অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন। ভাদড়গ্রামী চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড় উমাপতি সান্ন্যালে কন্যা সম্প্রদান করাতে উমাপতির কুল ভঙ্গ হয়। যদি চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড় শ্রোত্রিয় হইতেন, তাহা হইলে উমাপতির কুল ভঙ্গের সম্ভাবনা ছিল না। এতদ্ব্যতীত ভাদড়গ্রামী ব্রাহ্মণেরা যে কৌলীন্যমর্য্যাদা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহার অন্য প্রমাণও পাওয়া যায়। নিধিপতি সান্ন্যাল নামক জনৈক কুলীন, কার্য্য উপলক্ষে শ্রীহট্টে গিয়া বসতি করেন। তাঁহার সাতটি কন্যা জন্মে; সেই কন্যাগণের বিবাহ নিমিত্ত তিনি বরেন্দ্রদেশ হইতে ভাদড়, ভাদুড়ি, মৈত্র, লাহেড়ি, বাগছি এই কয়েক গ্রামী কুলীন লইয়া গিয়া কন্যার বিবাহ দেন। অদ্যাপি শ্রীহট্ট জেলাতে তাঁহাদের সন্তানেরা বসতি করিতেছেন। (১) এবং ভাদড় কুলীন বলিয়া মান্য। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি যখন পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন ভাদড়কে কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত করেন, সেই হইতে ভাদড়ের কৌলীন্যমর্য্যাদা রহিত হইয়াছে।

আকাইর পুত্র নরপতি, (২) রাজপতি, উমাপতি, বিদ্যাপতি এবং বৃহস্পতি। নরপতির সমাজ পায়রা। রাজপতির সমাজ শৈলকোপা। উমাপতির সমাজ সাতবাড়িয়া। উমাপতির পুত্র জিয়াই, আন্দাই,

১। শ্রীহট্টের অধীন ইটা, লাঙ্গলা, ব্রহ্মচাঙ্গা, পঞ্চখণ্ড, ডাক দক্ষিণ, পাতালিয়া, তরফ, ছয়শ্রী প্রভৃতি গ্রামে উঁহাদের সন্তানেরা বাস করিতেছেন। তাঁহারা সকলেই সেই স্থানে কুলীন বলিয়া মান্য।

২। মাজগ্রামের পুস্তকমতে ভাদড়ের বংশাবলী লিখিত হইল।

বলাই, মাধাই ও সুয়াই। আন্দাইর সমাজ ফেটকা। বলাই এবং মাধাইর সমাজ লক্ষ্মীকোল। সুয়াইর সমাজ খাগজানা। আন্দাইর পুত্র শুভঙ্কর, তৎপুত্র নিতাই, তৎপুত্র চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড়। চতুরঙ্গ ভাদড় গৌড়ের বাদসাহের সরকারে প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন, তাহাতেই খাঁ উপাধি প্রাপ্ত হন। ভাদড়কুলে ইনি অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। সাতবাড়িয়া সমাজস্থ জিয়াইর পুত্র গণপতি, শ্রীপতি, শ্রীবর। শ্রীবরের পুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র ভবানন্দ, তৎপুত্র ভুবনানন্দ, তৎপুত্র দেবীদাস, তৎপুত্র রামদাস, তৎপুত্র সূর্য্যদাস, তৎপুত্র জগদীশ ভৌমিক। জগদীশের দুই পুত্র শ্যামরাম এবং জয়রাম। শ্যামরাম ঢাকার নবাব সরকারে কানুনগো পদে নিযুক্ত হইয়া মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন এবং বাড়াদিয়া গ্রামে বসতি করেন। অদ্যাপিও শ্যামরামের সন্তানেরা মজুমদার এবং জয়রামের সন্তানেরা ভৌমিক উপাধিতে আখ্যাত। শ্যামরামের দুই পুত্র রামরাম এবং কৃষ্ণবল্লভ। কৃষ্ণবল্লভের দুই পুত্র শ্রীবল্লভ, রামবল্লভ। শ্রীবল্লভের তিন পুত্র দয়ারাম, বি[illegible]ম, দুর্গারাম। দয়ারামের পুত্র রামমোহন, রামানন্দ। রামমোহনের পুত্র রামকুমার, রামলোচন। রামলোচনের পুত্র মহিমাচন্দ্র মজুমদার এবং কৈলাসচন্দ্র মজুমদার গৌতম হইতে অধস্তন ৩৫ পুরুষীয়।

ভরদ্বাজ গোত্রে উচ্ছরখি গাঞি।

সুসঙ্গ রাজবংশ।

বিনায়ক উচ্ছরখি গাঞি প্রবর্ত্তক। বিনায়ক হইতে অধস্তন ১১ পুরুষে অনিরুদ্ধ হাজরা এবং কামাই হাজরা নামক দুই ভ্রাতার

জন্ম হয়। (১) অনিরুদ্ধের পুত্র বুদ্ধিমন্ত খাঁ (২) সুসঙ্গ পরগণা বাদসাহ হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই হইতে সুসঙ্গবাসী উচ্ছরখি-গ্রামীণদের সৌভাগ্যসূর্য্য উদিত হয়। বুদ্ধিমন্ত খাঁর পরেই মল্লিক জানকীবল্লভ সুসঙ্গে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। মল্লিক জানকীবল্লভ জগদানন্দ খাঁর পুত্র (৩)। উচ্ছরখি গ্রামীণেরা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয়, বিশেষতঃ আসামের নিকট নিবাস হেতু কুলাংশে অতি হেয় ছিলেন। (৪) মল্লিক জানকীবল্লভ হইতে সুসঙ্গের কুলোন্নতি হয়।

১। বিনায়ক তৎপুত্র পরীক্ষিৎ, তৎপুত্র দক্ষ, তৎপুত্র আদিবর ধূর্জ্জটি, তৎপুত্র পিপড়ুওঝা, তৎপুত্র মহীওঝা, তৎপুত্র শ্রীগর্ভ, তৎপুত্র নীলকণ্ঠ, তৎপুত্র জটাধর, তৎপুত্র সুধাকর, তৎপুত্র সোমেশ্বর, তৎপুত্রদ্বয় অনিরুদ্ধ এবং কামাই হাজরা।

২। প্রবাদ এই যে সুসঙ্গ রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ দিল্লীর বাদসাহের নিকট আপন বলবিক্রমের পরিচয় দেওয়াতে দিল্লীর বাদসাহ তাহাকে ক্রমে দ্বারপালের অধ্যক্ষপদে উন্নত করেন, অবশেষে আসাম এবং বাঙ্গালার সীমা সুসঙ্গে পাঠাইয়া দিয়া সীমা রক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। সৈন্যব্যয় নির্ব্বাহ জন্য সুসঙ্গ পরগণা জায়গির দেওয়া হয়। ১৮৫৬।১২ মে দিবসীয় সদর দেওয়ানীর নিষ্পন্ন মকদ্দমার আর্জিতে লিখিত আছে বুদ্ধিমন্ত খাঁ সুসঙ্গ পরগণা প্রথমে প্রাপ্ত হন, অতএব বুদ্ধিমন্তকেই বলবীর্য্যশালী দ্বারপালাধ্যক্ষ বলিতে হয়। যদি প্রবাদ সত্য হয় তাহা হইলে বুদ্ধিমন্ত উন্নত পদে আরূঢ় হইয়াছিলেন। বুদ্ধিমন্ত খাঁ এবং সিংহ এই দুইটি উপাধি প্রাপ্ত হন। সম্প্রতি সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর খাঁ উপাধি নাই।

৩। সুসঙ্গের রাজার বংশাবলী সংগ্রহনিমিত্ত দুই খানি বংশাবলী পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছিল, তাহার একখানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ খাঁ, বুদ্ধিমন্তের ভ্রাতা। অন্য খানির লেখাদৃষ্টে জানা যায় জগদানন্দ কামাই হাজরার পৌত্র।

৪। একদল লোক আছেন তাঁহারা কেবল দোষানুসন্ধান করিয়াই সময় অতিবাহিত করেন। সেই দোষানুসন্ধানকারীদিগের মতে, সুসঙ্গের রাজগোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ পশ্চিমা ব্রাহ্মণ। ইঁহারা কেবল সুসঙ্গ রাজগোষ্ঠীর সম্বন্ধে এইরূপ দোষারোপ করিয়া ক্ষান্ত নহেন। অন্যান্য প্রধান প্রধান পরিবারস্থ লোকের উপরও দোষারোপ করেন, এবং আপনাদের বাক্যের প্রমাণ জন্য কুলীনগণের অবসাদ আদির উল্লেখ করেন। এইরূপ অসার প্রবাদ ও দোষানুসন্ধানকারীদের কথা হইতে গ্রন্থের লিখিত প্রমাণ অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। সুসঙ্গের রাজাগণ বারেন্দ্রকুলের আশ্রয় এবং তাঁহাদের ধারাবাহিক বংশাবলী কুলগ্রন্থে পাওয়া যায়।

কামাই হাজরা, বামন খাঁ, গন্ধর্ব্ব খাঁ, ইঁহারা ক্রমাগত কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করেন। মল্লিক জানকীবল্লভ কমল লাহেড়ির পৌত্র রামচন্দ্র লাহেড়িতে কন্যা সম্প্রদান করেন। কমল লাহেড়ি মল্লিক যদুনাথী অবসাদের ভয়ে (১) পৌত্রকে ত্যাগ করিয়া নিবাসভূমি হইতে পলায়ন পূর্ব্বক পদ্মাপার ভূষণাপ্রদেশে যান এবং রাজা কুমুদের আশ্রয় লইয়া তথায় বাস করেন। এই কন্যাদায়ে মল্লিক জানকীবল্লভ বিষণ্ণ হইয়া মল্লিক যদুনাথী অবসাদ নিষ্কৃতির চেষ্টা করেন। 'কমল লাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ এবং তাহেরপুরের রাজা ইন্দ্রজিৎ যদি সুসঙ্গের কন্যা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে মল্লিক যদুনাথী নিষ্কৃতি হয়,' কুলজ্ঞদের এই ব্যবস্থা হইল। এই সময়ে রাজা ইন্দ্রজিৎ বাকি রাজস্বের নিমিত্ত ঢাকাতে আবদ্ধ ছিলেন, মল্লিক জানকীবল্লভ, তাঁহাকে মুক্ত করিয়া কন্যাদানের কথা জানাইল, "কমল লাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ করিলে তিনিও কন্যা গ্রহণ করিবেন" বলিয়া প্রতিশ্রুত হন। কিন্তু কমল লাহেড়ি সহজে আসিলেন না। মল্লিক জানকীবল্লভের সহিত চান্দরায়ের (২) বন্ধুত্ব ছিল। চান্দরায়ের দ্বারা ভূষ-

১। পরাণ মৌলিকী, মল্লিক যদুনাথী, অবসাদ সুসঙ্গ হইতে হইয়াছে। ইহাতেই দেখা যায় উচ্ছরখি গ্রামীণেরা নিকৃষ্ট শ্রোত্রিয় ছিলেন। সুসঙ্গ রাজবংশ হইতে বহু কুলকার্য্য হওয়াতে উচ্ছরখি গ্রামীণেরা সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া গণনীয়।

২। বাদসাহী সময়ে বাঙ্গালা দেশ ১২ ভাগে বিভক্ত ছিল এবং ১২ জন রাজা বাদসাহের অধীনে থাকিয়া বাঙ্গালার রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন। যশোহরের প্রতাপাদিত্য ঐ ১২ জনের একজন ছিলেন। সাধারণতঃ ইহাদের বারভূঁয়া বলা যাইত। প্রতাপাদিত্য বাদসাহের বিরোধী হইয়া মানসিংহ কর্ত্তৃক পরাজিত এবং বন্দী হন। প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্যের নাম বসন্ত রায়, তৎপুত্র কচু রায়। প্রতাপাদিত্যের মৃত্যুর পর কচু রায় প্রতাপাদিত্যের অধিকৃত দেশ শাসন ও তাহার করসংগ্রহজন্য বাদসাহ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হন। চান্দ রায় উক্ত কচুরায়ের বংশধর এবং ঢাকার নবাব পক্ষে করসংগ্রাহক শাসনকর্ত্তা ছিলেন। কুলগ্রন্থে লিখিত আছে রাজত্তা করিয়া কমল লাহেড়িকে আনা হয় অর্থাৎ তাঁহার ইচ্ছার বিপরীতে রাজশাসন দ্বারা আনা হইয়াছিল।

ণার রাজা কুমুদকে অনুরোধ জানাইয়া রাজা কুমুদের সহায়তায় কমল লাহেড়ি প্রভৃতি ৫ জন কুলীনকে মল্লিক জানকীবল্লভ সুসঙ্গে আনিয়া করণ করাইয়াছিলেন। এই করণের পর কমল লাহেড়ি পৌত্র গ্রহণ করেন। অতএব রাজা ইন্দ্রজিৎও পূর্ব্ব অঙ্গীকারানুসারে মল্লিক জানকীবল্লভের কন্যা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। এই বিবাহে আবাল সরস্বতী নামা কুলজ্ঞ মধ্যস্থ ছিলেন। মল্লিক জানকীবল্লভ, বহু সমারোহে এবং উৎসাহের সহিত রাজা ইন্দ্রজিতে কন্যার বিবাহ এবং যৌতুকে বহুমূল্য সম্পত্তি দিয়াছিলেন। কুলজ্ঞেরা রাজা ইন্দ্র-জিৎকে কহিলেন, দুষ্কুল হইতে স্ত্রীরত্ন গ্রহণের বিধি শাস্ত্রে পাওয়া যায় কিন্তু দুষ্কুল হইতে যৌতুক গ্রহণের কোন বিধি নাই। রাজা ইন্দ্রজিৎ এতদনুসারে যৌতুক দ্রব্য গ্রহণ করিলেন না। মল্লিক জানকীবল্লভ ঐ সকল দ্রব্য যৌতুকে দিয়াছেন, সুতরাং দত্ত বস্তু তিনি পুনরায় লওয়া উপযুক্ত জ্ঞান করেন নাই, সুতরাং কুলজ্ঞেরা ঐ বহু-মূল্য যৌতুক দ্রব্য সকল গ্রহণ করিলেন। রাজা ইন্দ্রজিতের ও কুলজ্ঞদিগের এই ব্যবহারে মল্লিক জানকীবল্লভ তাহেরপুর রাজ-গোষ্ঠীতে কন্যা সম্প্রদান করিয়া সন্তোষ লাভ করা দূরে থাকুক বরং ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং যাহাতে তাহেরপুরের কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, তাহার উদ্যোগে থাকিলেন। অবশেষে রাজা ইন্দ্রজিতের বৈমাত্রেয়া ভগিনীর সহিত আপন পৌত্র রামনাথের বিবাহ দেওয়াইয়াছিলেন। এই হইতে বারেন্দ্রকুলের শ্রোত্রিয়গণনাতে সুসঙ্গ উদয়াচল, তাহির-পুর অস্তাচল, মধ্যে গুদিবাড়ি সুমেরু পর্ব্বত বলিয়া ব্যাখ্যাত হইল। ইহার পরেও সুসঙ্গ রাজবংশে তাহেরপুরের কন্যা গ্রহণ হইবার নিদ-র্শন পাওয়া যায়। ভাদুড়িকুলব্যাখ্যানামক পুস্তকে লিখা আছে লক্ষ্মীনারায়ণের ভগিনীকে রাজা রামজীবন বিবাহ করেন। এই রামজীবন সম্ভবতঃ নাটোরের রামজীবন নহেন। নাটোরের রাম-

জীবনের পুত্র কালিকাপ্রসাদ লক্ষ্মীনারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নাটোর বংশে এই বিবাহ দ্বারা প্রথমে তাহিরপুরের কন্যা গৃহীত হয়। সদর দেওয়ানি আদালতের ১৮২১।৩০ এপ্রেল তারিখের নিষ্পন্ন এক মকদ্দমার রিপোর্টে লিখা আছে রামসিংহ ইন্দ্রনারায়ণের দৌহিত্র ছিলেন। এই রামসিংহ সুসঙ্গের রামসিংহ হওয়াই বোধ হয়। উক্ত মকদ্দমা তাহেরপুরের সম্পত্তিঘটিত ছিল।

মল্লিক জানকীবল্লভের তিন পুত্র, রাজা রঘুনাথ এবং রমাদাস ও উমাদাস কোঙর। রাজা রঘুনাথের পুত্রগণের নাম রাজা রামনাথ, রাজা রমানাথ, রাজা গোপীনাথ, রূপনারায়ণ, ভবদেব, রাজা ভূপতি, রাজা শ্রীপতি। রাজা শ্রীপতির পুত্র রামকৃষ্ণ। সাহজাহান বাদসাহের দত্ত ১৬৫০ ইংরেজি সনের সনন্দে দৃষ্ট হয় রাজা রমানাথের ভ্রাতার পুত্র রাজা রামজীবন সুসঙ্গ পরগণা জায়গির প্রাপ্ত হন। রাজা রামজীবনের অন্তে রাজা রামকৃষ্ণ রাজা হন। রাজা রামজীবনে এবং রাজা রামকৃষ্ণে কি সম্পর্ক তাহা প্রকাশ নাই; সম্ভবতঃ তাঁহারা সহোদর অথবা জ্যেষ্ঠতাত কি খুল্লতাত ভ্রাতা হইতে পারেন। রাজা রামকৃষ্ণের পরে তাঁহার পুত্র রামসিংহ রাজা হন। রামসিংহের পুত্র রণসিংহ। রামসিংহ মুর্শিদাবাদ মোকামে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া আবদুর রহিম নাম প্রাপ্ত হন। মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করার পর রামসিংহের তারা নাম্নী কন্যা ও রহিম খাঁ নামে পুত্র জন্মে। আবদুর রহিম (রামসিংহ) সুসঙ্গ পরগণা ॥৵০ আনা ।৵০ আনা অংশে বিভাগ করিয়া তাঁহার মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বে জাত রণসিংহ নামক পুত্রকে ॥৵০ আনা ও মোসলমান পুত্র কন্যাকে ।৵০ আনা অংশ দেন; কিন্তু আওরঙ্গজেব বাদসাহ এই বিভাগ স্বীকার করেন নাই। বাদসাহ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দ দ্বারা সুসঙ্গ পরগণা রণসিংহকে অর্পণ করেন। ঐ সনন্দে লিখিত আছে,

যদিস্যাৎ রণসিংহ ২৫০ পদাতি এবং ১২৫ অশ্বারূঢ় সৈন্য যোগা- ইতে পারে তাহা হইলে আবদুর রহিমের পরিবর্ত্তে উক্ত জায়গির রণসিংহকে দেওয়া যাইবে। রামসিংহের কৃত বিভাগ অন্যথা হইলে তিনি ডিহি মহাদেও এক নির্দ্দিষ্ট জমাতে আপন অধিকারে রাখিয়া অবশিষ্ট মোছল্লম পরগণা পুত্র রণসিংহের দখলে ছাড়িয়া দেন। রামসিংহ তাঁহার অধি... ডিহি মহাদেও তাঁহার মোসলমান পুত্র রহিম খাঁকে অর্পণ করিয়া অভাব হন। অদ্যাপি সুসঙ্গে রহিম খাঁর বংশ বর্ত্তমান থাকিয়া ঐ সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন। এইক্ষণে যাঁহারা প্রকৃত রাজা আছেন, তাঁহাদের সহিত উহাদের বিলক্ষণ সদ্ভাব আছে। রামসিংহের উভয় পক্ষের বংশধরেরা ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী হইলেও ইঁহারা কোনরূপ অসৌহার্দ্দতার কার্য্য করেন না, বরং পরস্পর ভ্রাতৃভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

রাজা রণসিংহের দুই পত্র, কিশোরসিংহ ও রাজসিংহ। রণ- সিংহের অভাবে, কিশোর সিংহ, আহম্মদ সাহ বাদসাহের ১৭৪৯ সালের সনন্দ মতে সুসঙ্গ জায়গির প্রাপ্ত হন। কিশোরসিংহের অভাবে খালিশা দপ্তরের ১৭৮৪।১৭৮৫ সালের দুই পরওয়ানা মতে রাজসিংহ রাজা হন। রাজসিংহের সহিত সুসঙ্গ পরগণার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়। মুসলমানদিগের রাজত্বকালে সুসঙ্গ পরগণা জায়গির প্রণালীতে রাজারা ভোগ করেন। তখন ইহাতে কেবল পেস্‌কস জমা ধার্য্য ছিল। সেই জমাতেই দশশালা বন্দোবস্ত হইয়াছে। ১২২৮ সালে রাজসিংহ পরলোক গমন করেন। রাজসিংহের বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ, গোপীনাথ, জগন্নাথ নামে চারি পুত্র জন্মে। পূর্ব্বে সুসঙ্গ অবিভাজ্য ছিল। রাজার জ্যেষ্ঠ পুত্র গদি প্রাপ্ত হইতেন ও রাজত্ব ভোগ করিতেন। অপর ভ্রাতারা কোঙর ও তাঁহার পুত্রেরা ঠাকুর ও মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হইতেন। ইঁহারা সকলেই মোশাহেরা পাইয়া

থাকেন। যদি রাজার পুত্র না থাকে তবে রাজার ভ্রাতা কি ভ্রাতুষ্পুত্র গদি প্রাপ্ত হইত। কিন্তু ক্রমাগত বহু মকদ্দমা হইয়া অবশেষে প্রিবিকৌন্সিল অবধারণ করিয়াছেন যে, সুসঙ্গ সম্পত্তি অবিভাজ্য নহে। রাজা বিশ্বনাথের পুত্র প্রাণকৃষ্ণ, রাজকৃষ্ণ, কমলকৃষ্ণ এবং জগৎকৃষ্ণ।

সুসঙ্গরাজবংশীয়েরা কিছু দিন পূর্ব্বে ভূষণা পঠীর শ্রোত্রিয় ছিলেন এবং ভূষণা পঠীতে কন্যা সম্প্রদান করাতেই সুসঙ্গের ভাদুড়ি গোষ্ঠী সিংহ উপাধি গ্রহণ ও ৵৹ আনি জমিদারী পাইয়াছেন। ইঁহা-দিগকে দুই আনির রাজা কহে। পরে বেণী রায়ের সংস্পৃষ্ট কুলীন-গণ অবসাদগ্রস্ত হইলে এই রাজবংশীয়দিগের উদ্যোগে বেণী অবসাদ নিষ্কৃতি হয়, তদবধি ইঁহারা বেণী পঠী অবলম্বন করিয়াছেন। সেই অবধি কুলজ্ঞেরা বেণী পঠীকে ত্রিবেণী বলিয়া ব্যাখ্যা করেন এবং এই রাজগোষ্ঠী হইতেই বেণী পঠীর মানসম্ভ্রম বৃদ্ধি হইয়াছে। এই রাজগোষ্ঠী বারেন্দ্রকুলে অত্যন্ত মান্য শ্রোত্রিয়, অদ্যাপি ইঁহাদিগকে উদয়াচল কহে।

ভরদ্বাজগোত্রে কেবল মাত্র ২টী গাঞির বংশাবলী লিখিত হইল। এতদ্ভিন্ন সিম্বি, সড়িয়াল, রাই, আতুর্ত্তি, ঝম্পটী, রত্নাবলী, নাড়িয়াল প্রভৃতি গ্রামী ব্রাহ্মণেরা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছেন এবং কুলগ্রন্থে তাঁহাদের বংশাবলী লিখিত আছে, কোন প্রসিদ্ধ কৌলিক ঘটনার সহিত সংশ্রব না থাকাতে তাঁহাদের বংশাবলী বাহুল্যভয়ে এই স্থানে লিখা গেল না।

সাবর্ণগোত্রের বিবরণ।

সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ মধ্যে কেহ কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। সুতরাং সাবর্ণগোত্রে কাপও নাই। সিদ্ধ এবং সাধ্য শ্রোত্রিয় বলিয়া যে সকল গাঞির গণনা হইয়াছে, তাহার কোন একটী গাঞি সাবর্ণ গোত্রে নাই। বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণের পদ এবং সংখ্যা এতই অল্প যে, বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন ইহা অনেকে জ্ঞাত নহেন। সাবর্ণগোত্রীয় গাঞি সকলের নাম দৃষ্টে সেই সকল গ্রাম কোন্ জেলার অন্তঃপাতী কোন্ ভূভাগে ছিল তাহা স্থির করাও কঠিন। এই স্থলে রাঢ়ীয় সাবর্ণগোত্রের সহিত বারেন্দ্র সাবর্ণগোত্রের তুলনা করিলে দেখা যাইবে, বল্লালসেন যখন কৌলীন্যমর্য্যাদা বিধান করেন, তখন সাবর্ণগোত্রীয় বরেন্দ্রদেশ-বাসী ব্রাহ্মণেরা কেহই এমত উপযুক্ত ছিলেন না যে কৌলীন্য-মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। পক্ষান্তরে রাঢ়দেশবাসী সাবর্ণগোত্রীয় শিশ-গাঙ্গুলী এবং রোষাকর কুন্দ এই দুই জন মুখ্যকুলীন, বল্লালকর্ত্তৃক পূজিত হন।

পরাশর হইতে বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রের বংশাবলী গণনা হয়। লঘুভারতে নিম্নলিখিত মতে বংশাবলী লিখিত আছে। যথা, পরা-শরের পুত্র দিগম্বর ওঝা, তস্য পুত্র অনিরুদ্ধ এবং বিশ্বম্ভর, তস্য পুত্র লম্বোদর, তৎপুত্র মকরধ্বজ, তস্য পুত্রদ্বয় গোপালাচার্য্য এবং মাধবা-চার্য্য। মাধবের পুত্র ভরতপাঠক, তস্য পুত্র বিদ্যানন্দ, তস্য পুত্র ভবা-নন্দ। ভবানন্দের দুই পুত্র গোবিন্দ এবং নারায়ণ, তন্মধ্যে গোবিন্দ বারেন্দ্র, নারায়ণ রাঢ়ী। (১) বিদ্যাভূষণ কোন্ প্রমাণ দৃষ্টে এই বংশা-বলী লিখিয়াছেন তাহা প্রকাশ নাই। কিন্তু সম্বন্ধনির্ণয় গ্রন্থকর্ত্তার

১। লঘুভারত ২ খণ্ড ১৪৩ পৃঃ।

লিখনানুসারে উক্ত বংশাবলী মুর্শিদাবাদের পুস্তকসম্মত। গ্রন্থকর্ত্তা নিজে ঐ বংশাবলী শুদ্ধ, ইহা স্বীকার করা বোধ হয় না। তিনি যে বংশাবলী লিখিয়াছেন তাহাতে জানা যায় পরাশরের পুত্র মহীপতি, তৎপুত্র পশুপতি, তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র নারায়ণ অগ্নিহোত্রী, তৎপুত্র দিবাকর ওঝা, তৎপুত্র সোমাচার্য্য। সোমাচার্য্যের দুই পুত্র অনিরুদ্ধ এবং গুণার্ণব। অনিরুদ্ধ বারেন্দ্র, গুণার্ণব রাঢ়ী। (১)

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে সাবর্ণগোত্রে কেহ কুলীন কাপ, কি সিদ্ধ অথবা সাধ্য শ্রোত্রিয় নাই। সহজেই কুলজ্ঞেরা সাবর্ণগোত্রের বংশাবলী রক্ষা করিতে তত যত্নশীল না হইতে পারেন, কাজেও ঘটনা তাহাই হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান করিয়াও সাবর্ণগোত্রের সম্পূর্ণ বংশাবলী পাই নাই। অন্যান্য গোত্রের ভিন্ন ভিন্ন গ্রামী ব্রাহ্মণগণের বংশাবলী যেমন শৃঙ্খলার সহিত লিখিত আছে সাবর্ণগোত্রে তাহা নাই। সাবর্ণগোত্রীয় কোন্ গ্রামী ব্রাহ্মণ কোথায় আছেন তাহাও বংশাবলীর পুস্তক দৃষ্টে স্থির করিতে পারা যায় না। যে পুস্তক প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছিল তাহা হইতে উত্তম পুস্তক থাকিতে পারে। যাহা হউক, যতদূর সন্ধান লইয়াছি তাহাতে সম্বন্ধনির্ণয় ধৃত বংশাবলী শুদ্ধ বোধ হয়। বারেন্দ্রকুলে সাবর্ণগোত্রে সিংদিয়াড় এবং পাকড়ী গ্রামী ব্রাহ্মণ বিদ্যমান দৃষ্ট হয়। জেলা রাজসাহীর মধ্যগত বিরকুচ্ছা গ্রামনিবাসী মজুমদারগণ, সিংদিয়াড় গ্রামী। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ বিরকুচ্ছার মজুমদার গোষ্ঠীর কন্যা বিবাহ করাতে তাঁহারা মান্য শ্রোত্রিয় হইয়াছেন। ময়মনসিংহ জেলার মধ্যগত কালীহাতি গ্রামবাসী চক্রবর্ত্তিগণ পাকড়ী গ্রামী।

১। সম্বন্ধনির্ণয় ২২১ পৃঃ।

বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন এবং করণ প্রথা প্রবর্ত্তন।

বল্লালসেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্যপ্রথা স্থাপন করেন, তখন কুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই দুই সংজ্ঞা হয়। জন্ম মাত্রেই ব্রাহ্মণ বলিয়া কথিত, ব্রাহ্মণের উপনয়ন সংস্কার হইলে দ্বিজ বলিয়া অভিহিত হন। যে দ্বিজ বেদাধ্যায়ী তাহাকে বিপ্র বলা যায়। জন্ম, সংস্কার এবং অধ্যয়ন দ্বারা ব্রাহ্মণেরা শ্রোত্রিয় শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। (১) বল্লালসেন কান্যকুব্জাগত বিপ্রসন্তানগণকে শ্রোত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের অধ্যয়ন ছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। যাহা হউক, বল্লালসেনের কৌলীন্যপ্রথা গুণ দৃষ্টে হইয়াছিল। যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান এই নবগুণবিশিষ্ট তাহারা কুলীন হইলেন। (২) তখন কুলীন শ্রোত্রিয়ে বিবাহ হইতে পারিত অর্থাৎ শ্রোত্রিয়গণও কুলীনকন্যা গ্রহণ করিতেন, তাহাতে কুলীনের কুলচ্যুতি হইত না। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি নিজে কুলীন ছিলেন, শ্রোত্রিয়গণের কুকর্ম্ম দৃষ্টে অথবা কুলীনগণের সম্মানবৃদ্ধির অভিলাষে রাঢ়ীয় কুলের দৃষ্টান্তানু-

১। জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে।
বিদ্যয়া যাতি বিপ্রত্বং ত্রিভিঃ শ্রোত্রিয়লক্ষণম্॥
প্রায়শ্চিত্তবিবেক।

২। আচারোবিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাশান্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্॥

রাঢ়ীয় কুলে পূর্ব্ব হইতেই পরিবর্ত্ত প্রথা প্রচলন হয়। ইহাতেই ঘটকেরা প্রকৃত পাঠ শান্তি শব্দ স্থলে আবৃত্তি পাঠ যোজনা করিয়া "নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং" পাঠ করেন। বারেন্দ্র কুলে যে পর্য্যন্ত পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা না ছিল সে পর্য্যন্ত শান্তি পাঠ থাকা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা অবধারণ হইলে পর আবৃত্তি পাঠ হওয়াই উচিত।

সারে বারেন্দ্রকুলে অভিনব নিয়ম অবধারণ করিতে মনন করিলেন; কিন্তু একা তাঁহার দ্বারা এই গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবার সম্ভাবনা না থাকাতে তিনি নন্দনাবাসী-গ্রামীণ কুল্লূক ভট্ট, ভট্টশালী-গ্রামীণ ময়ূর ভট্ট, করঞ্জাগ্রামীণ মঙ্গল ওঝা এই তিন জন প্রসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন। (১)

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি নৈয়ায়িক ছিলেন। তিনি সমাজ-শোধনে প্রবৃত্ত হইয়া ন্যায়শাস্ত্রের সুচিক্কণ যুক্তি অবলম্বনে স্থির করিলেন যে ভাদড়েরা প্রকৃত কুলীন নহেন, কুলীনের পংক্তি পূরণার্থ গৃহীত হইয়াছিলেন মাত্র। অতএব তিনি প্রথমে ভাদড় গ্রামীণদিগকে কুলীনের শ্রেণী হইতে বর্জ্জন করিলেন। (২) তাহার পর, শ্রোত্রিয়গণের কুলীনের কন্যা গ্রহণ করার যে নিয়ম ছিল, তাহা উঠাইয়া দিয়া কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা ও করণ-প্রথা প্রচলন করিলেন। পরিবর্ত্ত নিয়মে কুলীনের কন্যা শ্রোত্রিয়গণ বিবাহ করিতে সম্পূর্ণমতে নিবারণ করা হইল, কেবল কুলীনেরাই পরস্পর আদান প্রদান করিতে পারিবেন ব্যবস্থা হয়। এই ব্যবস্থামতে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি এবং বল্লভাচার্য্যে পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। বল্লভাচার্য্য উদয়নাচার্য্যের

১। ১০০ পৃষ্ঠার [illegible]নোটের শেষ ভাগ দ্রষ্টব্য।

বিদ্যাভূষণ স্বকৃত লঘুভারতে লিখিয়াছেন, কামদেব ভট্টের সহায়তায় উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করেন। লঘুভারত ৩ খণ্ড ১৫৯ পৃং। অন্যস্থানে কহিয়াছেন উদয়নাচার্য্য ও কুল্লূকভট্ট এক সময়ের লোক ছিলেন। ৩ খণ্ড ১৬০ পৃং। কামদেব ভট্ট, কুল্লূক ভট্টের ভ্রাতা, পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের অত্যতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র; সুতরাং কুল্লূকভট্ট হইতে কামদেব অধস্তন ৭ পুরুষের লোক। এই ৭ পুরুষে ১৫০ বৎসর হইলে কামদেব ভট্ট উদয়নাচার্য্যের ও কুল্লূকভট্টের ১৫০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন।

২। উদয়নাচার্য্য কর্ত্তৃক ভাদড় কুলীন শ্রেণী হইতে বাহির হইয়াছেন। সাধুবাগছি এবং ভীমকালিহাই গ্রামীণ কুলীনেরা সকলেই ভঙ্গ হইয়াছেন। সম্প্রতি বারেন্দ্রকুলে মৈত্রেয়, রুদ্রবাগছি, সান্ন্যাল, লাহিড়ি, ভাদুড়ি এই পাঁচ গ্রামীণ কুলীন আছে।

লীলাবতী নাম্নী কন্তার পাণিগ্রহণ করেন। (১) উক্ত [illegible] এবং করণ দৃষ্টে নরসিংহ মৈত্র এবং ধূর্জ্জটী রুদ্র বাগ্‌ছিতে, শিকাই স্যান্যাল এবং শ্রীনারায়ণ লাহিড়িতে, [illegible] ভীম কালিহাই এবং বলাই সাধু বাগ্‌ছিতে পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল। ইহার কিছুদিন আনাই লাহিড়ি এবং অনন্ত বাঙ্গাল ওঝাতে পরিবর্ত্ত হয়। [illegible] চার্য্য ভাতুড়ি শ্রোত্রিয়েব মনোরঞ্জন নিমিত্ত শ্রোত্রিয়ের পক্ষে তিলক দেওয়ার নিয়ম করেন। কোন শ্রোত্রিয় কুলীনে কন্যা সম্প্রদান করিলে বরের ললাটে ফোঁটা দিবার যে পদ্ধতি পূর্ব্বকাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল; (২) তাহাই শ্রোত্রিযগণেব পক্ষে সম্মানবর্দ্ধক কার্য্য বলিয়া ব্যবস্থা করিলেন। কুলীনগণেব মধ্যে অনেকেই অলস এবং উদ্যোগবিহীন। বিবাহই তাহাদেব সংসাবযাত্রা নির্ব্বাহের উপায়। অতএব উদয়নাচার্য্য কুলীনগণেব মধ্যে পবিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া এবং কুলীনগণেব পক্ষে শ্রোত্রিযেব কন্যা গ্রহণ করাব প্রথা স্থির রাখিয়া কুলীনগণেব জীবনোপায নির্ব্বাহেব পথ কবিযা দিয়াছেন।

উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সংস্থাপন কালে আপনার প্রথমা পত্নীর গর্ভজাত ভূপতি, ভবানীপতি, চণ্ডীপতি, গৌরাপতি, রুদ্রাণীপতি, শচীপতি নামা ছয় পুত্রকে পবিত্যাগ এবং কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত করেন। উপেক্ষিত পুত্রেরা আপনাদিগকে প্রকৃত কুলীন জ্ঞান

১। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন, উদয়নাচার্য্য ভাতুড়ির কন্যা লীলাবতীর স্বামীর নাম মণ্ডন মিশ্র। সম্বন্ধনির্ণয় ২৩৯ পৃঃ। শঙ্করাচার্য্যের ও মণ্ডন মিশ্রের বিচারকালে মণ্ডন মিশ্রের পত্নী লীলাবতী মধ্যস্থ ছিলেন এমত প্রবাদ আছে। সেই লীলাবতীর পিতার নামও উদয়নাচার্য্য। সময় বিবেচনা করিলে ঐ লীলাবতী এবং এই লীলাবতী এক নহেন এবং সেই [illegible]াচার্য্য ভাতুড়ি উদয়নাচার্য্য হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়া বোধ হয়।

২। গোরোচনং সগোমূত্রং শুক্লং গো শকৃতং তথা।
দধিচন্দনসংমিশ্রং ললাটে তিলকং ন্যসেৎ॥
উদ্বাহতত্ত্বধৃত মৎস্যপুরাণ-বচন।

[illegible] করিতে আসিলেন। চণ্ডীপতি [illegible] সহিত [illegible] সমাজের দনাই লাহিড়ির, [illegible] লাহিড়ির সহিত [illegible] সমাজের জীবর ওঝা মৈত্রের, জীবর ওঝা মৈত্রের সহিত [illegible] সমাজের বনাই সান্ন্যালের, বনাই সান্ন্যালের সহিত ধামসারের শ্রীকণ্ঠ সাধু বাগ্‌ছির, শ্রীকণ্ঠের সহিত বিন্নাদাড়ির জগাই ভীমকালি হাইর পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল; (১) ইহাকে চণ্ডীপতি ভাদড়ির উপকারের করণ কহে। প্রধান শ্রোত্রিয়েরা উদয়নাচার্য্যের পক্ষাবলম্বী থাকাতে কালক্রমে ইঁহারা সকলেই নিষ্কুল হইলেন। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির ছয় পুত্র এই দলে ছিলেন, এই জন্যই হউক অথবা ছয় গ্রামীণেরা পরস্পর পরিবর্ত্ত ও করণ করিয়াছিলেন এই কারণেই হউক, কুলজ্ঞেরা ইঁহাদিগকে ছয়ঘরিয়া কহেন। চণ্ডীপতি ভাদুড়ির উপকারের ক[illegible]তে বারেন্দ্র-কুলে ছয়ঘরিয়া নামে এক দল হইল।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা সংস্থাপন করিয়া, সমাজের কি উন্নতি সাধন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। বরং বিস্তৃত সংখ্যক ব্রাহ্মণ হইতে অল্প সংখ্যক কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুলীন কন্যাগণের বিবাহের নিয়ম করাতে বহুবিবাহ প্রভৃতি দোষের উৎসাহ দেওয়া হইয়াছে। ইহার পর পঠীবদ্ধ হইয়া সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হইয়াছে। তাহার পর আবার পঠীগুলি নানা থাকে বিভক্ত হইয়াছে। এইরূপ অল্প সংখ্যক কুলী[illegible]র মধ্যে পরস্পর কন্যাদানের নিয়ম বহুদোষের আকর হইয়া উঠিয়াছে। রাঢ়ীয় কুলে দেবীবর, বারেন্দ্র কুলে উদয়নাচার্য্য ধূমকেতুস্বরূপ উদয় হইয়াছিলেন।

করণ বহুপ্রকারের; কন্যা আদান প্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা, করণ

১। চণ্ডীপতির্দনা[illegible]জীবঃ বনাঃ শ্রীকণ্ঠকোজগঃ। এতে ছয়ঘরিয়াঃ। কোন কোন কুলজ্ঞ শ্রীকণ্ঠকে [illegible] [illegible] বলেন।

শব্দে অভিহিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত উপকারের করণ এবং কুলজ-করণ হইয়া থাকে। করণের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইল।

কন্যা আদান প্রদান বিষয়ক করণ।

পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা বারেন্দ্রকুলে সংস্থাপিত হওয়াতে কুলীনগণকে পরস্পর আদান এবং প্রদান করিতে হইবেক, কেবল প্রদান কি কেবল আদান দ্বারা কুলরক্ষা হয় না। যে যে কুলীনে পরস্পর আদান প্রদান হইবেক তাহারা যথাসম্ভব আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের এবং কুলজ্ঞের সহিত পুষ্করিণী অথবা নদীর ঘাটে গমন করিয়া পরস্পর জলপূর্ণ মৃদ্ভাণ্ড অথবা পিত্তল ভাণ্ড ধারণ করিয়া বাগদানের বিধান মতে আদান প্রদান বিষয়ক প্রতিজ্ঞা পাঠ করিয়া জলপূর্ণ পাত্র জলমজ্জন করেন; ইহাই আদান প্রদান বিষয়ক করণ। কন্যা অথবা ভগিনীর অভাবে পরিবর্ত্ত হইতে পারে না। এই অসুবিধা দূর করিবার নিমিত্ত, তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ, কুশময় পাত্র এবং কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা করেন (১)। কুশময়ী কন্যা প্রকৃত পাত্রে এবং কুশময় পাত্রে কুশময়ী কন্যার দান হইতে পারে। কুশময় পাত্রে প্রকৃত কন্যা প্রদান হইলে সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা কন্যার ন্যায় দোষিণী হন। (২) যে কন্যার পিতা বা ভ্রাতা নাই অর্থাৎ যে কন্যার দান হইলে দানগ্রহণকারী কুলীন পরিবর্ত্তের নিয়মানুসারে আপন ভগিনী অথবা কন্যাকে পরিবর্ত্ত দিতে পারেন না, কুলীন পাত্রে সেই কন্যার

১। রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কুশত্যাগের নিয়ম আছে, তদ্দৃষ্টে বারেন্দ্রকুলে কুশময় পাত্র কুশময়ী কন্যার ব্যবস্থা হইয়াছে।

২। পূর্ব্বে কুশময় কুলীন বানাইয়া তাহাতে কন্যা সমর্পণ করিয়া কুলরক্ষা করা হইত। সেই কন্যা অন্যপূর্ব্বা বলিয়া দুষ্টা হওয়াতে পরে অযত্ন কষ্ট শ্রোত্রিয়ে সেই কন্যার বিবাহ হইত। ইহাকে কুশছাড়ান কন্যা কহে। অন্যায় কুলরক্ষার জন্য এই সকল অযত্ন প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল, এখনও একেবারে যে এই প্রথা রহিত হইয়াছে এমত বলা যায় না।

বিবাহ হইতে পারে না। পিতা এবং ভ্রাতাহীন কন্যাও কুলীনগণ সময়ে সময়ে গ্রহণ করিয়াছেন। এইরূপ বন্ধুহীনা কন্যা কাপে এবং শ্রোত্রিয়ে সমর্পিতা হয়।

স্বগোত্রে করণ হইতে পারে না। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার নাই। দুইজন করণকারী কুলীনে সম্বন্ধ অনুত্তর হইলে অথচ তাহাদের পুত্র কন্যার মধ্যে আদানপ্রদান হইতে পারিলে সে স্থলে কুশময়ী কন্যা ও কুশময় পাত্রের কল্পনা হইতে পারে। যে গ্রামীণ কুলীনের সহিত একবার করণ হয়, অন্য গ্রামীণ কুলীনের সহিত করণ না হইলে সেই গ্রামীণ কুলীনের সহিত আর করণ হইতে পারে না। তদ্রূপ করণ হইলে কুলীন দোষাশ্রিত হন। কিন্তু তাহাতে কুলভঙ্গ হয় না, নির্দ্দোষ করণ দ্বারা কুলীন দোষমুক্ত হইতে পারেন।

কুলজ করণ।

পিতার মৃত্যুর পর পুত্র, কন্যা অথবা ভগিনী কিম্বা কুশময়ী কন্যা দ্বারা যে পরিবর্ত্ত করেন তাহাকে কুলজ করণ কহে। কুলীনের জ্যেষ্ঠ সন্তানে এই করণ করিতে হয়; এই করণ দ্বারা কুলীনের কুল স্থাপন হয়। পিতা বর্ত্তমানে পুত্রের করণ করিবার অধিকার নাই এবং পিতার মৃত্যুর পর কুলজ করণ না হইলে কুলীনের কুলস্থাপন হয় না। ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে কেবল কুলীনের বংশে জন্মিলেই কুলীন হয় না। জন্ম ও পরিবর্ত্ত এই উভয় দ্বারা কুল স্থাপন হয়। কুলজ করণ না হইলে এক ভ্রাতার কুলচ্যুতি নিবন্ধন অন্য ভ্রাতার কুল দোষাশ্রিত হয়; ইহাকে ভাই করা দোষ কহে। পিতা বর্ত্তমানে পুত্র, কাপে কিম্বা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে কি কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে পিতার কুল দোষাশ্রিত হয়; ইহাকে পোকরা দোষ কহে। পশ্চাৎ নির্দ্দোষ করণ দ্বারা ভাই করা এবং পোকরা দোষের নিষ্কৃতি হইতে পারে।

উপকারের করণ।

কুলীনের কুল দোষাশ্রিত হইলে যে করণ করা যায় তাহাকে উপকারের করণ কহে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করা কুলীনের পক্ষে প্রশস্ত কর্ম্ম নহে। শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন পাত্রের সংখ্যা অল্প হয়; ইহাতেই শাসন স্বরূপ শ্রোত্রিয়-কন্যা-গ্রহণকারী কুলীনের প্রতিও উপকারের করণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। শ্রোত্রিয়-কন্যাগ্রহণকারী কুলীনের পিতা বর্ত্তমান থাকিলে; পিতা, পিতার অভাব হইলে শ্রোত্রিয়কন্যাগ্রহণকারী কুলীন স্বয়ং, তাহার অভাব হইলে তৎপুত্র উপকারের করণ করিতে বাধ্য। শ্রোত্রিয়ের কন্যা-গ্রহণকারী দুই জন কুলীনে করণ হইতে পারে না, তদ্রূপ করণ হইলে পাণি নামা দোষ জন্মে। উপকারের প্রথম করণের পর দ্বিতীয় তাহার তৃতীয় করণ করিতে হয়। শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদানুসারে এক করণই স্থান বিশেষে প্রচুর বলিয়া গণ্য হয়। এইরূপ করণ বিনা কোন কুলীন ক্রমাগত শ্রোত্রিয়ের ছয় কন্যা গ্রহণ করিলে তাহাতে ছয় শ্রোত্রিয় দোষ জন্মে। ছয় শ্রোত্রিয় দোষে কুলীনের কুল এক-কালে ধ্বংস হয় না।

প্রকৃত কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত এবং করণ প্রথা প্রচলিত হইলে, তদ্দৃষ্টে উদয়নাচার্য্যের উপেক্ষিত পুত্রেরা আপনাদিগকে কুলীন বোধ করিয়া, করণ এবং পরিবর্ত্ত করিতেন। চণ্ডীপণ্ডিত প্রভৃতির সন্তান-গণ এবং মধুমৈত্রের উপেক্ষিত পুত্রেরা কাপ আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহাতেই কাপেরা পূর্ব্ব ব্যবহারানুসারে কন্যা গ্রহণ ও দান কালে করণ করিয়া থাকেন। কাপগণের মধ্যে পরিবর্ত্ত নিয়ম প্রচলিত নাই। কাপের সহিত কুলীনের করণ হইলে কুলীনের কুলপাত হয়।

বারেন্দ্রকুলে পঠীবন্ধের ইতিহাস।

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কর্ত্তৃক বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত নিয়ম স্থাপিত হইবার পরে, ক্রমাগত কুলীনগণের মধ্যে নানা দোষ ঘটিল। সেই দোষগুলি দুই ভাগে বিভক্ত, যথা, আঘাত এবং অবসাদ। আঘাত-গ্রস্ত কুলীনের কুলচ্যুতি হওয়াতে তাহারা প্রকৃত কুলীন সমাজ হইতে বহিষ্কৃত হইয়া কাপদলে প্রবেশ করেন। অবসাদগ্রস্ত কুলীনেরা সমাজে স্থগিদ হইয়াছিলেন, পরে অন্য কুলীনের সহিত করণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। ইহাতেই কুলীনদিগের মধ্যে আটটি পঠী হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন "উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্র কুলীনগণের দোষ নির্ব্বাচন করিয়া কুলীনগণকে আট শাখা অথবা পঠীতে বিভক্ত করেন" (১)। বিদ্যানিধির এই উক্তি সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হয় না। প্রথমে দর্পনারায়ণী প্রভৃতি দোষে জোনালী পঠী হয়, উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক কুল্লূক ভট্টের ভ্রাতা পুরুষোত্তম বৈদান্তিকের অধস্তন নবম পুরুষে জাত দর্পনারায়ণ ঠাকুরে দর্পনারা-য়ণী অবসাদ জন্মে। উদয়নাচার্য্যের অধস্তন নবম পুরুষীয় শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, দর্পনারায়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পুত্র জগদানন্দ রায়ের সময়ে দর্পনারায়ণী অবসাদের নিষ্কৃতি এবং জোনালী পঠী নাম হয়। সর্ব্বশেষে বেণী পঠী বদ্ধ হইয়াছে। বেণী রায়, গোপীনাথ কোঙরে কন্যা দেন; গোপীনাথ কোঙর রাজা রামনাথের ভ্রাতা; রাজা রামজীবন, রামনাথের ভ্রাতৃপুত্র সাহজাহান বাদশাহার ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের সনন্দমতে রামজীবন সুসঙ্গ পরগণা প্রাপ্ত হন। অতএব উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির সময়ের বহুপরে বারেন্দ্রকুলে পঠী বদ্ধ হইয়াছে। ইহা নিঃসন্দেহে সপ্রমাণ হইতেছে।

১। সম্বন্ধনির্ণয় ২৩১ পৃঃ।

বারেন্দ্রকুলের কুলীনগণমধ্যে নিম্নলিখিত অবসাদগুলি হইয়াছিল।

	অবসাদের নাম।	যাহাতে অবসাদ হইয়াছিল।
১।	জোনালী	পুরন্দর মৈত্র।
২।	দর্পনারায়ণী	শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ী।
৩।	চাঁড়ালী	রামচন্দ্র লাহেড়ি।
৪।	অদৃষ্টকন্যা	শ্রীনারায়ণ মৈত্র।
৫।	মৈসালা	গঙ্গারাম সান্ন্যাল।
	আলামি	রামচন্দ্র লাহেড়ি।
৬।	রোহিলা	প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী।
৭।	কুতবখানী	মৃত্যুঞ্জয় মৈত্র।
৮।	আলিয়াখানী	কমলসুবুদ্ধি রায়।
৯।	ভবানীপুরী	রামচন্দ্র বাগছি।
১০।	বেণী	যদুরাম সান্ন্যাল প্রভৃতি।
১১।	পাঁচুড়িয়া	ঠাকুর ডাকুয়াই প্রভৃতি।
১২।	কালাপুরী	সুয়াই বাগছি।
১৩।	পিন্নারি	অনন্ত লাহেড়ি।
১৪।	পরাণ মৌলিকী	ধ্রুবজগন্নাথ বাগছি।
১৫।	পীতাম্বর তকী	মুকুন্দ ভাদুড়ি।
১৬।	পয়নালি	
১৭।	শুভরাজখানী	মাধব সান্ন্যাল।
১৮।	আলমাসখানী	চকাই সান্ন্যাল।
১৯।	ভাইকরা	দেবাই সান্ন্যাল।
২০।	খোজাম্বরী	গোপীনাথ বাগছি।

এতদতিরিক্ত তের আনী, বাওবাজু, ইরাখানী, সুজাখানী, সাদিখানী, পাটুয়াভামা মল্লিক যদুনাথী নামা আরও ১২।১৪টি অবসাদ (১) আছে।

---

১ এই সকল অবসাদের সমুদয় অবসাদই শিকৃতি হইয়াছে। পাঁচুড়িয়া অবসাদ এখনও [illegible]লেখ সদৃশ হইয়া রহিয়াছে। প্রথমোক্ত দশটি অবসাদে পটীবদ্ধ হইয়াছে।

জোনালী পটী।

জোনালী, চাঁড়ালী, দর্পনারায়ণী এবং অদৃষ্টকস্তক এই চারিটি অবসাদে জোনালী পঠীবদ্ধ হইয়াছে।

জোনালী অবসাদ।

বর্ণিনামা গ্রামে জনৈক ব্রাহ্মণের মৃত্যু হয়। তথাকার ব্রাহ্মণেরা শবদাহ না করিয়া জোনালী গ্রামে রাখিয়া যায়। জোনালীর ব্রাহ্মণেরা ঐ শবদাহ করেন। পুরন্দর মৈত্র অত্যন্ত অহঙ্কারী কুলীন ছিলেন, কুলজ্ঞদিগকে অবহেলা করিতেন। ঐ পুরন্দর মৈত্র শবদাহকারীর অন্যতর, ভগবান সান্ন্যালের বিধবা ভগিনীর হস্তান্ন গ্রহণ করেন, কুলজ্ঞেরা সুযোগ পাইয়া জোনালী অবসাদ দিয়া পুরন্দর মৈত্রকে আস্তাড়ন করিলেন। পরস্পর করণ সংস্রবে ভগবান সান্ন্যাল, গোপীনাথ সান্ন্যাল, হিরণ্য ভাদুড়ি, জগাই চামটা, গোবিন্দ মৈত্র, হরিগোস্বামী সান্ন্যাল, ইঁহারা সকলেই জোনালী অবসাদে আবদ্ধ হইলেন।

চাঁড়ালী।

বিষ্ণু ভাণ্ডার নবিস চাণ্ডালী গমন করিয়াছিলেন। বিজয় লাহিড়ী বিষ্ণু ভাণ্ডার নবিসের কন্যা গ্রহণ করেন, রামচন্দ্র লাহেড়ি বিজয়ের পৌত্রী গ্রহণ করাতে রামচন্দ্র লাহেড়িতে চাঁড়ালী অবসাদ ঘটিয়াছিল।

দর্পনারায়ণী।

তাহেরপুরের দর্পনারায়ণ বড়ঠাকুরের পোতাখানাতে সাতকৈড় নামা ব্রাহ্মণহত্যা হয়। তাহাতে দর্পনারায়ণ ঠাকুরে ব্রহ্মহত্যার

পাপস্পর্শ হয়, শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, দর্পনারায়ণের ঘরে ভোজন করিয়া দর্পনারায়ণী অবসাদে আস্তাড়িত হন। শ্রীকৃষ্ণের পিতা মুকুন্দ ভাদুড়ি পুত্র পরিত্যাগ না করাতে তাহাতেও দর্পনারায়ণী অবসাদ স্পর্শ করে।

অদৃষ্টা কন্যা।

পিতা কিম্বা ভ্রাতার অজ্ঞাতে কুলীন কন্যা শ্রোত্রিয় পাত্রে দানের নিমিত্ত বাগদত্তা হইলে সেই কন্যা অদৃষ্টা কন্যা নামে অভিহিতা হয়। শ্রীনারায়ণ মৈত্র অদৃষ্টা কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ির পুত্র জগদানন্দ রায়, ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এবং রাজা কংসনারায়ণের ভাগিনেয় ছিলেন। উভয়ের যত্ন এবং শাসনে, সুবুদ্ধি খাঁ এবং লক্ষ্মণ সান্ন্যালে, পুরন্দর মৈত্রের পৌত্র বাণীনাথ মৈত্র এবং জিতাই মিশ্র সান্ন্যালে, অমোঘ লাহেড়ি এবং মহানন্দ মিশ্রে, রামচন্দ্র লাহেড়ি এবং গঙ্গারাম সান্ন্যালে করণ হইয়া জোনালী অবসাদ নিষ্কৃতি হয়; ইঁহারা সকলেই জোনালী পঠী বদ্ধ হইলেন। নাটোরের নিকটবর্ত্তী মাজগ্রাম, মাধারি গ্রাম এবং শ্যামনগরের কুলজ্ঞগণ এই পঠীর কুলীন, ইঁহারা এখনও শূদ্রের দান এবং শূদ্রান্ন গ্রহণ করেন না।

নিরাবিল পঠী।

অস্ট, অষ্টকুলের রমানাথ গণি
মৈত্রে, লোকনাথ, ভাদুড়ির বাণী।
সান্ন্যালে নয়ান বিষ্ণুদাস মধু
লাহেড়ী দ্বিজরাজ, নয়ান লাহেড়ী।

যখন শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি দর্পনারায়ণী, রামচন্দ্র লাহেড়ি চাঁড়ালী অবসাদে স্থগিত হন, তখন হিরণ্যগর্ভ চক্রবর্ত্তী, লক্ষ্মণ তলাপাত্র এবং শঙ্করাচার্য্য এই তিনজন শ্রোত্রিয় মন্ত্রণাপূর্ব্বক, রমানাথ এবং লোকনাথ মৈত্র, বাণীনাথ ভাদুড়ি, নয়ান সান্ন্যাল, মধু সান্ন্যাল, বিষ্ণুদাস সান্ন্যাল, দ্বিজরাজ লাহেড়ি, এবং নয়ান লাহেড়ি দোষ রহিত এই আট জন কুলীনকে লইয়া এক থাক করেন। ইহাকে আদি নিরাবিল পত্তন কহে। ঐ আট জন কুলীনে কোনরূপ দোষ না থাকাতে উহার নিরাবিল নাম হইয়াছিল কিন্তু তখনও পঠী আখ্যা হয় নাই। পরে জানকীবল্লভ রায় স্বয়ং নিরাবিলে প্রবেশ করেন এবং রোহিলা ভূষণা বর্জ্জিত রাখিয়া দর্পনারায়ণী দোষযুক্ত কুলীনগণকে নিরাবিলে আনেন, ইহাতেই নিরাবিলকে পঠী বলা হয়।

পাঁচুড়িয়া অবসাদ গ্রস্ত ঠাকুর ডাকুয়াইর বৃদ্ধ প্রপৌত্র বদন পাঁজা ঘটিত পরস্পর সংস্রব জনিত দোষে নিরাবিলের কয়েকটী কুলীন আবদ্ধ হন। তাহেরপুরের তাৎকালিক রাজা নিরাবিল পঠী হইতে সেই সকল কুলীনগণকে বাহির করিয়া দেন; ইহাতেই নিরাবিলে বাহির ভাব নামে এক থাক হইয়াছে। (১)

কুলীনেরা দত্তক গ্রহণ করিতেন না, করিলে গৃহীত দত্তক কুলীন হইতে পারিতেন না. কিন্তু নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের শাসনে এবং

১। পাঁচুড়িয়া অবসাদ গ্রস্ত ঠাকুর ডাকুয়াইর বংশসম্ভূত বদন পাঁজা, বাণীনাথে কন্যা সম্প্রদান করেন। মথুরা কোপা বাণীনাথের কন্যা বিবাহ করেন। মথুরা কোপা, রঘুরাম মজুমদারে আপন কন্যা দান করেন। রঘুরাম ও রাজারাম খাঁতে করণ হয়, রাজারাম রঘুদেব লাহেড়ির পুত্রে কন্যা দেন। ইহাতে তাহেরপুরের রাজা উদয়নারায়ণ কতকগুলি কুলীনকে নিরাবিল পঠী হইতে বাহির করার চেষ্টা করেন, পরে তাহেরপুরের রাজা চন্দ্রনারায়ণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া ঐ দোষের নিষ্কৃতি করেন।

যত্নে কৃষ্ণকান্তের গৃহীত দত্তক কালীকান্ত রায়ের কুল রক্ষা হয়; এই হইতে দত্তকের এক থাক হয়।

ভূষণা পঠী।

বামচন্দ্র গঙ্গাবাম, কেন কৈল কুকাম,
কেন খেলে ভূষণাব পানি।
খাইযা রূপদালের ভাত, হিন্দুযে না ছোয পাত,
গালিবদ্ধ মৈসালালামি।

ভূষণা প্রদেশে মৈসালা এবং আলামি নামা দুইখানি গ্রাম ছিল। রূপদল নাম্নী একটী নীচজা তাঁযা স্ত্রীঘটিত অবসাদে তত্রত্য শ্রোত্রিয়গণ অবসাদিত হন। বত্নাবলী গ্রামাণ জিতা মিশ্রও (১) তাহাতে সংলিপ্ত হইযাছিলেন। জিতা মিশ্রেব পুত্র হরিনারায়ণ তলাপাত্র, রামচন্দ্র লাহেড়িতে, শ্রীনাবাযণ তলাপাত্র, গঙ্গাবাম সান্ন্যালে কন্যা সমর্পণ কবেন। ইহাতেই বামচন্দ্র এবং গঙ্গারাম মৈসালা এবং আলামি অবসাদে আস্থাড়িত হন। পবে মথুরা বায ও গঙ্গারাম সান্ন্যালে, বামচন্দ্র লাহেড়ি এবং দেবনাবাযণ মৈত্রে কবণ হইয়া রামচন্দ্র এবং গঙ্গাবাম নিষ্কৃতি লাভ কবেন। সেই হইতে দেশের নামানুসাবে ভূষণা পঠী নাম হয।

নিবাবিল পঠীব দৃষ্টান্তানুসাবে সুসঙ্গের রুদ্রচন্দ্র সিংহ, গোপীনাথ সিংহকে দত্তক গ্রহণ কবেন। ছাতিন গ্রামেব গোকুল সান্ন্যাল

১। অতুওঝা রত্নাবলী। তৎপুত্র পবীক্ষিৎ, পুং দেওওঝা, পুং শ্রীকান্ত, পুং দৈত্যদানব এবং গতিওঝা। দৈত্যদানবের পুত্র বনমালা মিশ্র, পুং কৃষ্ণ ও কংসারি। কৃষ্ণের পুং সুরানন্দ, পুং রামমিশ্র, পুং সত্যবান্ (জিতা মিশ্র)। ইহার পুত্রগণের নাম রামকৃষ্ণ, হরিনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ, রূপনারায়ণ। রামকৃষ্ণের সন্তানেরা খাগজানা এবং আবদালপুরে, হরিনারায়ণের সন্তানেবা ধুপলিয়া গ্রামে, রূপনাবাযণের সন্তানেবা আমুলসারে বসতি কবেন।

প্রমুখ কুলীনগণ ইহাতে গোপীনাথের কুল সম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করাতে নাটোরের রাজা রামকৃষ্ণের উদ্যোগে ১২০৭ সালে ভূষণা পঠীতেও দত্তকের মত স্থাপন হয়, তাহাতে কুলীনেরা দুইভাগে বিভক্ত হইলেন। দত্তকের মতস্থ কুলীনেরা গোকুল সান্ন্যালকে ছয় শ্রোত্রিয় দোষে স্থগিত করিয়াছিলেন, পরে রাণী ভবানীর যত্নে গোকুল সান্ন্যাল প্রমুখ কুলীনেরা নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই হইতে ভূষণা পঠীতে দত্তকের মত এবং গোকুল সান্ন্যালী মত এই দুই থাক হইয়াছিল। সম্প্রতি ৮০ বৎসর পরে, ১২৮৭ সালে দত্তক এবং গোকুল সান্ন্যালী মতস্থ কুলীনেরা একত্র হইয়াছেন।

রোহিলা পঠী।

প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ি দিল্লীর বাদসাহের অধীনে সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন, বাদসাহ তাঁহার কার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া খাঁ উপাধি দেন। প্রচণ্ড খাঁ কার্য্যবশতঃ রোহিলখণ্ড দেশে কিছু দিন অবস্থিতি করিয়াছিলেন এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিবাহ করেন। ঐ পত্নীর গর্ভে প্রচণ্ড খাঁর চান্দ রায়, হরিরাম রায় নামা দুই পুত্র জন্মে। প্রচণ্ড খাঁর মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় মাতা সহ দেশে আসিলেন, তাঁহাদের মাতা বাঙ্গালা কথা বলিতে পারিতেন না, ইহাতেই সমাজস্থ লোকেরা, প্রচণ্ড খাঁ রোহিলা জাতীয়া কন্যা বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া দোষারোপ করেন। হরিরাম রায়, প্রাণবল্লভ রায় ভাদুড়িতে কন্যা সম্প্রদান করেন। প্রাণবল্লভ রায় এবং দুর্গাদাস সান্ন্যালে করণের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু রোহিলা অবসাদ প্রযুক্ত দুর্গাদাস অস্বীকৃত হওয়াতে অবসাদটী গুরুতর হইয়া উঠিল। পরে অনুসন্ধানে প্রচণ্ড খাঁ ব্রাহ্মণ-কন্যা বিবাহ করা প্রমাণ হওয়াতে সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র জনার্দ্দন খাঁর উদ্যোগে রোহিলা অবসাদ

নিষ্কৃতি হয়। এই হইতে রোহিলা পঠী নাম হইল। ইহার পর ভূষণা এবং রোহিলা একত্র হওয়ার প্রস্তাব হইয়া ভূষণার তিনজন কুলীনের সহিত রোহিলার তিনজন কুলীনের করণ হইয়াছিল, কিন্তু সর্ব্ববাদি-সম্মত না হওয়াতে ভূষণা রোহিলা একত্র হয় নাই।

পূর্ব্বে এই পঠীর কুলীনেরা দত্তক গ্রহণ করিতেন না। সম্প্রতি দত্তক গ্রহণ আরম্ভ হইয়াছে। এই পঠীতে মমিনপুরী, মেঘনা এবং রূপাই নামে তিনটী থাক আছে। মমিনপুরের থাকে, রামনাথ লাহে-ড়ির মত, ছয় ঘরিয়ার মত, কৃষ্ণরাম সান্ন্যালের মত। মেঘনা থাকে, চামু বাগছির মত, বিনোদ বাগছির মত, হরেকৃষ্ণ বাগছির মত, শঙ্কর মৈত্রের মত, যদু লাহেড়ির মত, তিনকড়ি সান্ন্যালের মত, আরবার এই কয়েকটী বিভাগ হইয়াছে। পিরগাছা নিবাসী কোন শ্রোত্রিয় রোহিলা পঠীতে কন্যাদান করাতে, শ্রোত্রিয় দোষে পিরগাছার ভাব বলিয়া আর একটী থাকও হইয়াছে।

কুতবখানী পঠী।

কয়ড়ার মথুরা চৌধুরার কন্যাকে, কুতব খাঁ নামা সোয়ারে হরণ করিয়া লয়। মথুরা চৌধুরা কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, মৃত্যুঞ্জয় মৈত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দেন। ইহাতেই মৃত্যুঞ্জয়ে কুতবখানী অবসাদ হইয়া কুতবখানী পঠী নাম হয়। বাস্তবিক কুতবখানী অবসাদ মধ্যে গণনা না হইয়া আঘাত মধ্যে গণনা হওয়া উচিত ছিল। কালক্রমে তাহাই হইয়াছে, এইক্ষণ কুতবখানী পঠীর কুলীন দেখিতে পাওয়া যায় না, শ্রোত্রিয়ের অনাদর হেতু ভঙ্গ হইয়া কুতবখানী পঠীর কুলীনেরা কাপ হইয়াছেন।

আলিয়াখানী।

আলিয়ার খান কমল সুবুদ্ধি রায়কে দস্তবাল করিয়াছিল এতাবন্মাত্র লিখিত আছে। উহা যে কোন প্রকারের দোষ হউক না কেন, যাবনিক দোষ বটে. ইহাতেই কমল সুবুদ্ধি রায়ে আলিয়াখানী অবসাদ হয়। অনেকেই ভঙ্গ হইয়াছেন, কেবল হালসার কয়েক জন মাত্র চৌধুরী এখনও কুলীন আছেন।

— — —

ভবানীপুরী পঠী।

জেলা বগুড়ার অন্তঃপাতী ভবানীপুরে বিরাজমানা ভবানী নাম্নী (১) ঠাকুরাণীর পুরোহিত মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী রামচন্দ্র বাগছিতে কন্যাসম্প্রদান করেন। রামচন্দ্রের সহিত আলিয়াখানী অবসাদগ্রস্ত সদানন্দ চৌধুরীর মনোবাদ ছিল, সদানন্দ সুযোগ পাইয়া কুলজ্ঞদিগকে আপন পক্ষে আনিলেন। কুলজ্ঞেরা পূজক নামা দোষ এবং গ্রামনামা (ভবানীপুরী) অবসাদ দিয়া রামচন্দ্র বাগছিকে আস্তাড়ন করিলেন। রামচন্দ্র স্থগিত হইলেন। পরে পুঠিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করেন।

১। বগুড়া জেলার ১০ ক্রোশ দক্ষিণে করতোয়া নদীর প্রাচীনখাদের তীরবর্ত্তী ভারতা গ্রামে ভবানী ঠাকুরাণী বিরাজমানা। একান্ন পীঠের এক পাঠ ভবানীপুরে। "করতোয়াতটে গুল্ফং বামে বামন ভৈরবঃ। অর্পণা দেবতা তত্র ব্রহ্মারূপা করোদ্ভবা॥ তন্ত্রচূড়ামণি। নাটোরের ছোট তরফের রাজা ইঁহার সেবাইত ঠাকুরাণীর ৬০০০।৭০০০ টাকা বার্ষিক উৎপন্নের স্থাবর সম্পত্তি আছে। রাজা রামকান্ত দত্তের ৮০০০০ আশি হাজার টাকা মূল্যের মতির হার সম্প্রতি অপহৃত হইয়াছে। এই ভবানীপুরে নানা তীর্থস্থান হইতে উদাসীন সন্ন্যাসীরা আসিয়া দর্শন করে।

বেণী পঠী।

গঙ্গাপথের গঙ্গাধর, কউতের বেণী।
ছাতকের বসন্ত রায় পঁউলির ভবানী॥
হুজরাপুরের মোহন চৌধুরী, পাইক পহবের রূপা।
বাহিরবন্দরের আদিত্য রায়, সাফোল্লার শিবা॥

বেণী রায়ে দস্যু অপবাদ ছিল। কুলজ্ঞেরা কহেন, "তাহার গাঞি গোত্রের বড় ঠিকানা ছিল না।" বেণী রায় ক্ষমতাবলে, মহেশ মল্লিকে, ভবানীচরণ আচার্য্যে, সুসঙ্গের গোপীনাথ ও শ্রীপতি কোঙরে কন্যা এবং পীতাম্বর সান্যালে, রামচন্দ্র লাহেড়িতে, যদুরাম সান্যালে, পৌত্রী সম্প্রদান করেন। বেণী রায়ের সংস্পৃষ্ট কুলীনেরা, বেণী অবসাদে সমাজে স্থগিত হইলেন। পরে সুসঙ্গের রাজার উদ্যোগে কুলীনেরা নিষ্কৃতি লাভ করেন। এই হইতে বেণী রায়ের সংস্পৃষ্ট কুলীনদিগের এক পঠী হইল। সেই পঠীর নাম বেণীপঠী। কুলজ্ঞেরা বেণীপঠীকে ত্রিবেণীতুল্য পবিত্র বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। বেণী পঠীতে হুজরাপুরী এবং বেণী নামে দুইটী থাক ছিল। কয়েক বৎসর হইল দুই থাক এক হইয়াছে। সুসঙ্গের রাজা, পূর্ব্বে ভূষণার শ্রোত্রিয় ছিলেন, পরে বেণী অবসাদ মুক্ত করিয়া বেণী পঠী অবলম্বন করেন, তাহাতেই বেণীপঠীর কিছু সমাদর আছে।

কাপোৎপত্তি।

ভরদ্বাজ গোত্রীয় লাড়ুলিগ্রামী নরসিংহ নাড়িয়াল (১) তাম্বূল

১। আরুওঝা নাড়ুলি, তৎপুত্র যদুপণ্ডিত, সুধাকর, জটাধর। যদু পণ্ডিতের পুত্র শ্রীপতি, তৎপুত্র কুলপতি, তৎপুত্র বিভাকর, তৎপুত্র প্রভাকর, তৎপুত্র নরসিংহ। সুপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতাচার্য্য নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া নাড়িয়াল গাঞি পবিত্র করিয়াছেন।

বিক্রয় করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। (১) অদ্বৈতবংশীয় গোস্বামী-গণ কহেন শ্রীহট্টের অধীন লাউড়গ্রামে নরসিংহের বাস ছিল; তথা হইতে এদেশে আসিয়া বসতি করেন। তাম্বূল বিক্রয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ অথবা শ্রীহট্টে বাসনিবন্ধন, নরসিংহ সমাজ কর্ত্তৃক আদৃত ছিলেন না। ব্রাহ্মণবালাগ্রামনিবাসী শুকদেব আচার্য্যের পিতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণেরা নরসিংহকে পংক্তি হইতে উঠাইয়া দিয়া ভোজন করিয়াছিলেন। নরসিংহ সমাজ কর্ত্তৃক এইরূপ অবমানিত হইয়া তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ কুলীন মধু মৈত্রের সহিত করণ করিয়া কন্যা-দান করার মানস করিলেন। পরিবর্ত্ত মর্য্যাদার নিয়মানুসারে শ্রোত্রিয়ের সহিত কুলীনেব কবণ হইতে পারে না, নরসিংহ ইহা অব-গত থাকিয়াও, আপন অভিলাষ সিদ্ধির মানসে, আপন কন্যা ও একটী গাভী এবং শালগ্রাম শিলা নৌকাতে উঠাইয়া মাজগ্রামে মধুর ঘাটে উপস্থিত হইয়া মধু মৈত্রকে আপন অভিলাষ জানাইলেন। মধু মৈত্র এবং তাঁহার পুত্রেরা নরসিংহের প্রার্থনাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলে, নরসিংহ নৌকা সহিত গভীর জলে যাইয়া নৌকা ডুবাইয়া দিবার উদ্যোগ করেন, অভিপ্রায় এই যে মধুর ঘাটে স্ত্রীহত্যা, গোহত্যা, ব্রহ্মহত্যা এবং শালগ্রাম বিসর্জ্জন হউক। মধু বিপাকে পতিত হইয়া পাপভয়ে পুত্রগণেব নিষেধ সত্ত্বেও নবসিংহের সহিত

নরসিংহের পুত্র বিদ্যাধব, তৎপুত্র ছকড়ি, তৎপুত্র কুবেবাচার্য্য, তৎপুত্র অদ্বৈতাচার্য্য। লঘুভারতকর্ত্তা কহেন, অদ্বৈতাচার্য্য নবসিংহের পুত্র (দ্রষ্টব্য, ল, ভা, ৩য় খণ্ড ৮৫ পৃষ্ঠা), তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ঘটকদিগের বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টেই উপরিউক্ত বংশাবলী লিখিত হইল। বৈষ্ণবদিগেব গ্রন্থেও অদ্বৈতাচার্য্য কুবেরাচার্য্যের পুত্র এবং শিবের অবতার বলিয়া লিখিত আছে। কুবেরাচার্য্যও কুবেরের অবতার বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, যথা, "ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতোযঃ শ্রীসদাশিবঃ। মহাদেবস্য মিত্রোযঃ কুবেবোগুহ্যকেশ্বরঃ। কুবের পণ্ডিতঃ সোঽদ্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ॥ গৌরগণোদ্দেশদীপিকা।

১। ১২৮৩ সালের ভাদ্র মাসীয় ৩য় খণ্ড, ৫ম সংখ্যক আর্য্যদর্শন ১৯৬ পৃঃ।

করণ করিয়া তাঁহার কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) এই ব্যাপারে কুলজ্ঞেরা নরসিংহকে নৃসিংহ অবতার বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন, প্রকৃতপক্ষে ইহাতে মধুর কুল ত্রুটি হইল (২)।

মধু মৈত্রের আনাই এবং অর্জ্জুনাই নামা পুত্রদ্বয় কুলভঙ্গের আশ-ঙ্কাতে পিতা হইতে পৃথক্ হইয়া রহিলেন, সমাজস্থ অধিকাংশ কুলীনেরা পুত্রদ্বয়ের পক্ষাবলম্বী হইলেন। ধেঞি বাগছি তৎকালে একজন বিখ্যাত কুলীন ছিলেন। তাঁহার সহিত মধুর সদ্ভাব ছিল না। মধু বিপাকে পড়িয়া ধেঞি বাগছির সাহায্য প্রার্থনা করায় ধেঞি মধুর কুল রক্ষার্থ সহায়তা করিয়া মধুকে নিষ্কৃতি করিয়াছিলেন (৩)।

১। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ কহেন, এই বিবাহে হোসেনসাহ বাদসাহের ভাণ্ডার লুঠ হইয়াছিল। ল, ভা, ৩খ, ১৮৫ পৃ°। নরসিংহ এবং মধু উভয়েই দরিদ্র ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ এইরূপ বিবাহে বাদসাহের ভাণ্ডার লুঠ হইবার কিছুই কারণ নাই। হোসেনসাহ ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়ের বাদসাহ হন. ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ঐ সময়ে নরসিংহের বৃদ্ধ-প্রপৌত্র অদ্বৈতাচার্য্য বর্ত্তমান ছিলেন। ভাদুড়িকুলব্যাখ্যা নামা কুলগ্রন্থে লিখিত আছে, চতুরঙ্গ খাঁ ভাদড়ে উমাপতি সান্যালের টুট হয, তন্নিবন্ধন মহেশ্বর সান্যালে উপকারের প্রয়োজন হইয়াছিল, সেই উপকারের করণ ব্যয় চতুরঙ্গ খাঁ দিয়াছিলেন, চতুরঙ্গ খাঁ গৌড়ের বাদসাহের প্রধান কার্য্যকারক ছিলেন। অধিক পরিমাণে ব্যয় হওয়াতে কুলজ্ঞেরা হোসেন সাহের ভাণ্ডার লুঠ হওয়ার কথা কহেন।

২। এই করণে মধু মৈত্রের কুলত্রুটি হয়, ধেঞি বাগছির অনুগ্রহে কুল রক্ষা হইল। ইহার পর মধুর প্রপৌত্র বিভাই মৈত্রে আলিযাখানী আখ্যাত হয়, তাহাতেও বিভাইর কুল গিয়াছিল। সেবারেও সমাজের অনুগ্রহে বিভাইর কুল রক্ষা হয়। তৎপরে ভট্টাঘাতের ছিটাতে গুড়ইর জানা মৈত্রের কুল যায়। ঘটকদিগের অনুগ্রহে জানুর কোন কোন সন্তানের কুল রক্ষা হয। প্রকৃতপক্ষে মৈত্রের কুল বহু দিন হইল গিয়াছে।

৩। সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা কহেন, "রাজা কংসনারায়ণ এবং উদয়নাচার্য্য মধুর কুল রক্ষা করেন এবং কংসনারায়ণ মধু মৈত্রে কন্যা দিয়া নিজে কুলীন হইতে শ্রোত্রিয় হন। সম্বন্ধনির্ণয় ২৩৫ পৃষ্ঠা। এই উক্তি সত্য নহে। তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ আদি শ্রোত্রিয়। মধু মৈত্রের বহুকাল পরে কংসনারায়ণের জন্ম হয, উদয়নাচার্য্য, মধু মৈত্রের পিতামহের সময়ের লোক। উদয়নাচার্য্য এবং কংসনারায়ণ এক সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন না।

ধেঞি বাগছির পরামর্শমতে মধু মৈত্রের অবাধ্য পুত্রদ্বয় পিতা কর্তৃক উপেক্ষিত ও নিষ্কুল হন। প্রকৃত কুলীনেরা আনাই এবং অর্জ্জুনাইকে সমাজে স্থান না দেওয়াতে গত্যন্তর না দেখিয়া তাঁহারা ছয়ঘরিয়া দলে প্রবেশ করেন। ছয়ঘরিয়া সমাজস্থ নিষ্কুল কুলীনেরা আপনাদিগকে কুলীন জ্ঞান করিয়া করণাদি করিতেন; তাঁহাদের এইরূপ কপট ব্যবহারে ছয়ঘরিয়া দলের লোকেরা কাপাখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। (১)

এই ঘটনার সমকালে ও পরে কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে ভট্টাঘাত, ভরতাঘাত, বউনেয়া আঘাত, গাছতলি আঘাত, জালিয়াখানী আঘাত, বাহাদুরখানী আঘাত, সান্তাঘাত, কামিনী আঘাত, কাফুরখানা আঘাত, সন্ধ্যাঘাত নামে কয়েকটি আঘাত জন্মে। তাহাতে কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া কাপদলে প্রবেশ করেন। তাহেরপুরের কামদেব ভট্টের পাঁচ কন্যা বাদসাহি সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া যায়। ইহাকে ভট্টাঘাত কহে (২)। কামদেব ভট্ট ঐ পাঁচ কন্যাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়া, রঘুমল্লিকে, নারায়ণ আচার্য্যে, সাতোটার শ্রীবর মৈত্রে,

১। সংস্কৃত কপট শব্দ হইতে কাচ্ এবং কাপ এই দুইটী অপভ্রংশ শব্দোৎপত্তি হইয়াছে। বরেন্দ্রভূমিতে কপটার্থে অদ্যাপিও কাপ শব্দের ব্যবহার হয়। কোন কুলজ্ঞ কহেন, মধু পতিত হইয়াছেন বোধ করিয়া মধুর পিতার সাম্বৎসরিক শ্রাদ্ধ করিতে আনাই, অর্জ্জুনাই উদ্যোগ করেন, তাহাতে ধেঞি বাগছি কহিয়াছিলেন, তোমরা কি একটা কাপ করিতে আরম্ভ করিয়াছ, ইহাতেই মধুর পুত্রগণের কাপাখ্যা হয়। অন্যেরা কহেন, ছয়ঘরিয়া দলস্থ ব্যক্তিগণ করণাদি করিতেন, তদ্দৃষ্টে প্রকৃত কুলীনেরা কহিতেন, উহাদের কুল নাই, তথাপি কাপ করিতেছে, ইহাতেই কুলভ্রষ্ট কুলীনগণের কাপ আখ্যা হয়।

২। "কামদেব ভট্টের পাঁচ কন্যাকে বাদসাহি সোয়ারে ঘেরিয়া লইয়া যায়।" ভাদুড়ি-কুলব্যাখ্যা নামা পুস্তকে এতাবন্মাত্রই লিখিত আছে। কন্যাগণ যবনস্পৃষ্টা হইবার প্রমাণাভাব। যদি কন্যাগণ যবনস্পৃষ্টা হইত, তাহা হইলে পুনরায় তাঁহারা তাহেরপুরে আসিতে পারিতেন না—নওয়াব অথবা বাদসাহের অন্দরেই তাঁহাদের জীবন যাপন করিতে হইত।

উপলসরের মনোজ সান্ন্যালে এবং কুজিপুখরের নারায়ণ সান্ন্যালে দান করেন। কন্যাগ্রহণকারী কুলীনেরা ভঙ্গ হইয়া নিজে কাপ হইলেন এবং তাঁহাদের সংসর্গে আরও অনেক কুলীন ভঙ্গ হন।

উদয়নাচার্য্য ও মধু মৈত্রের ত্যক্ত পুত্রগণের সন্তান এবং যাবনিক দোষাক্রান্ত আঘাতযুক্ত কুলীনগণ যাঁহাদের কুলভঙ্গ হয় তাঁহাদিগকে লইয়া কাপ সমাজ গঠিত হইয়াছে। তাৎকালিক কুলীনেরা কাপ-দিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন, বারেন্দ্রকুলে কাপের কোনরূপ সম্মান অথবা স্থিতিস্থান ছিল না। কাপের সহিত সম্বন্ধ ভোজন প্রভৃতিতে কুলীনের কুলপাত হইত। এইরূপে কুলীনের সংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ হইলে তাহেরপুরের রাজা কংসনারায়ণ কুলীন কুলজ্ঞ শ্রোত্রিয় এবং কাপ সকলকে তাহেরপুরে আহ্বান করিয়া সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিম্নলিখিত নিয়মাবলী অবধারণ করেন।

১। কুলীনের সহিত কাপের, কুশবারিযুক্ত করণ হইয়া কুলীন কাপের কন্যা গ্রহণ করিলে কি কাপে কন্যাদান করিলে, কুলীনের কুলপাত হইবে. অন্য প্রকারে কুলপাত হইবে না। (১)

২। যখন শ্রোত্রিয়গণ নীচ পঠী হইতে শ্রেষ্ঠ পঠীতে যাইবেন অর্থাৎ কন্যাদান করিবেন, তখন কাপে কন্যাদান করিতে হইবে। উদ্দেশ্য এই যে অধম পঠীর দোষ কাপের স্কন্ধে দিয়া শ্রোত্রিয় নির্ম্মল হইয়া অন্য পঠীতে যাইবেন। (২)

১। কুশবারিযুক্ত করণ বিনা, শ্রোত্রিয়ের নিয়মানুসারে যদি বরের ললাটে ফোঁটা দিয়া কোন কাপ কুলীনে কন্যা দান করেন, তাহা হইলে কুলীনের কুলভঙ্গ হইবে না। কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন একপ ঘটনাও হইয়াছে।

২। প্রধান শ্রোত্রিয়গণ এই নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই এবং ব্যবহার দৃষ্টে বোধ হয় তাঁহাদের জন্য এই নিয়ম হয় নাই। এখন কাপে কন্যাসম্প্রদানের পরিবর্ত্তে কাপের ললাটে ফোঁটা দিয়া কাপব্যবধানের নিয়ম দেখা যায়। তেজস্বী কুলীন শ্রোত্রিয়গণ তাহাও মানেন না।

৩। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কৃত পরিবর্ত্ত নিয়মে কন্যা অথবা ভগিনীর অভাব হইলে পরিবর্ত্ত হইতে পারিত না, সেই কাঠিন্য নিবারণ জন্য কুশময় পাত্র কন্যার ব্যবস্থা হয়।

৪। শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিলে কাপ শ্রোত্রিয় হইবেন ব্যবস্থা হয়।

যদিচ যাবনিক আঘাতাদি দ্বারা ভঙ্গ কুলীনেরা কাপদলে প্রবেশ করিয়া কুলীনগণের নিতান্ত ঘৃণার পাত্র হইয়াছিলেন, কিন্তু কাপগণের দৌরাত্ম্যে কুলীন সমাজ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়াতেই সমাজ রক্ষার্থে রাজা কংসনারায়ণ কুলীন এবং শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কাপের স্থান দিয়া, সাধারণেব বিশ্বাস এবং কাপগণের পরিত্রাণ নিমিত্ত, স্বয়ং আপনার এক কন্যা জিবাই ধাপাড়সিংহে, দ্বিতীয় কন্যা সদানন্দ সান্ন্যালে সম্প্রদান করিয়াছিলেন। এই স্থলে উদয়নাচায্য ভাদুড়ির এবং রাজা কংসনাবায়ণের স্বভাব এবং উদারতা তুলনা কর। উদয়নাচার্য্য নিজ পুত্রকে পবিত্যাগ করেন, সেই হইতে ছয়ঘরিয়া এবং ক্রমে কাপ সমাজ গঠিত হয়। বাজা কংসনাবায়ণ তাঁহাদের সমাজে স্থান দেন। উদয়নাচায্য বারেন্দ্র কুলের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন। যদি কংসনারায়ণ উপরিউক্ত নিয়ম সকল স্থাপন না কবিতেন, তাহা হইলে এতদিন বারেন্দ্র কুলে কুলীন বর্ত্তমান থাকিত কি না তাহা সন্দেহের স্থল।

রাজা কংসনারায়ণ কাপের সম্বন্ধে নিয়ম স্থাপন করিয়া শ্রোত্রিয়গণকে সিদ্ধ, সাধ্য এবং কষ্ট এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। যাঁহারা শুদ্ধবংশজ এবং ক্রমাগত কুলকার্য্য করিতেন, তাঁহারা সিদ্ধ এবং যাঁহারা কুলার্চ্চনা দ্বারা সমাজে পরিচিত তাঁহারা সাধ্য এবং অন্যেরা কষ্ট শ্রোত্রিয় বলিয়া খ্যাত হন। করঞ্জা, নন্দনবাসী, ভট্টশালী, নাড়ুলী, চম্পটী, ঝম্পটী (ঝামাল), আতুর্ত্তি এবং কামদেব কালিহাই এই আট

গ্রামীণেরা সিদ্ধ (১) এবং উচ্ছরখি, জামরুখি, রত্নাবলী, শিহরী, রাই, গোস্বালম্বী, বিশী, খর্জ্জুরী এই আট গ্রামীণেরা সাধ্য (২), অন্যেরা কষ্ট (৩) আখ্যা প্রাপ্ত হন। রাজা কংসনারায়ণ কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের মর্য্যাদা বিধান করিয়া কুলীন, কাপ এবং শ্রোত্রিয়গণের একত্রে ভোজন দিয়াছিলেন, সেই হইতে কাপের অপর নাম সুগিদ কুলীন বলা হয়।

কাপ এবং শ্রোত্রিয়ের কুল উঠাপড়া, অর্থাৎ কাপেরা উত্তম কাপের সহিত করণ করিয়া কন্যা দিতে পারিলে তাঁহাদের কুলগৌরব হয়। কুলীনের কন্যা গ্রহণ এবং করণ করিয়া কুলীনে কন্যা দান করা কাপের পক্ষে সমধিক গৌরবের বিষয়। কুলীনে কন্যাদান এবং কুলক্রিয়া যাঁহার আছে এমত সৎ শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ শ্রোত্রিয়ের কুলগৌরব বৃদ্ধির হেতু। যিনি শ্রোত্রিয় কর্তৃক আদৃত তিনিই মান্য শ্রোত্রিয়। কুলীন এবং কাপ ইঁহারা ভঙ্গ হইলে আর কখনই পূর্ব্বাবস্থা পাইতে পারেন না। কাপের সহিত করণ দ্বারা কুলীন কাপ হন, শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে, কুলীন শ্রোত্রিয় হন।

১। করঞ্জানন্দনবাসী ভট্টশালী চ নাড়িগঃ।
চম্পটী ঝম্পটী চৈব আর্ত্তি কামদেবক।
এতেঽষ্টৌ সিদ্ধাঃ

২। উচ্ছরখি জামরুখী তথা রত্নাবলী স্মৃতঃ।
সিহরী রাইগ্রামা চ গোস্বালম্বী তথা বিশী।
খর্জ্জুরী চৈব বিখ্যাতা সাধ্যাশ্চাষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা ॥

৩। কষ্ট শব্দে পীড়াদায়ক। যে শ্রোত্রিয়ের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীন কষ্ট পান, তাহাকে কষ্ট শ্রোত্রিয় বলে।

ইহার পরে সুসিদ্ধ নামে আর একপ্রকার শ্রোত্রিয় কল্পনা হইয়াছে। কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলে ভঙ্গ হইয়া শ্রোত্রিয় হন, যদি তাঁহাদের কুলক্রিয়া থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয় বলা যায়। নাটোরের রাজা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

নেরা নির্ধন, অলস, উৎসাহহীন এবং বিবাহ ব্যবসায়ী। অনেক কুলীন শ্রোত্রিয়-কন্যা গ্রহণ করিয়া বড় মানুষ হইয়াছেন। পক্ষান্তরে শ্রোত্রিয়েরা উৎসাহী, বিদ্বান, বড় মানুষ এবং জমিদার। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি

কুলীনে বংশস্রোতে; তাঁহার দ্বারা সমাজের যে অনিষ্ট ঘটিয়াছিল

শ্রোত্রিয় রাজা কংসনারায়ণ দ্বারা তাহা কিয়ৎপরিমাণে সংশোধিত হইয়াছে। এই জন্যই কুলজ্ঞেরা কহেন কুলীনেরা দেবতা, শ্রোত্রিয়গণ মেরুপর্ব্বত, ঘটকেরা স্তুতিপাঠক। (১) যেমন সুমেরুপর্ব্বত ভিন্ন দেবতাদের আশ্রয়স্থান নাই সেইরূপ শ্রোত্রিয় ভিন্ন কুলীনের আর অন্য আশ্রয় নাই। কুলক্রিয়া দ্বারা কষ্ট শ্রোত্রিয়গণ সিদ্ধ এবং সাধ্যভাব প্রাপ্ত হন। কুলক্রিয়াবিহীনে সিদ্ধ এবং সাধ্য তথা সুসাধ্য শ্রোত্রিয়গণও কষ্টভাবাপন্ন হন। এই জন্যই "ধনেন কুলং অন্নেন বসতিঃ" এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই এইরূপ ব্যবহার হইয়া আসিতেছে। হিতোপদেশে লিখিত আছে 'ব্রহ্মহাপি নরঃ পূজ্যো যস্যাস্তি বিপুলং ধনং। শশিনস্তুল্যবংশ্যোপি নির্ধনঃ পরিভূয়তে ॥'

কোন্ সময়ে ছয়ঘরিয়া পত্তন, এবং কোন্ সময়ে মধু মৈত্রের সহিত নরসিংহ নাড়িয়ালের কলহ, এবং কোন্ সময়ে পঠীবদ্ধ হয় এবং কোন্ সময়ে রাজা কংসনারায়ণ কাপ, কুলীনে ভোজন দিয়া কুলীনগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন স্পষ্টভাবে কুলগ্রন্থে তাহা লিখা নাই। অন্যান্য ঘটনা এবং পুরুষগত ব্যবধান বিবেচনা করিয়া কথঞ্চিৎ সময়ের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। যিনি বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা

(১) বল্লালবিষয়ে নূনং কুলীনা দেবতাঃ স্বয়ং।
শ্রোত্রিয়া মেরবো জ্ঞেয়া ঘটকাঃ স্তুতিপাঠকাঃ

উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি ১২৫০ শকের সমকালে বর্ত্ত-পূর্ব্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে ; সুতরাং বারেন্দ্রকুলে পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা স্থাপন এবং ছয়ঘরিয়া পত্তন ১২৫০ শকের সমকালে হইয়াছে। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির প্রবর্ত্তিত পরিবর্ত্ত মর্য্যাদা অবধারণ সময় মৈত্রকুলের নরসিংহ মৈত্রের সহিত ধূর্জ্জটী রুদ্রবাগছির পরিবর্ত্ত এবং করণ হইয়াছিল ; অতএব উদয়নাচার্য্য এবং নরসিংহ মৈত্র সমসাময়িক লোক হইতেছেন। মধু মৈত্র নরসিংহ মৈত্রের পৌত্র, সুতরাং শকাব্দা তেরশত শতাব্দীর শেষভাগে মধু মৈত্র এবং নরসিংহ নাড়িয়ালে করণ হইয়াছিল। অন্যপ্রকার গণনাতেও প্রায় এইরূপ সময় লব্ধ হয়; যথা, ১৪০৭ শকে গৌরাঙ্গদেবের জন্ম হয় তখন অদ্বৈত অর্দ্ধ প্রাচীন। অদ্বৈতের পিতার নাম কুবেরাচার্য্য, তৎপিতা ছকড়ি, তৎপিতা বিদ্যাধর, তৎপিতা নরসিংহ নাড়িয়াল। যদি উক্ত পাঁচ পুরুষে চারি পুরুষ (অর্থাৎ অদ্বৈতের অর্দ্ধেক ও নরসিংহের অর্দ্ধেক বয়স ধরিয়া) গণনা করিয়া ১০০ বৎসর হয়, তাহা হইলে ১৪০০ শক হইতে ১০০ বিয়োগ করিলে ১৩০০ শকে নরসিংহ নাড়িয়ালকে দেখিতে পাই।

যখন গৌরাঙ্গ নবদ্বীপে লীলা খেলা করেন, তখন সুবুদ্ধি খাঁ গৌড় বাদসাহের পক্ষে নবদ্বীপে কর্ম্মচারী ছিলেন, এই একটী প্রাচীন প্রবাদ আছে। ৯৫৪ শকে গৌড়ে ব্রাহ্মণ আইসেন। এখন ১৮০৪ শকাব্দ অতএব ৮৫০ বৎসর হইল গৌড়ে ব্রাহ্মণ আসিয়াছে। সুষেণ হইতে ভাদুড়িকুলে ৩১।৩২।৩৩।৩৪।৩৫ পুরুষের লোক দেখিতে পাওয়া যায়; ইঁহাদের একটা গড় ৩২।৩৩ পুরুষ ধরিয়া লইলে প্রায় ২৫ বৎসর প্রতিপুরুষে হয়। উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি হইতে সুবুদ্ধি খাঁ আট পুরুষের লোক; এই আট পুরুষে ২০০ বৎসরে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ির বর্ত্তমানকাল ১২৫০ শক যোগ করিলে ১৪৫০ শক প্রাপ্ত হওয়া যায়।

সুবুদ্ধি খাঁ নবদ্বীপে বাদসাহের কর্ম্মচারী থাকুন আর না থাকুন তিনি যে গৌরাঙ্গের সমকালের লোক তৎপ্রতি সন্দেহ হইতে পারে না।(১) সুবুদ্ধি খাঁ, জগদানন্দ রায়, কেশব খাঁ ইঁহারা তিন ভ্রাতা রাজা কংস-নারায়ণের ভাগিনেয়। জগদানন্দ রায়ের উদ্যোগে রাজা কংসনারায়ণ জোনালী নিষ্কৃতি করিয়া কাপ কুলীনে ভোজন দিয়াছিলেন। তাহার পর সুবুদ্ধি খাঁর পুত্র জনার্দ্দন খাঁ রোহিলা নিষ্কৃতি করেন। জোনালী নিষ্কৃতির পর রামচন্দ্র লাহেড়িতে ভূষণা অবসাদ হয় এবং রোহিলা নিষ্কৃতির পূর্ব্বে ভূষণা নিষ্কৃতি হয়। যখন কুলীন মধ্যে পরস্পর অবসাদের প্রবর্ত্তনা আরম্ভ হয় তখনই আদি নিরাবিল পত্তন হয়। আদি নিরাবিল পত্তনের পর জোনালী নিষ্কৃতি হইয়াছিল।

কুতুবখানী এবং আলিয়াখানী অবসাদ কোন্ সময়ে সংঘটিত হয় এবং কোন্ সময়ে তাহার নিষ্কৃতি হইয়াছিল তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই। এই দুই পঠীর কুলীন মধ্যে এমন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় না যে, তদ্দৃষ্টে সময় নিরূপণের চেষ্টা করা যাইতে পারে। ভবানীপুরী এবং বেণীপঠীর অবসাদ ও নিষ্কৃতি বিবরণ স্মরণ করিলে প্রায় সমকালে ভবানীপুরী এবং বেণী অবসাদ হইয়াছিল বোধ হয়। তন্মধ্যে ভবানীপুরী অবসাদ কিছুপূর্ব্বে সংঘটিত ও নিষ্কৃতি হইয়াছিল।

মথুরেশ চক্রবর্ত্তীর পুত্র রাজীবলোচন চক্রবর্ত্তী, রামচন্দ্র বাগ-ছিকে কন্যাদান করাতে ভবানীপুরী অবসাদ জন্মে। পুঁঠিয়ার রামচন্দ্র ঠাকুর ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করেন। নাটোর রাজ্য স্থাপয়িতা রঘুনন্দন ১১১৩ বাঙ্গালা সালে বাণগাছি পরগণা অধিকার করেন, এই নাটোরের প্রথম সম্পত্তি উপার্জ্জন। তাহার পর ১১৩১ সালে

১। ১০৫০ বাঙ্গালা সালের (শকাব্দ ১৫৬৫ শকের) সমকালে বেণী অবসাদ হয়। সুবুদ্ধি খাঁর পিতা শ্রীকৃষ্ণ ভাদুড়ি, তাঁহার ভ্রাতা গোপীনাথ, তৎপ্রপৌত্র রামবল্লভ ভাদুড়িতে বেণী অবসাদ ঘটে। সুবুদ্ধি খাঁ রামবল্লভের পিতামহস্থানীয় লোক।

রঘুনন্দনের মৃত্যু হয়। রঘুনন্দন উপযুক্ত বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, তাঁহার অকালমৃত্যু হয় নাই। যদি তাঁহার ৬০ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়া থাকে, তাহা হইলে ১০৭০ বাঙ্গালাব্দে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। রামচন্দ্র ঠাকুরের পুত্র দর্পনারায়ণ ঠাকুর রঘুনন্দনকে পুঁঠিয়ার পক্ষে মোক্তার নিযুক্ত করিয়া ঢাকাতে পাঠান, তখন নবাবের আসন ঢাকাতে ছিল। রঘুনন্দনের সময়ে ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে (১১১২ বঙ্গাব্দে) মুর্শিদাবাদে নবাবের আসন আইসে। সম্ভবতঃ রঘুনন্দন ২৫।৩০ বৎসর বয়সে মোক্তার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রঘুনন্দনের সমসাময়িক দর্পনারায়ণ ঠাকুরের জনক রামচন্দ্র ঠাকুর ১০৫০ কি ১০৬০ বাঙ্গালা সালে বর্ত্তমান থাকিয়া ভবানীপুরী অবসাদ নিষ্কৃতি করিয়াছিলেন। নিষ্কৃতির ২০।৩০ বৎসর পূর্ব্বে অবসাদ ঘটে।

বেণী রায় হইতে বেণী অবসাদ ঘটনা হয়। বেণী রায় সুসঙ্গের গোপীনাথ কোঙরে এক কন্যা এবং শ্রীপতি কোঙরে অন্য কন্যা সম্প্রদান করেন। গোপীনাথ এবং শ্রীপতি ইঁহারা উভয়েই রাজা রঘুনাথের পুত্র এবং রাজা রামনাথের ভ্রাতা। রাজা রামনাথের অভাবে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র রাজা রামজীবন সুসঙ্গরাজ্য প্রাপ্ত হন। দিল্লীর বাদসাহ আওরঙ্গজেব সাহ, ১০৬০ হিজরা, বাঙ্গালা ১০৫১।৫২ সালের সনন্দ দ্বারা রামজীবনকে সুসঙ্গ রাজত্ব সমর্পণ করেন। রাজা রামজীবন, গোপীনাথ কোঙর, শ্রীপতি কোঙর ইঁহারা প্রায় সমসাময়িক লোক, বেণী রায়ও সেই সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। অতএব ১০৫০ বাঙ্গালা সালের সমকালে বেণী অবসাদ ঘটনা হইয়াছিল।

এই স্থলে আর একটী বিষয় বিবেচনা করা যাইতেছে তাহা এই :— কুল্লুকভট্ট, ময়ূরভট্ট, মঙ্গলওঝা এই তিন জন উদয়নাচার্য্যের সমসাময়িক অথচ পুরুষগত বিভিন্নতা বিলক্ষণ রহিয়াছে। ক্রতু ভাদুড়ি, মৌনভট্ট, নন্দনবাসী জয়মান মিশ্র, ভীমকালিহাই, বল্লালের সম-

কালের ব্যক্তি। ক্রতু ভাদুড়ি হইতে উদয়নাচার্য্য অধস্তন [illegible], মঙ্গলওঝা ৬ পুরুষের, মৌনভট্ট হইতে কুল্লুকভট্ট অধস্তন ৯ পুরুষের, জয়মান মিশ্র হইতে ময়ূরভট্ট অধস্তন ৯ পুরুষের লোক [illegible]।(১) ভিন্ন ভিন্ন বংশীয় ব্যক্তিগণের মধ্যে এইরূপ পুরুষগত ন্যূনাতিরিক্ত সংখ্যা হওয়া অসম্ভব নহে। এখনও কোন কোন বংশে এইরূপ ন্যূনাতিরিক্ত সংখ্যা সর্ব্বদা দেখা যায়। ১২৫০ শকের সময়ে উদয়নাচার্য্য পরিবর্ত্ত-মর্য্যাদা স্থাপন করেন। ১২৫০ শকাব্দে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতেছে। বক্তিয়ার খিলিজির বাঙ্গালা জয়ের ১২৫ বৎসর পরে যখন পূর্ব্ব বাঙ্গালাতেও হিন্দু সাম্রাজ্য লোপ হইতেছিল, সেইকালে বরেন্দ্র ভূমিতে উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্র সমাজ সম্বন্ধে যে নিয়ম করিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি চলিতেছে। উদয়নাচার্য্যের অধ্যবসায় ও যত্নকে প্রশংসা করিতে হয়।

---

(১)

১ ক্রতু	মৌনভট্ট	জয়মান মিশ্র
২ সঙ্কর্ষণ	ভুবনানন্দ	চক্রপাণি
	কনকদণ্ডী	নারায়ণ
৩ ভল্লুকাচার্য্য	যদু উপাধ্যায়	পীতাম্বর
৪ যোগেশ্বর	বেদ উপাধ্যায়	বলদেব
৫ পুণ্ডরীকাক্ষ	ত্রিলোকাচার্য্য	অধিপতি
	গঙ্গাদাস	জয়
৬ বৃহস্পতি	দিবাকর ভট্ট	মহীধর
৭ উদয়নাচার্য্য	কুল্লুকভট্ট	ময়ূরভট্ট

উত্তরবারেন্দ্র।

জেলা দিনাজপুর এবং মালদহের স্থানে স্থানে উত্তরবারেন্দ্র-গণের বসতি। বিদ্যাভূষণ কহেন, স্বর্ণকৌশিক, রজতকৌশিক, কৌণ্ডিন্যকৌশিক, ঘৃতকৌশিক এবং কৌশিক এই পঞ্চ গোত্র সমুদ্ভব ব্রাহ্মণেরা উত্তরবারেন্দ্র; (১) এবং বল্লালকৃত কৌলীন্য-মর্য্যাদা-বর্জ্জিত। (২) লঘুভারতের এই লিখন দৃষ্টে সম্বন্ধনির্ণযকর্ত্তাও উত্তর-বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণকে স্বর্ণকৌশিকাদি গোত্রসম্ভূত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। (৩) বাস্তবিক বিদ্যাভূষণ এবং বিদ্যানিধি ইঁহাদের উভয়ের লিখাই ভ্রমমূলক। স্বর্ণকৌশিকাদি পঞ্চ গোত্রীয ব্রাহ্মণেরা আদিশূরের আহ্বানমতে চন্দ্রমুখীর ব্রত সম্পাদন নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছিলেন, উত্তরবারেন্দ্রগণ সে বংশসম্ভূত নহেন।

উত্তরবারেন্দ্রগণ কহেন, বল্লালসেন এক অজ্ঞাতকুলশীলা সুন্দরী কন্যাকে স্বীয় রাজধানীতে আনয়ন করেন, তন্নিবন্ধন লক্ষ্মণসেনের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। সেই সময়ে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া অধিকাংশ বল্লালসেনের পক্ষাবলম্বন করেন, কিয়ৎ সংখ্যক ব্রাহ্মণ লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বন করিয়া, তাঁহার নিবাসভূমি গৌড়ের নিকটে বাস করিলেন। যাঁহারা লক্ষ্মণসেনের মতাবলম্বন করেন, তাঁহারা এবং তদ্বংশীয়গণ উত্তরবারেন্দ্রভূমিতে বাস করাতে তাঁহাদের উত্তরবারেন্দ্র আখ্যা হয়। বল্লালসেনের

১। তত্রাদাবাগতঃ কশ্চিদ্ব্রাহ্মণঃ স্বর্ণকৌশিকঃ।
ততঃ সমাগতঃ পশ্চাদ্বিপ্রো রজতকৌশিকঃ॥
কৌণ্ডিন্যকৌশিকঃ পশ্চাৎ ঘৃতকৌশিককৌশিকৌ।
এতে উত্তরবারেন্দ্রা উত্তরে চ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ল, ভা, ২খ ১৩৩ পৃ.।

২। অনাদৃতা যথাতীর্থে দেশাঃ পাণ্ডববর্জ্জিতাঃ।
তথদুত্তরবারেন্দ্রা বিপ্রা বল্লালবর্জ্জিতা.॥ ল, ভা, ৩খ, ১৮৯ পৃঃ।

৩। সম্বন্ধনির্ণয় পরিশিষ্ট ৯।১০ পৃঃ।

সহিত তৎপুত্র লক্ষ্মণসেনের ত্রীঘটিত মনান্তর-বিবরণ বারেন্দ্র কায়স্থ-গণের ঢাকুর নামা গ্রন্থেও আছে, কিন্তু বল্লালসেনের সময়ে বারেন্দ্র-গণ দুই ভাগে বিভক্ত হইযাছেন, ইহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠে বল্লালসেনের রাজত্বের বহু পরে বারেন্দ্রগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইযাছেন বোধ হয়।

ক্রতু ভাদুড়ি বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত থাকিয়া কৌলীন্য মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। ক্রতুর পুত্র ভল্লুকাচার্য্য, তৎপুত্র দিবাকর হইতে করঞ্জগাঞির প্রথমোৎপত্তি হয। উত্তর বারেন্দ্রকুলে সেই করঞ্জ-গ্রামীণ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। দ্বিতীযতঃ সিহরী-গ্রামীণ স্বর্ণরেখ বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। স্বর্ণরেখের পুত্র কিঙ্কিণি দেব, তৎপুত্রদ্বয় চল এবং অচল, এই দুই ভ্রাতার মধ্যে চল দক্ষিণ-বারেন্দ্র, অচল উত্তরবারেন্দ্র আখ্যা প্রাপ্ত হন। তৃতীযতঃ চম্পটী গাঞি সম্বন্ধে উত্তরবারেন্দ্রকুল গ্রন্থে লিখিত আছে, ভট্টনারায়ণ বংশীয় অজ, প্রজ এবং মনু, ইঁহাদের বংশ উত্তরবরেন্দ্র দেশে বসতি করেন, এবং তাহাদের সন্তানেরাই উত্তরবারেন্দ্রকুলে চম্পটীগ্রামীণ। বারেন্দ্র কুলাচার্য্যগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত বংশাবলী গ্রন্থ দৃষ্টে জানা যায ভট্টনারায়ণ-বংশীয আদিমাধব চম্পটীগ্রামীণ এবং আদিমাধব বল্লাল-সেনের সভাতে উপস্থিত ছিলেন। আদিমাধবের পুত্র অভিমন্যু, তৎপুত্র বৎসাচার্য্য, তৎপুত্র অজ, প্রজ, মনু, মার্ত্তণ্ড; অতএব সম্ভবতঃ বল্লালসেনের রাজত্বের একশত বৎসর পরে বারেন্দ্র শ্রেণীর এক শাখার উত্তরবারেন্দ্র আখ্যা হইযা থাকিবেক।

উত্তরবারেন্দ্রদিগের মধ্যে শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ এবং সাবর্ণ এই পঞ্চ গোত্রীয ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছেন। তাঁহাদের কুল গ্রন্থের লিখাতে অবগতি হয, গৌড়াধিপতি আদিশূর শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় সুষেণ, বাৎস্য গোত্রীয় ধরাধর, ভরদ্বাজ

গোত্রীয় গৌতম, সাবর্ণ গোত্রীয় পরাশর এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনিয়াছিলেন, এবং ব্রাহ্মণেরা আপন আপন পরিজন সহিত গৌড়ে আইলেন (১)।

উত্তরবারেন্দ্রগণ, চম্পটী বাগছি গোপূর্ব্ব কালায়াঁ করঞ্জা নন্দনাবাসী ভাদুড়ি গৃহশোধনী অম্লাশনী শিরঃশিণ্ঠী শিম্বী ঝামাল রাই লাবড় মধুগ্রামী এবং সিহরী এই ১৬ গাঞিতে বিভক্ত। (২) কোন্ গোত্রে কোন্ গাঞি নিম্নলিখিত তালিকাতে তাহা দৃষ্ট হইবে।

শাণ্ডিল্যগোত্রে	কাশ্যপগোত্রে	বাৎস্যগোত্রে	ভরদ্বাজগোত্রে	সাবর্ণগোত্রে
চম্পটী	ভাদুড়ি	কালায়া	রাই	অম্লাশনী
বাগছি	করঞ্জা	গৃহশোধনী	গোপূর্ব্ব	
লাবড়	শিম্বী	মধুগ্রামী	শিরঃশিণ্ঠী	
নন্দনাবাসী			ঝামাল	
সিহরী				

১। আসীদ্গৌড়ে মহারাজা আদিশূরঃ প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ সর্ব্বানাহূয় দেশদেশতঃ॥
শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপো বাৎস্যো ভরদ্বাজস্তথৈবচ।
সাবর্ণিঃ কথিতা বিপ্রা আগতা গৌড়মণ্ডলং॥
নারায়ণস্তু শাণ্ডিল্যঃ সুষেণঃ কাশ্যপস্তথা।
বাৎস্যো ধরাধরো জ্ঞেয়ো ভরদ্বাজস্তু গৌতমঃ॥
পরাশরশ্চ সাবর্ণিঃ পঞ্চৈতে পঞ্চগোত্রকাঃ॥

২। আদৌ চম্পটী বাগছিশ্চ গোপূর্ব্বঃ কালায়ী তথা।
করঞ্জা নন্দনাবাসী ভাদুড়ির্গৃহশোধনী॥
অম্লাশনী শিরঃশিণ্ঠী শিম্বী ঝামলিরেব চ।
রাইর্লাবড়ঃ মধুগ্রামী সিহরী ষোড়শস্তথা॥

এই ষোড়শ গ্রামীণ ব্রাহ্মণের মধ্যে চম্পটী বাগচি গৌতৃর্ব কালায়ী করঞ্জা নন্দনাবাসী ভাতুড়ি এবং গুহশোধনী এই ৮ গ্রামীণেরা কুলীন, অন্যেরা শ্রোত্রিয়। উত্তরবারেন্দ্রকুলে কাপ নাই। কুলীনগণের মধ্যে কোন পঠী বন্ধ নাই, কিন্তু কুলীনেরা বারেন্দ্র, মসিরা, পানসি এবং ঝাড় এই ৪ সভাতে বিভক্ত। শ্রোত্রিয়গণের মধ্যে সিদ্ধ এবং কস্ট এই দুই শ্রেণী আছে। কন্যা-মূল্য গ্রহণকারী শ্রোত্রিয়েরা কস্ট। কুলীনেরা শ্রোত্রিয-কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাঁহাদের কুলভঙ্গ হয়।

সপ্তম অধ্যায়।

রাঢ়ীয় বিবরণ।

রাঢ়দেশে ভট্টনারায়ণাদি যে পাঁচ জন ব্রাহ্মণ গিয়াছিলেন, কালক্রমে তাঁহাদের ৫৯ পুত্র জন্মে। ভূশূরের পুত্র ক্ষিতিশূর তাঁহাদিগকে এক একখানি গ্রাম প্রদান করেন, ইহাতেই রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের গাঞি নির্ণয় হয়। সম্প্রতি রাঢ়ীশ্রেণীতে ৫৬ গাঞি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতেই "পঞ্চগোত্র ছাপ্পান্ন গাঞি ইহা ছাড়া বামন নাই" এই এক প্রবাদ প্রচলন হইয়াছে। (১) কোন কোন ঘটক কহেন মুলা পঞ্চানন নামা জনৈক ঘটক, বাৎস্য গোত্রের পূর্ব্ব গাঞি, দিঘল গাঞি এবং চৌৎখণ্ডী গাঞি পরিত্যাগ করিয়া ছান্দড়ের ৮ পুত্র কল্পনা

১। প্রবাদটী সত্য বলিয়া জ্ঞান করিলে বারেন্দ্র, বৈদিক ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। কুলরমাদি গ্রন্থের লিখার সহিত প্রবাদের ঐক্য নাই। রাঢ়শ্রেণীর কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি ৫৬ গাঞির কথা শুনিতেন তিনিই প্রবাদ প্রচলনের কর্ত্তা ইহা বোধ হয়।

[illegible] অবধি রাঢ়ীয় কুলে ৫৬ গাঞি গণনা হইয়া থাকে। কিন্তু ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যানামা গ্রন্থেও পঞ্চগোত্র সমুৎপন্ন ছাপ্পান্ন গাঞির বিবরণ পাওয়া যায়। (১) কি জন্যে রাঢ়ীয় শ্রেণীতে গাঞি-সংখ্যাগত বৈষম্য দোষ ঘটিয়াছে এবং কি জন্যই বা নুলা পঞ্চানন গাঞি গণনা করিতে তিনটী বর্জ্জন করিলেন তাহা বুঝা যায় না। যাহা হউক ৫৯ গাঞির বিবরণ বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে লিখিত হইল, তদ্দারা ৫৬ গাঞির বিবরণও জানা যাইবে।

শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্টনারায়ণের ১৬টী পুত্র জন্মে, সেই সকল পুত্রেরা গ্রামীণ হইয়াছিলেন। বরাহ, বন্দ্যগ্রামীণ। রাম, গড়গড়ি গাঞি। নীপ, কেশরকুনীগাঞি। নান, কুসুমকলিগাঞি। বৈকুণ্ঠ, পারিহালগাঞি। গুয়ি, কুলভিগাঞি। গণ, ঘোষলিগাঞি। শান্তেশ্বরি, সেযুগাঞি। বুড়, মাসচটকগাঞি। বিকর্ত্তন, বড়ালগাঞি। নীল, বসুযারিগাঞি। মধুসূদন, কডালগাঞি। কোয়, কুশারিগাঞি। বাসু, কুলিসাগাঞি (কুলিসাকে কুলকুলিও কহে)। মাধব, আকাশগাঞি। মহামতি, দীর্ঘগ্রামী। (২) কশ্যপ গোত্রীয় দক্ষেরও

১। পঞ্চগোত্রসমুদ্ভূতাঃ ষট্‌পঞ্চাশত্ত গাঞিকাঃ।
তেষাং দ্বাবিংশতি কুলা অপরে শ্রোত্রিয়াবরাঃ॥
গোপাল শর্ম্মকৃত ধ্রুবানন্দ মত ব্যাখ্যা।

২। আদৌ বন্দ্যোবরাহঃ স্যাদ্রামো গড়্‌গড়িকোমতঃ।
নীপঃ স্যাৎ কেশরশ্চৈব নানো কুসুমকলিকঃ॥
বৈকুণ্ঠঃ পারিহালোঽসৌ কুলভিগুয়িনামকঃ।
গণোঘোষলিতাং প্রাপ্তঃ সেযুঃ শান্তেশ্বরিস্তথা॥
বুড়োমাসচটকশ্চৈব বটব্যালো বিকর্ত্তনঃ।
বসুযারিস্তথা নীলঃ কডালো মধুসূদনঃ॥
কুশারিঃ কোয়নামা চ কুলিসা চৈব বাসুকঃ।
আকাশো মাধবো দীর্ঘগ্রামী চৈব মহামতিঃ॥
এতে ষোড়শ শাণ্ডিল্যাঃ নারায়ণতনূদ্ভবাঃ॥

১৬টী সন্তান জন্মে, তাঁহারাও প্রত্যেকে গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দক্ষাত্মজ ধীর, গুড়গাঞি। নীর, অম্বুলীগাঞি। শুভ, ভূমিগাঞি। শম্ভু, তৈলবাটীগাঞি। কৌতুক, পীতমুণ্ডীগাঞি। ত্রিলোচন, চট্ট-গাঞি। পালু, পলসায়ীগাঞি। কাক, হড়গাঞি। কৃষ্ণ, পোড়ারি-গাঞি। রাম, পালধিগাঞি। জন, কোয়ারিগাঞি। বনমালী, পাক-ড়াশীগাঞি। শ্রীহরি, সিমলায়ীগাঞি। জট, পূষলি (পুষিলাল) গাঞি। শশিধর, ভট্টগাঞি। কেশব, মূলগ্রামী। (১) ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষের ধুরন্ধর নামা পুত্র, মুখৈটিগাঞি। জন, ডিংসাই-গাঞি। নান, সাহরিকগাঞি। রাম, রায়ীগাঞি। (২) সাবর্ণ গোত্রীয় বেদগর্ভের ১২টী পুত্র জন্মে। হলনামাপুত্র, গাঙ্গুলীগাঞি। রাজ্যধর, কুন্দগাঞি। বশিষ্ঠ, সিদ্ধলগাঞি। মদন, দায়ীগাঞি। শিবরাম, নন্দীগাঞি। কুমার, বালিগাঞি। যোগী, সিয়ারিকগাঞি। রাম,

১। ধীরোঽভবদ্গুড়গ্রামী নীরঃ স্যাদাম্বুলিকঃ।
ভূমিগ্রামীশুভশ্চৈব শম্ভুঃ স্যাত্তৈলবাটিকঃ॥
কৌতুকঃ পীতমুণ্ডী স্যাচ্চট্টগ্রামী ত্রিলোচনঃ।
পলশায়ী পালুনামা হড়ো কাকো মতস্তথা॥
পোড়ারিঃ কৃষ্ণসংজ্ঞোঽসৌ পালধিঃ রামনামকঃ।
কোয়ারির্জননামা স্যাৎ পর্কটির্বনমালিকঃ॥
সিমলায়ী শ্রীহরিঃ স্যাজ্জটঃ পূষলিকস্তথা।
ভট্টগ্রামী শশিধরো মূলগ্রামী চ কেশবঃ॥
এতে ষোড়শভূদেবা জ্ঞেয়াঃ কাশ্যপগোত্রজাঃ॥

২। ধুরন্ধরো মুখৈটিঃ স্যাজ্জনঃ স্যাড্‌ডিণ্ডিসায়িকঃ।
নানো সাহরিকঃ জ্ঞেয়ো রায়ী চ রামনামকঃ॥
শ্রীহর্ষস্য সুতাএতে ভরদ্বাজকুলোদ্ভবাঃ॥

পুংসিকগাঞি। দক্ষ, শাটেশ্বরীগাঞি। মধুসূদন, পারিয়ালগাঞি। মাধব, ঘণ্টেশ্বরীগাঞি। গুণাকর, নায়ারীগাঞি। (১)

বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দড়ের পুত্র সংখ্যা এবং তাঁহাদের নাম ঘটিত বৈষম্য দোষ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা ৫৬ গাঞি কহেন, তাঁহারা ছান্দড়ের ৮ পুত্র এবং বাৎস্য গোত্রে ৮ গাঞি কহিয়া থাকেন। (২) চৌৎখণ্ডী, দিঘাল এবং পূর্ব্ব এই তিন গাঞি বর্জ্জন করেন। কিন্তু কুলরমাতে ছান্দড়ের ১১ পুত্র ও ১১ গাঞির বিবরণ আছে। যথা—রবি, মহিন্তা গাঞি। সুরভি, ঘোষালগাঞি। কবি, শিমলায়ীগাঞি। মহাযশ, বাপুলিগাঞি। ধীর, পিপ্পলাইগাঞি। শঙ্কর, পূতিতুণ্ডগাঞি। বিশ্বম্ভর, পূর্ব্বগাঞি। শ্রীধর, কাঞ্জিলালগাঞি। নারায়ণ, কাঞ্জিয়ারিগাঞি। গুণাকর, চৌৎখণ্ডীগাঞি। মন, দিঘালগাঞি। (৩) কিন্তু অন্য পুস্তকে ছান্দড়ের ১১টী পুত্রের বিভিন্ন নাম দৃষ্ট হয়; যথা—সুরভি,

---

১। হলনামা চ গাঙ্গুলী কুন্দো রাজ্যধরস্তথা।
বশিষ্ঠঃ সিদ্ধলোজ্ঞেয়ো দায়ী চ মদনোঽভবৎ॥
বিশ্বরূপস্তথানন্দী কুমারো বালিগাঞিকঃ।
যোগী সিয়ারিক জ্ঞেয়ঃ পুংসিকো রামনামকঃ॥
দক্ষঃ শাটকঃ সংজ্ঞোঽসৌ পারী চ মধুসূদনঃ।
ঘণ্টেশ্বরী মাধবশ্চ নায়ারী চ গুণাকরঃ।
এতে পুত্রা মহাপ্রাজ্ঞাঃ সাবর্ণে দ্বাদশ স্মৃতাঃ॥

অষ্টাবথ পরিজ্ঞেয়া উদ্ভূতাশ্ছান্দড়ান্মুনেঃ।
গাঞি নাম যথা।
কাঞ্জিবিলি মহিন্তা চ পূতিতুণ্ডশ্চ পিপ্পলী।
ঘোষালো বাপুলিশ্চৈব কাঞ্জারী চ তথৈবচ॥
সিমলালশ্চ বিজ্ঞেয়া ইমে বাৎস্যকসংজ্ঞকাঃ॥

৩। রবির্মহিন্তা সুরভিশ্চ ঘোষঃ
কবিঃ পৃথিব্যাং খলু শিম্বলালঃ।
মহাযশো বাপুলিঃ পিপ্পলিশ্চ
ধীরশ্চ পূতির্নমু শঙ্করাখ্যঃ॥

রবি, কবি, সাধক, বলভদ্র, কানু, ভানু, ধীত, মাধব, নারায়ণ, বিনায়ক। (১) বাৎস্য গোত্রে এইরূপে কেবল নাম এবং গাঞি ঘটিত গোলযোগ নহে, পুরুষসংখ্যাঘটিত গোলযোগও দৃষ্ট হয়। শাণ্ডিল্য গোত্রে ভট্টনারায়ণ হইতে ১০ম পুরুষীয় মহেশ্বর, কাশ্যপ গোত্রে দক্ষ হইতে অধস্তন ৮ম পুরুষে বহুরূপ প্রভৃতি, ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষ হইতে অধস্তন ১৩শ পুরুষীয় উৎসাহ, সাবর্ণ গোত্রে বেদগর্ভ হইতে ৮ম পুরুষে শিশ গাঙ্গুলী, ইঁহারা বাৎস্য গোত্রীয় শির ঘোষাল যিনি ছান্দড় হইতে অধস্তন ৪ পুরুষে জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার সহিত বল্লালসেনের সভাতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। বারেন্দ্র শ্রেণীতেও বাৎস্য গোত্রের পুরুষসংখ্যা বল্লালসেনের সময়ে অন্যান্য গোত্রের পুরুষসংখ্যা হইতে ন্যূন দেখা গিয়াছে। বস্তুতঃ বাৎস্য গোত্রের এইরূপ গোলযোগের কারণ কি? তাহার নিশ্চয় নাই।

রাঢ়দেশবাসী ব্রাহ্মণগণের গ্রাম-দাতা ক্ষিতিশূরের মৃত্যু হইলে, তৎপুত্র ধরাশূর রাজা হন। তিনি আপন রাজত্বকালে ৫৯ গ্রামীণ ব্রাহ্মণ এবং তাঁহাদের সন্তানগণকে, কুলীন, গৌণকুলীন এবং শ্রোত্রিয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন। ধরাশূর-কৃত কৌলীন্য-

---

বিশ্বম্ভরোঽভূৎ খলু পূর্ব্বগাঞিঃ
বাৎস্যাশ্চ তাদর্থ নিবাসদেশাঃ।
শ্রীশ্রীধরোঽভূৎ খলু কাঞ্জিবিল্লিঃ
নারায়ণো নাম চ কাঞ্জিয়ারিঃ॥
চৌৎখণ্ডিকো নাম গুণাকরঃ স্যাৎ।
মনো দিঘালো ভুবি রুদ্রতুল্যঃ॥

১। ছান্দড়াৎ সুরভির্জাতো বাৎস্যে রবিঃ কবিস্তথা।
সাধকো বলভদ্রশ্চ কানুর্ভানুস্তথৈবচ॥
ধীতো মাধবনামা চ নারায়ণবিনায়কৌ।
এতে বাৎস্যকুলোদ্ভূতাশ্ছান্দড়াৎক্রমসংখ্যকাঃ॥

মর্য্যাদাবিধানে আদিবরাহ বন্দ্য ; কাশ্যপ গোত্রে সুলোচন চট্ট ; ভরদ্বাজ গোত্রে শ্রীহর্ষের পুত্র ধুরন্ধর মুখৈটি ; বাৎস্য গোত্রে সুরভি ঘোষাল, কবি কাঞ্জিলাল, রবি পূতিতুণ্ড ; সাবর্ণ গোত্রে বীরব্রত গাঙ্গুলী, সুধীর কুন্দলাল এই ৮জন মুখ্য কুলীন। রাম গড়্গড়ি, নীপ কেশরকুনী, গুয়ি কুলভি, বটু দীর্ঘাটী, বৈকুণ্ঠ পারিহাল, কাশ্যপ গোত্রীয় জগহড় ধীরগুড় কাকপীতমুণ্ডী, বিনায়ক ডিংসাই গন্ধর্ব্ব রায়ী, সাবর্ণ গোত্রে মধুসূদন ঘণ্টেশ্বর, বাৎস্য গোত্রে ভানু চৌৎখণ্ডী, কানু মহিন্তা, বনমালী পিপ্পলী ইঁহারা গৌণকুলীন হইয়াছিলেন। ৫৯ গাঞি গণনাকারী ঘটকেরা গৌণ কুলীনের গণনাতে চৌৎখণ্ডীকে গণনা করেন, কিন্তু ৫৬ গাঞিবাদী ঘটকেরা চৌৎখণ্ডীকে পরিত্যাগ করিয়া পোড়ারি লইয়া গৌণ কুলীন ১৪ গাঞি গণনা করিয়া থাকেন। নিম্নলিখিত তালিকা দ্রষ্টব্য।

৫৯ গাঞিবাদী ঘটকদিগের মতে মুখ্য কুলীন।	৫৬ গাঞিবাদী ঘটকদিগের মতে মুখ্য কুলীন।
বন্দ্য	বন্দ্য
চট্ট	মুখৈটি
মুখৈটি	কাঞ্জিলাল
ঘোষাল	ঘোষাল
পূতিতুণ্ড	চট্ট
গাঙ্গুলী	পূতিতুণ্ড
কাঞ্জিলাল	গাঙ্গুলী
কুন্দলাল(১)	কুন্দলাল(২)

বন্দ্যশ্চট্টোমুখৈটি র্ঘোষঃ পূতিকাগাঙ্গোৎ কাঞ্জিহ্বয়ঃ
কুন্দোরায়ী গুড়োমহিন্তা কুলভিশ্চৌৎখণ্ড পিপ্পলীগড়ঃ।
ঘণ্টাকেশর ডিণ্ডীপারিহাড়কাঃ পীতারি দীর্ঘসংজ্ঞকঃ
শ্রীবল্লালমহানৃপেণ হি পুরা দ্বাবিংশতি সংস্থাপিতাঃ॥
অমী দ্বাবিংশতৌ শ্রেষ্ঠা বন্দ্যমুখ ঘোষ চট্টজাঃ
পূতিতুণ্ড গাঙ্গুলী কাঞ্জী পুরা কুন্দেন চাষ্টমঃ।
২। বন্দ্যঃ মুখৈটিঃ কাঞ্জী চ
ঘোষালস্তু তথা পরে।

৫৯ গাঞি বাদীদের মতে গৌণ কুলীন।(১)	৫৬ গাঞি বাদীদের মতে গৌণ কুলীন।
রায়ী	দির্ঘাটী
গুড়	পারিয়াল
মহিন্তা*	কুলভি
কুলভি	পোড়ারি
চৌৎখণ্ডী	রায়ী
পিপ্পলী	কেশরকুনী
গড়গড়ি	ঘণ্টেশ্বরী
ঘণ্টেশ্বরী	ডিংসাই
কেশরকুন্নী	পীতমুণ্ডী
ডিংসাই	মহিন্তা
পারিহাল	গুড়
হড়	পিপ্পলী
পীতমুণ্ডী	হড়
দির্ঘাটী	গড়গড়ি(২)

৫৯ গাঞিবাদী ঘটকেরা, চৌৎখণ্ডী সহিত ১৪ গাঞি গৌণ-কুলীন ও মুখ্যকুলীন ৮ গাঞি এই ২২ গাঞির অতিরিক্ত ৩৭ গ্রামীণ ব্রাহ্মণদিগকে শ্রোত্রিয় কহেন। তাঁহাদের মতে ১ পূর্ব্বগ্রামী, ২ পালধি, ৩ সিদ্ধল, ৪ কুশারি, ৫ বাপুলি, ৬ কাঞ্জারি, ৭ মাসচটক, ৮ সাহরিক, ৯ নন্দী, ১০ কুসুম, ১১ ভুরিষ্ঠাল, ১২ বড়াল, ১৩ অম্বুলী, ১৪ কুলিসা (কুলকুলী), ১৫ সিয়ারি, ১৬ করাল, ১৭ সিমলায়ী,

চট্টঃ পূতিশ্চ গাঙ্গুলী
কুন্দগ্রামী ক্রমাদমী॥ বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

১। পূর্ব্বপৃষ্ঠার ১ম সংখ্যক নোট দ্রষ্টব্য।

২। দীর্ঘাটিঃ পারিঃ কুলভিঃ পোড়ারিঃ রায়ী কেশরী
ঘণ্টাডিণ্ডী পীতমুণ্ডী মহিন্তাগুড়পিপ্পলী
হড়শ্চ গড়গড়িশ্চৈব ইমে গৌণাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

১৮ পাকড়াশী, ১৯ পোড়ারি, ২০ তৈলবাটী, ২১ পুষলী, ২২ পলশায়ী, ২৩ নায়ারি, ২৪ দীর্ঘগ্রামী, ২৫ মূলগ্রামী, ২৬ পারিহাল (সাবর্ণগোত্রে), ২৭ বালী, ২৮ সিমলা, ২৯ শাটেশ্বরী, ৩০ ভট্ট, ৩১ সেয়ক, ৩২ পুং-সিক, ৩৩ বসুয়ারি, ৩৪ দায়ারি, ৩৫ ঘোষলী, ৩৬ আকাশ, ৩৭ কোয়ারি, এই সকল গ্রামীণেরা শ্রোত্রিয় (১)। ৫৬ গাঞিবাদী ঘটকেরা পোড়ারিকে গৌণকুলীন গণনা করেন এবং দিঘল, চৌৎখণ্ডী, পূর্ব্ব এই তিনটী গাঞি তাঁহাদের মতে না থাকাতে ৫৯ গাঞিবাদী ঘটকদের কথিত ৩৭ গাঞি শ্রোত্রিয় হইতে পোড়ারি, দিঘল ও পূর্ব্ব এই তিন গাঞি বর্জ্জন করিয়া অবশিষ্ট ৩৪ গাঞিকে শ্রোত্রিয় কহেন (২)।

ধরাশূরের সময়ে রাঢ়ীয়কুলে যে প্রণালীতে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন হয়, তাহাই বহুদিন পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়াছিল। ধরাশূরের

১। পূর্ব্বঃ পালধিসিদ্ধলৌ কুশারি বাপুলি কাঞ্জারিকাঃ
মাস সাহরিক নন্দী কুসুমাঃ ভূরি বটব্যালকৌ।
অম্বুলী কুলিনা সিয়ারি করলা সিমলিয়সি পর্কটিঃ
পোড়া তৈলক পোশলাশ্চ পলশঃ নায়ারি দীর্ঘাঙ্গিকৌ।
মূলগ্রামিকঃ পারী বালী সিমলা শাটেশ্বরী ভট্টকঃ
সেয়ুঃ পুংসিকশ্চ বসুস্তদপরে দায়ারিকঃ ঘোষলা।
আকাশশ্চ কোয়ারি কোপি গণনাস্ত্রিংশজ্জনঃ সপ্ত চ॥

২। পালধিঃ পর্কটিশ্চৈব সিমলায়ী চ বাপুলিঃ।
ভূরি কুলী বটব্যালঃ কুশারিঃ সেয়কস্তথা॥
কুসুমো ঘোষলী মাসঃ বসুয়ারি করালকঃ।
অম্বুলী তৈলবাটী চ মূলগ্রামী চ পোষলী॥
আকাশঃ পলশায়ী চ কোয়ারিঃ সাহরিস্তথা।
ভট্টঃ শাটশ্চ নায়ারিঃ দায়ী পারী সিয়ারিকঃ॥
সিদ্ধলঃ পুংসিকো নন্দী কাঞ্জারিঃ সিমলালকঃ।
বালী চেতি চতুস্ত্রিংশদ্বরালনৃপপূজিতাঃ॥

পরবর্ত্তী নৃপতি বরেন্দ্রশূর, প্রদ্যুম্নশূর, অনুশূর, ইঁহারা কেহই তৎপ্রতি দৃষ্টি করেন নাই। শূরবংশীয় শেষ রাজা অনুশূর, অপুত্রক গতাসু হইলে, সেনবংশীয় বিজয়সেন দক্ষিণ হইতে আসিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করেন। বিজয়সেনও ব্রাহ্মণগণের উন্নতির নিমিত্ত কোন যত্ন করেন নাই, তাহা না করাই সম্ভব, কারণ তাঁহার অধিকাংশ সময় সমর-ব্যাপারে অতিবাহিত হইত। বিশেষতঃ অভিনবজিত দেশের প্রজাগণের সমাজ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ না করাই রাজার পক্ষে সদ্বিবেচনা বটে। বিজয়সেনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বল্লালসেন রাজা হইলেন; সেনবংশের রাজত্ব বদ্ধমূল হইল। বল্লালসেন বিদ্যোৎসাহী, আস্তিক, ধর্ম্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে তিনি কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে কুকর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত এবং সৎপথে রাখিবার ও আপনার কীর্ত্তিস্থাপনের নিমিত্ত তাঁহাদিগকে কোন নিয়মে বদ্ধ করিতে মনন করেন।

বল্লালসেন একটী স্বর্ণময়ী ধেনু দান করেন। রাঢ়ীয় কুলের শঙ্কর পীতমুণ্ডী, দিবাকর গড়গড়ি, ডাউক গুড়, দোকড়ি পিপ্পলী, বন্দ্যবংশজ মার্ত্তণ্ড, আনায়ি, গণায়ি, হাড়, গোপী; দোকড়ি মাসচটক, মধুসূদন রায়ী, যব কুশারি, নারায়ণ হড়, কেশব দায়ারি, ও কেশব মহিন্তা, শকুনি চট্ট, নয়ারী তৈলবাটী, বিশ্বেশ্বর কুন্দ, বিঠু বন্দ্য, মদন এবং বিশ্বরূপ ঘোষাল, হাস্য গাঙ্গুলী, গৌতম পূতিতুণ্ড, পরাশর সিমলাই, শঙ্কর ডিংসাই, ইঁহারা ঐ স্বর্ণময়ী ধেনু ছেদন করিয়া সুবর্ণদান গ্রহণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশাস্ত্রের এবং রাজার শাসনানুসারে স্বর্ণময়ী ধেনুচ্ছেদনকারী কর্ম্মকার, স্বর্ণবণিক এবং গোদানগ্রহণকর্ত্তা ব্রাহ্মণেরা পতিত হইলেন (১)।

১। ধেনুস্বর্ণময়ীং কৃত্বা দদৌ বিপ্রায় পার্থিবঃ।
সা চ স্বর্ণময়ী ধেনুচ্ছেদনে প্রজগৌ মুহঃ॥

বল্লালসেন, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের ঈদৃশ ব্যবহার দৃষ্টে, রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে মুখ্যকুলীন, চট্টবংশীয় বহুরূপ, শুচ, অরবিন্দ, হলায়ুধ, বাঙ্গাল; পূতিতুণ্ডবংশীয় গোবর্দ্ধনাচার্য্য, শিঁর ঘোষাল, শিশ গাঙ্গুলী; রোষাকর কুন্দলাল; বন্দ্যবংশীয় জাহ্লন, মহেশ্বর, দেবল, বামন, ঈশান, মকরন্দ; মুখবংশীয় উৎসাহ এবং গরুড়; কাঞ্জিলালবংশীয় কানু এবং কুতূহল, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ এই ১৯ জনকে আপন রাজধানীতে আনয়ন করিয়া, ইঁহারা দোষরহিত কুলীন ইহা প্রকাশ করিয়া, তাঁহাদিগকে পূজা করিয়াছিলেন। (১)

ছিন্না বহিষ্কৃতা রাজ্ঞা স্বর্ণানাং বণিকোত্তবৎ।
বিপ্রা প্রতিগ্রহাজাতাঃ সর্ব্বধর্ম্মবহিষ্কৃতাঃ॥
শঙ্করঃ পীতমুণ্ডীচ গড়োপি চ দিবাকরঃ।
গুড়ো ডাউকনামাচ দোকড়িশ্চৈব পিপ্পলী॥
বন্দ্যোমার্ত্তণ্ডনামা চ তপোনিষ্ঠ দৃঢ়ব্রতঃ।
আনায়িশ্চ গণায়িশ্চ হাড়ো গোপী চ বন্দ্যজাঃ॥
মাসো দোকড়িনামা চ রায়ী চ মধুসূদনঃ।
কুশারির্ধবনামা চ হড়ো নারায়ণোপি চ॥
মহিন্তা দ্বিবিধনামা দায়ারিশ্চৈব কেশবঃ।
চট্টশকুনিনামা চ তৈলবাটী নয়ারিকঃ॥
কুন্দো বিশ্বেশ্বরো জ্ঞেয়ো বন্দ্যজো বিঠুসংজ্ঞকঃ।
ঘোষজৌ ভ্রাতরাবেতৌ মদনবিশ্বরূপকৌ॥
গাঙ্গুলী চ হাস্তনামা পূতি গৌতম সংজ্ঞকঃ।
সিমুলি পরাশরঃ খ্যাতঃ শঙ্করো ডিণ্ডিসায়িকঃ॥
অমী কুলোদ্ভবাশ্চৈব গোদানং জগৃহুর্দ্বিজাঃ।
তেষাং সম্বন্ধমাত্রেণ পঙ্কে গৌরিব সীদতি॥
সম্বন্ধে ভোজনে চৈব দানে যজ্ঞে তথৈবচ।
নিবদ্ধিঃ শ্রাদ্ধকালে চ বর্জ্যা এতে পুনঃ পুনঃ॥

কুলার্ণব।

১। বহুরূপঃ শুচোনামা অরবিন্দো হলায়ুধঃ॥
বাঙ্গালশ্চ সমাখ্যাতাঃ পঞ্চৈতে চট্টবংশজাঃ॥

ইহার অল্পকাল পরেই বল্লালসেনের মৃত্যু হয়। যখন বল্লাল-সেন বারেন্দ্রকুলে কৌলীন্যমর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখনই রাঢ়ীয় ১৯ জন কুলীনকে পূজা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু ইহাতে বিষময় ফলোৎপত্তি হইল, ঊনিশ জন কুলীন পরস্পর আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ করিলেন, কেহই কাহা হইতে ন্যূন বলিয়া স্বীকার করিলেন না। ইহাতে আদান প্রদান বন্ধ হওয়ার উপক্রম হইল। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সমাজ মধ্যে এইরূপ পরস্পর ঈর্ষাজনিত ভাব দৃষ্টি করিয়া তাহা রহিতের মানসে, প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখ কুলীন-গণের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন, অর্থাৎ সকলেই সমশ্রেণীর কুলীন ইহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমীকরণ কালে উৎসাহ এবং গরুড়কে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের সন্তান আইত, অভ্যাগত, পণ্ডিত, বাদলি, এই ৪ জন লইয়া মর্য্যাদার সমীকরণ করেন। সমুদয়ে ২১ জন কুলীনে দুই সমীকরণ হয়। প্রথম সমীকরণে আইত, বহু-রূপ, শির, গোবর্দ্ধন, শিশ গাঙ্গুলী, মকরন্দ, জাহ্লন, এই ৭ জনের; (১) দ্বিতীয় সমীকরণে অরবিন্দ, হলায়ুধ, শুচ, বাঙ্গাল, দেবল, মহেশ্বর, ঈশান, রোষাকর, বাদলি, বামন, পণ্ডিত, অভ্যাগত,

পূতি গোবর্দ্ধনাচার্য্যঃ শিরো ঘোষালসম্ভবঃ।
গাঙ্গুলী চ শিশোনামা কুন্দো রোষাকরস্তথা॥
জাহ্লনাখ্যস্তথাবন্দ্যো মহেশ্বর উদারধীঃ।
দেবলো বামনশ্চৈব ঈশানো মকরন্দকঃ॥
উৎসাহ গরুড় খ্যাতৌ মুখবংশপ্রতিষ্ঠিতৌ।
কান্যকুব্জহলাবেতৌ কাঞ্জিকুলসমুদ্ভবৌ॥
ঊনবিংশতি সংখ্যাতাঃ সমতা লোকসম্মতাঃ।
এতে সর্ব্বে মহাত্মানঃ সভায়াং বল্লালস্য চ।
রাজ্ঞঃ প্রপূজিতাঃ পূর্ব্বং প্রতিগ্রহপরাঙ্মুখাঃ॥

বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

১। আইতো বহুরূপাখ্যঃ শিরো গোবর্দ্ধনঃ সুধীঃ।
গাং শিশো মকরন্দশ্চ জাহ্লনাখ্যঃ সমা ইমে॥
ইতি প্রথম সমীকরণং।

কানু, কুতুহল এই ১৪ জনের গণনা হইয়াছিল। (১) লক্ষ্মণসেনের সময়ে গৌণকুলীনেরা আচারভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। বল্লালসেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কোন বিধান করেন নাই। কিন্তু লক্ষ্মণসেন তাঁহাদিগকে কুলীনের শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

বল্লালসেন-পূজিত ১৯ জন কুলীনের মধ্যে চট্টবংশজ হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী কি না, এবং কৌলীন্য-মর্য্যাদার সমীকর্ত্তা লক্ষ্মণ-সেনের সহিত বল্লালসেনের কি সম্বন্ধ, তাহা বিবেচনা করিতে হয়। সম্বন্ধনির্ণয়-প্রণেতা কহেন, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধই চট্টবংশীয় হলায়ুধ; এবং তিনিই বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত হইয়াছিলেন (২)। মৃত বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুরের যত্নে প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকাতে (৩) ও দায়ভাগে লিখিত হইয়াছে, লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত এবং ঠাকুর গোষ্ঠীর আদিপুরুষ। বোধ হয়, বাবু শ্যামাচরণ সরকার, তদনুসরণ করিয়াই ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব-প্রণেতা হলায়ুধকে ভট্টনারায়ণের অন্ববায়ে বন্দ্যকুলজাত বলিয়া-

১। অরবিন্দো হলনামা শুচো বাঙ্গালদেবলৌ।
মহেশ্বরস্তথেশানো রোষো বাদলিবামনৌ॥
পণ্ডিতোঽভ্যাগতশ্চৈব কানুঃ কুতূহলস্তথা।
সমানাঃ কথিতা এতে লক্ষ্মণেন প্রপূজিতাঃ॥
ইতি দ্বিতীয় সমীকরণং।
বিদ্যারত্ন ঘটক প্রেরিত মিশ্রগ্রন্থধৃত বচন।

২। সম্বন্ধনির্ণয়, ১৬২ পৃষ্ঠা।

৩। ভট্টনারায়ণাদধস্তন ষোড়শতমঃ পুরুষো হলায়ুধো নাম, তেন স্মৃতিশাস্ত্র-স্থানেকান্ নিবন্ধান্ রচয়িত্বা মহা যশস্তাঽবতারিতা। তে চ গ্রন্থা অদ্যাপি লোকে প্রচলন্তি। স চ হলায়ুধো গৌড়াধিপস্য লক্ষ্মণসেনস্য সংসদি মন্ত্রিকার্য্যং করোতিস্ম। শ্রীমুক্তারাম বিদ্যা-বাগীশ প্রকাশিত, এবং ১৭৭৭ শকে বাঙ্গাল সুপিরিয়র্ যন্ত্রে মুদ্রিত বেণীসংহার নাটকের অবতরণিকা।

ছেন। (১) সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তা বিদ্যানিধির মতে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কৌলীন্য-মর্য্যাদার সমীকর্ত্তা লক্ষ্মণসেন কেশবসেনাত্মজ। সুতরাং বল্লালসেনের প্রপৌত্র। (২) হলায়ুধ তাঁহারই মন্ত্রী ছিলেন।

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ, "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামা যজুর্ব্বেদের মন্ত্রব্যাখ্যা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি স্বকৃত গ্রন্থে আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন,—বাৎস্য মুনির বংশে অদ্বিতীয় যাজ্ঞিক ধনঞ্জয়ের জন্ম হয়। ধনঞ্জয়ের পত্নীর নাম গোচ্ছাষণ্ডী। ধনঞ্জয়ের ঔরসে এবং গোচ্ছাষণ্ডীর গর্ভে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রথম বয়সে লক্ষ্মণের সভা-পণ্ডিত, মধ্য বয়সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ অর্থাৎ বিচারক, শেষ বয়সে মন্ত্রী হইয়াছিলেন। (৩) হলায়ুধের আত্মপরিচয় অনুসারেই দেখা

১। শ্যামাচরণ সরকার কৃত ব্যবস্থাদর্পণের ভূমিকা।

২। সম্বন্ধনির্ণয়। ১৬৩। ২০৭। ২০৮। ২০৯ পৃষ্ঠা।

৩। বংশে বাৎস্যমুনের্মুনেরিব সদাচারস্য বিশ্রামভূ-
ধর্ম্মাধ্যক্ষ ধনঞ্জয়ঃ সমজনি শ্রায়াং পরং জ্যোতিষঃ।
যস্মিন্ জুহ্বতি জাতবেদসি হবির্ব্যোমাঙ্গনব্যাপিভি-
র্ধূমৈর্ধূপিত মন্ত্রসিন্ধুসরিতো বৃন্দারকৈঃ পীয়তে॥
গোচ্ছাষণ্ডীদৈবত মলয়মতি ধৈর্য্যসম্পদাং বসতিঃ।
প্রকৃতিরিব পরমপুংসস্তস্যাভূদ্‌যজ্বনো গেহিনী॥
বভূব তস্যাং প্রকৃতের্মহানিব শ্রেয়ো নিবাসায়তনং হলায়ুধঃ।
যৎ কীর্ত্তিরম্ভোনিধিবীচি দণ্ড দোলাধিরোহব্যসনং বিভর্ত্তি॥
লব্ধং জন্ম ধনঞ্জয়াত্তগবতঃ শ্রীলক্ষ্মণক্ষ্মাপতে-
রাবৃত্যা সদৃশী নিজস্য বয়সঃ প্রাপ্তা মহাপাত্রতা।
বাল্যে খ্যাপিত রাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশুবিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত মহামহত্তক পদং দত্বা নবে যৌবনে॥
যস্মৈ যৌবনশেষযোগ্যমখিলং ক্ষ্মাপালনারায়ণঃ
শ্রীমান্ লক্ষ্মণসেনদেবনৃপতির্ধর্ম্মাধিকারং দদৌ॥

হলায়ুধ-কৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

যায় তিনি কাশ্যপ কি শাণ্ডিল্যগোত্রীয় নহেন, বাৎস্যগোত্রে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল এবং তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয়। যিনি বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত হন, তিনি কাশ্যপগোত্রীয় চট্টবংশজ হলায়ুধ; যিনি ভট্টনারায়ণের বংশসম্ভূত ঠাকুরবংশের পূর্ব্বপুরুষ, তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় বন্দ্যবংশজ হলায়ুধ; তাঁহার পিতার নাম রামরূপ। অতএব ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব-রচয়িতা লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ, ঠাকুরবংশের পূর্ব্ব-পুরুষ হলায়ুধ, এবং বল্লালসেন কর্ত্তৃক পূজিত চট্টবংশজ হলায়ুধ, হইতে ভিন্ন ব্যক্তি, ইহা প্রমাণ হইতেছে।

কেশবসেনাত্মজ লক্ষ্মণসেন রাঢ়ীয় কুলীনগণের মর্য্যাদার সমীকরণ করেন এবং হলায়ুধ তাঁহারই মন্ত্রী ছিলেন, সম্বন্ধনির্ণয়কর্ত্তার এই উক্তিও সুসঙ্গত বোধ হয় না। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন করা গিয়াছে বল্লালা-ত্মজ লক্ষ্মণসেন দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন। হলায়ুধ আত্মপরিচয়ে লিখিয়াছেন, তিনি বাল্যকালে লক্ষ্মণসেনের সভাপণ্ডিত, মধ্যবয়সে ধর্ম্মাধ্যক্ষ, শেষবয়সে মন্ত্রী ছিলেন। বিদ্যানিধিও কহেন, হলায়ুধ বল্লালসেনের সভাতে পূজিত হন। অতএব বল্লালসেনের প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে তাঁহার বাল্যকাল কিরূপে হইতে পারে? বিশে-ষতঃ বল্লালসেন পূজিত ১৯ জন কুলীনের মধ্যে উৎসাহ এবং গরুড় ব্যতীত আর ১৭ জনই সমীকরণের কুলীন। যে ১৭ জন, প্রপিতামহ বল্লালসেনের সময়ে ছিলেন, সেই ১৭ জনই প্রপৌত্র লক্ষ্মণসেনের সময়ে জীবিত ছিলেন ইহাও অসম্ভব। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে, বিদ্যানিধি উমাপতিধর প্রভৃতিকেও কেশবাত্মজ লক্ষ্মণের সভাপণ্ডিত বলিয়া স্থির করিয়াছেন। যে উমাপতিধর বল্লালসেনের পিতা বিজয়-সেনের সভাতে ছিলেন এবং যিনি বিজয়সেন-নির্ম্মিত হরিহরাত্মক প্রদ্যুম্নেশ্বরনামা শিবের মন্দির-ভিত্তিতে যোজিত প্রস্তরফলকাঙ্কিত কবিতা সকল রচনা করেন, তিনি কিরূপে বল্লালসেনের প্রপৌত্রের

কিছুই নিয়ম করিয়াছিলেন না। কেবলমাত্র কুলীনগণের অর্চনা করিয়াছিলেন। ইহাতেই তদাত্মজ লক্ষ্মণসেনকে কৌলীন্য-মর্য্যাদার সমীকরণ করিতে হইয়াছিল।

যে চতুর্দ্দশ গ্রামীণ গৌণ কুলীনেরা কুক্রিয়া নিবন্ধন লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক কৌলীন্য হইতে বহিষ্কৃত হন, তাঁহারা শ্রোত্রিয়দলে প্রবেশ করিয়াও মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই। তাঁহারা শ্রোত্রিয়দলে প্রবেশ করাতে শ্রোত্রিয়গণ সুসিদ্ধ, সিদ্ধ, সাধ্য এবং অরি এই চারি ভাগে বিভক্ত হইলেন। ৩৭ গ্রামীণ প্রকৃত শ্রোত্রিয়েরা সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়। পিপ্পলী, দির্ঘটী, ডিংশাই ইহারা সিদ্ধ শ্রোত্রিয়। মহিন্তা, হড়, গুড়, পারিয়াল সাধ্য শ্রোত্রিয়। কেশরকুনী, চৌৎখণ্ডী, পীতমুণ্ডী, ঘণ্টেশ্বরী, কুলভি, গড়গড়ি, রায়ী, ইঁহারা অরি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। সুসিদ্ধগণ দোষরহিত; সিদ্ধেরা কুলকার্য্য দ্বারা সম্মানিত হইবার উপযুক্ত। সাধ্যেরা অবস্থানুসারে কুলার্চ্চন দ্বারা সম্মান লাভ করিতে পারেন। অরিগণ কুলনাশক; তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল ধ্বংস হয়। (১) আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপ, দান, এই নবগুণান্বিত ব্যক্তিরা কৌলীনত্ব প্রাপ্ত হন। রাঢ়ীয় কুলে প্রথম

১। চতুর্দ্ধাঃ শ্রোত্রিয়া জ্ঞেয়াঃ সিদ্ধ সাধ্য সুসিদ্ধকাঃ।
অরিরপ্যপরো জ্ঞেয়ঃ যথার্থং নামতঃ শৃণু॥
সিদ্ধাঃ সিদ্ধাস্ত কালেন সাধ্যাঃ সিদ্ধন্তি বা নবা।
সুসিদ্ধা দোষরহিতা অরয়ঃ কুলনাশকাঃ॥
পিপ্পলী দির্ঘটী চৈব ডিণ্ডিশারিস্তথৈবচ। এতে সিদ্ধাঃ।
মহিন্তা হড় গুড় পারিয়ালাঃ সাধ্যাঃ।
কেশরকুনী চৌৎখণ্ডী পীতঘণ্টা কুলভি গড়রায়িকা অরয়ঃ।
কন্যাগ্রহণযোগাচ্চ সপ্তৈতে কুলশত্রবঃ॥
বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

হইতেই পরিবর্ত্ত প্রথা চলিত হওয়াতে ঘটকেরা শান্তি শব্দের স্থলে আবৃত্তি পাঠ কল্পনা করিয়াছেন। (১) সপর্য্যায় হইতে কন্যাগ্রহণ এবং সপর্য্যায়ে কন্যাদান করাকে আবৃত্তি কহে। সমান কুলভাব, সমান দানাদান, সমান বংশ পর্য্যায় শব্দে কথিত হয়। (২) কুলীনের মধ্যে পরিবর্ত্ত ব্যতীত বিবাহ হইবার নিয়ম না থাকাতে, কন্যার অভাবে পরিবর্ত্ত হইবার সম্ভাবনা বিরহে, অনেক কুলীনের বিবাহ স্থগিত এবং অনেকের কন্যা অবিবাহিতাবস্থায় থাকিল। আদানপ্রদানকারী কুলীনের সমবংশ সর্ব্বদা পাওয়া যাইত না। ইহাতে কুলীন কুলজ্ঞেরা পরামর্শ করিয়া, কন্যার অভাবস্থলে, কুশময় কন্যা কল্পনা করিয়া, অথবা কন্যাদান করিলাম ঘটকের নিকটে প্রতিজ্ঞা করিয়া পরিবর্ত্তের, (৩) এবং সমানপর্য্যায়, পিতৃপর্য্যায় ও পুত্রপর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদানের ব্যবস্থা করেন। ইহাতে রাঢ়ীয়কুলে আর্ত্তি, ক্ষেম, উচিত অথবা মধ্যাংশ নামে তিন প্রকার কুল হইল। পিতৃপর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান আর্ত্তিশব্দে, পুত্রপর্য্যায় ব্যক্তির সহিত আদানপ্রদান ক্ষেমশব্দে, সমানপর্য্যায়ের ব্যক্তির সহিত আদান-

১। আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠাবৃত্তিস্তপোদানং নবধা কুললক্ষণং॥ বাচস্পতি মিশ্রকৃত কুলরাম।

২। সমানং কুলভাবঞ্চ দানাদানন্তথৈবচ।
তয়োর্ব্বংশং সমানং হি সপর্য্যায়ঃ প্রচক্ষ্যতে॥
কুলীনস্য সুতাং লব্ধা কুলীনায় সুতাং দদৌ।
পর্য্যায়ক্রমতশ্চৈব সএব কুলদীপকঃ॥ কুলদীপিকা।

৩। সপর্য্যায়ং সমাসাদ্য দানগ্রহণমুত্তমং,
কন্যাভাবে কুশত্যাগঃ প্রতিজ্ঞাবা পরস্পরং॥
আদানঞ্চ প্রদানঞ্চ কুশত্যাগস্তথৈবচ।
প্রতিজ্ঞা ঘটকাগ্রেষু কুলধর্ম্ম চতুর্ব্বিধঃ॥

প্রদান উচিত অথবা মধ্যাংশ শব্দে কথিত হয়। (১) এই তিন প্রকার কুল পুনরায় পনর ভাগে বিভক্ত। যথা আর্ত্তি, সদার্ত্তি, পূর্ণার্ত্তি, কিঞ্চিদার্ত্তি; ক্ষেম্য, সৎক্ষেম্য, পূর্ণক্ষেম্য, কিঞ্চিৎক্ষেম্য; লভ্য, অতিলভ্য, কিঞ্চিল্লভ্য; কিঞ্চিন্ন্যূন, গ্রহ, ন্যূন, তুল্য। এই পনরটি বিভাগ অংশ শব্দে কথিত হয়। যাঁহারা কুলের অংশগুলি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত (২) মহাবংশাবলী এবং মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ দেখিবেন।

কুলের এইরূপ বিভাগ এবং পরিবর্ত্তন কোন্ সময়ে হইল তাহার নিশ্চয় পাওয়া যায় না। ধরাশূর বল্লালসেন অথবা লক্ষ্মণসেনের সময়ে এইরূপ সূক্ষ্ম তারতম্য বিবেচিত হইয়াছিল এমত বোধ হয় না। বহু আদানপ্রদান দৃষ্টে ঘটক কর্ত্তৃক এইরূপ কুলবিভাগ হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। দেবীবর ঘটক কর্ত্তৃক মেলবন্ধনের পরে রচিত গ্রন্থে এইরূপ বিভাগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। রাঢ়ীয়কুলে প্রথম হইতেই পরিবর্ত্ত নিয়ম চলিত হয়। কুলীনেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিতে পারিতেন না, দিলে কুলভঙ্গ হইয়া বংশজ হইতেন। (৩) অথচ বারেন্দ্রকুলে প্রথমে পরিবর্ত্ত প্রচলন হয় নাই। শ্রোত্রিয়েরা কুলীন কন্যা গ্রহণ করিতেন; ইহাতে অনুমান হয় রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় অপেক্ষা বারেন্দ্র শ্রোত্রিয়গণ সমধিক সদাচারসম্পন্ন ছিলেন।

ধরাশূর যখন কৌলীন্য-মর্য্যাদা স্থাপন করেন, তখন বংশজ ছিল

১। পিতৃস্থানং ভবেদার্ত্তিঃ পুত্রস্থানন্তু ক্ষেমবৎ।
উচিতশ্চ সমানং স্যাৎ ত্রিবিধং কুলমুচ্যতে॥

২। দেবীবরের বংশাবলী দ্রষ্টব্য; মহাদেবের পুত্র হুকণী, তৎপুত্র হরি এবং সঙ্কেত। দেবীবর সঙ্কেতের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ধ্রুবানন্দ মিশ্র হরির প্রপৌত্র। দেবীবরের বাক্যানুসারে ধ্রুবানন্দ মিশ্র মহাবংশাবলী গ্রন্থ লিখেন।

৩। শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনো বংশজো ভবেৎ।

না। বল্লালসেনের সময়ে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বংশজোৎপত্তি হয়। বারেন্দ্রকুলেও প্রথমে কাপ ছিল না। যাঁহাদের কুলভঙ্গ হয় তাঁহারাই বংশজ। বংশজ উৎপত্তি সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কহেন যাঁহারা পরিবর্ত্ত নিয়ম প্রতিপালন করেন নাই, তাঁহারাই বংশজ (১)। অন্যেরা কহেন, যে কুলীন শ্রোত্রিয় বরে কন্যাদান করিয়াছেন, তিনিই বংশজ হইয়াছেন (২)। বাস্তবিক ঐ দুইটী কথাই একার্থে ব্যবহৃত, কুলীনগণ শ্রোত্রিয়ে কন্যাদান করিলেই, পরিবর্ত্তনহীন হন। কুলার্ণবীয় প্রমাণ দৃষ্টে জানা যায়, যে সকল ব্রাহ্মণ স্বর্ণময়ী-ধেনু-চ্ছেদনোদ্ভূত স্বর্ণখণ্ড গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের মধ্যে গণবন্দ্যের কন্যা বশিষ্ঠ, শকুনী চট্টের কন্যা ঠোঠ, হাড়বন্দ্যের কন্যা দায়িক, হাস্যগাঙ্গুলীর কন্যা কুবের এবং চক্রপাণি, বিঠুবন্দ্যের কন্যা কুলভূষণ চট্ট বিবাহ করেন। ইহাতেই ঐ ছয় জন বংশজ হন। (৩) ইহাদ্বারা "প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহী বংশজঃ" কুলরমার এই উক্তির পোষক হয়। যাঁহাদের কুলভঙ্গ হয় তাঁহারাই বংশজ। যেমন বারেন্দ্রকুলে ছয়ঘরিয়া সমাজের এবং মধুমৈত্রের উপেক্ষিত পুত্রগণ কাপ হন, এবং ভট্টাঘাত দ্বারাও কাপোৎপন্ন হইয়াছে, সেইরূপ রাঢ়ীয়কুলেও ভিন্ন ভিন্ন কারণে কুলভঙ্গ হওয়াতে বংশজের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। অনবরত পরিবর্ত্তবিহীনত্বং বংশজত্বং। ইতি বিদ্যারত্ন ঘটকঃ।

২। শ্রোত্রিয়ায় সুতাং দত্বা কুলীনোবংশজো ভবেৎ॥

৩। গণোকন্যাবশিষ্ঠেন ঠোঠেন শকুনীসুতা।
হাড়োকন্যা দায়িকেন কুবেরো হাস্যজাপতিঃ॥
চক্রপাণিনাপি কন্যা গৃহীতা ধনলোভতঃ।
বিঠুসুতাপতিভূত্বা চট্টজঃ কুলভূষণঃ।
প্রতিগ্রাহিসুতোদ্বাহাৎ ষড়েতে বংশজাঃ স্মৃতাঃ॥ কুলার্ণব।

বারেন্দ্র শ্রেণীর কাপ এবং রাঢ়ীয় শ্রেণীর বংশজ এক পদার্থ। কিন্তু উভয় শ্রেণীর নিয়মগত কিছু বিভিন্নতা আছে। কাপেরা শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাঁহাদের কাপত্ব থাকে না, শ্রোত্রিয় হন। কিন্তু বংশজগণ শ্রোত্রিয়ে কন্যা দিলে তাঁহাদের বংশজত্ব রহিত হয় না কিম্বা তাঁহারা শ্রোত্রিয় হন না, কেবল শ্রোত্রিয়ান্তঃ বংশজ এই এক দোষ ঘটে। বারেন্দ্র শ্রেণীতে কুলীনেরা ভঙ্গ হইবা মাত্রই কাপ হন, এবং যে কাপের সহিত করণ করিয়া ভঙ্গ হন, সেই কাপের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন। রাঢ়ীয়কুলে ব্যবহার তদ্রূপ নহে, কুলভঙ্গ হইবামাত্রই বংশজ হইতে হয় বটে, কিন্তু রাঢ়ীয়কুলের ঘটকেরা অধিকাংশই বংশজ। দেবীবর প্রভৃতি ক্ষমতাপন্ন ঘটকেরা বংশজ ছিলেন; তাঁহারা ব্যবস্থা করিয়াছেন, বংশজের অন্ন গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলপাত হয়। যখন স্বকৃতভঙ্গ, তাঁহার পুত্র, পৌত্র, ইঁহারা তাঁহাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহকে পিণ্ড দেন, এস্থলে যদি স্বকৃতভঙ্গ, তাঁহার পুত্র এবং পৌত্র বংশজ হন, তাহা হইলে মুখ্য-কুলীন পিতৃলোকে বাস করিয়া কি প্রকারে বংশজের অন্ন গ্রহণ করিবেন? ঘটকদিগের চাতুরীপূর্ণ এই ব্যবস্থা মতে স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্র পৌত্র বংশজ হইতে অধিক সম্মানার্হ বটেন; তদনুসারে স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্র পৌত্রেরা কুলীনের নিম্নে স্থান পাইয়াছেন। রাঢ়ীয়কুলে কুলীন এবং বংশজ ব্যতীত স্বকৃতভঙ্গ এই এক থাক হইয়াছে। ঘটকদিগের এইরূপ ব্যবস্থা দ্বারা রাঢ়ীয়কুল কলঙ্কিত হইয়াছে। মুখ্যকুলীনেরা কুলরক্ষার অনুরোধে, কখনও বা ধনলোভে বহুবিবাহ করেন। কিন্তু স্বকৃতভঙ্গ ও তাঁহার পুত্রগণ বিবাহ দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন। ইঁহাদিগকে বিবাহবণিক্ বলা যাইতে পারে।

লক্ষ্মণসেন কর্ত্তৃক রাঢ়ীয়কুলে কৌলীন্য-মর্য্যাদার যে কিছু পরি-

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... [illegible] ... লোক ছিল না। ... ধনলোভে ... [illegible] নিষিদ্ধবিবাহ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা অর্থোপার্জ্জনের সোপান হইয়া দাঁড়াইল। যখন রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য স্মৃতিসংগ্রহ, গৌরাঙ্গ বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার এবং রঘুনাথ শিরোমণি (কাণাভট্ট শিরোমণি) মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া, তত্রত্য প্রধান নৈয়ায়িক পক্ষধর মিশ্রকে পরাস্ত করিয়া ন্যায়শাস্ত্রের দীধিতি-নামা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, সেই সমকালে ভট্টনারায়ণের অধস্তন ১৬ পুরুষে বন্দ্যবংশে সর্ব্বানন্দ ঘটকের ঔরসে (১) দেবীবর ঘটক জন্ম গ্রহণ করেন। খৃষ্টাব্দ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দেবীবরের জন্ম হইয়া থাকিবেক। দেবীবর ঘটক রাঢ়ীয় কুলীনগণকে দুষ্কর্ম্মান্বিত দেখিয়া তাঁহাদিগকে ৩৬ মেলে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

প্রবাদ এই যে, যোগেশ্বর পণ্ডিত ও সর্ব্বানন্দাত্মজ দেবীবর, এক

১। ভট্টনারায়ণের পুত্র আদি বরাহ বন্দ্য, পুঃ বৈনতেয়, পুঃ সুবুদ্ধি, পুঃ বিবুধেশ, পুঃ ভট্টি, পুঃ গদাধর, পুঃ গহেশ, পুঃ শকুনী, পুঃ মহেশ্বর, পুঃ মহাদেব, পুঃ দুর্ব্বলী; তাঁহার ৫ পুত্র অনন্ত, হরি, ভাস্কর, নারায়ণ, সঙ্কেত। সঙ্কেতের পুত্র অনন্ত, পুঃ লক্ষ্মীকান্ত, পুঃ সর্ব্বানন্দ, এই হইতে ঘটকাখ্যা হয়। শকুনীর ভ্রাতা বিটু প্রতিগ্রহদোষে নিকৃষ্ট হন। দেবীবর সর্ব্বানন্দের পুত্র।

বিদ্যানন্দের দুই পুত্র গঙ্গা আর বিষ্ণু।
মাধব গঙ্গার স্বামী সর্ব্বশাস্ত্রে গুরু॥
যে কালে বিষ্ণুর কন্যা পাষ্ঠ নিয়া যায়।
সেই কালে লোকে দেখে দেবীর উদয়॥
বন্দ্যবংশে অংশে তার হইল আবির্ভাব।
সঙ্কেত বাড়ুরি নাম অতি প্রাদুর্ভাব॥
সঙ্কেত দুর্ব্বলী পুত্র লোকে পরিচয়।
তাহার পৌত্রে দেখ দেবী মহাশয়॥

মাতামহের দৌহিত্র ছিলেন। যোগেশ্বর মুখ্যকুলীন, দেবীবর বংশজ। একদিন যোগেশ্বর দেবীবরের আলয়ে গিয়াছিলেন, কিন্তু কুলগৌরব নিবন্ধন দেবীবরের অন্ন গ্রহণ করেন নাই। ইহাতেই দেবীবর কুলীন-গণের দোষানুসন্ধান করিয়া মেলবন্ধন করার মনন করেন। এই অসামান্য কার্য্য দৈববর ব্যতীত হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া দেবীবর কামরূপ যাইয়া মন্ত্রসিদ্ধি করিয়া আরাধ্যা কামরূপেশ্বরী দেবী হইতে স্বাভিলষিত বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মেলবন্ধনকালে একবার যাহাকে যাহা কহিবেন তাহার অন্যথা করিতে তাঁহার ক্ষমতা ছিল না। "একদা যৎ বদেদ্ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই নিয়মযুক্ত বর প্রাপ্ত হন। (১) তাহার পর দেবীবর রাঢ়ে বঙ্গে ভ্রমণ করিয়া কুলীন-দিগের দোষগুলি নির্ব্বাচন করিয়া কুন্দলাল গাঞি কুলীনগণের নিষ্কুল বলিয়া প্রচার ও অবশিষ্ট সপ্তগ্রামীণ কুলীনগণকে ৩৬ ভাগে বিভক্ত করেন। দেবীবরকৃত ৩৬ ভাগের সকল কুলীনই দোষ-যুক্ত। (২) দেবীবরের মতে "দোষ নাই যার কুল নাই তার," ইহার অর্থ এইরূপ হইতে পারে যে, দেবীবর দোষরহিত কুলীন পান নাই।

বারেন্দ্র এবং রাঢ়ীয় কুলীন কন্যাগণের দুরবস্থা, কুলীনগণের

১। প্রবাদ এই যে দেবীবর যোগেশ্বরের ব্যবহার স্মরণ করিয়া তাঁহাকে নিষ্কুল বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। মেলবন্ধনকালে দেবীবরের মুখ হইতে নিম্নোক্ত শ্লোক নির্গত হইয়াছিল।

শশে যদি বিষাণং স্যাদাকাশে কুসুমং যদি।
সুতো যদি চ বন্ধ্যায়াং তদা যোগেশ্বরে কুলং॥

কিন্তু পরে যোগেশ্বরের অনুনয় বিনয়ে তাঁহার কুল রক্ষা হয়। এই প্রবাদ সত্য হইলে, "একদা যৎ বদেৎ ধীমন্নান্যথা কর্ত্তুমর্হসি" এই বাক্য রক্ষা হয় না। দুইটী প্রবাদ পরস্পর বিসম্বাদী।

২। দোষান্মেলয়তীতি মেলঃ। অর্থাৎ যাহারা দোষে মিলিত তাঁহারাই মেলবন্ধনের কুলীন। ইহাতেই দেবীবর-কৃত ভাগের নাম মেল হইয়াছে।

মূর্খতা এবং দৌরাত্ম্য দেখিয়া, ইতিহাসানভিজ্ঞ লোকেরা বল্লালসেনের দোষ কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। বাস্তবিক ধরিতে গেলে বল্লালসেনের অভিপ্রায় অতি মহৎ ছিল, তিনি কৌলীন্য-মর্য্যাদা-স্থাপক প্রথম ব্যক্তি নহেন। ধরাশূর এবং বল্লালসেনের স্থাপিত মর্য্যাদা স্বতন্ত্র প্রণালীর ছিল। উদয়নাচার্য্য বারেন্দ্রকুলের, দেবীবর রাঢ়ীয় কুলের, কৌলীন্য-মর্য্যাদার উৎকর্ষসাধন করিতে গিয়া, উহাকে সভ্যসমাজের ঘৃণার্হ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করিয়া রাঢ়ীয় কুলীনকন্যাদিগকে চিরদিনের নিমিত্ত দুঃখিনী করিয়াছেন। মেলবন্ধন হইয়া সার্ব্বদ্বারিক বিবাহ রহিত হওয়াতে উপযুক্ত পাত্রা-ভাবে কুলীনকন্যাগণ অনেকেই অবিবাহিতাবস্থায় যৌবনকাল অতি-বাহিত করেন। দেবীবরের জন্যেই অনেক স্থানে ষষ্টিবর্ষ বয়স্ক বরে এক সময়ে ৮ হইতে ৪০ বৎসর বয়স্কা ৮।১০টা কন্যা সমর্পিতা হয়। দেবীবর কুলীন সমাজকে রসাতলে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যাহাতে সমাজের উন্নতি না হইয়া অধোগতি হয়, এমত নিয়ম না করাই উত্তম কর্ম্ম। কুলীনেরা ইহা বুঝিতে পারেন না যে, দেবীবর তাঁহাদিগের নিমিত্ত ঘোরতর নরক প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন এবং ইহকাল পরকাল খাইয়াছেন। মেলদুর্গভঙ্গ এবং পালটী প্রথা উঠিয়া না গেলে রাঢ়ীয় কুলীনগণের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই। প্রাচীন ঘটকেরাও দেবীবর-কৃত মেলবন্ধনের নিন্দা করিয়াছেন, নিম্নলিখিত পয়ার পাঠ করিলেই তাহা হৃদয়ঙ্গম হইবেক।

> চৈয়ে ছোঁড়া বড় দুষ্ট নিমে তার নাম।
> রঘো বেটা মোটাবুদ্ধি ঘটে করে পাম॥
> কাণা ছোঁড়া বুদ্ধে দড় নাম রঘুনাথ।
> মিথিলার পক্ষধর যারে করে সাথ॥

তিন জনে তিন পথে কাঁটা দিল শেষ।
ন্যায় স্মৃতি ব্রহ্মচর্য্য হইল নিঃশেষ॥
কাণার সিদ্ধান্তে ন্যায় গৌতমাদি হত।
প্রাচীন স্মৃতির মত নন্দাহাতে গত॥
শচীছেলে নিমেবেটা নষ্টমতি বড়।
মাতা পত্নী দুই ত্যাগী সন্ন্যাসেতে দণ্ড॥
এই কালে বাঢ়ে বঙ্গে পড়ে গেল ধুম।
বড় বড় ঘর যত হইল নির্ধর্ম॥
কিছু পরে সঙ্কেতের বংশে এক ছেলে।
নামে খ্যাত দেবীবর লোকে যারে বলে॥
সেই যোড়া মনে করে কুলে করে ভাগ
তদবধি কুলে আছে ছত্রিশের দাগ॥
দোষ দেখে কুল করে এ কি চমৎকার।
অজ্ঞান কুলীনপুত্র কুলে হয় সার॥

উপরি উক্ত ৩৬ মেলের মধ্যে যে যে মেলে ন্যূন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মান্য; তদনুসারে ফুলিয়া ও খড়দহ মেল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যদি ফুলিয়া মেলের ধান্ধা দোষও গুরুতর দোষ না হয়, তাহা হইলে গুরুতর দোষ কাহাকে বলে তাহা বুঝা যায় না। উক্ত ৩৬টা মেল আর বার ভাগ, যূথ, থাক, এই তিন নামে বিভক্ত হইয়া, যথাসম্ভব ঐ সকল মেলের ভাগ হইয়াছে। যিনি দোষাদির বিবরণ জানিতে চাহেন, তিনি মেলমালা গ্রন্থ দৃষ্টি করিলেই জানিতে পারিবেন। প্রত্যেক মেলের বিবরণ লিখিতে হইলে বহু কুলীনের কুল-বিবরণ এবং শতাধিক দোষের ইতিবৃত্ত লিখিতে হয়; কুলবিষয়ক সাধারণ ঐতিহাসিক এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহার স্থান হইতে পারে না। ফুলিয়া, খড়দহ, বল্লভী, সর্ব্বানন্দী, এই চারি মেলই প্রসিদ্ধ; অতএব সংক্ষেপতঃ ঐ চারি মেলের বিবরণ লিখিত হইল।

ফুলিয়া মেল।

নাধা, ধান্ধা, বারুইহাটী, আর মুলুকজুরি।
কুলের প্রধান তাতে পড়ে হুড়হুড়ি॥

নাধা, ধান্ধা, বারুইহাটী এবং মুলুকজুরি দোষে ফুলিয়া মেল বদ্ধ হইয়াছে।

নাধাদোষ।

নাধানিবাসী বন্দ্যোপাধ্যায়গণ বংশজ ছিলেন; গঙ্গানন্দ মুখোপাধ্যায়ের পিতা মনোহর ভট্টাচার্য্য নাধার বন্দ্যোপাধ্যায়দিগের কন্যা গ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহার কুলভঙ্গ হয়। পরে ঘটকেরা যুক্তি করিয়া নাধার বন্দ্যগণকে মাসচটক নামে শ্রোত্রিয় করিয়া দিলেন; ইহাতেই মাসচটক শ্রোত্রিয়ের মধ্যে কেহ কেহ মার্জ্জিত

শ্রোত্রিয়। ইহাতে মনোহরের কুলরক্ষা হইল, কিন্তু কুলে নাধা দোষ জন্মিল। পরবর্ত্তী ঘটকেরা কহেন, মনোহরের বিবাহের পর নাধার বন্দ্যগণ ভঙ্গ হইয়াছিলেন। (১)

ধান্ধাদোষ।

অনূঢ়া শ্রীনাথসুতা ধন্ধঘাট স্থলগতা।
হাসাই থানাদারেণ যবনেন বলাৎকৃতা॥
ধন্ধস্থানগতা কন্যা শ্রীনাথ চট্টজাত্মজা।
যবনেন চ সংস্পৃষ্টা সোঢ়া কংসসুতেন বৈ॥
নাথাই চট্টের কন্যা হাসাই থানাদারে।
সেই কন্যা বিভা কৈল বন্দ্য গঙ্গাধরে॥

শ্রীনাথ চট্টোপাধ্যায়ের দুইটী অবিবাহিতা কন্যা ছিল; তাঁহারা ধান্ধা নামক খালে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। হাসাই থানাদার নামা জনৈক যবন ঐ দুই কন্যাকে আপন বাটীতে লইয়া গিয়া বলাৎকার করে। তাহার এক কন্যা কংসারি তনয় পরমানন্দ পূতি-তুণ্ড, আর এক কন্যা গঙ্গাধর বন্দ্যোপাধ্যায় বিবাহ করেন। ইহার নাম ধান্ধাদোষ। ক্রমে আদান প্রদান সংস্পর্শে ধান্ধাদোষ সংক্রামক হইয়া গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য মুখোপাধ্যায়ে নিক্ষিপ্ত হয়। এই ধান্ধা দোষ গোপন করিবার নিমিত্ত কুলজ্ঞেরা বহু চেষ্টা করিয়াছেন। যথা,—

১। মনোহর বিয়ে করে নাধার নাড়ুরী।
পরে কুলে ভেঙ্গে হয় নৌধার আকুড়ি॥
এই সব দোষ যদি যথার্থ হইত।
চারি মেলে কুল আর কোথায় থাকিত॥

মুলুকজুরি দোষ।

গঙ্গানন্দের ভ্রাতৃপুত্র শিবাচার্য্য সপ্তশতী মুলুকজুরি কন্যা গ্রহণ করিয়া সপ্তশতী ভাবাপন্ন হন, পরে শ্রীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কন্যা গ্রহণ করেন।

সাগরদিঘার বাড়ুরিগণের এক থাক গয়ঘড় নামে খ্যাত হইয়াছিল। সাগরদিঘার বাড়ুরিগণও যবন-দোষে আস্তাড়িত হন। ফুলিয়া মেলের গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পৌত্র নীলকণ্ঠ ঠাকুর, সাগরদিঘার গয়ঘড় থাকের কুলীনগণকে নিষ্কৃতি করেন। যথা,---

লবণযবনযোগাৎ সাগরো দগ্ধসারঃ।
কুসুমকুলকুলারিঃ কালকূটঃ কুলারিঃ।
ইতি বিষম সময়ে নীলকণ্ঠোঽপি কণ্ঠৈঃ
গয়ঘড়কুলকেতুঃ কেবলং ত্রাণহেতুঃ॥

অর্থ।

যবনরূপ লবণ দ্বারা সাগরের সার দগ্ধ হইয়াছিল। কুসুমকুলি শ্রোত্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ হেতু, সেই কুসুমকুলি সাগরের কালকূট হইয়াছিল, মহাদেব যেমন সমুদ্রমন্থনোদ্ভূত বিষ পান করিয়া জগৎ রক্ষা করিয়াছিলেন, এই বিষম সময়ে নীলঠাকুরও তদ্রূপ গয়ঘড়-কুলের ত্রাণকর্ত্তা হইয়াছিলেন।

গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য অতি বিখ্যাত ছিলেন। তিনিই মেলকুল উদ্ধার করেন। (১) গঙ্গানন্দ উপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেন, ইহাতেই মুখৈটিগণের মুখোপাধ্যায় এই উপাধি ব্যবহার হইয়াছে। মুখকুলের

১। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্য ফুলিয়ার সার।
যাহা হইতে মেলকুল হইল উদ্ধার॥

উপাধি দৃষ্টে বন্দ্য, চট্ট এবং গাঙ্গুলী ইঁহারাও উপাধ্যায় শব্দ ব্যবহার করেন। ইহাতেই বর্ত্তমান সময় মুখোপাধ্যায়, বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায় শব্দ দৃষ্টিগোচর হয়।

খড়দহ মেল।

খড়দা ফুলিয়া মেল যুগলং
সম্প্রতি যাতং ফুলিয়া বিমলং।
আদৌ খড়দা ফুলিয়া শেষঃ
খড়দা ফুলিয়া নাস্তি বিশেষঃ ॥

ভরদ্বাজ গোত্রীয় মুখৈটি যোগেশ্বর পণ্ডিত, এবং কাশ্যপ গোত্রীয় মধুচট্টকে লইয়া খড়দহ মেলবন্ধন হয়। যোগেশ্বরের পিতা হরি মুখৈটি গড়গড়ি কন্যা গ্রহণ করিয়া নিষ্কুল হন। (১) যোগেশ্বর পিপ্পলাই কন্যা গ্রহণ করেন। মধুচট্ট ডিংসাই পরমানন্দ রায়ের কন্যা গ্রহণ করেন। পরমানন্দ কুলনাশক শ্রোত্রিয় ছিলেন, (২) তিনি গৌড়ের বাদশাহের কার্য্যকারক ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ডিংসাই মার্জ্জিত শ্রোত্রিয় [illegible]য়া গণ্য হয়; তদবধি সত ডিংসাই এবং জন ডিংসাই এই দুই ভাগ হয়। সত ডিংসাই প্রসিদ্ধ। মধুচট্টের প্রতি যোগেশ্বরের অত্যন্ত বিদ্বেষ ছিল। যোগেশ্বর বিপদাপন্ন হইয়া, পরমানন্দ রায়ের অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষাতে মধুচট্টে কন্যা দান করিয়াছিলেন। মধুচট্ট, যোগেশ্বর এবং যোগেশ্বরের ভ্রাতা কামদেব পণ্ডিত ও তাঁহার

১। কেশর পীতমুণ্ডী চ রায়াঁগাঞিশ্চ গড়গড়িঃ।
খণ্টেশ্বরী চৌৎখণ্ডী চ কুলভিরয়ঃ স্মৃতাঃ।
যৎকন্যালাভমাত্রেণ সমূলস্তু বিনশ্যতি ॥

২। মহিন্তা জগদানন্দঃ জন্ধবাটী গজেন্দ্রকঃ।
ডিণ্ডী চ পরমানন্দস্ত্রয়োরায়াঃ কুলান্তকাঃ ॥

সন্তানগণ সকলেরই কুলগৌরব হ্রাস হইয়াছিল। (১) মেলবন্ধন হওয়ার পরেও খড়দহ মেলে কাশ্যপ কাঞ্জারি নামে আর একটী দোষ বর্ত্তিয়াছে। অজ্ঞাতকুল কোন ব্রাহ্মণ খড়দা মেলের কুলীনে কন্যা দেন, বিবাহ-সভাতে কন্যাদাতার পরিচয় জিজ্ঞাসা হওয়াতে, তিনি আপনাকে কাশ্যপ গোত্র কাঞ্জিয়ারি গাঞি বলিয়া পরিচয় দেন। প্রকৃতপক্ষে কাঞ্জিয়ারি গাঞিটী বাৎস্য গোত্রে; ইহাতেই কন্যাদাতা যে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ নহেন ইহা প্রকাশ হইয়া উঠে। কুলীন কুলজ্ঞেরা ঐ দোষটী সংগ্রহ করিয়া লইলেন। কাশ্যপ কাঞ্জিয়ারি শ্রোত্রীয়গণ এখন রাঢ়ীয় কুলে মান্য শ্রোত্রিয়, কিন্তু কুলীনের দোষ রহিয়া গেল। বিক্রমপুরের অন্তর্গত বেগেগ্রামবাসী গাঙ্গুলীগণ খড়দহ মেলের আশ্রয়স্থান।

বল্লভী মেল।

রণ্ডপিণ্ডাদিদোষৈর্বিলোপিতং যা চ কুলশ্রীঃ সা বল্লভী ॥

যে কন্যার পিতা, ভ্রাতা এবং পিতামহাদি, দান করার উপযুক্ত পাত্র না থাকে অর্থাৎ যাহার পরিবর্ত্ত হইতে পারে না, তাহাকে রণ্ডপিণ্ড কহে। কুলীনেরা ঐ কন্যা গ্রহণ করেন না; গ্রহণ করিলে কুল ভঙ্গ হয়। নন্দ বল্লভাচার্য্যে রণ্ডপিণ্ড দোষ ঘটিয়াছিল। গঙ্গানন্দ ভট্টাচার্য্যের পিতা মনোহরের ভ্রাতা দুর্গাবর হইতে বল্লভী মেল বন্ধন হয়। শান্তিপুর বল্লভী মেলের প্রধান স্থান।

১। সত্যবানে দুই সুত বনাই শম্ভাই।
শুভসুত মধুচট্টে বিবাহ দিলাই ॥
রায়ের দোষে নিবস্থানে পড়ে সত্যবান।
সেই কালে যোগেশ্বর মধুচট্ট পান ॥
কামদেবসুতাঃ পঞ্চ দামোদরস্তদানুজৌ।
যোগেশ্বরসুতাঃ সর্ব্বে মধুদোষেণ দূষিতাঃ ॥

সর্ব্বানন্দী মেল।

"সর্ব্বানন্দী মহিন্তয়া।"

মহিন্তা গাঞি ব্রাহ্মণেরা সাধ্য শ্রোত্রিয় মধ্যে পরিগণিত। কিন্তু তাঁহাদের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলভঙ্গ হইত। মহিন্তা কন্যা গ্রহণ নিবন্ধন সর্ব্বানন্দী মেল হইয়াছে।

বারেন্দ্রকুলে প্রধান কুলীন এবং শ্রোত্রিয়গণ নায়কাখ্যা প্রাপ্ত হন, রাঢ়ীয় কুলে প্রধান কুলীন ও শ্রোত্রিয়গণ গোষ্ঠীপতি আখ্যা পাইয়া থাকেন। যে কুলীনের এবং শ্রোত্রিয়ের ঘরে কুলীন শ্রোত্রিয়গণ ভোজন করেন, যাঁহারা কুলীনেই কন্যা সমর্পণ করেন, তাঁহারাই গোষ্ঠীপতি। (১) গাঙ্গবংশে লক্ষ্মীকান্ত মজুমদার; মুখবংশে মদন ভট্টাচার্য্য, গন্ধর্ব্ব রায়; বন্দ্যবংশে শুভরাজ খাঁ; চট্টবংশে অনন্ত ভট্টাচার্য্য, ইঁহারা প্রাচীন গোষ্ঠীপতি। বারেন্দ্র শ্রেণীতে যেমন অন্য-পূর্ব্বাকন্যাগ্রহণ নিন্দার কর্ম্ম এবং গ্রহণ করিলে সমাজে নিন্দা হয়, রাঢ়ীয়কুলেও সেইরূপ ব্যবহার ছিল এবং অদ্যাপিও অনেক স্থলে আছে। অন্যপূর্ব্বাকন্যাগ্রহণ দোষেই সুরাই মেল হইয়াছে।

পিরালি।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে পিরালি নামে একটী থাক আছে। পাঁচুড়িয়া দোষাক্রান্ত ব্রাহ্মণেরা যেমন বারেন্দ্রশ্রেণীর একটী স্বতন্ত্র থাকে আছেন, পিরালি দোষযুক্ত রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণেরাও সেইরূপ স্বতন্ত্র হইয়া রহিয়াছেন। পিরালি দোষ সঙ্ঘটনসম্বন্ধে তিনটী প্রবাদ আছে। প্রথম যথা,—যশোহর জেলার অন্তঃপাতী গ্রামবিশেষের কোন এক

১। কুলীনাঃ শ্রোত্রিয়াঃ সর্ব্বে যস্যান্নং ভুঞ্জতে মুহুঃ।
কুলীনায় সুতাং দদ্যাৎ স গোষ্ঠীপতিরুচ্যতে॥

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণের কন্যাকে পিরালিনামা জনৈক রাজকর্ম্মচারী হরণ করিয়া লয়। ব্রাহ্মণ উক্ত কন্যাকে গ্রহণ করাতে পিরালি দোষে আক্রান্ত হন। (১) দ্বিতীয় যথা,—পিরালিনামা জনৈক রাজকর্ম্মচারীর অধীনে কোন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চাকর ছিলেন। ব্রাহ্মণের অখাদ্য মাংসাদিজাত ব্যঞ্জনাদির ঘ্রাণ ব্রাহ্মণের নাসিকাতে প্রবেশ হয়; তাহাতেই "ঘ্রাণেনাপ্যর্দ্ধভোজনং" সূত্র ধরিয়া সমাজস্থ লোকেরা ব্রাহ্মণকে পিরালি দোষে আস্তাড়ন করেন। (২) তৃতীয় যথা,—পিরালিনামা জনৈক যবনের নিকটে এক জন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ চাকর ছিল; পিরালি, ভৃত্য ব্রাহ্মণকে ভালবাসিতেন। এক দিন উত্তম আম্র পিরালির নিকট আনীত হইলে, পিরালি আম্রের ঘ্রাণ লইয়া তাঁহার কতিপয় ভৃত্য ব্রাহ্মণকে দেন। আঘ্রাত আম্র ভুক্তাবশিষ্ট তুল্য, ঘ্রাণ লইলে অর্দ্ধেক ভোজন হয়, অতএব যবন কর্ত্তৃক আঘ্রাত আম্র লইতে ব্রাহ্মণ অস্বীকৃত হন; ইহাতে পিরালি ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রাহ্মণের উপর দৌরাত্ম্য ও তাঁহার জাতিধ্বংস করেন। সামাজিক লোক কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ পরিত্যক্ত না হওয়াতে সকলেই পিরালি দোষে আস্তাড়িত হন।

বারেন্দ্রশ্রেণীর কুতবখানী অবসাদ ও ভট্টাঘাত, এবং রাঢ়ীশ্রেণীর ধান্ধা দোষগ্রস্ত ব্যক্তিগণ সমাজে চলন হইয়াছেন; কিন্তু পিরালি দোষ বজ্রলেখ সদৃশ হইয়া রহিয়াছে। ইহাতে অনুভব হয় কুতবখানী অবসাদ, ভট্টাঘাত এবং ধান্ধা দোষ হইতে পিরালি দোষ গুরুতর দোষ হইবে। কোন্ সময়ে পিরালি দোষ সঙ্ঘটন হয় তাহার নিশ্চয় নাই। যশোহর জেলার অন্তঃপাতী বাগেরহাট সবডিবিজনের অনতিদূরে

১। বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটকের প্রমুখাৎ শ্রুত।

২। রাঢ়ীশ্রেণীর মেলমালাতে এই দ্বিতীয় প্রস্তাব উপলক্ষ করিয়াই 'ঘ্রাণমাত্রে পির-আলি দোষে সর্ব্বজন" লিখিত হইয়া থাকে।

খানজাহান আলির কবরের নিকটে মহম্মদ তাহেরের একটী ক্ষুদ্র কবর আছে। মহম্মদ তাহের খানজাহান আলির দেওয়ান অথবা রাজস্ব মন্ত্রী এবং তিনি ধর্ম্মচ্যুত ব্রাহ্মণ এবং পিরালি নামে খ্যাত ছিলেন। (১) খানজাহান আলির কবর ১৪৫৯ খৃষ্টাব্দে হইয়াছে। (২) অতএব পিরালি ৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। যশোহর জেলার চেঙ্গুটিয়া পরগণা পিরালির আদিস্থান। সম্ভবতঃ এই পিরালি হইতে পিরালি দোষের সূত্র হইয়া থাকিবে। যদি তাহা হয়, তাহা হইলে ৪৫০ বৎসরের পূর্ব্বে পিরালি দোষ ঘটিয়াছে; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও পিরালি দোষের নিষ্কৃতি হইতেছে না। বিবাহ সম্বন্ধে ক্রমেই পিরালির সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে। কলিকাতার প্রসিদ্ধ ঠাকুর গোষ্ঠীর পূর্ব্বপুরুষ জগন্নাথনামা ব্যক্তি, ইশপ্পুরনিবাসী সুধারাম নামা পিরালি ব্রাহ্মণের কন্যা গ্রহণ করাতে ঠাকুরবংশীয় ব্যক্তিগণও পিরালি দোষে আক্রান্ত হইয়াছেন (৩)।

১৮০৯ খৃস্টাব্দের ৪ আইনের ৭ ধারাতে বিধান হইয়াছিল পিরালিরা জগন্নাথের মন্দিরে প্রবেশ করিতে পারিবেন না। ঐ ৭ ধারাতে যে তালিকা সংযোগ আছে তদ্দৃষ্টে জানা যায় (১) নটী অথবা কসবি, (২) কুলাল অথবা শুঁড়ি, (৩) মাছুয়া, (৪) নমশূদ্র অথবা চণ্ডাল, (৫) ঘুসকি, (৬) গাজুর, (৭) বাগ্দি, (৮) জুগি অথবা নুরবংশ, (৯) কাহার, বাউরি এবং দুলিয়া, (১০) রাজবংশী, (১১) পিরালি (*Peerally*), (১২)

(১) Statistical Accounts of Bengal, by Dr. Hunter, vol. II, page 230.

(২) " " " " " page 228.

(৩) ভট্টনারায়ণাচ্চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধস্তনপুরুষো জগন্নাথেতি সংজ্ঞিতঃ। স তু পৈত্রস্থানমপহায় যশোহরনগরে বাসঞ্চকার। তেন হি ইশপ্পুরনিবাসিনঃ সুধারামনামধেয়স্য কস্যচিৎ কলঙ্কিতবিপ্রস্য দুহিতরং পরিণীয় ঠাকুরবংশশাখায়াং কলঙ্ক আরোপিতঃ।

৺প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রকাশিত বেণীসংহার নাটকের অবতরণিকা।

চামার, (১৩) ডোম, (১৪) পান, (১৫) তিওর, (১৬) ভুঁইমালী, (১৭) হাড়ি, ইঁহারা সকলেই জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে বারিত হন। এই পিরালি এবং ব্রাহ্মণ পিরালি এক কি না তদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে। ৭ ধারাতে লিখিত আছে, "নিম্নলিখিত নীচজাতীয় ব্যক্তিগণ জগন্নাথ-মন্দিরে যাইতে পারিবেন না।" (১) ব্রাহ্মণ পিরালিরা নীচজাতীয় নহেন। বিশেষতঃ ১৮০৯ সালে কলিকাতার ঠাকুর গোষ্ঠীর ব্যক্তিগণ গণ্য মান্য ছিলেন। তাঁহারা হাড়ি, ডোম, চণ্ডালাদির সহিত একত্রে জগন্নাথের মন্দিরে যাইতে নিষেধিত হইবেন ইহা সম্ভব নহে। অতএব ৭ ধারার লিখিত পিরালি শব্দে কোন স্বতন্ত্র নীচ জাতি বুঝাইতে পারে। যদি ব্রাহ্মণ পিরালিদিগকে লক্ষ্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে আইনকর্ত্তাদের ভুল হইয়াছিল। ১৮১০ সালের ১১ আইন দ্বারা উপরি উক্ত তালিকা সংশোধন করিয়া পিরালির নাম তালিকা হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ১০ আইন দ্বারা ১৮০৯।৪ আইন ও ১৮১০।১১ আইন সমগ্র রহিত হইয়া গিয়াছে।

অষ্টম অধ্যায়

বৈদিক বিবরণ।

বাঙ্গালা দেশে বৈদিক উপাধিধারী বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস আছে।—শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, চট্টগ্রামবাসী ব্রাহ্মণেরাও বৈদিক আখ্যাত,

---

(১) Fourth class or Panjtirthees comprehending the following description of persons of low caste who are not permitted to enter the temple.

Section 7 of Regulation IV of 1809.

অথচ দাক্ষিণাত্য কি পাশ্চাত্য বৈদিক দলভুক্ত নহেন। এই অধ্যায়ে কেবল পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক বিবরণ লিখিত হইল।

পাশ্চাত্য বৈদিক।

আদিশূরের রাজত্বের পরে এবং বিজয়সেনের রাজত্বের পূর্ব্বে পূর্ব্ববাঙ্গালাতে শ্যামলবর্ম্মা নামে জনৈক রাজার অধিকার ছিল। শ্যামলবর্ম্মা আপনাকে চন্দ্রবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। (১) তিনি কাশীর অধিপতি জয়চন্দ্রের সুশীলা নাম্না কন্যাকে বিবাহ করেন। শ্যামলবর্ম্মার প্রাসাদোপরি গৃধ্র পতিত হওয়াতে ঘোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, অনু গৌড়স্থিত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা শান্তি করাতে উপদ্রব শান্তি হইল না। ইহাতে রাজা সস্ত্রীক হইয়া শ্বশুরালয় কাশীতে যান এবং তথায় এক বৎসর কাল বাস করিয়া বারাণসীর পশ্চিম কর্ণাবতী সমাজের যশোধরনামা বিপ্রকে সঙ্গে করিয়া ১০০১ শকাব্দে আপন রাজধানীতে আইসেন। যশোধর, শান্তিকরণে সমুদয় উপদ্রব রহিত হয়; তাহাতেই শ্যামলবর্ম্মা যশোধরকে সামন্তসার গ্রাম নিষ্কর দান করিয়া তাম্রশাসন লিখিয়া দেন। উক্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এই অধ্যায়ের শেষে সংযোগ করা গেল।

যশোধরবংশীয়গণ কহেন, যশোধর মন্ত্রবলে গৃধ্র আকর্ষণ করিয়া আনিয়া তন্মাংস দ্বারা যজ্ঞ করিয়া পুনরায় সেই গৃধ্রকে জীবিত করিয়া-

---

১। বাঙ্গালাদেশে আদিশূরের রাজত্বের পর বোধ হয় তাঁহার বংশীয় অপর নৃপতিগণ হীনতেজা হইয়াছিলেন। সেই সময়ে শ্যামলবর্ম্মা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া পূর্ব্ববাঙ্গালা অধিকার করিয়াছিলেন এবং পরে বিজয়সেন কর্ত্তৃক তাঁহার অথবা তাঁহার অব্যবহিত নৃপতির রাজ্য লোপ হইয়াছে। ইহাতেই শ্যামলবর্ম্মার নাম ও রাজত্ব বিবরণ সাধারণে প্রকাশ নাই। যশোধরকে ভূমিদান করাতে এবং পাশ্চাত্য বৈদিকদিগকে বাঙ্গালাতে বসতি করানে তাঁহার নামমাত্র রক্ষা হইয়াছে।

ছিলেন। (১) ঐরূপ শান্তিতে সমুদয় উপদ্রবের উপশম হইল। ইহাতে শ্যামলবর্ম্মা রাজা যশোধরকে তাঁহার রাজ্যে বাস করিতে অনুরোধ করেন। যশোধর একা বঙ্গদেশে বাস করিতে অসম্মত হন, তাহাতে নৃপতি আরও ৪ জন ব্রাহ্মণ আনিতে অনুরোধ করাতে, যশোধর স্বয়ং দেশে যাইয়া স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত শাণ্ডিল্যগোত্রীয় সামবেদী বেদগর্ভ, বশিষ্ঠগোত্রীয় সামবেদী গোবিন্দদেব, সাবর্ণগোত্রীয় সামবেদী পদ্মনাভ, ভরদ্বাজগোত্রীয় সামবেদী জিতমিশ্র এই বিপ্র-চতুষ্টয়কে আনয়ন করেন এবং আপনিও স্ত্রী পুত্রাদির সহিত আইসেন। শ্যামলবর্ম্মা, তিন পুত্র সহ বেদগর্ভকে আখবা, মধ্যভাগ, পানকুণ্ড; চারি পুত্র সহ আগত গোবিন্দদেবকে জোয়ারি, গৌবালি, আলাধি, দধীচি গ্রাম; তিন পুত্র সহ আগত পদ্মনাভকে শাস্তুক, ব্রহ্মপুর, মরীচি গ্রাম, তিন পুত্র সহ আগত জিতমিশ্রকে চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ এবং কোটালিপাড়া গ্রামের ভূমি দান করিয়া তত্তৎ স্থানে উঁহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। যশোধর শাকুন সত্রের দক্ষিণাস্বরূপ সামন্তসার গ্রাম প্রাপ্ত হন। বেদগর্ভ আখবা গ্রামে, গোবিন্দদেব গৌবালি গ্রামে, পদ্মনাভ শাস্তুক গ্রামে, জিতমিশ্র নবদ্বীপে, যশোধর সামন্তসার গ্রামে বসতি করেন। কালক্রমে ঐ সকল ব্যক্তির অভাব হইলে, বংশবৃদ্ধি নিবন্ধন তাহাদের সন্তানেরা জোয়ারি, গৌবালি, আলোধি, পানকুণ্ড, আখবা, মধ্যভাগ, শাস্তুক, ব্রহ্মপুর, দধীচি, মরীচি, সামন্তসার, চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, এই

১। রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র কুলগ্রন্থে লিখিত আছে আদিশূরের আহ্বানমতে কান্যকুব্জ হইতে যে সকল ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন তাঁহারা অধ্যদান করিয়া শুষ্ক বৃক্ষকে পল্লবিত করিয়াছিলেন। যশোধরও রাজার আহূত, তিনি মৃত পুত্রকে জীবিত করিতে না পারিলে তাঁহার সম্মান কি প্রকারে রক্ষা হয়?

চতুর্দ্দশ গ্রামে বসতি করিলেন। কালে ঐ ১৫ নি গ্রাম পাশ্চাত্য বৈদিকদিগের সমাজ বলিয়া খ্যাত হইল (১)।

সামন্তসার গ্রাম সম্প্রতি ফরিদপুর জেলার অধীন। চান্দরায় যশোধর বংশীয গৌরীচবণ সমাজদারকে পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিবার আজ্ঞা করেন, শূদ্রযাজন কবিতে গৌবীচরণ অস্বীকৃত হওয়াতে চান্দরায় কর্ত্তৃক নবাবি আমলে সামন্তসারের করাবধারণ হয় (২)। আখরা গ্রাম ফরিদপুবের মধ্যে ছিল, নদীভঙ্গ হইয়াছে। পানকুণ্ড মাণিকগঞ্জ সবডিবিজনের অধীন, মধ্যভাগ কোন্ স্থানে ছিল তাহার নিশ্চয় নাই। বেদগর্ভ বংশীয় হবিদেবনামা ব্যক্তি যবনধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ঐ তিনখানি গ্রাম অধিকার করেন, সেই হইতে বৈদিককুলে শাণ্ডিল্য গোত্রের বাজদত্ত ভূমির লোপ হইয়াছে। জোয়ারি গ্রাম রাজসাহী জেলার অন্তর্গত, মুসলমানগণের অধিকার সময়ে জোয়ারি গ্রামে বৈদিকগণের স্বামিত্ব স্বত্ব রহিত হইয়াছে। গৌরালি গ্রাম এখনও সামন্তসাবের ন্যায় সকর ভোগ হইতেছে। আলাধি, দধীচি, ব্রহ্মপুর, মরীচি গ্রাম নদীভঙ্গ। শান্তক গ্রাম ফরিদপুরের মধ্যবর্ত্তী; তাহারও করাবধারণ হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ, নবদ্বীপ, কোটালিপাড়া, স্বনাম খ্যাত।

জিতমিশ্রের তিন পুত্র, তন্মধ্যে দুই পুত্রের বংশাভাব, অন্যতমের

১। আদৌ জোয়ারি গৌরালিঃ আলাধিঃ পানকুণ্ডকঃ।
আখরা মধ্যভাগশ্চ শান্তরুর্ব্রহ্মপুরকঃ॥
দধীচিমরীচিগ্রামৌ তথা সামন্তসারকঃ।
চন্দ্রদ্বীপো নবদ্বীপঃ কোটালিপাড় এবচ॥
এতে সমাজাঃ পাশ্চাত্যবৈদিকানাং বিশেষতঃ।

২। অদ্যাপিও সামন্তসার যশোধরবংশীয় সমাজদারগণের অধিকারে আছে। নবাবি আমলে করের নির্দ্ধারণ হওয়াতে দশশালা বন্দোবস্ত কালীন কর ধার্য্য হইয়াছে।

বংশে জগন্নাথ মিশ্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রথীতর গোত্র-সম্ভূত নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর কন্যা বিষ্ণুদাসের ভগিনী শচীদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জগন্নাথের ঔরসে শচীর গর্ভে বিশ্বম্ভর এবং বিশ্বরূপ নামা দুই পুত্রের জন্ম হয়। কনিষ্ঠ বিশ্বরূপের নামই গৌরাঙ্গ। চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ কহেন, জগন্নাথ শ্রীহট্ট-নিবাসী ছিলেন, গঙ্গাবাস নিমিত্ত নদীয়াতে বাস করেন। (১) কৃষ্ণদাস কবিরাজের নিবাস কাটোযাব নিকট ঝামটপুরে ছিল। জগন্নাথ এবং বিশ্বরূপের মৃত্যুর পর ১৪৯৫ হইতে ১৫০৫ শকের মধ্যে তিনি চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। চৈতন্যের পিতামহেব নিবাস-ভূমির বিবরণ তিনি শুদ্ধমতে জানিতেন কি না তাহা সন্দেহ। পাশ্চাত্য বৈদিকেরা শ্রীহট্টে বসতি কবিয়াছিলেন না। কৃষ্ণদাসের উক্তি হইতে গৌরাঙ্গের পিতামহের পরিচয় পক্ষে কুল শাস্ত্রীয় প্রমাণ সমধিক মান্য। চন্দ্রদ্বীপ এবং কোটালিপাড়া গ্রামে বিশ্বরূপের পূর্ব্ব-পুরুষেরা বাস করিয়াছিলেন। জগন্নাথ তাহার অন্যতর গ্রাম হইতে গঙ্গাবাসনিমিত্ত নদীয়াতে আসিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস উহার অন্যতর গ্রামকে শ্রীহট্টের অন্তর্গত বিবেচনা কবিযা থাকিবেন। গঙ্গাতীরবাসী লোকদের সংস্কার এই বাঙ্গালেবা সকলেই একস্থানে বসতি করে এবং শ্রীহট্টই বাঙ্গালদের বাসস্থান।

১। শ্রীহট্টনিবাসী উপেন্দ্র মিশ্র নাম।

সপ্তমিশ্র যার পুত্র সপ্ত ঋষীশ্বর।
কংসারি পরমানন্দ পদ্মনাভ সর্ব্বেশ্বর॥
জনার্দ্দন জগন্নাথ ত্রৈলোক্যনাথ।
নদীয়াতে গঙ্গাবাস কৈলা জগন্নাথ॥

চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা ১৩ পরিচ্ছেদ।

উপেন্দ্র মিশ্রের অপর ছয় পুত্রের বংশাজ্ঞাব। চৈতন্যের জ্যেষ্ঠ বিশ্বম্ভর সংসারাশ্রম ত্যাগ ও দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বরূপ ১৪০৭ শকের ফাল্গুন মাসের পূর্ণিমা তিথিতে সন্ধ্যাকালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার জন্মসময়ে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল। (১) অভিনবজাত শিশুর নিমাই নাম রাখা হয় (২)। অন্নপ্রাশনকালে বিশ্বরূপ নামকরণ হইয়াছিল; গৌরাঙ্গ ছিলেন এজন্য গৌরাঙ্গ নামও প্রসিদ্ধ। সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম হইয়াছিল। বিশ্বরূপ বাল্য-কালে অতি দুরন্ত ছিলেন; পঠদ্দশাতে কৃষ্ণপ্রেমের পথিক হন। প্রথমে বল্লভাচার্য্যের লক্ষ্মী নাম্নী কন্যাকে বিবাহ করেন। লক্ষ্মীর মৃত্যুর পর বিষ্ণুপ্রিয়া নাম্না কন্যাকে বিবাহ করেন। এই সময়ে বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান বংশসম্ভূত ব্যক্তিগণ তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠানে রত ছিলেন। বিশ্বরূপ তন্ত্রোক্ত হিংসা এবং মদ্যপান উঠাইবার এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচারের উদ্যোগী হন; অদ্বৈতাচার্য্য এবং নিত্যানন্দ তাঁহার সহকারী হইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ গয়াধামে গমন করিয়া ঈশ্বর পুরীর নিকট দীক্ষিত হন। পরে ১৪৩১ শকে মাতার অজ্ঞাতে

১। চৌদ্দ শত সাত শক মাস ফাল্গুন।
পৌর্ণমাসীর সন্ধ্যাকালে হইল শুভক্ষণ।
সিংহ রাশি সিংহ লগ্ন উচ্চৈঃ গ্রহগণ॥
ষড়্ বর্গ অষ্টবর্গ সর্ব্ব শুভক্ষণ।
অকলঙ্ক গৌরচন্দ্র দিলা দরশন॥
সকলঙ্ক চন্দ্রে আর কিবা প্রয়োজন।
এত বলি রাহু, চন্দ্রে করিলা গ্রহণ॥

চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা:

২। শাকিনী ডাকিনী হইতে, শঙ্কা উপজিল চিতে—
ডরে নাম থুইলা নিমাই॥

কাটোয়াতে যাইয়া কেশব ভারতী নামা জনৈক দণ্ডীর নিকট সন্ন্যাস ধর্ম্মগ্রহণ করিয়া সংসারাশ্রম ত্যাগ করেন।

চৈতন্য কাশী, প্রয়াগ, বৃন্দাবন, উড়িষ্যা এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে গমন করিয়া বহুতর ব্যক্তিকে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন, অনেক বৌদ্ধও বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। চৈতন্যের অনুগ্রহে জনৈক মুসলমান, বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া হরিদাস ঠাকুর নাম প্রাপ্ত হন, এবং অন্যান্য হিন্দু বৈষ্ণবগণের সহিত আহার বিহার করিতেন। রূপ, সনাতন দুই ভ্রাতা গৌড়ের বাদসাহের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন, যবন সংসর্গে তাহারা পতিত ও ম্লেচ্ছধর্ম্মী হন এবং তাঁহাদের দবিরখাস ও সাগর মল্লিক নাম হয়, তাঁহারাও চৈতন্যের প্রসাদে বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, গোস্বামী পদ পাইয়াছিলেন। (১) চৈতন্য বয়োবৃদ্ধি সহকারে প্রেমোন্মত্ত হইয়া শেষবার যখন পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যান, তখন প্রেমোন্মত্ততা নিবন্ধন জলে চন্দ্রের রশ্মি দেখিয়া, কৃষ্ণ, যমুনাতে জলক্রীড়া করিতেছেন এই ভ্রমে জলে ঝাঁপ দেন। পরদিন ধীবরের জালে তাঁহার মৃতদেহ উঠিয়াছিল। যেমন ক্রুশাঘাতে যীশুখৃষ্টের প্রাণবিয়োগ হইলেও তাহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জীবিত দেখিয়াছিল, তদ্রূপ চৈতন্যের শিষ্যগণও ধীবরজালোত্থিত মৃতদেহে চৈতন্যের জীবন থাকা দৃষ্টি করিয়াছিল। বৈষ্ণবদিগের

১। "হরিদাস ঠাকুর আর রূপ সনাতন। জগন্নাথ মন্দিরে না যান তিন জন॥" চৈতন্যচরিতামৃতের এই লিখা এবং চৈতন্যচরিতামৃতোক্ত রূপ এবং সনাতন গোস্বামীর "ম্লেচ্ছ সঙ্গী ম্লেচ্ছ ধর্ম্মী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম। । ব্রাহ্মণ জাতি সঙ্গে আমার সঙ্গম॥" পরিচয়োক্তি দৃষ্টে, অনেকেই অনুমান করেন, রূপ সনাতন যবন অর্থাৎ মুসলমান কুলোৎপন্ন। জীব গোস্বামী-কৃত বৈষ্ণবতোষিণী গ্রন্থে রূপ এবং সনাতনের বংশাবলী লিখিত আছে। তদনুসারে তাঁহারা ভরদ্বাজ-গোত্র সম্ভূত। জীব গোস্বামী, রূপ সনাতনের ভ্রাতা বল্লভের পুত্র। শ্রীকান্ত রায়, রূপ সনাতনের ভগিনীকে বিবাহ করেন। বাদশাহের চাকুরি করাতে যবন সংসর্গে ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবাতে, জগন্নাথ মন্দিরে রূপ সনাতনের যাইবার অধিকার ছিল না।

সংস্কার এই চৈতন্য জগন্নাথের দেহে লীন হইয়াছেন। ১৪৫৬ শকে ৪৮ বৎসর বয়সে চৈতন্যের মানবলীলা সম্বরণ হয়। (১)

চৈতন্যদেব, বৈষ্ণব ধর্ম্মের উন্নতিসাধন করিয়া অদ্যাপি তিনি চিরজীবিতের ন্যায় লোকস্মরণীয় হইয়াছেন। তিনি সংস্কৃতভাষা ও দর্শনাদি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। বাসুদেব সার্ব্বভৌমের নিকট, শ্রীপাদ গোস্বামী রঘুনাথ শিরোমণি, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দন বন্দ্যের সহিত একত্রে বিদ্যা শিক্ষা করেন। চৈতন্যের শিষ্যগণ তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার (২) নিত্যানন্দকে বলরামের, অদ্বৈতকে শিবের অবতার বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। (৩) চৈতন্য বিষ্ণু অবতার ইহা প্রমাণ নিমিত্ত অনন্তসংহিতা, গৌরগণোদ্দেশনামা সংস্কৃত গ্রন্থ তৎসমকালেই লিখিত হইয়াছে। অনন্তসংহিতাতে চৈতন্যের মাতামহ নীলাম্বর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি চৈতন্যের সমসাময়িক ব্যক্তিগণের নামও দৃষ্ট হয়। বৃন্দাবন দাস-

---

১। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পৃথিবীতে অবতরি।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরি॥
চৌদ্দ শত সাত শকে জন্মের প্রমাণ।
চৌদ্দ শত ছাপ্পান্নে হইলা অন্তর্দ্ধান॥

আদিখণ্ড ১৩ পরিচ্ছেদ।

২। শ্রুত্বা তু কলিধর্ম্মাংস্তান্ ব্রহ্মালোকপিতামহঃ।
সর্ব্বলোকহিতার্থায় প্রোবাচ মধুসূদনং॥
ভবিষ্যতি কলৌ কেনোপায়েন ধর্ম্মপালনং।
ভক্তিমার্গস্থিতিঃ কর্ম্মাত্তদ্বদস্ব জগদ্‌গুরো॥

শ্রীভগবানুবাচ।

অবতীর্ণো ভবিষ্যামি কলৌ নিজগণৈঃ সহ।
শচীগর্ভে নবদ্বীপে স্বর্ধুনীপরিবারিতে॥ অনন্তসংহিতা।

৩। নিত্যানন্দো ভক্তরূপো ব্রজে যঃ শ্রীহলায়ুধঃ।
ভক্তাবতার আচার্য্যোঽদ্বৈতো যঃ শ্রীসদাশিবঃ॥ গৌরগণোদ্দেশঃ।

কৃত চৈতন্য ভাগবত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ-কৃত চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি ভাষা গ্রন্থ সকল কিছু পরে প্রস্তুত হইয়াছে।

অদ্বৈত এবং নিত্যানন্দ বংশীয় গোস্বামিগণ এবং অন্যান্য গোস্বামী অধিকারী বৈষ্ণব প্রভৃতি বৈষ্ণবধর্ম্মোপজীবী ব্যক্তিগণের নিকটে চৈতন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া মান্য। বৈষ্ণবেরা যেমন অনন্তসংহিতাদি গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়া চৈতন্যকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন, সেইরূপ অন্যপক্ষীয় ব্যক্তিগণ কহেন, রত্নাকর-তন্ত্রে লিখিত আছে যে, মহাদেব দ্বারা নিহত ত্রিপুরাসুর শিবধর্ম্ম বিনাশের নিমিত্ত আত্মাকে তিন ভাগ করিয়া কলিতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, প্রথমাংশ শচীগর্ভে প্রবেশ করিয়া গৌরাঙ্গরূপে জন্ম-গ্রহণ করে, দ্বিতীয়াংশ নিত্যানন্দ, তৃতীয়াংশ অদ্বৈত রূপ ধারণ করিয়াছিল। (১) অনন্তসংহিতার লেখাও যত দূর প্রামাণিক, তন্ত্র-রত্নাকরের লেখাও সেইরূপ প্রামাণিক। কিছুদিন হইল চৈতন্য অব-তার ও তাহার পূজাদির প্রমাণার্থে কুলার্ণবীয় ঈশানসংহিতা নামে একখানি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে। সম্প্রতি নবদ্বীপনিবাসী স্মার্ত্তবর ব্রজনাথ বিদ্যারত্নও চৈতন্যকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া প্রমাণ করিতে

(১) স এবস্ত্রিপুরোদৈত্যো নিহতঃ শূলপাণিনা।
রুষয়াপরয়াবিষ্ট আত্মানমকরোত্রিধা॥
শিবধর্ম্মবিনাশায় লোকানাং মোহহেতবে।
হিংসার্থং শিবভক্তানামুপায়ানসৃজদ্বহূন্॥
অংশেনাদ্যেন গৌরাখ্যঃ শচীগর্ভে বভূব সঃ।
নিত্যানন্দো দ্বিতীয়েন প্রাদুরাসীন্মহাবলঃ॥
অদ্বৈতাখ্যস্তৃতীয়েন ভাগেন দনুজাধিপঃ।
প্রাপ্তে কলিযুগে ঘোরে বিজহার মহীতলে॥

অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মসম্প্রদায় ১৩১ পৃঃ।

চেষ্টা পাইয়াছিলেন। চৈতন্য দণ্ড গ্রহণ করাতে পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে সামবেদী ভরদ্বাজ গোত্রের লোপ হইয়াছে। (১)

চৈতন্য ঈশ্বরের অবতার হউন আর না হউন সে স্বতন্ত্র কথা, তৎসম্বন্ধে যাঁহার যেরূপ ইচ্ছা তিনি তদ্রূপ বিশ্বাস করুন। চৈতন্যের পবিত্র চরিত্রে কোনরূপ কলঙ্ক রটনা হইয়াছিল না। সম্প্রতি বাউল সম্প্রদায়ের প্রসাদাৎ চৈতন্যের পবিত্র চরিতে কলঙ্কারোপণ হইয়াছে। বিবর্ত্তবিলাস নামে (২) বাউল সম্প্রদায়ের একখানি পুস্তক আছে, তাহাতে চৈতন্যদেব, সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ষাঠী-নাম্নী কন্যার সহিত সর্ব্বদা বিহার করিতেন, লিখা আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদোক্ত "শুনি ষাঠীর মাতা বুকে শিরে ঘাত মারে। ষাঠী কন্যা রাণ্ডী হউক বলে বারবারে।" সার্ব্বভৌমের পত্নীর এই উক্তি, বিবর্ত্তবিলাস-রচয়িতা প্রমাণে উদ্ধৃত করিয়াছেন। যাঁহারা চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যখণ্ডের পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানিতে পারিয়াছেন যে, ষাঠীর স্বামী অমোঘ ভট্টাচার্য্য চৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া মানিতেন না, তাহাতে ধর্ম্মান্ধতা প্রযুক্ত ষাঠীর মাতা ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত বৈরাগীরা যে সকল কদর্য্য ব্যবহার করে তাহার সমর্থন জন্যই বিবর্ত্তবিলাস লিখিত হইয়াছে।

১। চৈতন্যোদণ্ডগ্রহণাৎ সামবেদী ভরদ্বাজোনাস্তি।

২। বিবর্ত্তবিলাস গ্রন্থ, লোচননামা জনৈক বাউলের প্রণীত। ইহা সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। কোন্ যন্ত্রে কাহা কর্ত্তৃক ছাপা হইল তাহা অপ্রকাশ। গ্রন্থখানি পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ, অধ্যায়ের নাম বিলাস। কৃষ্ণ, বৃন্দাবনে ব্রজ গোপিনীর সহিত ক্রীড়া করিয়া সম্পূর্ণ রসাস্বাদন করিতে পারেন নাই, অতএব নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণান্তে পরকীয়া রসাস্বাদন করিয়াছিলেন. এবং বৈষ্ণব ধর্ম্মে পরকীয়া রসাস্বাদন আবশ্যক, ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত গ্রন্থখানি লিখা হইয়াছে। এরূপ কদর্য্য গ্রন্থ প্রচার না হওয়াই উচিত।

শ্যামলবর্ম্ম নৃপতি, যে পঞ্চগোত্রীয় ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন তাহার পর, ১১০২ শকাব্দে, সামগ কৃষ্ণাত্রেয় ও গৌতম এবং যজুর্ব্বেদী ভরদ্বাজ, রথীতর, কাশ্যপ, বাৎস্য এই ষড়্‌গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আসিয়া বৈদিক কুলে মিলিত হন। তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহ নিমিত্ত রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও বৈদিকের মন্ত্রণা করিয়া, তাহাদিগকে বৈদিক পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করেন। এই হইতে পূর্ব্ববাঙ্গালাতে বৈদিক যাগযজ্ঞ এবং বৃষোৎসর্গ অঙ্গীয় হোমাদি বৈদিকেরাই নির্ব্বাহ করিতেন। সম্প্রতি বৈদিকগণের হীনাবস্থা জন্য স্থানে স্থানে বৈদিক পুরোহিতের কর্ম্ম রাঢ়ী বারেন্দ্র পুরোহিতগণ করিয়া থাকেন। ১১০২ শকাব্দ সমকালে রাঢ়ী বারেন্দ্র এবং শ্যামলবর্ম্মানীত বিপ্র-সন্তানেরা বেদজ্ঞানবিমূঢ় হওয়াতেই (১) ১১০২ শকাব্দে আগত ষড়্‌-গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বৈদিক পুরোহিতের পদ পাইয়াছিলেন। এই সুযোগে বৈদিকেরা অনেকানেক প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ গোষ্ঠীর মন্ত্রদাতা গুরু হন।* কৃষ্ণাত্রেয়-গোত্র-সম্ভূত ময়ূরভট্ট শৌনক-গোত্রীয় কন্যা গ্রহণ করিয়া ধানুকাগ্রামে অন্যেরা কোটালিপাড়াতে বসতি করেন। ষষ্ঠ গোত্রীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কেহ কেহ বিদ্যাবলে খ্যাতনামা হইয়াছিলেন। রথীতর গোত্র-সম্ভূত, চৈতন্যের মাতুল বিষ্ণুদাস দ্বিতীয়পক্ষে রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভবা এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া সমাজে অতি নিন্দিত হন। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহিতা রাঢ়ীয় কন্যার গর্ভজাত সন্তানগণের জীবিকানির্ব্বাহার্থ বিষ্ণুদাস আপন ভাগিনেয় গৌরাঙ্গের সহিত পরামর্শ করিয়া এক বাসুদেব-মূর্ত্তি স্থাপন করেন।

১। তত্র কলৌ আয়ুঃপ্রজ্ঞা হ্রাসাচ্ছ্রদ্ধাদানামল্পত্বাৎ
উৎকলপাশ্চাত্যাদিভির্বেদাধ্যয়নমাত্রং ক্রিয়তে।
রাঢ়ীয়বারেন্দ্রৈস্তু অধ্যয়নাদিনা কিয়দেক বেদার্থ-
কর্ম্ম মীমাংসাদ্বারেণ যজ্ঞে ইতিকর্ত্তব্যতা বিচারঃ ক্রিয়তে।

লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রী হলায়ুধ কৃত ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব।

সেই বাসুদেব ইঁহাদের ভরণ পোষণ চালাইতেছেন। বিষ্ণুদাসের নিবাস জেলা ফরিদপুরের মুকডোরা গ্রামে ছিল। মুকডোরা গ্রামে অদ্যাপি বাসুদেব-মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে।

ষড়্‌গোত্রীয় ব্রাহ্মণ আগমনের পর শুনক-গোত্র সম্ভব যশোধর-নামা জনৈক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ বঙ্গদেশে আসিয়া গৌতম-গোত্রীয়া এক কন্যাকে বিবাহ করিয়া কোটালিপাড়াতে বসতি করেন। শুনক-গোত্রীয় যশোধরবংশীয় হরিহরনামা পাত্রে, আখরা সমাজের শাণ্ডিল্যগোত্রীয় স্বস্তিধর কন্যা সমর্পণ করেন। এই বিবাহে চতুর্দ্দশ সমাজের বৈদিকেরা উপস্থিত ছিলেন, সামন্তসারের সমাজদার উপাধি বিশিষ্ট বৈদিক ভিন্ন অন্য সকলে এক হইয়া হরিহরকে গোষ্ঠীপতি পদে অভিষিক্ত করেন। চৈতন্য দণ্ড গ্রহণ করাতে সামদেবী ভরদ্বাজের লোপ হেতু তৎস্থানে হরিহরকে উন্নত করেন। সেই হইতে শুনক-গোত্রীয়গণ কুলীনবৎ মান্য; কিন্তু সমাজদারেরা ঐ মর্য্যাদা স্বীকার করেন নাই। তন্নিবন্ধন অদ্যাপিও শুনক শৌনকে বিবাহ হয় না। শুনক-গোত্রীয়গণ কোটালিপাড়া এবং বিক্রমপুরের অন্তর্গত ধবলছত্র, আমতালি প্রভৃতি স্থানে বসতি করিতেছেন। শুনক-গোত্রীয় যশোধরের আগমনের পর ১৪০৩ শকাব্দে কান্যকুব্জ হইতে, সামগ কাশ্যপ, যজুর্ব্বেদী বশিষ্ঠ, বাৎস্য, কৃষ্ণাত্রেয়, ঘৃতকৌশিক, কৌশিক এই ছয় গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাঙ্গালাদেশে আসিয়া বসতি করেন। তন্মধ্যে সামগ কাশ্যপ সমাজদারগণের এক শাখার গুরু হইয়া সমাজে মান্য হন। এই ষড়্‌গোত্রীয়দের সন্তানেরা ঢাকা, বরিশাল, ফরিদপুর, যশোহর, হুগলি ও কৃষ্ণনগর জেলার স্থানে স্থানে বসতি করিতেছেন। ইহার পর আত্রেয়, সঙ্কর্ষণ, পরাশর, অগ্নিবেশ্য এই ৪ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা আইসেন। অগ্নিবেশ্য-গোত্রীয়গণ নবদ্বীপে আছেন। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রমানাথ তর্কসিদ্ধান্ত অগ্নিবেশ্য গোত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্য বৈদিক কুলে মৌদ্গল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণও দৃষ্ট হয়। অনর্ঘরাঘব নাটককর্ত্তা মুরারিমিশ্র মৌদ্গল্য-গোত্র-সম্ভব এবং পাশ্চাত্য বৈদিক। তিনি পশ্চিম রাঢ়ে বিষ্ণুপুরে বাস করিতেন। মুরারিমিশ্রের সন্তানেরা অদ্যাপি তথায় বসতি করিতেছেন। স্মৃতিতত্ত্বটীকাকৃৎ কাশীরাম বাচস্পতি মুরারিমিশ্রের বংশে জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন। (১) মৃত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ অনর্ঘরাঘবের রচনাকাল সম্বন্ধে বিবেচনা করেন যে, অনর্ঘরাঘবের শ্লোকাদি উদাহরণে প্রাচীন নিবন্ধকার কর্ত্তৃক ধৃত হওয়াতে শকাব্দা একাদশ শত সম্বৎসরের পূর্ব্বে ঐ গ্রন্থ রচনা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হয়, বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ আনা হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরীয় পাশ্চাত্য বৈদিকগণের সহিত বঙ্গীয় পাশ্চাত্য বৈদিক-গণের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। বঙ্গীয় বৈদিকেরা, বৈদিকের গোত্র গণনাতে মৌদ্গল্য গোত্রীয়গণকে ধরেন না। পশ্চিম হইতে যে সকল বৈদিক ব্রাহ্মণ বাঙ্গালাতে আসিয়া বসতি করিয়াছেন, তাঁহারাই পাশ্চাত্য বৈদিক নামে অভিহিত। (২)

১। এতৎ কবিঃ কিল পাশ্চাত্য বৈদিক দ্বিজকুল প্রসূত মুরারিমিশ্রনামা পণ্ডিতবরস্তৎ-কালাপ্রতিমল্ল মল্লাবনীপালভুজবলপালিতাং পশ্চিমরাঢ়দেশপ্রসিদ্ধাং বিষ্ণুপুরাভিধানাং রাজধানীমধ্যুবাস। এতস্যোবায়বায়ে স্মৃতিতত্ত্বটীকাকৃৎকাশীরামবাচস্পতিপ্রভৃতয়ো মহা-মহোপাধ্যায়াঃ সমজায়ন্ত। অদ্যাপি তদানুবংশ্যাঃ সন্তানান্তরেন প্রতিবসন্তি।

প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রকাশিত অনর্ঘরাঘবের ভূমিকা।

সুধার্ণব যন্ত্রে ১৭৮২ শকে মুদ্রিত।

২। সম্বন্ধনির্ণয়ের লিখার ভাবে বোধ হয়, যাহারা পশ্চাদ্বর্ত্তীকালে বঙ্গে আগমন করেন তাঁহাদের পাশ্চাত্যবৈদিক আখ্যা হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তার লিখার ভাবে আরও বোধ হয়, অগ্রে দাক্ষিণাত্য পশ্চাৎ পাশ্চাত্য বৈদিকের আগমন হইয়াছে। সম্বন্ধনির্ণয় ৩৪ পৃঃ।। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈদিকেরা অগ্রে আইসেন। পশ্চিম দেশোদ্ভব ব্যক্তি বুঝাইতে পাশ্চাত্য শব্দ প্রয়োগ হয়।

শ্যামলবর্ম্মানীত পঞ্চ গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা কুলীনবৎ মান্য। তন্মধ্যে ভরদ্বাজ গোত্রের অভাব হওয়াতে শুনক গোত্রীয় ব্যক্তিগণ সেই মর্য্যাদা পাইয়াছেন। ১১০২ শকে আগত ষড়্গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা উত্তম ষড়্গোত্রীয়, অন্যেরা অধম ষড়্গোত্রীয়। পঞ্চগোত্রীয়গণ, পঞ্চগোত্রে এবং উত্তম ষড়্ গোত্রে কন্যাদান করার সম্ভব স্থলে অধম ষড়্ গোত্রে কন্যা দিলে কন্যাবিক্রয়কারীর ন্যায় নিন্দনীয় হন। পঞ্চগোত্রীয় পাত্র উত্তম বংশের কন্যা পাইতে অধমবংশে বিবাহ করিলে কিঞ্চিৎ নিন্দার্হ হন। অধম ষড়্গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা পঞ্চগোত্রে বিবাহ করিলে সম্মানিত হন। ইঁহাদের মধ্যে পণ প্রথা প্রচলন নাই। অনেক স্থলেই কন্যাগত কুল। অন্যপূর্ব্বা অথবা দোষিণী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলে বিবাহকারী সমাজে নিন্দিত এবং কুলমর্য্যাদাতে হীন হন। যাঁহারা কন্যা বিক্রয় করেন, কি যাঁহারা কন্যা ক্রয় করিয়া বিবাহ করেন, তাঁহারা সমাজে অতি নিন্দার্হ হন। নবোঢ়া কন্যার পাকস্পর্শ সভাতে পঞ্চগোত্রীয়গণ মাল্য চন্দন পাইয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে কৌলীন্য নিয়ম অবধারণ না হইলেও প্রকারান্তরে কৌলীন্য ব্যবহার চলিতেছে। সমাজমাত্রেই আভিজাত্য এবং সৎকর্ম্মের পুরস্কার স্বীকার করেন। বৈদিকগণের ঘটক নাই, সমাজদারেরা কুলবিবরণ লিখিয়া রাখেন।

দাক্ষিণাত্য বৈদিক।

মথুরার চোবে এবং গয়ার গয়ালি ব্যতীত আর সকল ব্রাহ্মণেরাই কান্যকুব্জীয় দ্বিজ সন্তান। গয়ালি ব্রাহ্মণেরা ব্রহ্মকল্পিত ব্রাহ্মণ। বরাহ অবতারে বরাহের ঘর্ম্ম হইতে মাথুর ব্রাহ্মণের উৎপত্তি

হয়। (১) কান্যকুব্জ দ্বিজ সন্তানেরা বিন্ধ্যপর্ব্বতের উত্তর এবং দক্ষিণ দিকে বাসনিবন্ধন দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। উত্তরদিকবাসী ব্রাহ্মণেরা সারস্বত, কান্যকুব্জ, গৌড়ীয়, উৎকলীয় এবং মৈথিলীয়, এই ৫ ভাগে বিভক্ত। ইঁহারা পঞ্চ গৌড়ীয় নামে খ্যাত। দক্ষিণদিক্‌বাসিগণ, কর্ণাটী, তৈলঙ্গী, গুজরাটী, মহারাষ্ট্রী ও অন্ধ্রদেশবাসী, এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত। ইঁহারা পঞ্চদ্রাবিড়ী নামে খ্যাত। পঞ্চদ্রাবিড় ব্রাহ্মণের কেহ কেহ বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করাতে দাক্ষিণাত্য বৈদিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণগণ বাল্যকালেই কন্যার বিবাহ নিমিত্ত বাগ্‌দান করিয়া থাকেন, দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে সেই প্রথা প্রচলিত থাকাতে ইঁহারা যে দাক্ষিণাত্য হইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছেন, ইহা প্রমাণীকৃত হয়, কিন্তু কোন সময়ে কি উপলক্ষে আইসেন তাহার নিশ্চয় তত্ত্ব জানা যায় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, উৎকলে বৈদিক ক্রিয়ার লোপ হইলে মহারাষ্ট্রীয়গণ পুনর্ব্বার উৎকল দেশে বৈদিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিমিত্ত দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণগণের মধ্য হইতে কয়েক ব্যক্তিকে উৎকলে আনয়ন করেন; তদ্বংশীয়গণ তথা হইতে বাঙ্গালাতে আসিয়াছেন। যখন দাক্ষিণাত্য নৃপতিগণ উড়িষ্যা অধিকার করেন সেই সময়েও তাঁহাদের সহিত উড়িষ্যাতে দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল ইহাও সম্ভবপর বটে।

১। সর্ব্বে দ্বিজাঃ কান্যকুব্জা মাথুরং মাগধং বিনা।
মাগধো ব্রাহ্মণা পূর্ব্বং কল্পিতো দ্বিজএবচ।
বরাহস্তু তু ধর্ম্মেণ মাথুরোজায়তে তথা॥ ভৃগুসংহিতা।

২। সারস্বতাঃ কান্যকুব্জা গৌড়মৈথিলিকোৎকলাঃ।
পঞ্চগৌড়াঃ সমাখ্যাতাঃ বিন্ধ্যস্যোত্তরবাসিনঃ॥
কর্ণাটাশ্চৈব তৈলঙ্গা গুর্জ্জররাষ্ট্রবাসিনঃ।
অন্ধ্রাশ্চ দ্রবিড়াঃ পঞ্চ বিন্ধ্যদক্ষিণবাসিনঃ॥
স্কন্দপুরাণ।

দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে কাশ্যপ, গৌতম, বাৎস্য, কাত্যায়ন, কৌশিক, ঘৃতকৌশিক, জাতুকর্ণ এবং সাবর্ণ, এই ৮টি গোত্র, সাম এবং যজুঃ এই দুই বেদ আছে। প্রধানতঃ জেলা চব্বিশ পরগণার মেদনমল্ল, হাতিয়াগর, বরিজহাটী, ভাটপাড়া, মুড়াগাছা পরগণা প্রভৃতি স্থানে, বর্দ্ধমানের মধ্যে ভালুকঘর, সরূপনগর প্রভৃতি স্থানে, মুরশিদাবাদের অন্তর্গত স্থানে স্থানে ইঁহাদের বাস। দাক্ষিণাত্য বৈদিক সংখ্যা অধিক নহে, ইঁহাদের মধ্যে কুলীন, বংশজ এবং মৌলিক তিন শ্রেণী আছে। কুলীন বৈদিকগণের কন্যার বিবাহপ্রণালী অতীব নিন্দনীয়। কুলীনের কন্যা জন্মিবামাত্রই অশৌচান্তের পর কন্যার পিতা পাত্রান্বেষণে বাহির হন, কন্যার বয়োজ্যেষ্ঠ (এমন কি, ২।৪ দিনের হইলেই হয়) পাত্র স্থির করিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধানমতে বাগ্‌দান করেন। ইহাতেই দাক্ষিণাত্য বৈদিকগণের মধ্যে গর্ব্ভে গর্ব্ভে সম্বন্ধ হওয়ার কথা প্রচার হইয়াছে।

কুলীনেরা যে বয়সে কন্যাকে বিবাহ নিমিত্ত বাগদান করেন, তাহাতে সর্ব্বদাই বিবাহের পূর্ব্বে বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর অভাব হইয়া থাকে। রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র এবং পাশ্চাত্য বৈদিকগণের মধ্যে অন্যপূর্ব্বা কন্যাগ্রহণ করা যেরূপ নিন্দার কর্ম্ম, দাক্ষিণাত্য বৈদিককুলে তদ্রূপ নহে। বরং অন্যপূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ করাই মৌলিকদিগের প্রশস্ত কর্ম্ম। বশিষ্ঠ সংহিতাতে বাগ্‌দত্তা কন্যার ভাবী স্বামীর মৃত্যু হইলে পুনরায় বিবাহের বিধি আছে, (১) এবং রাঢ়ী, বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিকগণও তদনুসারে অন্যপূর্ব্বা কন্যার বিবাহ

১। অদ্ভির্ব্বাচা চ দত্তায়াং ম্রিয়েতাথ বরো যদি।
নচ মন্ত্রোপনীতা স্যাৎ কুমারী পিতুরেব সা॥
যাবচ্চেদাহৃতা কন্যা মন্ত্রৈর্যদি ন সংস্কৃতা।
অন্যস্মৈ বিধিবদ্দেয়া যথা কন্যা তথৈব সা॥ বশিষ্ঠ সংহিতা।

দিয়া থাকেন। (১) দাক্ষিণাত্য বৈদিক কুলীনেরা কন্যার যে বয়সে বাগ্‌দান করেন, তাহা না করাই উচিত। বাগ্‌দানের পর কন্যা কি পাত্রের মৃত্যু হইলে—উভয়কুলে ত্রিরাত্রি অশৌচগ্রহণ হইয়া থাকে।

বাগ্‌দানের পর কন্যার অভাব হইলে পাত্র কৃতদার বিবেচিত হন, তিনি আর কুলীন-কন্যা বিবাহ করিতে পারেন না, তিনি বংশজ-কন্যা বিবাহ করেন। তন্নিবন্ধন তাঁহার কুলচ্যুতি হয় না। যদি কোন কুলীন তদ্রূপ পাত্রে কন্যা দেন, তাহা হইলে তাঁহার কুলভঙ্গ হইয়া তিনি বংশজ হইয়া থাকেন। বাগ্‌দানের পর যে কন্যার ভাবী স্বামীর অভাব হয় সেই কন্যাকে কুলীনে কি বংশজে বিবাহ করেন না; মৌলিকেরা বিবাহ করেন। ঐ কন্যার কন্যা হইলে তাহাকে বংশজ বিবাহ করিতে পারেন এবং তাহার কন্যা হইলে সেই কন্যা কুলীনে প্রদত্ত হইতে পারে। মৌলিকের কন্যা মৌলিকেরা গ্রহণ করেন। মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের মর্য্যাদার ত্রুটী হয়।

পাশ্চাত্য বৈদিককুলজ সামন্তসারনিবাসী শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ হইতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের প্রতিলিপি।

এই তাম্রশাসনের উপরিভাগে শ্যামলবর্ম্ম রাজার স্বনামাঙ্কিত কাংস্যনির্ম্মিত একটা মোহর আছে। তাম্রশাসনখানি চতুর্দ্দিকে এক হস্ত পরিমিত।

স্বস্তি সমস্ত সুপ্রশস্তালঙ্কৃত সতত বিরাজমানাশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি বর্ম্মবংশকুলকমল প্রকাশভাস্কর সোমবংশ-

(১) রাঢ়ী বারেন্দ্র ও পাশ্চাত্য বৈদিক কুলের ব্যবহার মতে অন্যপূর্ব্বা কন্যা, তৎ[illegible] স্বামী, এবং তাহাদের সন্তানেরা পর্য্যন্ত সমাজে নিন্দনীয়। সম্প্রতি রাঢ়ী শ্রেণীতে [illegible]পূর্ব্বা কন্যা গ্রহণ তত নিন্দার কর্ম্ম বলিয়া গণ্য নহে, বরং বিবাহসম্বন্ধ নির্ণয়ের পর, পাত্র বর্ত্তমানেও অন্য পাত্রে কন্যা সমর্পিত হয়।

প্রদীপ প্রতিপন্ন কার্ণ গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরম সৌরভ মহারাজাধিরাজ বৃষভ শঙ্কর গৌরেশ্বর শ্রীশ্যামলবর্ম্ম দেব পাদাভ্যুদয়িনঃ সমুপাগতা শেষ রাজন্যক রাজ্ঞী-রাণক রাজামাত্য মহাধার্ম্মিক মহাসন্ধিবিগ্রহিক পৌরপতিক দণ্ডপাতক দণ্ডনায়ক বিষয় প্রভৃতীনন্যাংশ্চ রাজোপজীবিনো হধ্যক্ষপ্রবরান্ চট্ট ভট্ট (১) জাতীয়ান্ জনপ ক্ষত্রিয়ান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তমান্ যথার্হমান-য়ন্তঃ সমজ্ঞাপয়ন্ত বিদিতমস্ত ভবতাং। বঙ্গ বিষয় পাঠে বিক্রমপুর-ভুক্তান্তে পূর্ব্বে নাগরকুণ্ডা দক্ষিণে ধীপূর পশ্চিমে লঙ্কাচুয়া উত্তরে কুলকুণ্ঠী ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্না পাঠকত্রয়া ভূমিঃ সজলস্থলা সখিল-নালা সগুবাক নারিকেলাদি নানাবিধ ফলশাকত্‌্যসরা মহাভূপেন ঘটিতা আচন্দ্রার্কক্ষিতিং যাবৎ স্বচ্ছন্দ ভোগেনোপভোক্তুং ঋগ্বে-দীয় ঋগ্বেদান্তর্গতাশ্লায়ন শাখৈকদেশধ্যায়িনে সৌনক গোত্রায় সৌনক সৌনিহোত্র গৃৎসমদপ্রবরায় শ্রীযশোধর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় প্রাসাদোপরি শকুন পতিত প্রপাতিত যজ্ঞবিধৌ ভূমি-চ্ছিদ্র ন্যায়েন ইহ তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ। অর্থ ধর্ম্মার্থ-সংস্থিতা শ্লোকাঃ॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। তাবুভৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তৌ স্বর্গগামিনৌ॥ বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলং॥ ময়া দত্তামিমাং ভূমিং যঃ করোতি চ পালনং। তস্য দাসস্য দাসোহহং ভবেয়ং জন্মজন্মনি॥ স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত বসুন্ধরাং। স বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ত্বা পচ্যতে পিতৃভিঃ সহ॥ ষষ্ঠিবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে

---

(১) পূর্ব্বকালে সুন্দরবন অঞ্চলে চণ্ড-ভণ্ডগণ বসতি করিত। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের আসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকা দেখ। ইহারা দেশ মধ্যে লুঠ পাঠ করিয়া বেড়াইত, অতএব তাম্রশাসনোক্ত চট্ট ভট্ট ও আসিয়াটিক্ সোসাইটীর পত্রিকোক্ত চণ্ড ভণ্ড একই হইতে পারে। লক্ষ্মণসেন এবং কেশবসেনের তাম্রশাসনেও চট্ট ভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ। প্রাক্ষেপ্তা প্রতিহন্তা চ তাবেব নরকং পচেৎ। হাটকস্ত তু গৌরীণাং শস্ত অন্নাস্তকং ফলং। তন্নরকমাপ্নোতি যাবদাহূত সংপ্লবং॥ বাপীকূপতড়াগৈশ্চ অশ্বমেধশতৈরপি। গবাং কোটী প্রদানৈশ্চ ভূমিহর্ত্তা ন শুদ্ধ্যতি॥

দাতাক্ষমী সর্ব্বগুণগ্রহীতা পিতেব শাস্তা নিখিলপ্রজানাং।
ক্ষিতৌ মহেন্দ্রপ্রতিমপ্রতাপ গৌরেশ্বরঃ শ্রীশ্যামলবর্ম্মসংজ্ঞঃ।
তস্মৈ নৃপেন্দ্রায় নৃপোত্তমায় কাশীশ্বর শ্রীজয়চন্দ্রসংজ্ঞঃ।
শ্রীনামধেয়াং প্রিয়মেব কেবলাং দদৌ বিবাহেন সুতাং সুশীলাং
তদা সুশীলাং প্রতিগৃহ্য রাজ্ঞি নিবেশ্য রাষ্ট্রাভিমুখং প্রতস্থে।
অমাত্যবর্গৈঃ সহ ধর্ম্মতৎপরঃ প্রিয়ং চিকীর্ষুঃ প্রিয়য়া প্রিয়ম্বদ॥
ততঃ কদাচিদপি সৌধভাগে প্রপাত গৃধ্রাদতিবিগ্নমানসঃ।
চকারয়ামাস বিধিপ্রকারৈঃ শান্তিং সুবিপ্রৈরনু গৌরসংস্থৈঃ॥
তস্যৈব শাস্ত্যানহি শান্তিরাসীতুপপ্লবা ঘোরতরা বভূবুঃ।
দৃষ্ট্বা তদাতঙ্কিত হৃৎপ্রিয়ায়ামাচক্ষিবান্ সর্ব্বমসহ্য কষ্টঃ॥
সোবাচ রাজ্ঞি পিতৃসন্নিধানাৎ ক্ষিপ্রং দ্বিজং সাগ্নিকমানয় ত্বং
যতো ন শান্তিরভবৎ পুরায়া নিরগ্নিবিপ্রৈঃ কুততঃ প্রশস্তা॥
ততঃ স রাজ্ঞী হিতবীক্ষ্যমাণো গত্বা তয়া তৎ শ্বশুরে নিবেদ্য।
সম্বৎসরং তৎ পিতৃতুষ্টিহেতৌ নিবাসয়ামাস দ্বিজং লিলিপ্সুঃ।
তস্যা ব্রতস্বস্ত্যয়নোৎসবায় বিধিং বিধিজ্ঞং পরিযাজনায়।
আদেশয়ামাস সত্যমভিজ্ঞং সুবিপ্রপূজ্যং শ্রুতিপাঠশীলং॥
বাগীশকল্পং বদতাং বরেণ্যমধীত বেদান্তমশেষকীর্ত্তিং।
রত্নাদিদানৈঃ পরিতোষয়ন্তং যশোধরং সৌনকগোত্রসম্ভবং॥
বারাণস্যাঃ পশ্চিমসন্নিধানে কর্ণাবতী নাম সমাজসংস্থং।
ঋগ্বেদিনং সাঙ্গত্রিবেদবিদ্যামধীতনিঃশেষিত পাণিনীয়ং॥
শাকেন্দু খশূন্যবিধৌ শকাব্দে বৈশাখমাসস্য সিতে দশম্যাং।
প্রহর্ষিতস্তেন নৃপেণ সার্দ্ধং যশোধরঃ কুন্তলদেশমাগতঃ॥

ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ। অতিশয় তপসার্জ্জিতাঃ সাতানেহিনুগ্রহত ইমাঃ কীর্ত্তয়ো ন বিলোপ্যাঃ। ইতি শ্রীসামন্তচূড়ামণিবদননির্গতং তাম্রশাসনং সমাপ্তং॥

নবম অধ্যায়।

কান্যকুব্জ হইতে ব্রাহ্মণেরা ভৃত্য সহিত গৌড়ে আইসেন, ইহা পূর্ব্বেই প্রমাণ করা গিয়াছে। বারেন্দ্রকুল গ্রন্থে ভৃত্যগণের নাম নাই। অন্যান্য প্রমাণে ভৃত্যগণের ভিন্ন ভিন্ন নাম দেখা যায়। কোন প্রমাণে দেখা যায়, কাশ্যপগোত্রীয় দক্ষের সহিত গৌতমগোত্রীয় দশরথ বসু, শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ভট্টনারায়ণের সহিত সৌকালীন গোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, ভরদ্বাজগোত্রীয় শ্রীহর্ষের সহিত কাশ্যপগোত্রীয় বিরাট গুহ, সাবর্ণগোত্রীয় বেদগর্ভের সহিত কালিদাস মিত্র, বাৎস্যগোত্রীয় ছান্দড়ের সহিত মৌদগল্যগোত্রীয় পুরুষোত্তম দত্ত আসিয়াছিলেন (১)। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলগ্রন্থে বিরাট গুহ নাম স্থলে দশরথ গুহ নাম, এবং পুরুষোত্তম দত্তের ভরদ্বাজ গোত্র লিখিত আছে (২)।

সম্প্রতি কান্যকুব্জাগত ভৃত্য সন্তানেরা আপনাদিগকে শূদ্র বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ করেন। তাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় আদিম অসভ্য জাতীয় ব্যক্তিগণই শূদ্র বলিয়া বিখ্যাত, এই সংস্কার নিবন্ধনই তাঁহারা আপনাদিগকে কখন ক্ষত্রিয়, কখন কায়স্থ বলিয়া পরিচয় দেন। এই পুস্তকের ১ম অধ্যায়ে ইহা প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই বর্ণবিভাগ কর্ম্ম দ্বারা হইয়াছে। ভগবান্ মনু কহেন, 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, এই তিন জাতি, দ্বিজাতি,

---

(১) শব্দকল্পদ্রুম কায়স্থ শব্দ। ৩১২।১৩ পৃঃ। (২) শব্দকল্পদ্রুম কুলীন শব্দ। ৮০২ পৃঃ।

চতুর্থ জাতি শূদ্র, পঞ্চম জাতি নাই (১)। এতদ্দ্বারা শূদ্রেরা এদেশের আদিম জাতি বলিয়া বোধ হয় না; হইলেই বা ক্ষতি কি? যাহা হউক দক্ষিণ রাঢ়ীয়, বঙ্গজ ও বারেন্দ্র কায়স্থগণের কুলগ্রন্থে আগত ভৃত্যেরা শূদ্র জাতি ইহা লিখিত আছে (২)। সম্প্রতি কলিকাতা হাইকোর্টে রাজকুমার লাল আপিলাণ্টের মকদ্দমাতে কায়স্থগণের জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাতে কায়স্থগণ শূদ্র শ্রেণীর অন্তর্গত স্থির হইয়াছে (৩)। কান্যকুব্জাগত ভৃত্যগণ শূদ্র ছিলেন, কি কায়স্থ ছিলেন এবং শূদ্র কায়স্থে কি বিভিন্নতা, এবং কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় কি না, এই সমুদয় প্রশ্ন উত্থাপন ও তাহার মীমাংসা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। অতএব সে বিষয়ের পরস্পর বিরোধী প্রমাণের মীমাংসা করা নিষ্প্রয়োজন। কায়স্থগণের কুল বিবরণ সংক্ষেপে লিখিত হইল বলিয়া তাঁহাদের কুলশাস্ত্রে জাতিসম্বন্ধে কি লিখিত আছে, তাহাই মাত্র দেখান হইল (৪)।

---

(১) ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যস্ত্রয়ো বর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ একজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥—মনু ১০ অং ৪ শ্লোক।

(২) কে যূয়ং নাম কিম্বা কথয়ত কৃতিনঃ স্বাগতাঃ কাপি দেশাৎ।
কোলঞ্চাৎ পঞ্চ শূদ্রা বয়মপি নৃপতে কিঙ্করা ভূসুরাণাং॥
শব্দকল্পদ্রুম-ধৃত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা।

তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽমুনা।
তেষাং নির্ণয়মাচক্ষে কুলকৈব বিশেষতঃ॥
রামানন্দ শর্ম্ম ঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থকুলদীপিকা।

যবে আদিশূর রাজা মহাযজ্ঞ কৈলা।
পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গে পঞ্চ শূদ্র আইলা॥
কাশীদাস কৃত বারেন্দ্র কায়স্থগণের ঢাকুরনামা কুলগ্রন্থ।

শব্দকল্পদ্রুম ৭১১ পৃঃ ধৃত অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালা।

(৩) ইণ্ডিয়ান্ ল-রিপোর্ট কলিকাতা সিরিজ, ১০ বালাম, ৬৮৮ পৃঃ।

(৪) কায়স্থেরা ইহা বিবেচনা করিবেন না যে, প্রস্তাবলেখক তাঁহাদিগকে কায়স্থ হইতে নীচপদে শূদ্রশ্রেণীতে আনিতে অভিলাষী। প্রস্তাবলেখক বিবেচনা করেন, শূদ্র এদেশের আদিম অসভ্য জাতি নহেন।

ব্রাহ্মণগণের সহিত আগত ভৃত্য-সন্তানেরাই ঘোষ বসু গুহ মিত্র দত্ত উপাধিধারী গণ্য মান্য কায়স্থ বটেন। বারেন্দ্র কায়স্থকুলে প্রথমোক্ত ৪টী উপাধিবিশিষ্ট কায়স্থ দেখিতে না পাইয়া সম্বন্ধনির্ণয়-কর্ত্তা বারেন্দ্র কায়স্থদিগকে এদেশের আদিম বাসী বলিয়া জ্ঞান করিয়াছেন, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। কায়স্থগণের ৪টী শ্রেণীতেই এদেশীয় আদিম শূদ্র প্রবেশ করিয়াছেন। যখন রাঢ়ী বারেন্দ্র বিভাগ হয়, সেই সময় বিপ্রগণের ভৃত্যসন্তানদিগকে উত্তর রাঢ়ী, দক্ষিণ রাঢ়ী, বঙ্গজ এবং বারেন্দ্র এই চারি শ্রেণীতে বল্লালসেন বিভক্ত করিয়াছিলেন (১)। কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা চলন আছে, এই মর্য্যাদা কোন্ সময়ে কাহা কর্ত্তৃক অবধারিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত ইতিহাস দুষ্প্রাপ্য। সাধারণতঃ সংস্কার এই যে, বল্লাল-সেন কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা স্থাপন করেন। বারেন্দ্র কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য প্রথা প্রচলন থাকিলেও বল্লালী মর্য্যাদা তাহাদের মধ্যে চলন নাই। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলজ্ঞের কহেন, "সৌকালীনগোত্রীয় মকরন্দ ঘোষ, গৌতমগোত্রীয় দশরথ গুহ, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় কালিদাস মিত্র, ইঁহারা আদি কুলীন। এবং

---

(১) অথ বল্লাল ভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরোপণং ॥
আদিশূরানীতবিপ্রান্ শূদ্রাংশ্চৈব তথাগতান্।
এতেষাং সন্ততীঃ সর্ব্বা আনয়ৎ স নিজালয়ে ॥
যত্র যত্র স্থিতা বিপ্রাস্তত্র দেশে নিরোপিতাঃ।
শ্রেণীদ্বয়ন্ত নির্ণীতং রাঢ়ীবারেন্দ্রসংজ্ঞকং ॥
তথৈব দ্বিবিধং প্রোক্তং কুলঞ্চ স দ্বিজোত্তমে
শূদ্রস্তাথ চতস্রশ্চ নৃপেণ শ্রেণয়ঃ কৃতাঃ ॥
উত্তরদক্ষিণরাঢ়ৌ চ বঙ্গবারেন্দ্রকৌ তথা।
ইতি চতস্রঃ সংজ্ঞাঃ স্যুস্তত্তদ্দেশনিবাসনাৎ ॥
শব্দকল্পদ্রুম, ৭২৬ পৃঃ দ্বিতীয় সংস্করণ।

পুরুষোত্তম দত্ত বিনয়হীন হেতু আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক [illegible] (১)। আর দশরথ গুহ সাহচর্য্য [illegible] করাতে তিনি সম্মানিত হইয়া বঙ্গ-দেশে গিয়াছিলেন (২)। এই প্রমাণানুসারে বল্লালসেনের বহু পূর্ব্বে, আদিশূর নৃপতি কর্ত্তৃক কায়স্থদিগের মধ্যে কৌলীন্য মর্য্যাদা সংস্থাপন স্বীকার করিতে হয়। আদিশূর প্রথমেই ভৃত্যগণের কুল বিবেচনা করিবেন, ইহা অসম্ভব (৩)।

কায়স্থ অথবা শূদ্রদিগের মধ্যে সৌকালীন, শাণ্ডিল্য, কাশ্যপ, বাৎস্য, ভরদ্বাজ, সাবর্ণ, বিশ্বামিত্র, গৌতম, মৌদগল্য, আলম্ব্যায়ন, পরাশর, সৌপায়ন, কুশিক, ঘৃতকৌশিক, বৈয়াঘ্রপদ্য, জামদগ্ন্য, আত্রেয়, বাসুকি, অগ্নিবেশ্য, বশিষ্ঠ এবং কৃষ্ণাত্রেয় এই সকল গোত্র দৃষ্টিগোচর হয়। কায়স্থদিগের মধ্যে এক কুলে ২।৩টী এবং ততো-ঽধিক গোত্র দেখিতে পাওয়া যায়। ঘোষকুলে, সৌকালীন, শাণ্ডিল্য বাৎস্য গোত্র, দত্তকুলে, মৌদগল্য, কাশ্যপ, শাণ্ডিল্য, ভরদ্বাজ প্রভৃতি গোত্র বিদ্যমান আছে।

---

(১) অহঙ্ক পুরুষোত্তমঃ কুলভৃদগ্রগণ্য. কৃতা
স্বদত্ত কুলসম্ভবো নিখিলশাস্ত্রবিদ্যোত্তমঃ।
বিলোকিতুমিহাগতো দ্বিজবরৈশ্চ রাজ্যং প্রভো
চকার নৃপতিঃ স তং বিনয়হীনতো নিষ্কুলং॥
পঞ্চকজক্রম ধৃত দক্ষিণরাঢ়ীয় ঘটককারিকা। ৭১০ পৃঃ।

(২) অথ গুহকুলোদ্ভব দশরথাভিধানো মহান্
কুলানুকমধুব্রতো বিবিধপুণ্যপুঞ্জান্বিতঃ।
নিশম্য গুহতাবিতং সকলমধ্যং হাস্যং বাস্তুং
স বঙ্গগমনোদ্যতো বিবিধমানতঃ। যতঃ॥
আদিশূরের নিকটে দত্ত এবং গুহের পরিচয়, কজক্রম। ৭১০ পৃঃ।

(৩) "আগত শূদ্র অথবা কায়স্থেরা কিরূপ ভৃত্য ছিলেন এবং কিরূপে ব্রাহ্মণগণের সহিত আসিয়াছিলেন, তাহার নির্দ্দেশ কুলগ্রন্থে নাই। কোন বিদ্বান্ এবং সহৃদয় লেখক কহেন, "যখন আমরা কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের বিবরণ পাঠ করি, তখন বোধ হয় যেন ঠিক আমরা ইউরোপীয় টেম্পলর খ্যাত বীরপুরুষগণ এবং তাহাদের সঙ্গী স্কোয়ার্ নামক ভৃত্যের বিবরণ পাঠ করিতেছি।"

দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থের বিবরণ।

দশরথ গুহ অহঙ্কার উক্তি করাতে অবমানিত হইয়া বঙ্গে গমন করেন। পুরুষোত্তম গুহ ব্রাহ্মণের ভৃত্য, ইহা স্বীকার না করাতে তিনি নিষ্কুল হন। মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, এবং কালিদাস মিত্র এই তিনজন দক্ষিণ রাঢ়ে আদি কুলীন। মকরন্দ ঘোষের ষষ্ঠ পুরুষে, নিশাপতি ঘোষ, এবং প্রভাকর ঘোষ; দশরথ বসুর পঞ্চম পুরুষে শুক্তি বসু, এবং মুক্তি বসু; কালিদাস মিত্রের অষ্টম পুরুষে ধুঁই-মিত্র এবং গুঁইমিত্র, জন্মগ্রহণ করিয়া অতিশয় খ্যাতাপন্ন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলীন কায়স্থদিগের সমাজ স্থাপনা হয়। নিশাপতির সমাজ বালী, প্রভাকরের সমাজ আকনা, শুক্তির সমাজ বাঘণ্ডা, মুক্তির সমাজ মাইনগর, ধুঁইর সমাজ বড়িশা গুঁইর সমাজ টেকা। এতদ্ব্যতীত দত্ত প্রভৃতির আরও আঠারটী সমাজ আছে। কুলাচার্য্যদিগের মতে বালী প্রভৃতি সমাজ বল্লাল-সেন কর্ত্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল।

দশরথ গুহ বঙ্গদেশে গিয়াছিলেন, তিনি অথবা তাঁহার সন্তানেরা বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে বসতি করিয়া থাকিবেন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কুলে গুহ এবং দত্ত, ইঁহারা উভয়েই নিষ্কুল হইয়াছেন। গৌড় দেশের আদিম নিবাসী সেন, দাস, কর, পালিত, সিংহ, দেব, এই ৬ ছয় ঘরের সহিত কান্যকুব্জাগত দত্ত এবং গুহ মৌলিক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন, ইঁহারা সিদ্ধ মৌলিক। ইহা ভিন্ন হোড় প্রভৃতি বাহাত্তর ঘর, এদেশীয় কায়স্থ অথবা শূদ্র সাধ্য মৌলিক হন (১)। হোড় প্রভৃতি দ্বিসপ্ততি ঘর কায়স্থকে বাহাত্তুরে কায়েত

১। গৌড়েহষ্টৌ কীর্ত্তিমন্তশ্চিরবসতি কৃতা মৌলিকা যে হি সিদ্ধা-
স্তে দত্তাঃ সেনদাসাঃ করগুহসহিতাঃ [illegible]তাঃ সিংহদেবাঃ।
যে বা পাত্রাধিরূঢ়াঃ স্থিতিবিনয়যুতাঃ সপ্ততিস্তে দ্বিপূর্ব্বা
হোড়াদ্যাবীক্ষ্য রাজাচরণগুণযুতা মৌলিকস্তেন সাধ্যাঃ॥

কহে (১)। এই সকল বাহাত্তরে কায়স্থের অবস্থা ভাল ছিল ন এক্ষণ বাহাত্তরে কায়েস্থ মধ্যে কেহ কেহ, আদান প্রদান নিবন্ধন সম্মানিত হইয়াছেন। অতএব দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ শ্রেণীতে তিন ঘর কুলীন, ৮ ঘর সিদ্ধ মৌলিক, ৭২ ঘর সাধ্য মৌলিক। কুলীনের কুল-ভঙ্গ হইলে তাঁহাদের বংশজ আখ্যা হয়।

দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে মুখ্য, কনিষ্ঠ, ছভায়া, মধ্যাংশ, তেওজ, কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র, এই নববিধ কুল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী কুল প্রধান। মুখ্য কুলীনের প্রথম পুত্র পিতৃতুল্য অর্থাৎ মুখ্য কুলীন। দ্বিতীয় পুত্র কনিষ্ঠ নামক কুল বিশিষ্ট, কনিষ্ঠ কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছভায়া নামক কুল বিশিষ্ট, মুখ্য কুলীনের তৃতীয় পুত্র মধ্যাংশ নামক কুল বিশিষ্ট, মুখ্য কুলীনের চতুর্থ পুত্র তেওজ নামক কুলযুক্ত, এবং মুখ্য কুলীনের পঞ্চম হইতে অপর সকল পুত্রেরা দ্বিতীয় পুত্র নামক কুল বিশিষ্ট হন। কনিষ্ঠ দ্বিতীয় পুত্র, ছভায়া দ্বিতীয় পুত্র, তেওজ দ্বিতীয় পুত্র, এই ত্রিবিধ কুল, কনিষ্ঠ ছভায়া এবং তেওজনামা কুল হইতে উৎপন্ন হয়। ছভায়া নামবিশিষ্ট কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম মধ্যশ্রেষ্ঠ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কুলের নাম মধ্যাংশ, ইহারেই অপর মধ্যাংশ এবং বাব ভায়া মধ্যাংশ সংজ্ঞা হয়। মুখ্য কুলীনের দ্বিতীয় তৃতীয় পুত্রের কুলের নাম বাড়ি মুখ্য, চতুর্থ পঞ্চম ষষ্ঠ পুত্রের

(১) বাহাত্তুর ঘর সাধ্য মৌলিক, যথা—

হোড়, ঘর, ধর, ধরণী, নাগ, আইচ, সোম, পৈস্থর, নাম, ভঞ্জ, বিন্দ, গুহ, বল, লোধ, শর্ম্মা, বর্দ্ধা, হুই, ভুই, চন্দ্র, রুদ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু,নাগ, খিল, পিল, গুত, ইন্দ্র, গুপ্ত, পাল, ভদ্র, সোম, অঙ্কুর, বঙ্কুর, নাথ, সাই, হেশ, মনো, গন্ধ, দাহা, রাণা, রাহুত, সানা, লাহা, দানা, গণ, উপমান, কাম, ক্ষোম, ধর, বৈত্তব, বীদ, তেজ, অর্ণব, আশ, শক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, শাল, ক্ষেম, হেম, বর্দ্ধন, রজ, গুই, কীর্ত্তি, বণ, কুণ্ডু, নন্দী, শীল, ধনু, গুণ।

কুলের নাম বাড়ি কনিষ্ঠ, সপ্তম অষ্টম নবম পুত্রের কুলের নাম বাড়ি মধ্যাংশ, দশম একাদশ দ্বাদশ পুত্রের কুলের নাম বাড়ি তেওজ। কনিষ্ঠ নামক কুলীনের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নাম তেওজ, এবং মুখ্য কুলীনের তৃতীয় পুত্রের দ্বিতীয় পুত্রের কুলের নামও তেওজ। মুখ্য কনিষ্ঠ ছভায়া মধ্যশ্রেষ্ঠ মধ্যাংশ এই কুল পঞ্চ হইতে মধ্যাংশ দ্বিতীয় পুত্র নামা কুলের উৎপত্তি হয়।

প্রথমতঃ ষট্‌সমাজে প্রকৃত মুখ্য কুলই ছিল। ক্রমে কুল-বৃদ্ধিক্রমে সহজ কোমল এই সংজ্ঞা হইয়াছে। প্রকৃত মুখ্য কুলে দান গ্রহণ দ্বারা সহজ; কোমল মুখ্য কুলে দানগ্রহণ দ্বারা কোমল সংজ্ঞা হয়। সহজ সহজের সহিত, কোমল কোমলের সহিত কুল করিয়া তদ্ভাবাপন্ন হন। দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদের পুত্র এবং কন্যাগত কুল। কুলীনের পুত্র মৌলিক কন্যা গ্রহণ করিলে তাহার কুলধ্বংস হয়, মুখ্য কুলীনের জ্যেষ্ঠ পুত্রকে কুলরক্ষার্থ প্রথমে কুলীন-কন্যা বিবাহ করা প্রয়োজন। প্রথমে কুলীন-কন্যা গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ মৌলিক-কন্যা গ্রহণ করিতে পারেন। মৌলিকেরা বহু যত্ন করিয়া এইরূপ দ্বিতীয় পাত্রে কন্যা দিয়া থাকেন, ইহাকে আন্তরস কহে। আন্তরসকারী মৌলিকেরা সমাজে বিশেষ মান্য। কুলীনের কন্যাদান এবং কুলীনের কন্যা গ্রহণ করা মৌলিক মাত্রেরই আবশ্যক। এখন মৌলিক মৌলিকে আদান প্রদান একরূপ বন্ধ হইয়াছে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে মৌলিকে মৌলিকে আদান প্রদান তত দোষাবহ ছিল না।

রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণের কুলের ন্যায় দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থদিগের কুলের বহু অংশ এবং সূক্ষ্ম তারতম্য বিদ্যমান আছে। যাঁহারা ঐ সকল অংশ এবং সূক্ষ্ম তারতম্য, আদান প্রদান বিষয়ক কর্ত্তব্য বিষয় গুলি জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা ঘটক গ্রন্থ দেখিবেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা লিখা অপ্রয়োজন। দক্ষিণ রাঢ়ীয় কায়স্থ

কুলীনদের মধ্যে পূর্ব্বে বিপর্য্যায়ে বিবাহ হইত, পরে পুরন্দর বসু সমপর্য্যায়ে বিবাহের নিয়ম করেন। সেই হইতে রগুপীগু কুলের এবং বিপর্য্যায়ে বিবাহকারী কুলীনের কুল-ভঙ্গ হয়।

বঙ্গজ কায়স্থের বিবরণ।

বঙ্গজ কায়স্থ ঘটকেরা, অগ্নিপুরাণীয় জাতিমালোক্ত চিত্রসেন হইতে বঙ্গজ কায়স্থের কুল গণনা করেন। তাঁহারা কহেন, "ব্রহ্মার পাদ হইতে ত্রিবর্ণের সেবক শূদ্র জন্মগ্রহণ করেন। শূদ্রের পুত্রের নাম হীম, হীমের পুত্র প্রদীপ, প্রদীপের পুত্র কায়স্থ। এই কায়স্থ লিপি-কারক ; ইঁহার তিন পুত্র—চিত্রগুপ্ত, চিত্রসেন এবং বিচিত্র। তন্মধ্যে চিত্রসেন পৃথিবীতে থাকেন (১)। চিত্রসেনের পুত্রগণের নাম বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, করণ এবং মৃত্যুঞ্জয়। করণের পুত্র-গণের নাম নাগ, নাথ, দাস। মৃত্যুঞ্জয়ের পুত্রগণের নাম দেব, সেন, পালিত, সিংহ। ইঁহারা সকলেই পদ্ধতিকারক (২) এবং বসু, ঘোষ, গুহ, মিত্র, দত্ত, নাগ, নাথ, দাস, দেব, সেন, পালিত, সিংহ, ইঁহারা শুদ্ধবংশজ এবং প্রসিদ্ধ (৩)। এতদতিরিক্ত মৃত্যুঞ্জয়ের অন্ববায়ে জাত নিত্যানন্দ নামা নৃপতির বংশে সপ্তাশী জন কায়স্থের

(১) শব্দকল্পদ্রুম ৭১১ পৃঃ।

(২) বসু ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তঃ করণ এব চ।
মৃত্যুঞ্জয়শ্চ সপ্তেতে চিত্রসেনসুতা ভুবি॥
করণস্য সুতা জাতা নাগ নাথশ্চ দাসকঃ।
মৃত্যুঞ্জয়তনূদ্ভূতা দেবঃ সেনশ্চ পালিতঃ॥
সিংহশ্চৈব তথা খ্যাতশ্চৈতে পদ্ধতিকারকাঃ॥

(৩) বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসো দেবস্তথা সেনঃ পালিতঃ সিংহ এব চ॥
এতে দ্বাদশ নামানঃ প্রসিদ্ধাঃ শুদ্ধবংশজাঃ॥

জন্ম হইয়াছিল, তাঁহারাও বঙ্গজ কায়স্থকুলে পদ্ধতিকার বলিয়া উক্ত হইয়াছেন (১)।

যদিচ সংস্কৃত বচনে নিত্যানন্দ-বংশীয় ৮৭ জন অথবা ৮৭ ঘর পদ্ধতি কারক বলিয়া উক্ত আছেন, কিন্তু প্রকৃত গণনাতে তাঁহাদের সংখ্যা ৮৫ পঁচাশী মাত্র হয় (২)। নিত্যানন্দ বংশীয় ৮৭ এবং শুদ্ধবংশজ ১২ এই ৯৯ জন বা ৯৯ ঘর কায়স্থ বঙ্গজ কুলজ্ঞেরা গণনা করেন, কিন্তু নিত্যানন্দের বংশীয় ৮৫ জন অথবা ৮৫ ঘর হওয়াতে মোটে ৯৭ জন অথবা ৯৭ ঘর বঙ্গজ কায়স্থ গণনাতে পাওয়া যায়। বারেন্দ্র কায়স্থ কুলজ্ঞেরা কহেন, নিত্যানন্দনামা জনৈক শূদ্র ভূম্যধিকারী গোপকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন, সেই গোপকন্যা প্রভৃতির গর্ভজাত সন্তানদিগকে বল্লালসেন কায়স্থমধ্যে চালাইয়াছেন (৩)।

বঙ্গজ কায়স্থেরা ৪ ভাগে বিভক্ত। ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র, ইঁহারা কুলীন। নাগ, নাথ, দত্ত, ইঁহারা মধ্যল্য। দাস, সেন, কর, পালিত, চন্দ্র, পাল, রাহা, ভদ্র, ধর, নন্দী, দেব, কুণ্ডু, সোম, রক্ষিত,

(১) মৃত্যুঞ্জয়বংশভূতো নিত্যানন্দ নৃপেশ্বরঃ।
তস্যাপি বংশসঞ্জাতাঃ সপ্তাশীতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তেঽপি পদ্ধতিকারাশ্চ মুনিভিঃ কথিতাঃ পুরা॥

বঙ্গজ কায়স্থ ঘটককারিকা।

(২) কর, ভদ্র, ধর, নন্দী, পাল, অঙ্কুর, দাম, স্মার, ধরণী, হোড়, বান, আইচ, সোম, পৈস্থর, শোণ, ভঞ্জ, বিন্দু, গুহ, বল, লোদ, শর্ম্মা, বর্ম্মা, ভূমিক, হুই, রুদ্র, চন্দ্র, রক্ষিত, রাজ, আদিত্য, বিষ্ণু, গুপ্ত, খিল, পিল, চাক্রি, হেশ, বন্ধু, শাক্রি, সুমন, গণ্ডক, রাহা, রাণা, রাহুত, দাহা, দানা, গণ, মান, খাম, অপ, ঘার, ক্ষেম, বৈ, তোষ, বেদ, এন্দ, অর্ণব, অবশক্তি, ভূত, ব্রহ্ম, সংজ্ঞ, ক্ষোম, বর্দ্ধন, হেম, রঙ্গ, ভূক্রি, কীর্ত্তি, যশ, কুণ্ডু, শীল, ধনু, গুণ, দাঁড়ি, মনো, রিতি, চাকি, নন্দন, শ্যাম, আঢ্য, পুক্রি, তেজ, নাদ, রোই, হোম, হাথি, ঢোল, দূত।

শব্দকল্পদ্রুম ৭১১।৭১২ পৃঃ।

(৩) বারেন্দ্রকায়স্থ-বিবরণ-দেখ।

অঙ্কুর, বিষ্ণু, সিংহ, আঢ্য, নন্দন, ইঁহারা মহাপাত্র। মহাপাত্রের মধ্যে নিত্যানন্দ-বংশীয় যে ১৫ জন অথবা ১৫ ঘর তাঁহারা করণ দ্বারা উন্নত হইয়াছেন। তাহা ছাড়া নিত্যানন্দবংশীয় অপর ৭২ জন অথবা ৭২ ঘর অচল নামে খ্যাত (১)।

যেমন আদিশূরের আহূত ব্রাহ্মণেরা ভূশূরের রাজত্বকালে রাঢ়দেশে গিয়া বসতি করেন, সেইরূপ আগত ভৃত্য-সন্তানেরাও ভিন্ন ভিন্ন দেশে বসতি করিয়াছিলেন। দশরথ বসুর পুত্র কৃষ্ণ বসু, পরম বসু। মকরন্দ ঘোষের পুত্র ভবনাথ ঘোষ, সুভাষিত ঘোষ। কালিদাস মিত্রের পুত্র অশ্বপতি মিত্র, শ্রীধর মিত্র। ইঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণ বসু, ভবনাথ ঘোষ, শ্রীধর মিত্র দক্ষিণরাঢ়ে এবং পরম বসু, সুভাষিত ঘোষ, অশ্বপতি মিত্র, দশরথ দত্ত, নারায়ণ দত্ত ইঁহারা বঙ্গদেশে বাস করেন। এবং বসু বংশীয় লক্ষ্মণ ও পুষণ, ঘোষবংশীয় চতুর্ভুজ, মিত্র বংশীয় তারাপতি, গুহবংশীয় দশরথ, দত্তবংশীয় নারায়ণ ইঁহারা বঙ্গজ কায়স্থ বলিয়া খ্যাত হন। (২)

১। কুলীন ইতি সংজ্ঞা স্যান্মধ্যলাশ্চ তথাপরঃ।
মহাপাত্রোঽচলাশ্চেব ইতি সংজ্ঞাচতুষ্টয়ম্॥
বসু র্ঘোষো গুহো মিত্রো দত্তো নাগশ্চ নাথকঃ।
দাসঃ সেনঃ করোদামঃ পালিতশ্চন্দ্রপালকৌ॥
রাহা ভদ্রোধরোনন্দী দেবঃ কুণ্ডশ্চ সোমকঃ।
রক্ষিতাঙ্কুর সিংহাশ্চ বিষ্ণুরাঢ্যশ্চ নন্দনঃ॥
চত্বারোঽগ্র্যাস্ত্রয়োমধ্যা মহাপাত্রাঃ পরে তথা।
সপ্তবিংশতিঃ শূদ্রাণাং বল্লালেন প্রশংসিতা॥

নিত্যানন্দ বংশীয় ৮৭ জন পদ্ধতিকারক, তন্মধ্যে কর প্রভৃতি ১৫ জন মহাপাত্র মধ্যে উন্নত হইয়া গিয়াছেন; অবশিষ্টেরা অচল আখ্যাত; কিন্তু অচল গণনাতে ৭০ ঘর অথবা ৭০ জন হয়। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক নোটে ৮৭ জন পদ্ধতিকারকের নাম দেওয়া গেল।

২। তত্র বঙ্গেষু যৈঃ শূদ্রৈর্নিবাসঃ ক্রিয়তেঽধুনা।
তেষাং নির্ণয়মাচক্ষে কুলজ্ঞৈব বিশেষতঃ॥

পূর্ব্বে বঙ্গজ কুলে মিত্রের কুল ছিল, সম্প্রতি মিত্রের কুল নাই। মহাপাত্র ২০ ঘর মধ্যে শুদ্ধবংশীয় মহাপাত্রগণ নিত্যানন্দ-বংশীয় মহাপাত্র অপেক্ষা মান্য। শুদ্ধবংশীয় মহাপাত্রগণ সিদ্ধ মৌলিক, নিত্যানন্দ-বংশীয় মহাপাত্রগণ সামান্য মৌলিক। অচলের মধ্যে ৮ ঘর কুলার্চ্চনা দ্বারা মহাপাত্র ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, অপর ৬৪ ঘর চৌষট্টি যোগিনী বলিয়া খ্যাত। বঙ্গজ শ্রেণীতেও কুলীনে কুলীনে বিবাহের সময় পর্য্যায়-দৃষ্টি হইয়া থাকে। কুলীনেরা মধ্যল্য ও মহাপাত্রের সহিত আদান প্রদান করিতে পারেন; কিন্তু তাহাতে সম্মানের লাঘব হয়, আর ক্রমাগত এইরূপ আদান প্রদানে কুলের নিন্দা হয়। মধ্যল্য ও মহাপাত্রে পরস্পর আদান প্রদান হইতে পারে, হইয়াও থাকে। অচলের কন্যা গ্রহণ করিলে যদিচ কুলীনের কুল এককালে ধ্বংস হয় না, কিন্তু সমাজে ভারী নিন্দা ও কুলগৌরব খর্ব্ব হয়। বঙ্গজকুলে দত্তকের কুল নাই, সুতরাং কুলীন কর্ত্তৃক গৃহীত দত্তকে কন্যা দিলে কি তাহার কন্যা গ্রহণ করিলে কুলীনের কুলত্রুটী হয়। বাকলা সমাজের কুলীনদিগের মতে ফরিদপুরের নাম ফতেহাবাদ, এবং ঢাকা ও ময়মনসিংহ বাজুদেশ, সেই সেই প্রদেশে বাসকারী কুলীনের কুল নাই। কেবল মালখা নগরের বসু, শ্রীনগরের বসু, ও রাইসবরের গুহ মুস্তফি, ইঁহাদের কুল আছে। বিবাহকালে ইঁহাদের মধ্যে পর্য্যায় দৃষ্টি হইয়া থাকে। বঙ্গজ কায়স্থদের ঘটক আছে, ব্রাহ্মণেরাই ঘটক; যশোহর ও বাকরগঞ্জে ঘটকের নিবাস।

বসুবংশে চ মুখ্যৌ দ্বৌ নাম্না লক্ষ্মণপূষণৌ।
ঘোষেষু চ সমাখ্যাতশ্চতুর্ভুজ মহাকৃতী॥
গুহে দশরথশ্চৈব মিত্রে তারাপতিস্তথা।
দত্তে নারায়ণশ্চৈব এতে চ বঙ্গজাঃ স্মৃতাঃ॥

বারেন্দ্র কায়স্থের বিবরণ।

বারেন্দ্র কুলে দাস, নন্দী, চাকি, নাগ, সিংহ, দত্ত, দেব এই ৭ ঘর কায়স্থ। ইহার মধ্যে দত্ত ব্যতীত আর সকলেই এদেশীয় আদিম কায়স্থ। বারেন্দ্র কুলে দাস নন্দী চাকিই প্রধান; কিন্তু বঙ্গজকুলে দাস, মহাপাত্র আখ্যাত, নন্দীর ও চাকির অচল সংজ্ঞা। দক্ষিণরাঢ়ীয় কুলে, দাস সিদ্ধ মৌলিক, নন্দী বাহাত্তুরে। বারেন্দ্র কায়স্থগণের বল্লালসেন কর্ত্তৃক বারেন্দ্রাখ্যা প্রদত্ত হয়; ইহা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। তবে তাহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য মর্য্যাদা কেন অবধারণ হয় নাই তাহা সম্প্রতি নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার এবং অনুমানে এ বিষম মীমাংসা করিতে প্রবৃত্ত হওয়াও উচিত নহে।

বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থগণের ঢাকুরনামা একখানি গ্রন্থ আছে; তাহাতে বারেন্দ্র কায়স্থ কুলের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখিত হইয়াছে। ঐ গ্রন্থখানি কুরঞ্জনগরনিবাসী কাশীদাস কৃত। কাশীদাস কোন্ সময়ের ব্যক্তি তাহা ঐ গ্রন্থে লিখিত নাই; কিন্তু গ্রন্থমধ্যে যে সকল ব্যক্তির নাম ও ঘটনা লিখিত আছে তদ্দৃষ্টে উহাকে ১২৫ কি ১৫০ বৎসরের অধিক প্রাচীন গ্রন্থ বলা যায় না। উক্ত ঢাকুরে লিখিত আছে বল্লালসেন মৃগয়াতে গমন করিয়া একটী সুন্দরী ডোমজাতীয়া কন্যা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে আনিয়াছিলেন। যদিচ বল্লালসেন তাহাকে বিবাহ করেন নাই, তথাপি তাহাকে ত্যাগও করেন নাই। (১) দ্বিতীয়তঃ

১। এক দিন রাজা গেলা মৃগয়া করিতে।
ঝড় বৃষ্টি দুর্যোগ হইল আচম্বিতে॥
ত্যজিয়া কানন রাজা গেলা লোকালয়।
তথাতে বঞ্চিলা রাত্রি ডোমের আলয়॥
সেই রাত্রে তথায় রহিলা উপবাসি।
মিলিলেক ডোমকন্যা প্রাতঃকালে আসি॥
তাহাকে দেখিলা রাজা বড় রূপবতী।
পদ্মিনী লক্ষণযুতা নবীন যুবতী॥

বল্লালসেন অস্পৃশ্য কৈবর্ত্ত জাতির প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদের জল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়া, কৈবর্ত্তদিগকে আচরণীয় করিয়া লন। (১) তৃতীয়তঃ বল্লালসেন পাল্কীতে ভ্রমণকালে তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেন, ইহাতে যাহাদের জল ব্যবহার করা যায় এমত বেহারার প্রয়োজন হওয়াতে এবং তদর্থে বল্লালসেন শূদ্রজাতীয় কতিপয় ব্যক্তিকে বেহারার কর্ম্মে নিয়োগ করিয়াছিলেন। চতুর্থতঃ নিত্যানন্দ নামে জনৈক শূদ্র ভূম্যধিকারী ছিলেন, তিনি গোপকন্যা প্রভৃতি বিবাহ করিয়াছিলেন। সেই গোপকন্যা প্রভৃতির গর্ব্ভে নিত্যানন্দের বহু সন্তান জন্মে। কালক্রমে উপরের উক্ত আচরণীয় বেহারা ও নিত্যানন্দবংশীয়গণকে বল্লালসেন কায়স্থদলে প্রবেশ করান। তাহাতে ভৃগু নন্দী, রাজদত্ত কৌলীন্য-মর্য্যাদা গ্রহণ না করিয়া ধর্ম্ম ও প্রাণ রক্ষার্থে পলায়ন করিয়া স্থানান্তর গিয়াছিলেন। ইহাতেই বারেন্দ্র কায়স্থকুলে বল্লালী কৌলীন্য-মর্য্যাদা নাই।

ভৃগু নন্দী, মুরারি চাকি ও নরদাসের সহিত পলায়ন করিয়া শিবনাথ ভূম্যধিকারীর পুত্র জটাধরনাগ এবং কর্ক্কটনাগের নিকট উপস্থিত হন। শৈলকোপা গ্রামে কর্ক্কটনাগের এবং শরগ্রামে জটাধরনাগের বসতি ছিল। নাগদ্বয় ভৃগু নন্দী, মুরারি চাকি, এবং নরদাস এই তিনজনের বাস নির্মিত্ত তিনখানি গ্রাম দেন। কাল-

বিবাহ করিব বলি নিয়া আইলা ঘরে।
যেবা শুনে যেবা জানে সবে নিন্দা করে।

ঢাকুর।

উত্তর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরাও এই নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকের বৃত্তান্ত উল্লেখ করিয়া কহেন, উহাই উত্তর বারেন্দ্র বিভাগের কারণ, কিন্তু তাহার প্রতি সন্দেহ করিবার যে সকল কারণ আছে তাহা উত্তর বারেন্দ্র বিবরণে লিখিত হইয়াছে।

১। প্রসিদ্ধ প্রবাদ এই যে, গৌড়নগরস্থিত লক্ষ্মণসেনকে কৈবর্ত্তেরা অতি সত্বরে বিক্রমপুরে লইয়া যায়, তাহাতে বল্লালসেন কৈবর্ত্তকে আচরণীয় করেন। এখনও পূর্ব্ব বাঙ্গালার কোন কোন স্থানে কৈবর্ত্ত আচরণীয় নহে। কৈবর্ত্তের পুরোহিত সর্ব্বত্রই অনাচরণীয়।

ক্রমে সেই তিনখানি গ্রামের যথাসম্ভব ব্যক্তির বাসানুসারে নন্দীগাঁতি, চাকিগাঁতি, দাসগাঁতি নাম খ্যাত হয়। এইরূপে, ভৃগু নন্দী আশ্রয়স্থান প্রাপ্ত হইয়া, মুরারি চাকি, নরদাস এবং নাগদ্বয়ের সহায়তাতে বারেন্দ্র কায়স্থকুলে পঠীবন্ধ করেন। সেই পঠীবন্ধনকালে দাস, নন্দী, চাকি এই তিন ঘর সিদ্ধ; নাগ, সিংহ, দেব, দত্ত এই চারি ঘর সাধ্য বলিয়া গণ্য হন। সিদ্ধেরা শ্রেষ্ঠ, সাধ্যেরা তদপেক্ষা নিকৃষ্ট। ইহার পর সরমা নামে জনৈক নাপিত বারেন্দ্র কায়স্থদলে প্রবেশ করে (১)। তাহাকে আধ ঘর বলিয়া গণ্য করা হইয়াছিল। কালক্রমে সরমার বংশ লোপ হইয়াছে। এবং ধর, কর, গুণ, দাম প্রভৃতি আরও দশ ঘর কায়স্থ বারেন্দ্র কায়স্থদলে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহারা হেজ (নিকৃষ্ট) বলিয়া খ্যাত।

বারেন্দ্র কায়েস্থকুলে দাস অত্রি গোত্রীয়, নন্দী কাশ্যপ গোত্রীয়, চাকি গৌতম গোত্রীয়। নরদাস দাসগাঁতি ত্যাগ করিয়া বাকিগ্রামে বসতি করেন। নরদাসের তিন পুত্র। প্রথম পুত্র বাকিগ্রামে, মধ্যম বোধপুরে, তৃতীয় বগুড়াতে বসতি করেন। এই হইতে বাকিগ্রাম, বোধপুর এবং বগুড়া দাসের সমাজ বলিয়া খ্যাত। নন্দীরা নন্দীগাঁতি ত্যাগ করিয়া পোতাজিয়াগ্রামে বসতি করেন। পোতাজিয়ানিবাসী নন্দীবংশজ রূপরায় স্বগোত্রে বিবাহ করিয়া সমাজে নিন্দনীয় হন, এবং পোতাজিয়া গ্রাম ত্যাগ করিয়া অন্যত্র বসতি করেন। নন্দী-বংশীয় জনৈক বারেন্দ্র কায়স্থ পশ্চিমদেশে বিবাহ করেন। সেই কন্যার

১। সম্বন্ধনির্ণয়-কর্ত্তা কহেন "সরমা নাপিত ছিলেন, দাস নন্দী চাকি সরমা হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে সমাজে চলন করেন, চাকি প্রভৃতি সরমার কন্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।" সম্বন্ধনির্ণয় ১০৫ পৃঃ। ঢাকুরে লিখা আছে নীচ শূদ্র জাতীয় নরসুন্দর সরমা নামে এক ব্যক্তি ভৃগু নন্দীর পরিচর্য্যাতে নিযুক্ত ছিল, সে ভৃগু নন্দীর নিকট মর্য্যাদা প্রার্থনা করাতে তাহাকে আধ ঘর বলিয়া স্থির করেন। বারেন্দ্র কায়স্থকুলে নাপিত ½ আধ ঘর ইহা প্রসিদ্ধ কথা।

পাকস্পর্শকালে কন্যা কহিয়াছিলেন, "কাকর পাতমে দেওঙ্গে গরম পরমান(১)"। ইহাতে পোতাজিয়ার রায় উপাধিধারী নন্দীবংশের এক শাখা কাকর পাতের নন্দী বলিয়া খ্যাত হন। অদ্যাপি এই অবসাদ রহিয়াছে। চাকিবংশীয়গণ চাকিগাঁতি ত্যাগ করিয়া মৌরট গ্রামে বসতি করেন। কুরঞ্চনগর গ্রাম নাগের আদিবসতিস্থান; শরগ্রাম এবং শৈলকোপা নাগের সমাজ। শৈলকোপার নাগেরা প্রসিদ্ধ। ঢাকুরকর্ত্তা কি অভিপ্রায়ে শৈলকোপার নাগদিগকে বিঘতিয়া বোড়া সর্পের সহিত তুলনা করিয়াছেন, (২) তাহা স্পষ্ট বুঝা যায় না। ফলে নাগদিগকে ক্রূর এবং তেজস্বী বলিয়া বর্ণনা করা গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায় বোধ হয়। করতেজা গ্রামে সিংহের বসতি ছিল। কাউনাড়ি এবং বটগ্রাম দত্তের আদিবসতিস্থান। দত্তেরা বিবাহে কন্যা-মূল্য গ্রহণ করাতে সমাজে ঘৃণিত হইয়াছেন। কাণ-সোণা গ্রাম দেবের বসতি-স্থান, চড়িয়া গ্রামের শুকদেব তালুকদার, তারাগুণা গ্রামের গুণাকর এবং আর্য্যবর মণ্ডল, দেবমধ্যে এই তিনজন এবং ইঁহাদের সন্তানেরা মান্য, অন্যান্য দেবগণ নিকৃষ্ট-ভাবাপন্ন। (৩) বর্দ্ধন কুঠির রাজগোষ্ঠী আর্য্যবর মণ্ডলের বংশ-সম্ভব। তাড়াসের জমিদারগণ শুকদেবের বংশজাত।

১। শুন মেরা ধাই হাম পুছে এক বাৎ।
খবরদার হোকে কহ আগু দেওকাৎ॥
হাম নেহি জানে কোমান্ গরমান্।
কাকর পাতমে দেওঙ্গে গরম পরমান্॥—ঢাকুর।

২। নাগমধ্যে রূপরায় আর সব ঢোঁড়া।
শৈলকোপার নাগ যেন বিঘতিয়া বোড়া॥
বিঘতিয়া বোড়ার বিষ নীচ মুখে ধায়।
তাহার তুলনা নাহি বলি শর গাঁয়॥—ঢাকুর।

৩। এই তিন কহিলাম দেবের বিস্তার।
ইহা বহির্ভূত দেব নাহি ব্যবহার॥
তবে যদি কোন দেব পটীমধ্যে হয়।
তাহাকে করিবে সংখ্যা অপদেব প্রায়॥—ঢাকুর।

ভৃগু নন্দী বারেন্দ্র কায়স্থকুলে যে সকল নিয়মাবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা সন্নিয়ম বলিতে হইবেক। তৎকালে বারেন্দ্র কায়স্থ কুলে, কন্যা কি পুত্রগত কুল ছিল না। বিবাহে কন্যামূল্য গ্রহণ করা অতি ঘৃণিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য ছিল, কন্যামূল্য-গ্রহণকারিগণ নিকৃষ্টভাবাপন্ন হইতেন। দান গ্রহণ এই দুই কুলধর্ম্ম ছিল। আদান প্রদানের শ্রেষ্ঠতা, মধ্যমতা এবং অধমভাবানুসারে কুলে শৌর্য্য, সমাবেশ এবং নিন্দা হইত। সাধ্য ৪ ঘর, আদান প্রদানের গুণ এবং দোষানুসারে উত্তম এবং কষ্ট ভাবাপন্ন হন। সিদ্ধ তিন ঘরেও এই ব্যবস্থা অপ্রচলিত নহে। ঢাকুরোক্ত নিম্নলিখিত পয়ার পাঠ করিলে আদানপ্রদান-বিষয়ক ভাব কিছু কিছু জানা যাইতে পারিবে।

সাধ্য চারি ঘর মধ্যে ভাব তারতম।
সিদ্ধ তুল্য নাগ ঘর জানিবা নিয়ম॥
তার পর মধ্যবিৎ সিংহকে জানিবা।
তদপেক্ষা নীচ ঘর দেবকে বুঝিবা॥
দত্তহ দেবের তুল্য জানিবা নিশ্চয়।
এই চারি ঘরে সপ্ত ঘরের নিয়ম॥
সিদ্ধিভাবে উত্তমেতে যাহার করণ।
হস্তিদন্তে স্বর্ণ যৈছে রসানে মার্জ্জন॥
সিদ্ধিতে সিদ্ধিতে তুল্য প্রধান চলন।
জাম্বুনদ হেম যৈছে উজ্জ্বল বরণ॥
সিদ্ধি যদি প্রধান সাধ্য নাগে কার্য্য করে।
গজদন্তে রত্নহার যেমন প্রকারে॥
নিরাবিল প্রধান সিংহে যদি কার্য্য হয়।
তথাপি উত্তম ভাব জানিহ নিশ্চয়॥
চন্দ্রের মালিন্য যেন রহে নিন্দাস্থান।
সেই অনুভাব মাত্র জানিবা বিধান॥
দেবদত্ত ঘরে যদি ক্রমে কার্য্য হয়।
চন্দ্রে যেন মেঘে ঢাকি রাখয়ে নিশ্চয়॥
দৈবে যদি সিদ্ধ ঘরে এক ক্রটী হয়।
তাহার সে দোষ কভু গ্রাহযোগ্য নয়॥
সাধ্য ঘরে হয় যদি মর্য্যাদার হ্রাস।
সাধ্যের প্রধান ক্রটী বড় সর্ব্বনাশ॥
এই ত জানিহ ভাব সুসঙ্গ করণে।
অসুসঙ্গে সর্ব্বনাশ জান সর্ব্বজনে॥

উত্তর রাঢ়ীয় কুল বিবরণ।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থগণ আপনাদিগকে শূদ্র অথবা কান্যকুব্জাগত বিপ্র পঞ্চকের সঙ্গীয় ভৃত্য-সন্তান বলিয়া স্বীকার করেন না। ইঁহারা আপনাদিগকে করণ বলিয়া পরিচয় দেন, এবং দক্ষিণ রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থদিগের ন্যায় উপাধির পূর্ব্বে দাস শব্দ ব্যবহার করেন না। ইঁহাদের মধ্যে বল্লালী কৌলীন্য-মর্য্যাদারও ব্যবহার নাই।

উত্তর রাঢ়ীয়দের মধ্যে যজ্ঞানের সোমেশ্বর ঘোষের বংশ, জেমো-কান্দির অনাদিবর সিংহের বংশ, বহড়ানের হরিহর দাসের বংশ, মিত্রপুরার মিত্রবংশ, দত্তবাড়িয়ার দত্তবংশ অতি প্রাচীন। জনশ্রুতি এই যে, এই পাঁচ বংশের আদিপুরুষ কান্যকুব্জ হইতে আইসেন। উত্তর রাঢ়ীয়কুলে, সৌকালীন গোত্রীয় ঘোষ এক ঘর, বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ এক ঘর, বিশ্বামিত্রগোত্রীয় মিত্র এক ঘর, মৌদগল্যগোত্রীয় দাস এক ঘর, কাশ্যপগোত্রীয় দত্ত এক ঘর এই পাঁচ ঘর কান্যকুব্জাগত করণ সন্তান। ইহা ভিন্ন শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষ এক ঘর, কাশ্যপ-গোত্রীয় দাস এক ঘর, ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহ এক পোয়া ঘর, মৌদগল্যগোত্রীয় কর এক পোয়া ঘর, এই ৪ ঘরে ২৷৷০ ঘর গণনা হইয়া মোট ৯ ঘরে ৭৷৷০ ঘর গণনা হয়। এই ৭৷৷০ ঘরে পরস্পর বিবাহ হইয়া থাকে। সৌকালীনগোত্রীয় ঘোষ ও বাৎস্যগোত্রীয় সিংহ ইঁহারা কুলীন, অপর ৫৷৷০ ঘর মৌলিক। তন্মধ্যে কান্যকুব্জাগত মিত্র, দাস, দত্ত, ইঁহারা সন্মৌলিক, অপরেরা সামান্য মৌলিক। মৌলিকের মধ্যে শাণ্ডিল্যগোত্রীয় ঘোষের কন্যা গ্রহণ করিলে, গ্রহণকারী কুলীনের পুত্রের কুল-ত্রুটী হয়। কাশ্যপগোত্রীয় দাস মৌলিকের কন্যা গ্রহণ করিলে ধনক্ষয়, অর্থাৎ অর্থ দ্বারা অন্যান্য কুলীনের সম্মান করিতে হয়। ভরদ্বাজগোত্রীয় সিংহের কন্যা গ্রহণ করিলে কুলভঙ্গ হয়। মৌদগল্য-গোত্রীয় করের কন্যা গ্রহণ করিলে কুল-গৌরব হ্রাস হয়। তিন পুরুষ পর্য্যন্ত পুত্রের কুলক্রিয়া করিতে না পারিলে কুল-গৌরব হ্রাস হয়,

আবার তিন পুরুষ পর্য্যন্ত উত্তম কার্য্য করিলে কুল-গৌরব বৃদ্ধি হয়। উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থগণের পুত্রগত কুল।

বিবাহে, ইঁহাদের ভোজন-পদ্ধতি আশ্চর্য্যজনক, আসন পাতন ও অন্নাদি পরিবেশন অন্তে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ভোজন-স্থানে উপস্থিত হইয়া আসনে দণ্ডায়মান হন, এবং আহার্য্য বস্তু দৃষ্টি করিয়া থাকেন, এবং অভিরুচি অনুসারে আহার্য্য বস্তুর প্রশংসা অথবা নিন্দা করিয়া চলিয়া যান। ঐ দৃষ্টান্ন উচ্ছিষ্টান্ন বলিয়া গণ্য হয় ও তদ্রূপ ব্যবহার হয়, এবং হাড়ি প্রভৃতি নীচ জাতীয়েরা তাহা গ্রহণ করে। ইহাতেই ভোজনদাতার উদ্দেশ্য সফল হয়। উত্তর রাঢ়ীয়গণ কহেন, পূর্ব্বে তাঁহাদের মধ্যে এই প্রথাই ছিল, সম্প্রতি বিবাহে প্রকৃত ভোজন হইয়া থাকে।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

আদিশূরের এবং বল্লালসেনের জাতি।

এই গ্রন্থের অনেক স্থানেই আদিশূর ও বল্লালসেনের উল্লেখ হইয়াছে, এবং তাঁহাদের রাজ্যকাল নির্ণয় করা গিয়াছে। এই দুই নৃপতি কোন বংশোদ্ভব তাহার এই গ্রন্থে উল্লেখ হয় নাই। বিষয়টী কিছু গুরুতর, আগে অনেকেই এই দুই নরপতিকে বৈদ্যবংশোদ্ভব বলিয়া জানিতেন, এখন আবার অনেকেই ক্ষত্রবংশোৎপন্ন কহেন। অতএব বক্ষ্যমাণ প্রস্তাবে আদিশূর বল্লালসেনের জাতিঘটিত পরস্পর বিরোধী প্রমাণ সকল লিখিত হইল।

যাঁহারা আদিশূর ও বল্লালসেনকে বৈদ্য-বংশোৎপন্ন কহেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রমাণ দর্শান।

১। অথ সকলদিগ্দেশীয়রাজমধ্যে কলিযুগাবতার ইব নিখিলমঙ্গলালয়ঃ শ্রীল শ্রীআদিশূরোনাম রাজা সদ্বৈদ্য-কুলোদ্ভবঃ পরমধার্ম্মিক আসীৎ।

২। ততো বহুতিথে কালে গৌড়ে বৈদ্যকুলোদ্বহঃ।
বল্লালসেননৃপতিরজায়ত গুণোত্তরঃ॥

৩। শ্রীমদ্বল্লালসেনঃ প্রকৃতিসুচতুরঃ পুণ্যবানেকধাতা।
সবিদ্যো বৈদ্যবংশোদ্ভবঃ।

৪। অম্বষ্ঠকুলসম্ভূত আদিশূরো নৃপেশ্বরঃ।
রাঢ়গৌড়বরেন্দ্রাশ্চ বঙ্গদেশস্তথৈবচ॥
এতেষাং নৃপতিশ্চৈব।

৫। অম্বষ্ঠানাং কুলেহসৌ প্রথমনরপতিঃ শৌর্য্যবীর্য্যাদিযুক্তস্তস্মান্নাম্নাদিশূরোবিমলমতিরিতি খ্যাতিযুক্তোবভূব।

১। ২। ৩ বারেন্দ্র কুলপঞ্জী।

৪। শব্দকল্পদ্রুম ধৃত দেবীবর। ৫। অম্বষ্ঠ সম্বাদিকা।

৬। পুরা বৈদ্যকুলোদ্ভূতবল্লালেন মহীভুজা।
ব্যবস্থাপিচ কৌলীন্যং হৃহি সেনাদি বংশজে।

৭। অথ বল্লালভূপশ্চ অম্বষ্ঠকুলনন্দনঃ।
কুরুতেতি প্রযত্নেন কুলশাস্ত্রনিরূপণং॥

৮। আদিশূরাৎ কুলে জাতা পুরুষাৎ সপ্তমাৎ পরং।
কন্যকা সুন্দরী সাধ্বী নাম্না ভাগ্যবতী শুভা॥
স্বপ্নে সা দদৃশে চৈনং পুরুষং কামরূপিণং।
কিরীটিনং নীলবাসং লোহিতাঙ্গং দ্বিজোত্তমং॥
তং দৃষ্ট্বা কন্যকা ভীত্যা কম্পিতৈবমুবাচ হ।
কস্ত্বং ভো দেব পুরুষ কস্মাদত্রাগমো বদ॥
তচ্ছ্রুত্বা ব্রহ্মপুত্রোপি তামুবাচ সতীম্প্রতি।
হে রাজকন্যে সুভগে ব্রহ্মপুত্রোহহমাগতঃ॥
নিমিত্তং শৃণু চার্ব্বঙ্গি যস্মাদহমিহাগতঃ।
বরার্থিনী ত্বং কল্যাণি বরত্বেন গৃহাণ মাং॥

* * *

আস্তে মৎসন্নিধৌ কন্যে রামপালেতি বিশ্রুতা।
নগরী পালিতা পূর্ব্বে আদিশূরস্য ভূপতেঃ॥
তত্রাসীদ্রামনামৈকো বৈদ্যরাজো মহাধনী।
তৎপালিতা সা নগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা॥
তদন্বয়াৎ সমুদ্ভূতো বেদানামাপি তাদৃশঃ।
মদ্বংশজো মহাভাগস্তব ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥
ব্রহ্মপুত্রোপি তাং পৃষ্ট্বা প্রাহ গুপ্তঃ সুতোময়া।
গৃহাণ তে সুতং সাধ্বি গচ্ছ তূর্ণং নিজালয়ং॥

* * *

মাতা পিতা বিহীনা সা স্বপ্নে লব্ধা বরং শুভং।
সখীং বিজ্ঞাপয়ামাস যদ্বচো ব্রাহ্মণোঽবদৎ।

৬। কবিকণ্ঠহার প্রণীত বৈদ্য কুলজি।

৭। রামানন্দ শর্ম্মঘটক কৃত বঙ্গজ কায়স্থ কুলদীপিকা।

বেদোপি তদ্বচঃ শ্রুত্বা তাঞ্চ কন্যামুদূঢ়বান্।
কালে তদ্গার্ভতোজাতো বল্লালসেন ভূপতিঃ। (৮)

৯। অশোক দৌহিত্র জান আদি নৃপতির।
তাঁহার তনয় হন শূরসেন বীর॥
যাঁহার ঔরসে জন্মে বীরসেন রায়।
তাঁহার পুত্র ভূপ সামন্তনাম তায়॥
সামন্তের হেমন্ত নামে তুল্য নন্দন।
বিধ্বক তাত বলি যারে করে বন্দন॥
কলিতে ক্ষেত্রজ পুত্র নাহি ব্যবহার।
কিন্তু বৈদ্যবংশে এক পাই সমাচার॥
আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা।
বিধ্বক সেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা॥

যাঁহারা আদিশূরকে ক্ষত্রিয় কহেন তাঁহারা নিম্নলিখিত প্রমাণ প্রদর্শন করেন।

১। শুদ্ধ শ্রীচন্দ্রবংশে কবিশূরতনয়ো মাধবো মাধবেন।
তস্য শ্রীলাদিশূরঃ ক্ষিতিতলবিজয়ী ইত্যাদি।

২। আদিশূরের উক্তি।
অহং ক্ষত্রকুলে জাতো ন কুর্য্যাম্ব্রতযজ্ঞকং।

যাঁহারা বল্লালসেনকে ক্ষত্রিয় কহেন তাঁহারা তাম্রশাসনাদির উল্লেখ করেন।

৮। লঘুভারত ২খণ্ড ১২৭।১২৮ পৃষ্ঠা। গ্রন্থকর্ত্তা আমাকে জানাইয়াছেন, বারেন্দ্রকুলপঞ্জিকার বচন তিনি আপন গ্রন্থে উঠাইয়া দিয়াছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে বল্লালসেন ব্রহ্মপুত্রের পুত্র বলিয়া যে প্রবাদ আছে তাহা লক্ষ্য করিয়া বচন সকল লিখিত হইয়া থাকিবে। এই প্রমাণ এবং ৯ সংখ্যক প্রমাণ দৃষ্টে বল্লালসেনকে ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া জানা যায়।

৯। রাজনগর নিবাসী রাজা রাজবল্লভের অনুজ্ঞাতে প্রস্তুত বৈদ্যকুলজি।

১। ১৮৫৭।১৩ মার্চ্চ দিবসীয় ৩৭ সংখ্যক এডুকেশন গেজেট নামক সাপ্তাহিক পত্র ধৃত কুলপঞ্জিকা বচন।

২। বংশীবদন বিদ্যারত্ন ঘটক প্রদত্ত বচন। ৫২ পৃং দেখ।

ক ১। প্রস্তর ফলক প্রশস্তি। তাহাতে লিখিত আছে যে, চন্দ্রবংশের বর্ণনা করিয়া পরাশর-পুত্র ব্যাসদেব সকলকে মোহিত করিয়াছেন, সেই চন্দ্রবংশে বীরসেন প্রভৃতির জন্ম হয়। সেই সেনবংশে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়ের শিরোমালা স্বরূপ সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সামন্তের পুত্র হেমন্তসেন, তৎপুত্র বিজয়সেন।

ক ২। লক্ষ্মণসেনের দুইখানি তাম্রশাসন।

ইহাতে লিখিত আছে ওষধিনাথ (চন্দ্র) বংশে হেমন্তসেনের জন্ম হয়, হেমন্তের পুত্র বিজয়সেন। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন।

ক ৩। কেশবসেনের তাম্রশাসন।

ইহাতে লিখিত আছে চন্দ্রবংশে, মহাদেব চন্দ্রশেখর বিজয়সেন আখ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন, বিজয়ের পুত্র বল্লালসেন, বল্লালের পুত্র লক্ষ্মণসেন, লক্ষ্মণের পুত্র কেশবসেন।

কুলশাস্ত্রের কোন প্রমাণে আদিশূর, এবং তাম্রশাসনাদির প্রমাণে সেনবংশীয় নৃপতিগণ, চন্দ্রবংশীয় বলিয়া লিখিত হওয়াতে তাঁহাদের জন্ম সম্বন্ধে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় সম্বন্ধ থাকা স্বীকার করিতে হয়। অম্বষ্ঠ জাতির জন্ম সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় সংস্রব নাই। ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে অম্বষ্ঠের জন্ম হয়। (ক) অতএব শূর এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণ অম্বষ্ঠ নহেন ইহা বুঝা যায়। দেবীবর ঘটক, কবিকণ্ঠহার ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণগণের ঘটকগণ, প্রস্তরফলকলিপি এবং তাম্রশাসন-লিপি দেখিতে না পাইয়া থাকিলেও ৪০০ বৎসর

ক ১। বিজয়সেন-নির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর শিবের মন্দির-ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তর ফলক লিপি। এই পরিশিষ্টে সম্পূর্ণ ৩৬টা শ্লোকই লিখিত হইল। ৩।৪ ৫।১০।১৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

ক২ এবং ক৩। এই পরিশিষ্টের শেষে ত্রয় শাসনের প্রতিলিপি দেওয়া হইল।

ক। ব্রাহ্মণাদ্বৈশ্যকন্যায়াং অম্বষ্ঠো নাম জায়তে। মনু ১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক। স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে, মহর্ষি গালব তীর্থভ্রমণে নির্গত হন, অত্যন্ত পিপাসাতুর হইয়া বীরভদ্রানাম্নী বৈশ্যকন্যার নিকট হইতে জলযাচ্ঞা করিয়া পান ও পিপাসা নিবৃত্তি করেন। মহর্ষি গালবের বরপ্রভাবে অনূঢ়া বীরভদ্রার পুত্র জন্মে, তাহার নাম অমৃতাচার্য্য; অম্বা কুলে বাস করাতে তাহার অম্বষ্ঠ নাম হয়। তেষাং মুখ্যোঽমৃতাচার্য্যস্তস্থাবম্বাকুলে হি তৎ। অম্বষ্ঠ ইত্যসাবুক্তঃ। ভরত মল্লিক কৃত বৈদ্যকুলতত্ত্ব।

পূর্ব্বে (১) আদিশূর ও বল্লালসেনের বংশ ও জাতি সম্বন্ধে তাঁহারা যে কিছু জ্ঞাত ছিলেন ইহা অসম্ভব নহে, অথচ তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলক লিপি সেনবংশীয় রাজাদের সমসাময়িক। বাস্তবিক ধরিতে গেলে কুলশাস্ত্রোক্তকারিকা ও তাম্রশাসন পরস্পর বিরোধী নহে।

প্রস্তরফলকাঙ্কিত প্রশস্তি ও তাম্রশাসন লিপিতে সেনবংশীয় রাজগণ চন্দ্রবংশীয় ইহা অতি স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে। আদিশূর এবং বল্লালসেনের বহুপরে প্রণীত কুলশাস্ত্রে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতে সমসাময়িক তাম্রশাসন ও প্রস্তরফলক লিপি সমধিক মান্য হইলেও শূর এবং সেনবংশীয় নৃপতিগণকে প্রকৃত ক্ষত্রিয় বলা যাইতে পারে না। অত্যুক্তিপ্রিয় উমাপতিধর, প্রত্যুম্নেশ্বরের মন্দির-ভিত্তিতে সংযোজিত প্রস্তরফলকাঙ্কিত শ্লোকগুলি রচনা করেন। তাহাতে তিনি সামন্তসেনকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়কুলের শিরোদাম বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। অথচ পৌরাণিক প্রমাণে দেখা যায় চন্দ্রবংশীয় ক্ষেমক রাজার অভাব হইলেই চন্দ্রবংশে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশের অভাব হয়। (২) তাহার পর মহানন্দি রাজার সময় পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় বংশ ছিল। মহানন্দির শূদ্রা স্ত্রীতে জাত মহাপদ্মনন্দনামা পুত্র ক্ষত্রিয়নাশ করেন। (৩) এই সকল কারণেই বাচস্পতি

১। দেবীবর চৈতন্যের সময়ের লোক। দ্রষ্টব্য ২০৬।২০৯ পৃঃ।
বৈদ্যেরা কহেন কবিকণ্ঠহার, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য রঘুনন্দনের সময়ের লোক।

২। ব্রহ্ম ক্ষত্রস্য যো যোনির্ব্বংশো দেবর্ষিসৎকৃতঃ।
ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং প্রাপ্স্যতে কলৌ॥
বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়।
ভাগবত ৯ স্কন্ধ ২২ অধ্যায়।

ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় শব্দের; A garland for the noblest race of the Kshatriya kings, অর্থাৎ "অত্যুচ্চ ক্ষত্রিয় বংশ" অর্থ করেন। See "On the Sen Rajas of Bengal" Journal of the Asiatic Society No III 1865. বাস্তবিক যে ক্ষত্রিয় কুল হইতে ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের জন্ম হয় তাহাকে ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ কহে। বিষ্ণুপুরাণ ৪ অংশ ২১ অধ্যায়ে শ্রীধর স্বামীর টীকা। কুরুকুল ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বংশ।

৩। মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবোঽতিলুব্ধো মহাপদ্মো
নন্দঃ পরশুরাম ইবাপরোঽখিল ক্ষত্রান্তকারী ভবিতা॥
ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।—বিষ্ণুপুরাণ, ৪ অংশ ২৪ অধ্যায়।

মিশ্র ও রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য এই দুই স্মার্ত্তবর মহানন্দি রাজার পরে প্রকৃত ক্ষত্রিয়ের অভাব কহিয়াছেন। ভাগবতের টীকাকর্ত্তা শ্রীধর স্বামী ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের ভাবী রাজবংশের বর্ণনাতে বর্ণসঙ্কর রাজগণের রাজ্যারম্ভ কহিয়াছেন। বল্লালসেন নিজকৃত দানসাগর গ্রন্থে সেনবংশকে ক্ষত্রকুলোৎপন্ন কহেন নাই, "ক্ষত্র চারিত্রচর্য্যা" এই বিশেষণে বর্ণন করিয়াছেন। (১) চর্য্যা শব্দের অর্থ ঈর্য্যাপথস্থিতি এবং নিয়মাপরিত্যাগ। (২) অতএব বল্লালসেনের বর্ণন দৃষ্টেই সেনবংশ নৃপতিগণকে ক্ষত্রিয় বলিয়া বোধ হয় না। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনেও লক্ষ্মণসেনকে ক্ষত্রিয় বলা হয় নাই, তাঁহার বিশেষণে রাজন্য-ধর্ম্মাশ্রয় (৩) শব্দ ব্যবহার হইয়াছে।

সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্যও নহেন, ক্ষত্রিয়ও নহেন, অম্বষ্ঠও নহেন, তবে তাঁহারা কোন্ জাতি এই প্রশ্ন উপস্থিত হয়। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে তাঁহাদের জন্ম সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় সংস্রব থাকাতে তাঁহাদিগকে অম্বষ্ঠ কি বৈদ্য বলা কঠিন হয়। অথচ পৌরাণিক প্রমাণ এবং দানসাগরের ও লক্ষ্মণসেনের তাম্র-শাসনের বিশেষণ দৃষ্টে ক্ষত্রিয়ও বলা যায় না। ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভজাত সন্তান মূর্দ্ধাবসিক্ত, ব্রাহ্মণের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান অম্বষ্ঠ; ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বৈশ্যার গর্ভে জাত সন্তান মাহিষ্য; এই তিন বর্ণ সঙ্কর, এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এই তিন বর্ণ সমুদয়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, মূর্দ্ধাবসিক্ত, অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য এই ছয় জাতি দ্বিজধর্ম্মাবলম্বী; (৪) অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য ইহারা উভয়েই মাতৃধর্ম্ম পালক। (৫) উভয়ের আচারগত কোন

১। দানসাগরের বচন এই পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

২। শব্দকল্পদ্রুম ১১৫৩ পৃ চর্য্যাশব্দ। বল্লালসেন প্রকৃত ক্ষত্রিয় নহেন অথচ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মাচরণ নিবন্ধন ক্ষত্র চরিত্রের অনাপদে অবস্থান করিতেন।

৩। লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের ৮ শ্লোক। রাজন্য শব্দে ক্ষত্রিয় বুঝায়, আশ্রয় শব্দে আধার, এবং রাজার সন্ধ্যাদি ষড়্গুণান্তর্গত গুণ বিশেষ বোধ। শব্দকল্পদ্রুম ২৭৬ পৃ° আশ্রয় শব্দ।

৪। সজাতিজানন্তরজাঃ ষট্ সুতা দ্বিজধর্ম্মিণঃ।
শূদ্রাণাঞ্চ সধর্ম্মাণঃ সর্ব্বেঽপধ্বংসজাঃ স্মৃতাঃ।
মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায় ৪১ শ্লোক।

৫। স্ত্রীষ্বনন্তরজাতাসু দ্বিজৈরুৎপাদিতান্ সুতান্।
সদৃশানেব তানাহুর্মাতৃদোষবিগর্হিতান্। ঐ ৬ শ্লোক

প্রভেদ নাই। যখন মাহিষ্যজাতি মহাবল পরাক্রান্ত হইয়া স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন, তখন ইঁহারা অশ্বপতি গজপতি নরপতি ছত্রপতি এই ৪ শাখাতে বিভক্ত হন এবং পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া আপনাদিগকে চন্দ্রবংশজাত বলিয়া পরিচয় দেন। ইহাতেই সেনবংশের সভাপণ্ডিতেরা তাম্রশাসনাদিতে সেনবংশকে চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অথচ স্পষ্টাক্ষরে ক্ষত্রিয় বলিতে সাহসী হন নাই। মাহিষ্য জাতীয় গজপতি বংশোদ্ভব গাঙ্গবংশীয় চুরঙ্গ দেব কর্ণাট হইতে আসিয়া, ১০৫৪ শকাব্দে উড়িষ্যা অধিকার করেন, তাঁহার বংশীয় অনঙ্গভীম রাজা যিনি জগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মাণ করেন (১), তিনি আপনাকে "ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু" বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। প্রবল বংশাভিমানী বর্ত্তমান খুর্দারাজ-ব্যবহৃত মুদ্রাদি পূর্ব্বে অনঙ্গভীম কর্ত্তৃক সৃষ্ট হয়; তাহাতে লিখা আছে "বীরশ্রীগজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎপল বর্য্যেশ্বরাধিরাই ভূত ভৈরব সাধু শাসনোৎকরণ, রাবতরাই অতুলবলপরাক্রম সংগ্রাম সহস্রবাহু ক্ষত্রিয়কুলধর্ম্মকেতু।" লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ মাহিষ্য জাতিকেও বৈদ্য কহেন। এবং সেনবংশের আদি ব্যক্তি বীরসেনকে মাহিষ্য বলিয়াছেন। (২)

পুত্রা যেহনন্তরস্ত্রীজাঃ ক্রমেণোক্তা দ্বিজন্মনাং।
তাননন্তরনাম্নস্তু মাতৃদোষাৎ প্রচক্ষ্যতে ॥—মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায় ১৪ শ্লোক।

১। "শকাব্দে রন্ধ্রশুভ্রাংশুরূপ নক্ষত্র নায়কে। প্রাসাদং কারয়ামাসানঙ্গভীমেন ধীমতা" ॥ বিবিধার্থসংগ্রহে এই কবিতাটী প্রকাশিত হইয়াছে। প্রস্তাব-লেখক লিখিয়াছেন ১১১৯ শকে অনঙ্গভীম মন্দির প্রস্তুত করেন। এবং মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্ত্তির পশ্চাতে খোদিত শ্লোকে শক নির্ণীত আছে। বিবিধার্থসংগ্রহ ৩ খণ্ড ৫৮ পৃঃ। অনঙ্গভীম ১২৩০ সম্বৎসরে (১০৯৫ শকাব্দে) রাজা হন। অতএব ১১১৯ শকাব্দে মন্দির নিম্মাণ করা সম্ভবপর, কিন্তু শ্লোকে যে মান বাচক শব্দ আছে তাহাতে ১৬১৯ বুঝায়। রূপশব্দ ছয় বাচক, এক বাচক নহে। দ্রষ্টব্য শব্দকল্পদ্রুম, ৫০৫ এবং ৫১০১ পৃষ্ঠা। বোধ হয় রূপ শব্দ স্থলে একবাচক অন্য কোন শব্দ থাকিতে পারে। অথবা একার্থে রূপশব্দ ব্যবহার হইয়াছে। ১৬০৯ শকাব্দে অনঙ্গভীমের রাজ্য ছিল না।

২। আসীদশ্বপতের্ব্বংশে চন্দ্রকেতু মহীপতিঃ,
প্রাচীন বৈদ্যবংশানাং বিখ্যাতঃ পূর্ব্বপুরুষঃ ॥ ল, ভা; ২খ ১০৭ পৃঃ।
তদ্বংশাশ্চন্দ্রবংশীয়া বৈদ্যা মাহিষ্যজাতয়ঃ।
তদ্বংশো বীরসেনশ্চ দাক্ষিণাত্যমহীপতিঃ ॥

বল্লালসেনের পিতা বিজয়সেন দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড় অধিকার করেন। (১) ক্রমে সেনবংশীয় মাহিষ্য নৃপতিগণ অম্বষ্ঠের সহিত মিলিত হন। অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্যেরা মাতৃধর্ম্মাবলম্বী হেতু, মাহিষ্য নৃপতিগণের অম্বষ্ঠ দলে প্রবেশ করা কঠিন কর্ম্ম ছিল না। কিন্তু অম্বষ্ঠ হইতে মাহিষ্য অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট বর্ণসঙ্কর হেতু, বল্লালসেন নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া সমাজে পরিচিত ছিলেন। অদ্যাপিও কোন কোন বংশীয় লোক আপনাদিগকে বল্লালসেনের বংশজাত বৈদ্য বলিয়া পরিচয় দেন ; কিন্তু তাঁহারা নিকৃষ্ট বৈদ্য বলিয়া গণ্য। বৈদ্যকুলে সেনবংশীয় বল্লালসেনের বংশধর বিদ্যমান থাকাতে অম্বষ্ঠ এবং মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে এই কথা দৃঢ়তর হইয়া উঠে। মূদ্ধাবসিক্ত, ক্ষত্রিয়, মাহিষ্য ইহারা পরস্পর মিলিত হইবার বহুল প্রমাণ বিদ্যমান রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশে অম্বষ্ঠ ও মাহিষ্য পরস্পর মিলিত হইয়াছে ইহা অসম্ভব নহে। কিছুদিন হইল কান্যকুব্জ দেশীয় সংগ্রাম নামা জনৈক বাদসাহের কর্ম্মচারী বাঙ্গালার বৈদ্য-কুলে বিবাহ করাতে তাঁহার সন্তানেরা হাম বৈদ্য নামে খ্যাত হইয়াছেন। চন্দনা নদীতীরে হাম বৈদ্যের নিবাস। (২) অতএব যে সকল ঘটক স্ব স্ব প্রণীত কুলগ্রন্থে শূর এবং সেন বংশীয়দিগকে বৈদ্য বলিয়াছেন, তাহা মাহিষ্য বৈদ্য বলিয়া বোধ করিতে হইবে এবং তাম্রশাসনাদিতে যাহারা চন্দ্রবংশীয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাঁহারা মাহিষ্যের পিতৃপক্ষ স্মরণ করিয়া চন্দ্রবংশ লিখিয়াছেন, অনুমান করা যাইতে পারে।

রাজসাহীর প্রস্তরফলক।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত গোদাগাড়ি থানার অধীন দেবপাড়া গ্রামের সন্নিকটে বারিন্ প্রকাশ্য বারিন্দা নামক স্থানে, রাজসাহী জেলার ভূতপূর্ব্ব জইণ্ট মাজিষ্ট্রেট মিষ্টার্ মেট্কাফ্ সাহেব একখানি প্রস্তর প্রাপ্ত হন। ইহাতে অনেকগুলি শ্লোক লিখিত আছে ; অক্ষর সকল বর্ত্তমান সময়ের বাঙ্গালা ও নাগরাক্ষর হইতে বহুলাংশে বিভিন্ন। মুঙ্গেরের তাম্রশাসনের গরুড়-

১। প্রস্তরফলকলিপি ২০ শ্লোক

২। নব্যভারত ৩ খণ্ড ১৯৩ পৃঃ।

স্তম্ভলিপির এবং এই প্রস্তরফলকলিপির অক্ষরের সঙ্গে বহুলাংশে সাদৃশ্য ভাব লক্ষিত হয় এবং লক্ষণসেনের তাম্রশাসনের অক্ষর বর্ত্তমান নাগরাক্ষরের সহিত কতকাংশে মিলে।

মেট্‌কাফ্‌ সাহেব লিখিয়াছেন "প্রস্তরফলক যে জলাশয়ের নিকট পাওয়া গিয়াছে ঐ জলাশয় গৌড় হইতে ৪১ মাইল দূর, কিন্তু এই স্থান যে নদীর পারে, ঐ নদী, ৬ মাইল দক্ষিণে রামপুর বোয়ালিয়ার নিম্নে প্রবাহিত পদ্মানদীর পুরাতন খাদ। এই স্থানে যে কোন মন্দির ছিল তাহা সহজেই উপলব্ধি হয়, এবং প্রস্তরাঙ্কিত শ্লোক মন্দির-স্থাপয়িতার যশোবর্ণনা। ঐ জলাশয়ের মধ্যে আরও দুইখানি বৃহৎ প্রস্তর আছে। পূর্ব্বে ঐ প্রস্তর জলের উপর বিদ্যমান ছিল, এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে জলমগ্ন হইয়াছে। অঙ্কিত প্রস্তরফলক ইহারই নিকটে এক জঙ্গল মধ্যে অন্যান্য কতিপয় প্রস্তরফলক মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই স্থানে একটী বৃহৎ মসজিদ বর্ত্তমান আছে, উহা সম্পূর্ণই প্রস্তর নির্ম্মিত এবং ৬৫০ বৎসর গত হইল প্রস্তুত হইয়াছে।"

১২০৩ খৃষ্টাব্দে বক্তিয়ার খিলিজি বাঙ্গালা অধিকার করেন, মেট্‌কাফ্‌ সাহেবের লিখামত ৬৫০ বৎসর হইল মস্‌জিদ হইয়া থাকিলে বাঙ্গালাজয়ের অব্যবহিত পরেই মস্‌জিদ নির্ম্মাণ হইয়াছে। বিজয়সেন উহার পূর্ব্বে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। মন্দিরটী কি হইল ইহা স্মরণ করিলে মুসলমানেরা মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহার উপকরণে মস্‌জিদ নির্ম্মাণ করিয়াছে ইহাই উপলব্ধি হয়। (১) মেট্‌কাফ্‌ যে জলাশয়ের কথা কহেন সম্ভবতঃ তাহা প্রস্তর-ফলকাঙ্কিত ২৯ সংখ্যক শ্লোকোক্ত সরোবর হইতে পারে।

আদিশূরের বংশে প্রদ্যুম্নশূর নামা জনৈক রাজা ছিলেন, তিনি স্বনামখ্যাত হরিহর মূর্ত্তি স্থাপন করেন। বিজয়সেন শিবমন্দির নির্ম্মাণ করেন, উমাপতি-ধর (২) বিজয়সেনের বংশ, এবং যশোবর্ণন করিয়া ৩৬টী শ্লোকাত্মক প্রশস্তি

১। মুসলমানেরা দিল্লী অধিকার করনানন্তর ২৭টী হিন্দু ও জৈন মন্দির ধ্বংস করিয়া কুতবল এছলাম নামা মসজিদ প্রস্তুত করে। যদি মুসলমানেরা হরিহরের মন্দির ধ্বংস না করিত, তাহা হইলে বিজয়সেনের কীর্ত্তি এখন দেখিতে পাইতাম।

২। উমাপতিধর কলাপ ব্যাকরণের কতকগুলি কারিকা প্রস্তুত করেন, তাঁহার অদ্যাপি টোলে অধ্যাপনা হইয়া থাকে। জয়দেব উমাপতিধরের উল্লেখ করিয়াছেন। উমাপতিধর বিজয়সেনের পৌত্র লক্ষ্মণসেনের সভার পঞ্চরত্নের এক রত্ন ছিলেন।

রচনা করেন। রাণক শূলপাণি নামা শিল্পী শ্লোকগুলি প্রস্তরফলকে খুদিয়াছিলেন। উমাপতিধর অত্যুক্তিপ্রিয় কবি ছিলেন, তাঁহার রচনাতে ঐতিহাসিক ঘটনা অল্পই আছে, তথাপি সেনবংশের কিছু বিবরণ উহা হইতে পাওয়া যায়। নিম্নে সমুদয় শ্লোকগুলির প্রতিলিপি প্রকাশিত হইল। (১)

১। এসিয়াটিক্ রিসার্চ ১৮৬৫ ইং অব্দের বাঙ্গালা খণ্ডের প্রথম অংশ ১৪১ পৃষ্ঠাতে শ্লোকগুলি মুদ্রিত হইয়াছে। প্রস্তরফলকখানি, এসিয়াটিক্ সোসাইটির চিত্রশালিকাতে আছে। মেট্‌কাফ্ সাহেব দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের সহায়তাতে পাঠোদ্ধার করেন। সমুদয় ভাগের, শুদ্ধমতে পাঠোদ্ধার হইয়াছে কি না তৎপ্রতি সন্দেহ আছে। বিশেষতঃ কোন কোন স্থান অপাঠ্য হইয়াছে। অক্ষরগুলিও দেবনাগর অক্ষর হইতে বহুলাংশে ভিন্নাকারের।

ওঁ নমঃ শিবায়

১। বক্ষোহংশুকাহরণ সাধ্বসকৃষ্টমৌলি মাল্যচ্ছটা হৃতরতালয় দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপা মুকুলিতং মুখমিন্দুভাভিব্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি
শম্ভোঃ

২। লক্ষ্মীবল্লভ শৈলজা দয়িতয়োরদ্বৈত লীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বর শব্দ লাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্মহে॥
যত্রালিঙ্গন ভঙ্গ কাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো-
র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্ন তনুতা শিল্পেহন্তরায়কৃতঃ॥

৩। যৎ সিংহাসনমীশ্বরস্য কনক প্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকর মঞ্জরী পরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল ফণাঞ্চল শিবশিরঃ সন্দানদামোরগ-
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতঃ॥ (ক)

৪। বংশে তস্যামরস্ত্রী বিতত রতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তা পরিচয় শুচয়ঃ স্বক্তি মাধ্বীকধারা
পারাশর্য্যেণ বিশ্ব শ্রবণ পরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥ (খ)

৫। তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভট শতোৎসাদন ব্রহ্মবাদী
সব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনিকুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোল শীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষ্বপ্সরোভির্দ্দশরথতনয় স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ॥ (গ)

(ক) ঈশ্বর অর্থাৎ মহাদেবের কনক প্রায় জটামণ্ডল যাহার সিংহাসন। এবং মহাদেবের শিরঃস্থিত গঙ্গাশীকর দ্বারা যাহার চামর ব্যজন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। মহাদেবের মস্তকস্থিত সর্পের ফণা যাহার ছত্র সেই সুধাদীধিতি অর্থাৎ চন্দ্র রাজা জয়যুক্ত হউন।

(খ) পরাশরাত্মজ ব্যাসদেব মধুর বর্ণনাতে যে বংশের বর্ণনা করিয়া বিশ্বজনকে প্রীত করিয়াছেন, অমর স্ত্রীগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত লীলাবলীর সাক্ষী স্বরূপ সেই চন্দ্রবংশে দাক্ষিণাত্য ভূপতি বীরসেন প্রভৃতির জন্ম হইয়াছিল।

(গ) সেই সেনবংশে শত্রুপক্ষীয় শত যোদ্ধার নিহন্তা, ব্রহ্মবাদী, ব্রহ্মক্ষত্রিয় কুলের

৬। যস্মিন্ সঙ্গর চত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপ হূতদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূত বিপক্ষকুঞ্জরঘটা বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থলা (১)
মুক্তাস্থূল বরাটিকা পরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ॥

৭। গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা
দ্বনাদ্বনমনুদ্রুতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরেগিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়দে-
র্যদীয়মরিসুন্দরী সরকপৃষ্ঠলগ্নং যশঃ॥

৮। দুর্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ কর্ণাট লক্ষ্মী
লুণ্ঠাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ। (২)
যস্মাদদ্যাপ্যবিহিত বসা মাংসমেদঃ সুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যাজতিনদিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা॥

৯। উদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরপীতখিন্ন বৈখানসস্ত্রী
স্তন্যক্ষীরাণি কীর প্রকর পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥

১০। অচরম পরমাত্মজ্ঞান ভাস্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজ মদমত্তারাতিমারাঙ্কগারঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ন নির্ব্যক্ত তত্ত্ব-
দগুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ॥

১১। মূর্দ্ধণ্যর্দ্ধেন্দুচূড়ামণি চরণরজঃ সত্যবাক্ কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেঽহরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রূরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।

শিরোমালার স্বরূপ সামন্তসেনের জন্ম হয়। অপ্সরাগণ সমুদ্র জলোচ্ছ্বাসে স্নিগ্ধ সেতুবন্ধের কচ্ছদেশে উপবিষ্ট হইয়া দশরথপুত্র রামচন্দ্রের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়া সামন্তসেনের যুদ্ধগান করিত।

(১) গজমুক্তা আকাশকুসুমবৎ অলীক পদার্থ নহে। কিন্তু হাতীর কুম্ভদেশে জন্মে না। দন্তের অভ্যন্তরে জন্মে এবং তাহা দুষ্প্রাপ্য হইলেও বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বোত্তর খণ্ডে প্রাপ্য।

(২) লুণ্ঠাকানাং কদনমকরোত্তূপসামন্তসেনঃ। নব্যভারত ধৃত পাঠান্তর ২ খণ্ড ১১৫ পৃঃ।

নেপথ্যং যস্য যজ্ঞে সততমিদমিদং রত্নপুষ্পাণি হারা
স্তাড়ঙ্কং নূপুরং সৎকনক বলয়মপ্যস্য নৃত্যাঙ্গনানাং ॥

১২। যদ্দোর্ব্বল্লিবিলাস লব্ধগতিভিঃ শস্ত্রৈর্বিদীর্ণোরসাং
বীরাণাং রণতীর্থ বৈভববশাদ্দিব্যং বপুর্বিভ্রতাং।
সংসক্তামর কামিনীস্তনতটী কাশ্মীরপত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাগিব মুগ্ধসিদ্ধ মিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতং ॥

১৩। প্রত্যর্থিব্যয়কেলি কর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
* * * কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতং।
শত্রোঃ কোপি দধেহবসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা-
দেকোহারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাং ॥

১৪। মহারাজ্ঞী যস্যস্বপর নিখিলান্তঃ পুরবধূ
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণ সরণি স্মের চরণা।
নিধিঃ কান্তে সাধ্বীব্রতবিতত নিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবন মনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥

১৫। ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো-
হপ্যরাতি বলশাতনোজ্জ্বলকুমার কেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধি মেখলাবলয়সীম বিশ্বম্ভরা
বিশিষ্ট দ্বয়সান্বয়ো বিজয়সেন পৃথ্বীপতিঃ ॥

১৬। গণয়তুগণশঃকোভূপতীংস্তাননেন
প্রতিদিন রণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্ব-
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥

১৭। সংখ্যাতীত কপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা ক্রুস্থারি জেতুস্তলাং
কিং রামেণ বদামি পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেলদ্খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রেণ যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটী পিনদ্ধবসুধাচক্রৈক রাজ্যং ফলং ॥

১৮। একৈকেন গুণেন বৈ পরিণতস্তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।

দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুভিথৈর্যীযান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থান পুরশ্চকার চ রিপূচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥

১৯। দত্তা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাস্থকৃলিপি লাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেবপত্রীকৃতঃ।
নেথং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণিগতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ ॥

২০। ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতিগিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ় নিগূঢ়দোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ
ভূপং কলিঙ্গমপিযস্তরসাজিগায় ॥ (১)

২১। শূরং মন্যইবাসনীর্য্যকিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধনমুঞ্চ বীরবিরতো ন্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশ প্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভৃতাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিত নিদ্রাপনোদক্রমঃ ॥

২২। পাশ্চাত্য জয়চক্র কেলিষু যস্য যাব-
দগঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলি সরিদম্ভসি ভস্ম পঙ্ক
মগ্নোজ্ঝিতেবতরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥

২৩। মুক্তা কার্পাসবীজৈর্ম্মরকত শকলং শাকপত্রৈরলাবু-
পুষ্পৈরূপ্যাণিরত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দাড়িমানাং।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহু বিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাং ॥

২৪। অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীং প্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার কালক্রমাদেকপদোপি ধর্ম্মঃ ॥

২৫। মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্ঞামরান্
ব্যত্যাসংপুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্ত্যস্য চ।

(১) ইহা দ্বারা বিজয়সেন কর্তৃক কামরূপ, গৌড় এবং কলিঙ্গ দেশ জয় করা ব্যক্ত হয়।

উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শৈবীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমংদ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ ॥

২৬। দিক্‌শাখা মূলকাণ্ডং গগনতল মহাম্ভোধি মধ্যান্তরীয়ং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রি স্থিতিমিলদুদয়স্তস্য মধ্যাহ্নশৈলং।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবন ভবনস্যৈক শেষং গিরীণাং
সপ্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যথিত বসুমতী বাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ ॥

২৭। প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বানিরুদ্ধোমুধা
ভানোস্থাপি কৃতোস্তিদক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অস্যামুচ্চ পথোয়মূচ্ছতুদিশং বিন্ধ্যোহপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে ॥

২৮। স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে সুমেরু মৃৎপিণ্ড বিবর্ত্তনাভিঃ।
তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্‌ সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥

২৯। বিলেশয় বিলাসিনী মুকুটকোটি রত্নাঙ্কুর
স্ফুরৎকিরণ মঞ্জরীচ্ছুরিত বারিপুরংপুরঃ।
চখান পুর বৈরিণঃ সজলমগ্ন পৌরাঙ্গনা
স্তনৈণমদসৌরভোচ্চলিত চঞ্চরীকং সরঃ ॥

৩০। উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনা স্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃ শোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চপুরীশ্মশানবসতের্ভিক্ষাভুজোপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীং সব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞোহি সেনান্বয়ঃ ॥

৩১। চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মাহৃদয় বিনিহিত স্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদ ভস্মাকর মিলিত মহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেশস্তেনাস্যতেনে গরুড় মণিলতা গোনসঃ কান্তমুক্তা
নেপথ্য * * সমুচিতরচনং কল্পকাপালিকস্য ॥

৩২। বাহোঃ কেলিভিরদ্বিতীয় কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন নপর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনে স্থিতং।
কিন্তস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দু মৌলিঃ পরং
স্বংসাযুজ্যমসাবপশ্চিম * * শেষেপুনর্দাস্যতি ॥

৩৩। প্রষ্টোতুমস্তপরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশর নন্দনোবা।
তৎকীর্ত্তি পূরসুরসিন্ধু বিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ॥

৩৪। যাবদ্বাস্তোম্পতি সুরধুনীভূর্ভুবঃ স্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রীকলয়তি কলোত্তং সতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতোগময়তি সতাংশ্চেতিমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তুসখী তস্তুদেবাস্য কীর্ত্তিঃ॥

৩৫। নিগ্নিক্ত সেনকুলভূপতি মৌলিকানা-
মগ্রন্থিলগ্রথন পঙ্কলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচার শুদ্ধি
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ॥

৩৬। ধর্ম্মোপনপ্তা মনদাসনপ্তাবৃহস্পতেঃ সন্নুরিমাং প্রশস্তিং
চখান বারেন্দ্রক শিল্পগোষ্ঠীচুড়ামণীরাণকশলপাণিঃ॥

দিনাজপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

এই তাম্রশাসনখানি, ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দীয় দুর্ভিক্ষে, জেলা দিনাজপুরের গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপনদীঘির নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী খনন কালে পাওয়া গিয়াছে। দিনাজপুরের মাজিষ্ট্রেট ওয়েষ্টমেকট সাহেব শাসনখানি লইয়াছেন, বোধ হয় কলিকাতার চিত্রশালিকাতে পাঠাইয়া থাকিবেন। এই শাসনখানি দেবনাগর এবং বাঙ্গালা অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে লিখিত, ইহার পাঠ অবুদ্ধ হয় নাই। দিনাজপুরের জজ আদালতের উকিল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি. এল. তাম্রশাসনের প্রতিলিপি এবং তাহা যেরূপ অক্ষরে লিখিত তাহার আদর্শ আমাকে দিয়াছেন। দিনাজপুর নিবাসী পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি পাঠোদ্ধার করিয়াছেন।

ওঁ নমো নারায়ণায় ।

বিত্যুত্তত্রমণিত্যুতিঃ ফণিপতের্ব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃসভবার্ত্তিতাপভিদুরঃশম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ ॥

আনন্দোঽম্বুনিধৌ চকোরনিকরে দুষ্খচ্ছিদাত্যান্তিকী
কহ্লারে হতমোহতা রতিপতাবেকোঽহমেবেতিধীঃ
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশু প্রকাশাজ্জগ-
ত্যস্তেধ্যানপরম্পরা পরিণতং জ্যোতিস্তদাস্তাম্মুদে ॥

সেবাবনম্রনৃপকোটি কিরীটরোচি
রম্বূল্লসৎ পদনখত্যুতি বল্লরীভিঃ ।
তেজো বিষজ্বরমুষো দ্বিষতামভূবন্
ভূমীভুজঃস্ফুটমথৌষধিনাথবংশে ॥ (১)

আকৌমার বিকস্বরৈর্দ্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্র নলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্ ।
হেমন্তঃস্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘ্যবিপাক পীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজঃ ॥

যদীয়ৈরত্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈ-
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাইবদিশঃ ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরী
পরিতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ সবিজয়ী ॥

প্রত্যূহঃ কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগ
সংগ্রামঃশ্রিত জঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ

---

(১) সেবার নিমিত্ত অনবরত অসংখ্য নৃপতিগণের মুকুট প্রভারূপ জলসেকে উল্লসিত পদনখের দ্যুতিমঞ্জরী দ্বারা যাহারা শক্রদিগের প্রতাপ বিষজ্বর অপহরণ করিতেন ওষধিনাথ-বংশে (চন্দ্রবংশে) এমত নৃপতিগণের জন্ম হয় ।

যস্যৈতোমরমেব শৌর্য্যবিজয়ীদন্তোত্থং তৎক্ষণা-
দক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্‌পরেষাংশ্রিয়ঃ ॥

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা-
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্যধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্য সীমাহর্জনি ॥

শশ্বদ্বন্ধভয়াদ্বিমুক্ত বিষয়ান্তন্মাত্রনিষ্ঠীকৃত
স্বান্তাযান্ত কথংননাম রিপবস্তস্য প্রয়োগাল্লয়ম্।
যৈরাত্ম প্রতিবিম্বিতেঽপি নিপতৎ পত্রেঽপি চক্ষুস্তৃণে-
ঽপ্যদ্বৈতেন যতস্ততোঽপি সপরোদেবঃ পরংবীক্ষতে ॥

সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিতশ্রীমজ্জয়স্কন্দাবারাৎ মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল-সেনপাদানুধ্যাতপরমেশ্বরপরমবৈষ্ণবপরমভট্টারকমহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন-দেবঃ কুশলী। সমুপাগতাশেষরাজরাজন্যকরাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য-পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (১) মহাসন্ধি বিগ্রহিক (২) মহাসেনাপতি (৩) মহা-মুদ্রাধিকৃত (৪) আন্তরঙ্গ (৫) বৃহদুপরিক (৬) মহাক্ষপটলিক (৭) মহাপ্রতীহার (৮) মহাভৌরিক (৯) মহাপীলুপতি (১০) মহাগণস্থ (১১) দৌস্সাধিক (১২) চৌরো-দ্ধরণিক (১৩) নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক (১৪) গৌল্মিক (১৫) দণ্ডপাশিক (১৬) দণ্ডনায়ক (১৭) বিষয় পত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপ-জীবিনোঽধ্যক্ষপ্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চট্টভট্ট (১৮) জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হমানয়তি বোধয়তি সমাদিশতিচ মতমস্তু ভবতাং। যথা শ্রীপৌণ্ড্রবর্দ্ধন (১৯) ভুক্ত্যন্তঃপাতি পূর্ব্বে বুদ্ধবিহারী দেবতা

---

(১)। প্রধান বিচারপতি। (২) সন্ধিবিগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত প্রধান মন্ত্রী। (৩) প্রধান সেনাপতি। (৪) মুদ্রাযন্ত্রের প্রধানাধ্যক্ষ। (৫) সুহৃৎ। (৬) রাজস্নানাগারের প্রধানাধ্যক্ষ। (৭) প্রধান ন্যায় দ্রষ্টা। (৮) প্রধান দ্বারপাল। (৯) স্বর্ণের প্রধানাধ্যক্ষ। (১০) হস্তিশালার প্রধানাধ্যক্ষ। (১১) দলপতি। (১২) দুঃসাধ্য কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি। (১৩) সহরকোতোয়াল। (১৪) নৌকা হস্তী অশ্ব গো মহিষ ছাগ মেষাদি পশুর অধ্যক্ষ। (১৫) নয়টী হস্তী নয়খান রথ সপ্তবিংশতি অশ্ব পঞ্চচত্বারিংশৎ পদাতি সমুদয়ে নব্বই, ইহাকে গুল্ম কহে তাহার অধ্যক্ষ। (১৬) ফাঁসিদাতা। (১৭) দণ্ডপ্রণয়নকর্ত্তা। (১৮) চট্টভট্ট জাতিবিশেষ। (১৯) দিনাজপুর

নিকর দেয়াম্মণ ভূম্যাঢ়াবাপ পূর্ব্বালিঃ সীমা দক্ষিণে নিচ ডহার পুষ্করিণী সীমা পশ্চিমে নন্দিহরিপাকুণ্ডী সীমা উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা ইংথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্নস্তত্রত্য দেশ ব্যবহার মলিন দেব গোপথাগুসারভূবহিঃ পঞ্চোন্মানাধিক বিংশত্যুত্তরাঢ়াবাপশতৈকাত্মকঃ সম্বৎসরেণ কপর্দ্দকপুরাণ সার্দ্ধশতৈকোৎপত্তিকো (২০) বিল্লহিষ্টীগ্রামীয় ভূভাগঃ সবাটবিটপঃ সজলস্থলঃ সগর্ত্তোষরঃ সগুবাকনারিকেলঃ সদশাপরাধঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড়োঽ চট্ট ভট্ট প্রবেশোঽকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্যস্তৃণ যুতি গোচর পর্য্যন্তঃ হুতাশন দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় মার্কণ্ডেয়দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় লক্ষ্মীধরবেদশর্ম্মণঃ পুত্রায় ভরদ্বাজ সগোত্রায় ভরদ্বাজ আঙ্গিরস বার্হস্পত্য প্রবরায় সামবেদ কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠায়িনে হেমাশ্বরথ মহাদানাচার্য্য শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেঽহনি বিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোঽভি বৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথমহাদানে দক্ষিণাত্বেনোৎসৃজ্য আচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ॥ তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং॥ ভাবিভিরপি নৃপতিভিরপহরণে নরকপাপভয়াৎ পালনে ধর্ম্মগৌরবাৎ পালনীয়ং। ভবন্তিচাত্র ধর্ম্মানুশাসিনঃ শ্লোকাঃ। বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং॥ ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি। উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ॥ স্বদত্তাম্পরদত্তাম্বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং। সবিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ ইতি কমলদলাম্বুবিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনো নারায়ণ দত্ত সান্ধিবিগ্রহিকং। ইহ ঈশ্বরশাসনদানে দূতং ব্যধত্ত নরনাথঃ॥ সং ৭ ভাদ্রদিনে ৩। শ্রী * *

সুন্দরবনের নিকটে প্রাপ্ত তাম্রশাসন।

ইহা কলিকাতার দক্ষিণস্থ জয়নগর গ্রামের কোন ভূম্যধিকারী সুন্দরবনের নিকট প্রাপ্ত হন। ত্রিবেণী নিবাসী হলধর চূড়ামণি উহার পাঠোদ্ধার

এবং মালদহের মধ্যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ছিল এখন পাড়ুয়ারজঙ্গল নামে আখ্যাত। (২০) এক শত পঁচিশ আড়া পরিমিত ধান্যের বীজ যাহাতে বপন হয়, এবং যাহার সাম্বৎসরিক কর দেড়শত (১৫০) কাহণ কড়ি।

করেন। তাম্রশাসনখানি বাঙ্গালা ও নাগরের মধ্যবর্ত্তী একপ্রকার অক্ষরে লিখিত, স্থানে স্থানে অক্ষর সকল অপাঠ্য হওয়াতে চূড়ামণি মহাশয়ও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই। অবুদ্ধ স্থলে পাঠ যোজনা করিয়া দিয়াছেন। বাঙ্গালাভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের শেষভাগে তাম্রশাসন-খানির প্রতিলিপি প্রকাশ হইয়াছে। গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন তিনি বহু অনু-সন্ধান করিয়াও তাম্রশাসনখানি আর একবার হস্তগত করিতে পারেন নাই। মজিলপুরের শ্রীযুত বাবু হরিদাস দত্ত বাঙ্গালা অক্ষরে উহার প্রতিলিপি প্রেরণ করেন। তাহাই মুদ্রিত হইয়াছে।

এই স্থলে স্বতন্ত্র তাম্রফলকে উৎকীর্ণ একটী দেবীমূর্ত্তি কীলকদ্বারা বদ্ধ আছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

বিদ্যুদ্যত্রমণিদ্যুতিঃ ফণিপতেব্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারিস্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্বঃসভবার্ত্তিতাপভিদুরঃশম্ভোঃ সপর্দ্যাম্বুদঃ॥ (১)

আনন্দাম্বুনিধৌ (২) চকোরনিকরে দুঃখচ্ছিদাত্যন্তিকী
রুদ্ধাবে হৃতমোহতা (৩) রতিপতাবেবাহ (৪) মেবেতিধীঃ।
যস্যামী অমৃতাত্মনঃ সমুদয়ন্ত্যাশুপ্রকাশাজ্জগ-
ত্যত্রেৰ্ধ্যানপরস্য বা (৫) পরিণতজ্যোতিস্তদাস্তাংমুদে॥

(১)। কপর্দ্দাম্বুদঃ পাঠ সঙ্গত বোধ হয়, দিনাজপুরের তাম্রশাসনে কপর্দ্দাম্বুদঃ পাঠই আছে। শিবের জটার নাম কপর্দ্দ।

(২) আনন্দোঽম্বুনিধৌ। (৩) কহ্লারে হিতমোহিতা। (৪) রতিপতাবেকোঽহং।

(৫) তাস্বৈর্ধ্যান পরম্পরা এই পাঠই সঙ্গত হয়।

তাম্রশাসনখানির অনেক স্থলে পাঠ অবুদ্ধ হওয়াতে এবং বাঙ্গালা ও নাগরির মধ্যবর্ত্তী বর্ত্তমান সময়ের প্রচলিত অক্ষরে লিখিত হেতু চূড়ামণি মহাশয়ের ভ্রম হইতে পারে।

সেবাবনম্রনৃপকোটি কিরীটরোচি
রম্বুল্লসৎ পদনখদ্যুতি বল্লরীভিঃ।
তেজোবিষজ্বরমুষো দিষতামভূবন্
ভূমিভুজঃস্ফুটমথৌষধনাথবংশে॥ *

আকৌমার বিকস্বরৈর্দ্দিশিদিশি প্রস্যন্দিভির্দোর্যশঃ
প্রালেয়ৈররিরাজবক্ত্র নলিনম্লানীঃ সমুন্মীলয়ন্।
হেমন্তস্ফুটমেব সেনজনন ক্ষেত্রৌঘপুণ্যাবলী
শালিশ্লাঘ্যবিপাক পীবরগুণস্তেষামভূদ্বংশজাঃ॥

যদীয়ৈরদ্যাপি প্রচিত ভুজতেজঃ সহচরৈ-
র্যশোভিঃ শোভন্তে পরিধিপরিণদ্ধাইবদিশঃ।
ততঃ কাঞ্চীলীলাচতুর চতুরম্ভোধিলহরী
পরিতোর্ব্বীভর্ত্তাঽজনি বিজয়সেনঃ সবিজয়ী॥

প্রত্যক্ষঃ (১) কলিসম্পদামনলসো বেদায়নৈকাধ্বগ -
সংগ্রামঃশ্রিতজঙ্গমাকৃতিরভূদ্বল্লালসেনস্ততঃ।
যশ্চেতোময়মেব শৌর্য্যবিজয়ীদম্ভোঽঔষধং তৎক্ষণা-
দক্ষীণারচয়াঞ্চকার বশগাঃ স্বস্মিন্‌পরেষাংশ্রিয়ঃ॥

সংভুক্তান্যদিগঙ্গনাগণগুণা ভোগপ্রলোভাদ্দিশা-
মীশৈরংশ সমর্পণেন ঘটিতস্তত্তৎ প্রভাবস্ফুটৈঃ।
দোরুষ্মক্ষপিতারি সঙ্গররসো রাজন্য ধর্ম্মাশ্রয়ঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরতঃ সৌজন্যসীমাঽজনি॥

---

* প্রকৃত পাঠ "ওষধিনাথ"। ওষধিনাথ শব্দে চন্দ্র বুঝায়, 'ঔষধনাথ' শব্দ সঙ্গত বোধ হয় না, দিনাজপুরের তাম্রশাসনে ওষধিনাথ শব্দই আছে। প্রস্তরফলক প্রশস্তি দিনাজপুরের তাম্রশাসনে কেশবসেনের তাম্রশাসনে সেনবংশ চন্দ্রবংশীয় লিখিত আছে, হলধর চূড়ামণি অযথা 'ঔষধনাথ' পাঠ কল্পনা করিয়াছেন।

১। প্রত্যূহঃ পাঠ সঙ্গত বোধ হয়।

সথলু শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাম্মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল-সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ পরমভট্টারক (১) মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন দেবঃ সমুদ্রং প্রতার্য্য রাজ রাজন্তক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য পুরোহিতধর্ম্মাধ্যক্ষমহাসন্ধিবিগ্রহিকমহাসেনাপতি মহাসমুদ্রাধিকৃত (২) অন্তরঙ্গবৃহদুপরিক মহাক্ষপাটলিকমহাপ্রতীহার মহাভোগিক (৩) মহা-পীঠপতি (৪) মহাগণপদৌঃস্বারিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবল হস্ত্যশ্বগোমহিষা-জাবিকাদি ব্যাপ্রতক্ব (৫) গৌল্মিক দণ্ডপাশক দণ্ডনায়ক বিষয় পত্যাদীন্ বন্যাংশ্চ সকল রাজপাদোপজীবিনঃ অধ্যক্ষ প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্ চক্ক-ভচ্ছ (৬) জাতীয়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরান্ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মানয়তি বোধয়তি সমাদিশতি চ। মতমস্ত ভবতাং। যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধন-স্তকান্তঃপাতিনি থাড়ী মণ্ডলিকান্তল্লপুর চতুরকে পূর্ব্বে শান্ত্যশাবিক প্রভাশাসনং সীমা দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধং সীমা পশ্চিমে শান্ত্যশাবিক রামদেব শাসন পূর্ব্ব-পার্শ্ব সীমা উত্তরে শান্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণি গড়োলী কেশব গড়োলী ভূমি সীমা ইত্থং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন শ্রীমদ্‌গ্রমাধবপাদীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্তেন দ্বাত্রিংশ-দ্ধস্ত পরিমিতান্মানেনাবস্থয়া সান্ধকাকিনা দ্বয়াধিক ত্রয়োবিংশত্যন্মনোত্তর খারবক সমেতভূদ্রোণ ত্রয়াত্মকঃ সম্বৎসরেণ পঞ্চাশৎ পুরাণোৎপত্তিকঃ সবাস্ত চিহ্ন মেণ্ডলগ্রামীয় কিয়ানপিভূভাগঃ সত্রাটবিষ্টঃ সজলস্থল সগর্ত্তোষর সগুবাক-নারিকেলঃ সক্ষদশাপরাধঃ পরিহৃত সর্ব্বপীড়োঽ চড়ভচ্ছ প্রবেশোঽকিঞ্চিৎ-প্রগ্রাহ্যতৃণ যূতি গোচর পর্য্যন্তঃ জগন্ধর দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় নারায়ণ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় নরসিংহ দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় গার্গ সগোত্রায় অঙ্গিরা বৃহস্পতি শিনগর্গ

১। পরম বৈষ্ণব, পরম ভট্টারক পাঠই সঙ্গত পাঠ বলিয়া বোধ হয়।

২। মহামুদ্রাধিকৃত, অর্থাৎ টাকা প্রস্তুতের অধ্যক্ষ, পাঠই সঙ্গত।

৩। মহা ভৌরিক। অর্থাৎ স্বর্ণাধ্যক্ষ প্রধান পাঠই সঙ্গত।

৪। মহাপীলুপতি, হাস্তিখানার অধ্যক্ষ, পাঠই সঙ্গত।

৫। নৌবল হস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃতক, পাঠই সঙ্গত বোধ হয়।

৬। চট্টভট্ট পাঠই সঙ্গত বোধ হয়, ইহারা অর্দ্ধসভ্য মনুষ্য ছিল। সুন্দরবনে ইহাদের বাস ছিল। ইহারা দেশ মধ্যে লুঠ পাট করিয়া বেড়াইত। ইহারাই বোধ হয় ১৮৩৮ সালের আসিয়াটিক্ জর্নালে চণ্ডভণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভরদ্বাজ প্রবরায় ঋগ্বেদাশ্বলায়ন শাখাধ্যায়িনে শান্ত্যাগারিক শ্রীকৃষ্ণধর দেবশর্ম্মণে পুণ্যেহনিবিধিবদুদকপূর্ব্বকং ভগবন্তং শ্রীমন্নারায়ণ ভট্টারকমুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে উৎসৃজ্যাচন্দ্রার্কক্ষিতিসমকালং যাবৎ ভূমিচ্ছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তোঽস্মাভিঃ। তদ্ভবদ্ভিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং ভাবিভির্নৃপতিভিরপহরণে নরক পাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং ভবদ্ভিশ্চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। বহুভির্ব্বসুধাদত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ। যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্ণাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্ত বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে॥ শ্রীকমলদলাম্বু বিন্দুলোলমিদমনুচিন্ত্যমনুষ্যজীবিতঞ্চ সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা নহি পুরুষৈঃ পরকীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ক্ষৌণী ভানু সান্ধিবিগ্রহিকেশ বিপ্রবাধিনায়ক্করাৎ কৃষ্ণধরস্যাস্য শাসনীকৃতং। সং ২ মাঘদিনে ১৩ মানে মতাসাতিঃ।

কেশবসেনের তাম্রশাসন।

এই শাসনখানি বাকরগঞ্জ জেলায় কানাইলাল ঠাকুরের জমিদারি ইদিলপুর পরগণায় এক কৃষক প্রাপ্ত হয়। কানাইলাল ঠাকুর ঐ শাসনখানি আনিয়া প্রিন্সেপ সাহেবকে দেন, পণ্ডিত গোবিন্দরাম পাঠোদ্ধার করেন। আসিয়াটিক্ সোসাইটির জরনালের সপ্তম খণ্ডের প্রথমাংশে ৪০ পৃষ্ঠাতে তাম্রশাসনখানির প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে।

ওঁ নমো নারায়ণায়।

১। বন্দেঽরবিন্দ বনবান্ধবমন্ধকার কারানিবন্ধ ভুবনত্রয়মুক্তিহেতুং।
পর্য্যায় বিস্তৃত সিতাসিত পক্ষযুগ্মমুষ্মন্তমদ্ভুতখগং নিগমদ্রুমস্য॥

২। পর্য্যস্ত স্ফটিকাচলাং বসুমতীং বিশ্বম্বিমুদ্রী ভবন্
মুক্তা কুণ্ডলমব্ধিমম্বর নদীবন্যাবনদ্ধং নভঃ।
উদ্ভিন্ন স্মিতমঞ্জরীঃ পরিচিতা দিক্কামিনী কল্পয়ন্
প্রত্যুন্মীলতু পুষ্পশায়ক যশো জন্মান্তরশ্চন্দ্রমা॥

৩। এতস্মাৎ ক্ষিতিভার নিঃসহশিরো দর্ব্বীকরগ্রামণী
বিশ্রামোৎসব দান দীক্ষিত ভুজাস্তে ভূভুজো জজ্ঞিরে।
যেষামপ্রতিমল্ল বিক্রম কথারব্ধ প্রবন্ধাদ্ভুত
ব্যাখ্যানন্দ বিনিন্দ্য সান্দ্র পুলকৈর্ব্যাপ্তা সদস্যৈর্দিশঃ॥

৪। অবাতরদথান্বয়ে মহতি তত্র দেবঃ স্বয়ং
সুধাকিরণ শেখরো বিজয়সেন ইত্যাখ্যয়া।
যদঙ্ঘ্রি নখ ধোরণি স্ফুরিতঃমৌলযস্মাভুজাং
দশাস্য নতিবিভ্রমং——(অস্পষ্টং)॥

---

(১) যিনি নিগমদ্রুমের পক্ষী, যিনি অন্ধকার হইতে ত্রিভুবন উদ্ধার করেন, যিনি শুক্ল এবং কৃষ্ণপক্ষ বিস্তার করেন, কমলবনবান্ধব সেই সূর্য্যকে বন্দনা করি।

(২) পৃথিবীকে যেন স্ফটিক পর্ব্বতে ব্যাপ্ত করিয়া, সমুদ্রকে যেন অসংখ্য মুক্তাজালের আকর করিয়া, আকাশকে যেন স্বর্গীয় নদীর জলে প্লাবিত করিয়া, দিক্কামিনীগণকে যেন চিরপরিচিতার ন্যায় ঈষদ্ধাস্য যুক্ত করিয়া, কন্দর্পের যশ প্রকাশকারী চন্দ্রমা জয়যুক্ত হউন।

(৩) এই বংশ (চন্দ্রবংশ) হইতে যে সকল নৃপতি জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা পৃথিবীর ভার-পীড়িত অনন্তকে স্বীয় ভুজবলে বিশ্রামসুখ প্রদান করিতেন। অদ্বিতীয় পরাক্রমশালী ইঁহা-দের প্রবন্ধ ব্যাখ্যাতে আনন্দিত সদস্যগণ কর্ত্তৃক চতুর্দ্দিক্ ব্যাপ্ত হইয়াছিল।

(৪) এই মহদ্বংশে চন্দ্রশেখর মহাদেব বিজয়সেন আখ্যাতে জন্মগ্রহণ করেন। বিজয়সেনের পদাঙ্ঘ্রি ভূপতি মৌলি দ্বারা স্ফুরিত হওয়াতে যেন দশানন প্রণাম করিতেছে ভ্রম হইত।

৫। নীলাম্ভোরুহসোদরোপি দলয়ন্মর্ম্মাণি কাদম্বিনী
কান্তোপি জ্বলয়ন্ মনাংসিমধুপ স্নিগ্ধোপিতম্বন্ ভয়ং।
নির্ব্বিক্তাঞ্জন সন্নিভোপি জনয়ন্ নেত্রক্রমং বৈরিণাং
যস্যাশেষ জনাস্তুতায় সমরে কৌশেয়কঃ খেলতি॥

৬। ভাস্বন্নিস্ত্রিংশ নিদ্রা বিরহ বিলসিতৈ র্ব্বৈরি ভূপালবংশ্যা
মুচ্ছিদ্যোচ্ছিদ্য মূলাবধিভুবমখিলাং শাসতো যস্য রাজ্ঞঃ।
আসীত্তেজোজিগীষাসহ দিবসকরেণৈব দোষ্কস্থলাভূ-
স্তদ্রেরাশীবিষালা মজনিদিগধিপৈরেব সীম্নোর্ব্বিবাদঃ॥

৭। খেলৎখড়্গা লতাপমার্জনহৃত প্রত্যর্থি দর্পজ্বর-
স্তস্মাদপ্রতিমল্লকীর্ত্তিরভবদ্বল্লালসেনোনৃপঃ।
যস্যাযোধনসীম্নি শোণিত সরিদ্দুঃসঞ্চরায়াং হৃতাঃ
সংসক্ত দ্বিপদন্ত দণ্ডশিবিকামারোপ্য বৈরিশ্রিয়ঃ॥

৮। শ্রীকান্তোপিনমায়য়া বলিজয়ী বাগীশ্বরোপাক্ষরং
বক্তুং নেত্যপটুঃ কলানিধিরপি প্রোন্মুক্ত দোষগ্রহঃ।
ভোগীন্দ্রোপি নজিহ্মগৈঃ পরিবৃতস্ত্রৈলোক্য বেশাদ্ভুত-
স্তস্মাল্লক্ষ্মণসেন ভূপতিরভূদ্ভূলোক কল্পদ্রুমঃ॥

৯। প্রত্যূষে নিগড়স্বরৈ র্নিয়মিত প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
মধ্যাহ্নে জলপানমুক্তকরভপ্রোদ্দোলঘণ্টারবৈঃ।
সায়ং বেশবিলাসিনী জনরণন্মঞ্জীরমঞ্জুস্বনৈ-
র্যেনাকারি বিভিন্ন শব্দ ঘটনা বন্ধ্যাং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ॥

১০। নূনং জন্মশতেষু ভূমিপতিনাসন্ত্যজ্য মুক্তিগ্রহং
নূনং তেন সুতার্থিনা সুরধুনীতীরে ভবঃ প্রীণিতঃ।
এতস্মাৎ কথমন্যথা রিপুবধূ বৈধব্য কৃত্যব্রতো
বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপাল মৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ॥

১১। ন গগনতলএব শীতরশ্মির্ন কনক ভূধরএব কল্পশাখী।
ন বিবুধ পুরএব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজী

১২। বাহু বারণ হস্ত কাণ্ড সদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্তম্ভিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গন প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতোন বহুধা চক্রেঽস্য রূপোঽরিপুঃ॥

১৩। বেলায়াং দক্ষিণাব্ধে মু ষলধর গদাপাণিসংবাস বেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসি বরুণাশ্লেষ গঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমথারম্ভনির্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালা ন্যধায়ি॥ (ক)

১৪। যাং নির্ম্মায় পবিত্র পাণিরভবদ্বেধা সতীনাং শিখা-
রত্নং যা কিমপি স্বরূপ চরিতৈর্ব্বিশ্বং ময়ালঙ্কৃতং।
লক্ষ্মীর্ভূরপি বাঞ্ছিতানি বিদধে যস্যা সপত্ন্যৌ মহা- (খ)
রাজ্ঞী শ্রীবসু দেবিকাস্য মহিষী সাভূত্রিবর্গোচিতা॥

১৫। এতাভ্যাং শশিশেখরগিরিজাভ্যামিব বভূব শক্তিধরঃ।
শ্রীকেশবসেনদেবোঽপ্রতিমভূপাল মুকুটমণিঃ॥ (গ)

(ক) দক্ষিণ সমুদ্রের বেলা ভূমিস্থ বলরাম এবং গদাধরের বাস বেদীতে, অসি বরুণা মিলিতা গঙ্গার তীরস্থ কাশীতে, ব্রহ্মার যজ্ঞভূমি ত্রিবেণীতে (প্রয়াগে) লক্ষ্মণসেন, সমরজয়স্তম্ভ, যজ্ঞ যূপের সহিত স্থাপন করেন।

(খ) "যস্যাঃ সপত্ন্যাবয়ং রাজ্ঞী" পাঠ সঙ্গত বোধ হয়।

(গ) সম্বন্ধ নির্ণয়ে সেনবংশের যে বংশাবলী লিখিত হইয়াছে, তাহাতে কেশবসেনকে মাধবসেনের পুত্র বলা হইয়াছে, গ্রন্থকর্ত্তা প্রমাণস্বরূপ বৈদ্যকুলজির পয়ার উঠাইয়াছেন।

সম্বন্ধ নির্ণয় ২৩৮, ২৩৯ পৃঃ।

লঘু ভারত কর্ত্তারও ঐ মত, তিনিও কেশবসেনকে মাধবসেনের পুত্র কহিয়াছেন।

ল, ভা, ২য় খণ্ড ১৪১ পৃঃ।

কিন্তু ১৫ সংখ্যক শ্লোকের বর্ণনা দ্বারা কেশবসেনকে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, কেশবসেনের তাম্রশাসনের লিখন, কেশবসেনের পিতার পরিচয় সম্বন্ধে সমধিক প্রমাণ। তাম্রশাসনের যে যে স্থানে মাধবসেনের নাম ছিল, তাহা কাটিয়া কেশব সেন করা হইয়াছে। ইহাতে অনুমান হইতেছে মাধবসেনের অনুজ্ঞাতে তাম্রশাসন প্রস্তুত হইয়াছিল। সঙ্কল্প করিয়া দান সিদ্ধ করার পূর্ব্বে মাধবসেনের মৃত্যু হওয়াতে কেশবসেনের নাম যোগ করা হইয়াছে। মাধবসেন, কেশবসেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন।

১৬। দৃষ্টিস্থানমবাপ্য বিশ্বজয়িনো যস্ত দ্বিজানাং পয়ঃ-
পাত্রৈ র্লৌহময়ৈর্হিরণ্যপদবী প্রাপ্তাপি কো বিস্ময়ঃ।
এতস্মিন্নিয়মাদ্ভুতায় মহতি প্রত্যর্থি পৃথ্বীভুজাং
যৎ পাত্রাণি হিরণ্ময়াস্তপি পুনর্যাতান্যয়োবর্ণতাং॥

১৭। আকৌমারমপার সঙ্গর ভর ব্যাপার তৃষ্ণাবশ
শ্রান্তস্যাস্তনিশম্যবীর পরিষদ্বন্দ্যাস্পদো বিক্রমং।
নিদ্রালুং দয়িতাং বিহায় চকিতৈর্দ্দুর্গং প্রবিশ্য দ্রুতং
নির্গচ্ছদ্ভিররাতি ভূপ নিবহৈ র্ভ্রাম্যন্তিরেবাস্যতে॥

১৮। আকর্ণাঞ্চল মেলকার বিশিখ ক্ষেপৈঃ সমাজে দ্বিষাং
দানাম্ভঃ কণগর্ত্ত দত্তকলনৈর্গোষ্ঠীষু নিষ্ঠাবতাং।
নীবীবন্ধ বিসারণৈঃ পরিষদি ত্রস্যৎ কুরঙ্গী দৃশা-
মব্যাপার সুখোষিতং ক্ষণমপি প্রাপ্নোতি নৈতৎকরঃ

১৯। তাপিঞ্ছৈঃ পরিশীলিতেব সরিতাং কচ্ছস্থলীনীরদৈ-
র্নীরন্ধ্রৈর্ব নভস্তটী মরকতৈঃ ক্লৃপ্তাভুবঃ ক্ষ্মারুহঃ।
নীলগ্রীব কদম্বকৈরবিরলাভোগেব মুক্তাবলী
লেখাসীদদসীয় যজ্ঞ হুতভুগ্ধূমাবলী খেলতি॥

২০। কল্পক্ষ্মারুহ কাননানি কনকক্ষ্মাভৃদ্বিভাগান্নিধে
রত্নানাং পুলিনান্তরাণি চ পরিভ্রম্য প্রয়াসালসা।
এতৎ পাদপয়োধর প্রণয়িনীচ্ছায়া বিতানাঞ্চলে
বিশ্রাম্যন্তিসতামনিদ্র বিদশোদ্ভ্রান্তা মনোবৃত্তয়ঃ॥

২১। কিমেতদিতি বিস্ময়াকুলিত লোকপালাবলী
বিলোকিত বিশৃঙ্খল প্রধন জৈত্র যাত্রাভরঃ।
শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিত বীরবর্গাগ্রণী
সগন্ধ পবনাম্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ॥

২২। পদ্মালয়েতি যা খ্যাতির্লক্ষ্ম্যাএব জগত্রয়ে।
সরস্বত্যাপি তাং লেভে যদাননকৃতালয়া॥

২৩। আরুহ্যাভ্রংলিহ গৃহশিখামন্ত সৌন্দর্য্যলেখাং
পস্তীভিঃ পুরিবিহরতঃ পৌরসীমন্তিনীভিঃ।
বার্ত্তাকৃতৈর্নয়নচলিতৈর্বিভ্রমং দর্শয়ন্ত্যো
দৃষ্টাঃ সখ্যঃ ক্ষণবিঘটিত প্রেমবন্ধৈঃ কটাক্ষৈঃ॥

২৪। এতেনোন্নত বেশ্মসঙ্কটভুবা স্রোতস্বতীসৈকত-
ক্রীড়া লোল মরাল কোমল কণৎ কাণ প্রণীতোৎসবাঃ।
বিপ্রেভ্যা দধিরে মহীমঘবতানেকপ্রতিষ্ঠাভৃতা
পারপ্রক্রমশালি শালি সরল ক্ষেত্রোৎকটাঃ কর্ব্বটাঃ॥

ইহ খলু জম্বুগ্রাম পরিসর শ্রীমজ্জয়স্কন্দাবারাৎ সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ হৃদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত, সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ হৃদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্বল্লালসেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অরিরাজ হৃদন শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত সমস্ত সপ্রশস্ত্যপেত অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজ্যত্রয়াধিপতি সেনকুল কমলবিকাশ ভাস্কর সোম-বংশ প্রদীপ প্রতিপন্ন দানকর্ণ সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর পরম ভট্টারক পরমশৌর মহারাজাধিরাজ অরিরাজ ঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎকেশবসেনদেবপাদাবিজয়িনঃ সমুপাগতাশেষ রাজ রাজন্যক রাজ্ঞীরাণক রাজপুত্র রাজামাত্য মহা পুরোহিত মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ মহাসন্ধি বিগ্রহিক মহাসেনা-পতি মহাদৌঃসাধিক চৌরোদ্ধরণিক নৌবলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদি ব্যাপৃত গৌল্মিক দণ্ডপাশিক দণ্ডনায়ক নেয়গপত্যাদীনন্যাংশ্চ সকল রাজ্যাধিপজীবিনোহ-ধ্যক্ষ প্রবরাংশ্চ চট্টভট্ট জাতীয়ান্ ব্রাহ্মণব্রাহ্মণোত্তরাংশ্চ যথার্হং মানয়তি বোধ-য়তি সমাদিশতি চ। বিদিতমস্ত ভবতাং। যথা পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগপ্রদেশে প্রশস্তলতাটঘড়াঘাটকে পূর্ব্বেসত্রকাধি গ্রামসীমা দক্ষিণে শাঙ্করবসা গোবিন্দবনান্তঃভূঃ সীমা পশ্চিমে পঞ্চকাপাগাদাহ্বয় সরগ্রাম সীমা উত্তরে বাগুলীক্ষিগাতাত্তস্থ স্নানভূঃসীমা ইত্থং যথাপ্রসিদ্ধ স্বসীমাবচ্ছিন্না বৃহন্নৃ-পতিচরণৈঃ শুভবর্ষবৃদ্ধৌ দীর্ঘায়ুষ্ঠ কামনয়া সমুৎসর্গিতা সচ্ছায়োৎপত্তিকাসাচ ভূমিঃ : : সগর্ত্তোষরা সজলস্থলাখিল পলাশ গুবাক নারিকেল চণ্ডভণ্ড প্রবেশা-বর্ত্তির্বস্তা আচন্দ্রার্ক ক্ষিতি সমকালং যাবৎ দিনং তৎসজল নানাপুষ্করিণ্যাদিকং

কারয়িত্বা গুবাক নারিকেলাদিকং লগ্ণাগয়িত্বা (১) পুত্রপৌত্রাদি সন্ততিক্রমেণ স্বচ্ছন্দোপভোগেনোপভোক্তুং বাৎস্য সগোত্রস্য ভার্গ্য চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব জামদগ্ন্য পঞ্চ প্রবরস্য পরাশর দেবশর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায় বাৎস্য সগোত্রস্য তথা পঞ্চ প্রবরস্য বনমালী দেবশর্ম্মণঃ পুত্রায় বাৎস্য সগোত্রায় ভার্গ্য চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব জামদগ্ন্য পঞ্চ প্রবরায় শ্রুতি পাঠকায় শ্রীঈশ্বর দেবশর্ম্মণে ব্রাহ্মণায় সদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা তৃতীয়াকায় জ্যৈষ্ঠাদিনা ভূচ্ছিদ্রন্যায়েন চণ্ডভণ্ড দণ্ড্য তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তা যত্র চতুঃসামাবচ্ছিন্ন শাসনভূমিাহ ।৩০০। যন্তবন্তিঃ সর্ব্বৈরেবানুমন্তব্যং। ভাবিভির্নৃপতিভিরপহরণে নরকপাতভয়াৎ পালনে ধর্ম্ম গৌরবাৎ পালনীয়ং ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ। আস্ফোটয়ন্তি পিতরো বর্ণয়ন্তি পিতামহা ভূমিদোঽস্মৎকুলেজাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিষ্যতি। ভূমিং যঃ প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি উভৌ তৌ পুণ্যকর্ম্মাণৌ নিয়তং স্বর্গগামিনৌ। বহুভির্ব্বসুধা দত্তা রাজভিঃ সগরাদিভিঃ যস্য যস্য যদাভূমিস্তস্য তস্য তদাফলং। স্বদত্তাং পরদত্তাং বা যোহরেত্তু বসুন্ধরাং স বিষ্ঠায়াং কৃমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ সহ পচ্যতে। ষষ্টিবর্ষ সহস্রাণি স্বর্গে তিষ্ঠন্তি ভূমিদাঃ আক্ষেপ্তাচার মন্তাচ তান্যেব নরকে বসেৎ। সর্ব্বেষামেব দানানামেক জন্মানুগং ফলং। ইতি কমলদলাম্বু বিন্দুলোলাং শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্য জীবিতঞ্চ সকলমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধ্যা নহি পুরুষৈঃ পর কীর্ত্তয়ো বিলোপ্যাঃ। সচিবশত মৌলিলালিত পদাম্বুজস্যানুশাসনভূতঃ শ্রীযুত দত্তোদ্ভব গৌড়মহাভট্টকঃ খ্যাতঃ শ্রীমৎ মহসাকরণনি শ্রীমহামদনক করণনি শ্রীমৎ করণনিসং ৩ জ্যৈষ্ঠ দিনে—

বল্লালসেন কৃত দানসাগর লিখিত সেনবংশ বর্ণনা।

আরম্ভ বাক্য।

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যোশ্রুতি নিয়মগুরু ক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ম্মোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ॥

(১) লগমত্র সঙ্গে ইতি কবিকল্পক্রমঃ। লাগান ইতি ভাষা।

ভক্ত্যালঙ্কৃত সংপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দ প্রণয়োপভোগ সুলভ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্ত পরিপন্থি পঙ্কজসরঃ স্তম্ভস্তনৈঃ সদ্ধিকৈ-
রুদ্গীত স্বগুণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্তসেনোঽজনি॥

তদনুবিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো-
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখর বিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তং
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবোরাজবংশাঃ॥

সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্নুপচিত শ্রীদ্দানবারাং ঘনৈ-
রাসারৈরভিষিক্ত নির্ম্মলযশঃ শালেয় ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদ সন্মোত্তর ক্ষ্মাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাব গর্ব্বেশ্বরঃ॥

বেদার্থ স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যোবরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষটকর্ম্মাভবদাযা শীল মলয় প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্রারেরিব গীষ্পতির্নরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥ (১)

বিদ্বৎসভা কমলিনী রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লালসেনেন কৃতোয়ং দানসাগরঃ॥

গরুড়স্তম্ভলিপি। (২)

জেলা বগুড়া ও দিনাজপুরের সীমা স্থানের সন্নিহিত বঙ্গলবাড়ীর জঙ্গলের নিকটে দিনাজপুর হইতে ৪০ মাইল পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণে, যমুনা নদীর পূর্ব্বপারে একটা প্রস্তরস্তম্ভ আছে, উহার প্রকৃত নাম গরুড়স্তম্ভ। স্তম্ভের উপরিভাগে গরুড় মূর্ত্তি ছিল, তাহাতেই গরুড়স্তম্ভ নাম হয়। বজ্রপতনে গরুড়

(১) অনিরুদ্ধ ভট্ট হারলতা নামে স্মৃতিশাস্ত্রের একখানি সংগ্রহ করেন। এই অনিরুদ্ধ সেই অনিরুদ্ধ কি না তাহা বলা যায় না।

(২) ৩৬ পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক নোটের উল্লিখিত।

মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং স্তম্ভটী অপেক্ষাকৃত পূর্ব্বদিকে হেলিয়া রহিয়াছে। ময়লা ধূসর বর্ণের একখানি প্রস্তর দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত। দূর হইতে মস্তকহীন মনুমেণ্ট অথবা মধ্যে ভাঙ্গা নারিকেল গাছের মত দেখায়। মৃত্তিকা হইতে কিছু দূর উচ্চে স্তম্ভগাত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। ১৭৮০ সালে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বদল গ্রামস্থিত কারবারের কুঠীর অধ্যক্ষ চার্লস্ উইল্‌কিন্স্ সাহেব ঐ স্তম্ভ দেখিয়া তদ্বৃত্তান্ত লিখেন। ইহাতে সাহেবেরা স্তম্ভটীকে বদল পিলার কহেন। স্থানীয় লোকেরা ভীমের হাতের পান্টি (ক্ষুদ্রলাঠী) কহে। আসিয়াটিক্ রিসার্চের ১ বালাম ১৩৩ পৃষ্ঠাতে (১) স্তম্ভাঙ্কিত শ্লোক সকলের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। বিন্দুভদ্র নামা শিল্পী দ্বারা স্তম্ভ নির্ম্মিত এবং শ্লোকাঙ্কিত হয়। স্তম্ভগাত্রে মোট ২৮টা শ্লোক অঙ্কিত আছে। পালবংশীয় রাজাদের মন্ত্রিবংশের ক্ষমতা ও যশো বর্ণনা করিয়া শ্লোকগুলি রচিত হইয়াছে। নারায়ণপালের রাজত্বকালে স্তম্ভ স্থাপিত হয়।(২)

স্তম্ভগাত্রে যে সকল শ্লোক আছে, তাহার সার মর্ম্ম এই। শাণ্ডিল্যবংশে ধীরদেব নামে জনৈক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তদ্বংশে পাঞ্চালের জন্ম হয়। পাঞ্চাল হইতে গর্গ উৎপন্ন হইয়াছিল। গর্গের স্ত্রীর নাম ইচ্ছা। গর্গের পুত্রের নাম দর্ভপাণি। ইঁহার মন্ত্রণাবলে দেবপাল বিন্ধ্য পর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেশে অধিকার বিস্তার করেন। দর্ভপাণির পুত্রের নাম সোমেশ্বর, সোমেশ্বরের পুত্রের নাম কেদারমিশ্র। কেদারমিশ্রের বুদ্ধিবলে গৌড়েশ্বর শূরপাল, উৎকল হূন দ্রাবিড় গুজরাট দেশ জয় করিয়াছিলেন। কেদারের

(১) ব্রজেন্দ্রলাল দাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত পপুলার এডিশনের ১১৮ হইতে ১২৮ পৃঃ।

(২) ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল ওয়াট্‌সন কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনে (আসিয়াটিক্ রিসার্চ্ ১ বালাম ১২৩ পৃঃ) ৩৩ সম্বদব্দ লিখা থাকাতে স্যার্ উইলিয়াম্ জোন্স্, উহাকে বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ অনুমান করিয়া দেবপাল হইতে নারায়ণপাল ৪ পুরুষের অধস্তন রাজা, অতএব খৃষ্টাব্দের ৬৭ বৎসরের সমকালে স্তম্ভ স্থাপন হওয়া, সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাহা নহে, মুঙ্গেরের তাম্রশাসনে যে সম্বৎ লিখিত আছে তাহা দেবপালের সম্বৎ। দেবপাল ১০৮৩ সম্বতে বর্ত্তমান ছিলেন (পূর্ব্বের ৪০ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। নারায়ণপাল, দেবপাল হইতে অধস্তন ৪ পুরুষীয় রাজা।

পুত্রের নাম গুরবমিশ্র। ইনি নারায়ণপালের মন্ত্রী ছিলেন, ইনি দ্বিতীয় বাল্মীকি, (১) এবং নারায়ণপাল কর্ত্তৃক সর্ব্বদা সম্মানিত হইতেন। স্তম্ভটী লতাপাতা উৎপাদক নিম্নভূমিতে সংস্থিত। ইহাতে অনুমান হয় পূর্ব্বে ঐ স্থান উচ্চ এবং সমভূমি ছিল, পরে কোন অসাধারণ ঘটনা দ্বারা নিম্ন হইয়া গিয়াছে। স্তম্ভের নিকটে পাঁচিলা নামে একটী বিল ও পুরাতন একটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর পশ্চিম পাহাড়িস্থিত একটী পুরাতন মন্দির মধ্যে হরগৌরীর প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি আছে। জনৈক ব্রাহ্মণ সেবা নির্ব্বাহ করে, অত্যল্প-মাত্র দেবোত্তর ভূমি আছে।

আসিয়াটিক্ রিসার্চে সংস্কৃত শ্লোক মুদ্রিত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে বহু শ্লোক অপাঠ্য হইয়াছে শ্লোকগুলি বাঙ্গালা ও নাগর অক্ষরের মধ্যবর্ত্তী এক প্রকার অক্ষরে খোদিত। আসিয়াটিক্ রিসার্চে তাহার আদর্শ দেওয়া হই-য়াছে। মুঙ্গেরের তাম্রশাসন, গরুড়স্তম্ভলিপি এবং লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের অক্ষর একত্রে মিলাইয়া দেখিলে পরপর অক্ষরের উন্নতভাব লক্ষিত হয়, এবং বর্ত্তমান সময়ের নাগরাক্ষর ও বাঙ্গালা অক্ষর উহা হইতে বহুলাংশে উন্নত ভাব ধারণ করিয়াছে দেখা যায়। লঘুভারতকর্ত্তা বিদ্যাভূষণ স্বয়ং স্তম্ভটী দর্শন করিয়া বহুযত্নে কয়েকটী শ্লোক পাঠ করেন। নিম্নে তাহা লেখা গেল।

১। খ্যাতঃ শাণ্ডিল্য বংশেকোধীর (২) দেবস্তদন্বয়ে।
পাঞ্চালোনাম তদ্গোত্রে গর্গস্তস্মাদজায়ত॥

৩। পত্নীচ্ছানাম তস্যাসীদিচ্ছায়াস্তুবিবর্ত্তিনী।
নিসর্গনির্ম্মলস্নিগ্ধা পতিতত্ত্বপরায়ণা॥

৪। সুতস্তয়োঃ কমলযোনিরিব দ্বিজেশঃ।
শ্রীদর্ভপাণিরিতি নামনি সুপ্রসিদ্ধঃ॥

---

(১) এই গুরবমিশ্র কর্ত্তৃক "মাতঃ শৈলসুতাসপত্নি বসুধা" ইত্যাদি গঙ্গাস্তব রচিত হই-য়াছে। বিদ্যাভূষণ কহেন পালবংশীয় জনৈক মন্ত্রী উক্ত গঙ্গাস্তব রচনা করেন।

ল, ভা, ৩য় খণ্ড ১৫৩।৫৪ পৃঃ।

(২) উইল্‌কিন্স সাহেব, বীরদেব পাঠ করিয়াছেন। তদনুসারে বীরদেব নাম আসিয়া-টিক্ রিসার্চে লিখিত হইয়াছে।

৫। আরেবাজনকাম্মতঙ্গজমদ স্তিম্যচ্ছিলাভৃৎপতে-
রাগৌরীপিতুরীশ্বরেন্দু (১) কিরণৈঃ পুষ্যৎ সিতিম্নো গিরেঃ।
মার্ত্তণ্ডাস্তময়োদয়ারুণ জলাদাবারিরাশি দ্বয়া-
নীত্যা রাজ্যভুবং চকার করদাং শ্রীদেবপালোনৃপঃ॥

৬। যাস্থং নানা গজেন্দ্রস্রবদনবরতোচ্ছাস ভূতপ্রবাহো
মৃদ্ধক্ষোদীপ্তি ভঙ্গিপ্রবণ ঘনরজঃ সম্বৃতাশাধিকাশং।
দৃক্চক্রাপাত ভুভৃশ্মনিকর বিহরৎবাহিনী দুর্ব্বিলোক্যং
প্রাপ্য শ্রীদেবপালো নৃপতিবরসভাপেক্ষয়াদ্বারিযস্থ॥

৭। দত্ত্বাপ্যনল্প মুডুপচ্ছবি পীঠমগ্রে যস্যাসনং নরপতিঃ সুররাজকল্পঃ।
নানানরেন্দ্র মুকুটাঙ্কিতপাদপাংশুঃ সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদ॥

৮। তস্য স্ত্রী শর্করা দেব্যামত্রেঃ সোমইব দ্বিজঃ।
অভূৎ সোমেশ্বরঃ শ্রীমান্ পরমেশ্বর বল্লভঃ॥

১০। শিবইব শিবায়া হরিরিব লক্ষ্যাগৃহাশ্রম প্রেপ্সুঃ।
অনুরূপায়া বিধিকৃতং রণাদেব্যাঃ পাণিং জগ্রাহ॥

১১। আসন্নাজিহ্ন রাজাদ্বরুণলিপিশিখা রাম দিক্চক্রবালা
দুর্ব্বোধভ্যস্ত শক্তিস্বনয় পরিণীতা শেষ বিদ্যা প্রতিষ্ঠঃ।
তাভ্যাং জন্ম প্রপেদে ত্রিদশজনমনোনন্দনঃ সুক্রিয়াভিঃ
শ্রীমান্ কেদারমিশ্র গ্রহ (২) পতিরিবসদ্গীতরূপপ্রবন্ধঃ॥

১২। ভাস্বদ্দশন সম্পাত চতুর্ব্বিদ্যা পয়োনিধীন্।
জ্ঞাত্বা সোহগস্ত্য সম্পত্তি মুদ্গিরন্নস্থিরোনৃপং॥

১৩। উৎকীলোৎকলকূলং হৃতহূনগর্ব্বং খর্ব্বীকৃত দ্রবিড়গুর্জ্জরনাথ দর্পং।
ভূপীঠমব্ধিরশনাভরণম্বুভোজ গৌড়েশ্বরশ্চিরমুপাস্যধিয়ং যদীয়াং॥

(১) উইল্কিন্স্ সাহেব, ঈশ্বরেন্দ্র পাঠ করিয়াছেন। ইন্দ্র শব্দে সূর্য্য, তাহার রশ্মি। প্রকৃত পাঠ ঈশ্বরেন্দু, মহাদেবের মস্তকস্থিত চন্দ্রের কিরণ।

(২) উইল্কিন্স্ সাহেব "গুহপতি" পাঠ করিয়াছেন। গুহ শব্দে কার্ত্তিক। কিন্তু কার্ত্তিকের পতি বুঝাইতে ভিন্ন ব্যক্তি বুঝায়। গ্রহপতি পাঠ সঙ্গত বোধ হয়। গ্রহপতি শব্দে সূর্য্য বুঝায়। বিদ্যাভূষণ মহাশয় গ্রহপতি শব্দ পাঠ করিয়াছেন।

১৪। স্বয়মপি হৃতবিত্তনাথিনো যোবযেনে
ত্বিষতি সুহৃদিবাসীন্নিবিবেকো যদাত্মা।
ভবজলনিধিপাতে যস্তভীর্ধৃতপাপা
পরিমৃদিতক শংযৌ যঃ পরেধাম্নিরেমে॥

১৫। যস্তোগ্রাম্বু বৃহস্পতি প্রতিকৃতেঃ শ্রীশূরপালোনৃপঃ
সাক্ষাদিন্দ্রইব প্রজাপ্রিয়বলো গত্বৈব ভূয়ঃ স্বয়ং।
নানাম্ভোনিধি মেখলস্য জগতঃ কল্যাণ সর্ব্বাচিরং
শ্রদ্ধান্তঃ পূতমানসো নতশিরা জগ্রাহ পূতস্পয়ঃ॥

১৭। দেবগ্রাম ভবাধন্যা দেবীমুতুলা বলয়ালক সন্দীপিতরূপা।
দেবকীব তস্মাদ্গোপাল প্রিয়কারকমসূত পুরুষোত্তমতনয়ং॥

১৮। জমদগ্নিকুলোৎপন্নসম্পন্ন ক্ষত্রচিন্তকঃ।
সঃ শ্রীগুরব মিশ্রাখ্য রামাসম ইবাপরঃ॥

আসিয়াটিক্ রিসাচের ১ম খণ্ডের ১২৩ পৃষ্ঠাতে কর্ণেল ওয়াট্সন কর্ত্তৃক মুঙ্গেরে প্রাপ্ত দেবপালের তাম্রশাসনের প্রতিলিপি ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ হইয়াছে। তাহাতে মালব, কুশ, হুন (১), কুলীক, কর্ণাট, লাশাট এবং ভোট এই সকল জাতি দেবপালের প্রজা বলিয়া উক্ত হইয়াছে। গরুড়স্তম্ভাঙ্কিত ১৩ সংখ্যক শ্লোকে লিখিত আছে উৎকল হূন দ্রাবিড় এবং গুজরাট জাতিরা পালবংশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক জিত হইয়াছিল। এবং নর্ম্মদা তীর হইতে হিমালয়

(১) মালব, সম্ভবতঃ মালোয়া। কুশ, অনেকেই অনুমান করেন, রঙ্গপুর দিনাজপুরের কোচ জাতি। ইহারা রাজবংশী জাতির এক শাখা। বিজনী, কোচবেহার, জলপাইগুড়ির রাজগোষ্ঠী শিববংশী বলিয়া খ্যাত। রাজবংশীর সহিত বিবাহাদি হইয়া থাকে। হুন। "অধ্যাপক লাসেন সাহেব কহেন এই হুনজাতি শুভ্রবর্ণ হুন হইতে বিভিন্ন নহে। তাহারা প্রথমে পারস্য দেশের সীমাতে আইসে, তৎকালে (৪২১ খৃষ্টাব্দে) বাহরামগোর রাজা ছিলেন এবং পাঁচ বৎসর পরে সদাসেনপালের কন্যাকে বিবাহ করে। শুভ্র হুনেরা পঞ্জাবে বসতি করে এবং ত্রয়োদশ জন হুন রাজার বিবরণ পুরাণে আছে। কিন্তু তাম্রশাসন ও স্তম্ভলিপির উল্লিখিত হুন শুভ্র হুন বলিয়া বোধ হয় না। মালব কর্ণাট দ্রাবিড় গুর্জ্জর প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য জাতির সহিত হুন বর্ণিত হইয়াছে। ইহারা ভারতবর্ষের দক্ষিণাঞ্চলবাসী ম্লেচ্ছ জাতি; ইহারা কৃষ্ণ হুন বলিয়া অভিহিত হইতে পারে।

পর্ব্বত পর্য্যন্ত দেবপালের রাজ্যসীমা ইহা ৪র্থ শ্লোকে উক্ত আছে, অতএব পালবংশীয় রাজগণ কেবল বাঙ্গালার রাজা ছিলেন না। তাঁহারা দাক্ষিণাত্য হইতে আসিয়া গৌড়াধিকার করেন। পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হইলেও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদাই সম্মান করিতেন।

৪৫ পৃষ্ঠার ২ সংখ্যক নোটে "কাণপুরের পশ্চিম দক্ষিণাংশে অদ্যাপি কান্যকুব্জের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে," লিখিত হইয়াছে। কান্যকুব্জ নগর কাণপুরের দক্ষিণ পশ্চিমাংশে নহে, উত্তর পশ্চিমাংশে। ভ্রম বশতঃ উত্তর স্থলে দক্ষিণ শব্দ লিখিত হইয়াছে। কাণপুর হইতে মথুরা হইয়া আগ্রা পর্য্যন্ত যে রেলপথ হইয়াছে যাহাকে কাণপুর আচ্‌নিয়ারা ষ্টেট রেলওয়ে কহে তাহার মিরাণ সরাই ষ্টেসন হইতে ১॥ ক্রোশ পশ্চিমে, কাণপুর হইতে ২৫ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে, কালীনদীর উপরে গঙ্গা হইতে ৩ ক্রোশ দূরে, কান্যকুব্জ নগর অবস্থিত। প্রাচীনকালে সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। হিন্দু লেখকদের অনুসারে ৩০ মাইল ব্যাপিয়া নগরের প্রাচীর ছিল। (১) মুসলমান লেখকদের অনুসারে মেজর রেনল কহেন কান্যকুব্জে তাম্বূল বিক্রয়ের ত্রিশহাজার দোকান ছিল। (২) ত্রবুহকল নামা জনৈক মুসলমান লেখক কহেন, মহম্মদের একশত বৎসর পূর্ব্বে কান্যকুব্জ নগর, ভারতের প্রধান নগর ছিল। (৩) বর্ত্তমান সময়ে কান্যকুব্জকে সহর বলিয়া বোধ হয় না, একটা বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম বলিয়া অনুমিত হয়। কালের কুটিলগতিতে রাজপ্রাসাদের এবং সহরের ভগ্নাবশেষ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাকার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণদের অতি হীনাবস্থা, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য কি তাহা জানে না, উপবীতটা রাখিতে হয় বলিয়া রাখিয়াছে।

সম্পূর্ণ।

১।২।৩। এল্‌ফিনিষ্টোন কৃত ভারতের ইতিহাস ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনে মুদ্রিত এডিশন ৩৩২ পৃঃ নোট।

অক্ষরক্রমে সূচিপত্র।

মূল এবং নোট অবিভেদে সূচীতে দেওয়া হইল পাঠকগণ পৃষ্ঠা অন্বেষণ করিয়া মূলে না পাইলে নোটে পাইবেন।

খ

গ